

ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ

ପୂଜୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ

ପ୍ରଥମ ଭାଗ

ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଈତନ ପ୍ରମୟାଳେ ସୁଧାରୀ (୩୦)



সূচীপত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| ওহীর সূচনা অধ্যায় | ৩ |
| রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কিভাবে ওহী শুরু হয়েছিল | ৫ |
| ঈমান অধ্যায় | |
| রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ৪ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি | ১৫ |
| ঈমানের বিষয়সমূহ | ১৭ |
| প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে | ১৭ |
| ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম | ১৮ |
| খাবার খাওয়ানো ইসলামী শুণ | ১৮ |
| নিজের জন্য যা পসন্দনীয়, ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করা ঈমানের অংশ | ১৯ |
| রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ভালবাসা ঈমানের অংশ | ১৯ |
| ঈমানের স্বাদ | ১৯ |
| আনসারকে ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ | ২০ |
| পরিচ্ছেদ | ২০ |
| ফিতনা থেকে পলায়ন দীনের অংশ | ২১ |
| নবী করীম (সা)-এর বাণীঃ ‘আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ পাক সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী’ | ২১ |
| কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিষ্কিঞ্চ হবার ন্যায় অপসন্দ করা ঈমানের অংশ | ২২ |
| আমলের দিক থেকে ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরভেদ | ২২ |
| লজ্জা ঈমানের অংশ | ২৩ |
| যারা তওবা করে, সালাত কার্যম করে ও যাকাত দেয় | ২৩ |
| যে বলে, ‘ঈমান আমলেরই নাম’ | ২৪ |
| ইসলাম গ্রহণ যদি খাটি না হয় | ২৫ |
| সালামের প্রচলন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত | ২৬ |
| স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা | ২৬ |
| পাপ কাজ জাহিলী যুগের বভাব | ২৭ |
| যুলুমের প্রকারভেদ | |

বিষয়

| | |
|---|----|
| মুর্নাফিকের আলামত | |
| লায়লাতুল কদরে ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত | ২৯ |
| জিহাদ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত | ২৯ |
| রম্যানের রাতে নফল ইবাদত ঈমানের অংগ | ৩০ |
| সওয়াবের আশায় রম্যানের সিয়াম পালন ঈমানের অংগ | ৩০ |
| দীন সহজ | ৩১ |
| সালাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত | ৩১ |
| উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ | ৩৩ |
| আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল সেটাই যা নিয়মিত করা হয় | ৩৩ |
| ঈমানের বাড়া-কর্ম | ৩৪ |
| যাকাত ইসলামের অঙ্গ | ৩৫ |
| জানায়ার অনুগমন ঈমানের অঙ্গ | ৩৬ |
| অজ্ঞাতসারে মু'মিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা | ৩৭ |
| রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ঈমান, ইসলাম | ৩৮ |
| পরিচ্ছেদ | ৩৯ |
| দীন রক্ষাকারীর ফয়লত | ৩৯ |
| গনীমতের পঞ্চমাংশ প্রদান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত | ৪০ |
| আমল নিয়ত ও সওয়াবের আশা অনুযায়ী | ৪১ |
| নবী করীম (সা)-এর বাণী, 'দীন হল কল্যাণ কামনা করা আল্লাহর রেয়ামন্দীর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য' | ৪৩ |

ইলম অধ্যায়

| | |
|--|----|
| ইলমের ফয়লত | ৪৭ |
| আলোচনায় মশগুল অবস্থায় ইলম সম্পর্কে জিজাসা..... | ৪৭ |
| উচ্চস্বরে ইলমের আলোচনা | ৪৮ |
| মুহাদ্দিসের উক্তি : হাদ্দাসানা, আখবারানা ও আস্বা'আনা | ৪৯ |
| শাগরিদদের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য উত্তাদের কোন বিষয় উত্থাপন করা | ৪৯ |
| হাদীস পড়া ও মুহাদ্দিসের কাছে পেশ করা | ৫০ |
| শায়খ কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব প্রদান এবং 'আলিম কর্তৃক 'ইলমের কথা লিখে | ৫৩ |
| বিভিন্ন দেশে প্রেরণ | ৫৪ |
| মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা এবং মজলিসের ভেতরে ফাঁক দেখে সেখানে বসা | ৫৪ |
| নবী করীম (সা)-এর বাণী, 'যাদের কাছে হাদীস পৌছানো হয় তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, যে শ্রোতা (বর্ণনাকারীর) চাইতে বেশী মুখস্থ রাখতে পারে | ৫৫ |

বিষয়

কথা ও আমলের পূর্বে ইলম জরুরী
 রাসূলুল্লাহ (সা) ওয়াষ-নসীহতে, ইলম শিক্ষাদানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন,
 যাতে লোকজন বিরক্ত না হয়ে পড়ে
 ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা
 আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন
 ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক অনুধাবন
 ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়ার আগ্রহ
 সমুদ্রে ধীর (আ)-এর কাছে মুসা (আ)-এর যাওয়া
 নবী (সা)-এর উক্তি : হে আল্লাহ! আপনি তাকে কিতাব শিক্ষা দিন
 বালকদের কোন্ বয়সের শোনা কথা গ্রহণীয়
 ইলম হাসিলের জন্য বের হওয়া
 ইলম শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার ফযীলত
 ইলমের বিলুপ্তি ও মূর্খতার প্রসার
 ইলমের ফযীলত
 প্রাণী বা অন্য বাহনে আসীন অবস্থায় ফতোয়া দেওয়া
 হাত ও মাথার ইশারায় মাসআলার জওয়াব দান
 আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও ইলমের হিফায়ত করা এবং পরবর্তীদেরকে
 তা অবহিত করার ব্যাপারে নবী (সা)-এর উৎসাহ দান
 উত্তৃত মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজের পরিজনদের শিক্ষা দেওয়া
 পালাক্রমে ইলম শিক্ষা করা
 অপসন্দনীয় কিছু দেখলে ওয়াষ-নসীহত বা শিক্ষাদানের সময় রাগ করা
 ইমাম অথবা মুহাদ্দিসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা
 ভালভাবে বুঝবার জন্য কোন কথা তিন বার বলা
 আপন দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান
 আলিম কর্তৃক মহিলাদের নসীহত করা ও দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া
 হাদীসের প্রতি আগ্রহ
 কিভাবে ইলম তুলে নেয়া হবে
 ইলম শিক্ষার জন্য মহিলাদের ব্যাপারে কি আলাদা দিন নির্ধারণ করা যায়
 কোন কথা শুনে না বুঝলে জানার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করা
 উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে ইলম পৌছে দেবে
 নবী করীম (সা)-এর উপর মিথ্যারোপ করার শুনাহ
 ইলম লিপিবদ্ধ করা
 রাতে ইলম শিক্ষাদান এবং ওয়াষ-নসীহত করা

পৃষ্ঠা
 ৫৬
 ৫৭
 ৫৭
 ৫৮
 ৫৮
 ৫৯
 ৫৯
 ৬১
 ৬১
 ৬১
 ৬৩
 ৬৪
 ৬৪
 ৬৫
 ৬৫
 ৬৭
 ৬৮
 ৬৯
 ৬৯
 ৭১
 ৭১
 ৭১
 ৭২
 ৭৩
 ৭৩
 ৭৪
 ৭৫
 ৭৬
 ৭৬
 ৭৭
 ৭৯
 ৮১

বিষয়

| | |
|---|------|
| রাতে ইলমের আলোচনা করা | পঞ্চ |
| ইলম মুখস্থ করা | ৮১ |
| আলিমদের কথা শোনার জন্য লোকদের চুপ করানো | ৮২ |
| আলিমের জন্য মৃত্তাহাব এই যে, তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় : সবচাইতে জ্ঞানী কে? | ৮৩ |
| তখন তিনি ইহা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবেন | ৮৪ |
| আলিমের বসা থাকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করা | ৮৭ |
| কংকর মারার সময় কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা | ৮৭ |
| আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'তোমাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে অতি অল্পই' | ৮৮ |
| কোন কোন মৃত্তাহাব কাজ এই আশক্ষায় ছেড়ে দেওয়া যে, কিছু লোকে ভুল বুঝতে পারে | ৮৮ |
| এবং তারা এর চাইতে অধিকতর বিভাসিতে পড়তে পারে | ৮৮ |
| বুঝতে না পারার আশংকায় ইলম শিক্ষায় কোন এক কওম বাদ দিয়ে আর এক কওম বেছে | ৮৯ |
| নেওয়া | ৯০ |
| ইলম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা | ৯০ |
| নিজে লজ্জাবোধ করলে অন্যকে প্রশ্ন করতে বলা | ৯১ |
| মসজিদে ইলম ও মাসআলা-মাসাইলের আলোচনা করা | ৯১ |
| প্রশ্নকারীর প্রশ্নের চাইতে বেশী উত্তর দেওয়া | ৯২ |

উয়ু অধ্যায়

| | |
|--|-----|
| উয়ুর বর্ণনা | ৯৫ |
| পরিদ্রাতা ছাড়া সালাত কৃত্ত হয় না | ৯৫ |
| উয়ুর ফর্যালত এবং উয়ুর প্রভাবে যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হবে | ৯৬ |
| সন্দেহের কারণে উয়ু করতে হয় না, যতক্ষণ না (উয়ু তঙ্গের) নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে | ৯৬ |
| হালকাভাবে উয়ু করা | ৯৭ |
| পূর্ণরূপে উয়ু করা | ৯৮ |
| এক আঁজলা পানি দিয়ে 'দু' হাতে মুখমণ্ডল ধোয়া | ৯৮ |
| সর্বাবস্থায়, এমনকি সহবাসের সময়েও বিসমিল্লাহ বলা | ৯৯ |
| শৌচাগারে সময় কী বলতে হয় | ৯৯ |
| শৌচাগারের কাছে পানি রাখা | ১০০ |
| মল-মৃত্ত ত্যাগের সময় কিবলামুখী হবে না, তবে ঘরের মধ্যে দেয়াল অথবা তেমন | ১০০ |
| কোন আড়াল থাকলে ভিন্ন কথা | ১০০ |
| দুই ইটের উপর বসে মলমৃত্ত ত্যাগ করা | ১০০ |
| মহিলাদের বাইরে যাওয়া | ১০১ |
| ঘরে মলমৃত্ত ত্যাগ করা | ১০২ |

বিষয়

| | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| পানি দ্বারা ইসতিনজা করা | ১০২ |
| পরিত্রাতা হাসিলের জন্য কারো সাথে পানি দিয়ে যাওয়া | ১০৩ |
| ইসতিনজার জন্য পানির সাথে লাঠি নিয়ে যাওয়া | ১০৩ |
| ডান হাতে ইসতিনজা করার নিষেধাজ্ঞা | ১০৩ |
| প্রস্রাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধরবে না | ১০৪ |
| পাথর দিয়ে ইসতিনজা করা | ১০৪ |
| গোবর দিয়ে ইসতিনজা না করা | ১০৪ |
| উযুতে একবার করে ধোয়া | ১০৫ |
| উযুতে দু'বার করে ধোয়া | ১০৫ |
| উযুতে তিনবার করে ধোয়া | ১০৫ |
| উয়ূর মধ্যে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা | ১০৬ |
| (ইসতিনজার জন্য) বেজোড় সংখ্যক চিলা-কুলুখ ব্যবহার করা | ১০৭ |
| দু' পা ধোয়া এবং মসেহ না করা | ১০৭ |
| উযুতে কুলি করা | ১০৮ |
| পায়ের গোড়ালী ধোয়া | ১০৮ |
| চপ্পল পরা অবস্থায় উভয় পা ধোয়া কিন্তু চপ্পলের ওপর মসেহ না করা | ১০৯ |
| উয় এবং গোসলে ডান দিক থেকে শুরু করা | ১১০ |
| সালাতের সময় নিকটবর্তী হলে উয়ূর পানি তালাশ করা | ১১০ |
| যে পানি দিয়ে মানুষের ছুল ধোয়া হয় | ১১১ |
| কুকুর যদি পাত্র থেকে পানি পান করে | ১১২ |
| সম্মুখ এবং পেছনের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হওয়া ছাড়া অন্য কারণে যিনি উয়ূর প্রয়োজন মনে করেন না | ১১৩ |
| শ্রদ্ধেয় জনকে কোন ব্যক্তির উয় করিয়ে দেওয়া | ১১৫ |
| বিনা উযুতে কুরআন প্রভৃতি পাঠ করা | ১১৬ |
| পূর্ণ বেহশী ছাড়া উয় না করা | ১১৭ |
| পূর্ণ মাথা মসেহ করা | ১১৮ |
| উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধোয়া | ১১৯ |
| মানুষের উয়ূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা | ১১৯ |
| পরিচ্ছেদ | ১২০ |
| এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া | ১২১ |
| একবার মাথা মসেহ করা | ১২১ |
| নিজ স্ত্রীর সাথে উয় করা এবং স্ত্রীর উয়ূর অবশিষ্ট পানি (ব্যবহার করা) | ১২২ |
| বেহশ লোকের ওপর নবী (সা)-এর উয়ূর পানি ছিটিয়ে দেওয়া | ১২২ |
| গামলা, কাঠ ও পাথরের পাত্রে উয়-গোসল করা | ১২২ |

বিষয়

| | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| গামলা থেকে উয়ু করা | ১২৪ |
| এক মুদ (পানি) দিয়ে উয়ু করা | ১২৫ |
| উভয় মোজার ওপর মসেহ করা | ১২৫ |
| পরিত্র অবস্থায় উভয় পা (মোজায়) প্রবেশ করানো | ১২৬ |
| বকরীর গোশত এবং ছাতু খেয়ে উয়ু না করা | ১২৭ |
| ছাতু খেয়ে উয়ু না করে কেবল কুলি করা | ১২৭ |
| দুধ পান করলে কি কুলি করতে হবে | ১২৮ |
| ঘুমের পরে উয়ু করা এবং দু' একবার ঝিমালে কিংবা মাথা ঝুঁকে পড়লে উয়ু না করা | ১২৮ |
| হাদস ছাড়া উয়ু করা | ১২৯ |
| পেশাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক না থাকা কবীরা শুনাহ | ১২৯ |
| পেশাব ধোয়া সংস্ক্রে যা বর্ণিত হয়েছে | ১৩০ |
| পরিচ্ছেদ | ১৩০ |
| এক বেদুইনকে মসজিদে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত নবী (সা) এবং অন্যান্য লোকদের পক্ষ থেকে অবকাশ দেওয়া | ১৩১ |
| মসজিদে পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়া | ১৩১ |
| শিশুদের পেশাব | ১৩২ |
| দাঁড়িয়ে এবং বসে পেশাব করা | ১৩২ |
| সঙ্গীর কাছে বসে পেশাব করা এবং দেয়ালের আড়াল করা | ১৩৩ |
| মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে পেশাব করা | ১৩৩ |
| রক্ত ধূয়ে ফেলা | ১৩৪ |
| বীর্য ধোয়া এবং ঘষে ফেলা এবং স্ত্রীলোক থেকে যা লেগে যায় তা ধূয়ে ফেলা | ১৩৪ |
| জানাবাতের নাপাকী বা অন্য কিছু ধোয়ার পর যদি ভিজা দাগ থেকে যায় | ১৩৫ |
| উট, চতুর্পদ জন্তু ও বকরীর পেশাব এবং বকরীর খোয়াড় প্রসঙ্গে | ১৩৫ |
| ঘি এবং পানিতে নাপাকী পড়া | ১৩৭ |
| স্ত্রির পানিতে পেশাব করা | ১৩৭ |
| মুসল্লীর পিঠের ওপর ময়লা বা মৃত জন্তু ফেললে তার সালাত নষ্ট হবে না | ১৩৮ |
| থুথ, শ্রেষ্ঠা ইত্যাদি কাপড়ে লেগে গেলে | ১৩৯ |
| নাবীয় (খেজুর, কিসমিস, মনাক্কা ইত্যাদি ভিজানো পানি) এবং নেশাকারক পানীয় দ্বারা উয়ু করা না-জায়েয় | ১৪০ |
| পিতার মুখমণ্ডল থেকে কল্যা কর্তৃক রক্ত ধূয়ে ফেলা | ১৪০ |
| মিসওয়াক করা | ১৪১ |
| বয়সে বড় ব্যক্তিকে মিসওয়াক প্রদান করা | ১৪১ |
| উয়ু সহ রাতে ঘুমাবার ফয়েলত | ১৪২ |

বিষয়

গোসল অধ্যায়

পৃষ্ঠা

| | |
|---|-----|
| গোসলের পূর্বে উয় করা | ১৪৬ |
| স্বামী-স্ত্রীর একসাথে গোসল | ১৪৬ |
| এক সা' বা অনুরূপ পাত্রের পানিতে গোসল | ১৪৭ |
| মাথায় তিনবার পানি ঢালা | ১৪৮ |
| একবার পানি ঢেলে গোসল করা | ১৪৮ |
| গোসলে হিলাব বা খুশবু ব্যবহার করা | ১৪৯ |
| জানাবাতের গোসল কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া | ১৪৯ |
| পরিচ্ছন্নতার জন্য মাটিতে হাত ঘষা | ১৫০ |
| যখন জানাবাত ছাড়া হাতে কোন নাপাকী না থাকে, ফরয গোসলের আগে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে তা প্রবেশ করানো যায় কি? | ১৫০ |
| গোসলের সময় ডান হাত থেকে বাম হাতের উপর পানি ঢালা | ১৫১ |
| গোসল ও উয়ূর অঙ্গ পৃথকভাবে ধোয়া | ১৫২ |
| একাধিকবার বা একাধিক স্তৰীর সাথে সংগত হওয়ার পর একবার গোসল করা | ১৫২ |
| মর্য বের হলে তা ধুয়ে ফেলা ও উয় করা | ১৫৩ |
| খুশবু লাগিয়ে গোসল করার পর খুশবুর তাসির থেকে গেলে | ১৫৩ |
| চুল খিলাল করা এবং চামড়া ভিজেছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পর তাতে পানি ঢালা | ১৫৪ |
| জানাবাত অবস্থায় যে উয় করে সমস্ত শরীর ধোয় কিন্তু উয়ূর প্রত্যঙ্গশুলো দ্বিতীয়বার ধোয় না মসজিদের ভিতরে নিজের জানাবাতের কথা স্মরণ হলে তখনই বেরিয়ে পড়বে, তায়াম্বুম করতে হবে না | ১৫৪ |
| জানাবাতের গোসলের পর দু'হাত ঝাড়া | ১৫৫ |
| মাথার ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা | ১৫৬ |
| নির্জনে বিবর্জ্জন হয়ে গোসল করা এবং পর্দা করে গোসল করা। পর্দা করে গোসল করাই উচ্চম | ১৫৬ |
| লোকের সামনে গোসলের সময় পর্দা করা | ১৫৭ |
| মহিলাদের ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে | ১৫৮ |
| জুনুবী ব্যক্তির ঘাম, নিশ্চয়ই মুসলিম অপবিত্র নয় | ১৫৯ |
| জানাবাতের সময় বের হওয়া এবং বাজার ইত্যাদিতে চলাফেরা করা | ১৫৯ |
| জুনুবী ব্যক্তির গোসলের আগে উয় করে ঘরে অবস্থান করা | ১৬০ |
| জুনুবীর নিদ্রা | ১৬০ |
| জুনুবী উয় করে ঘুমাবে | ১৬০ |
| দু' লজ্জাস্থান পরম্পর মিলিত হলে | ১৬১ |

বিষয়

স্তু অঙ্গ থেকে কিছু লাগলে ধূয়ে ফেলা

পৃষ্ঠা

১৬১

হায়য অধ্যায়

হায়যের ইতিকথা

১৬৫

হায়যের সময় স্বামীর মাথা ধূয়ে দেওয়া ও চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া
 স্তুর হায়য অবস্থায় তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা
 নিফাসকে হায়য বলা

১৬৬

১৬৭

১৬৭

১৬৭

১৬৭

১৬৮

১৬৮

১৬৯

১৭০

১৭০

১৭১

১৭১

১৭১

১৭২

১৭২

১৭৩

১৭৩

১৭৪

১৭৪

১৭৪

১৭৫

১৭৫

১৭৫

১৭৬

১৭৬

১৭৭

১৭৭

১৭৮

১৭৮

১৭৮

১৭৯

১৮০

১৮০

১৮১

১৮১

হায়য অবস্থায় স্তুর সাথে মেলামেশা করা

১৬৯

হায়য অবস্থায় সওম ছেড়ে দেওয়া

১৭০

হায়য অবস্থায় কাঁ'বার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ করা যায়
 ইসতিহায়া

১৭১

হায়যের রক্ত ধূয়ে ফেলা

১৭১

মুসতাহায়ার ইতিকাফ

১৭১

হায়য অবস্থায় পরিহিত পোশাকে সালাত আদায় করা যায় কি?

১৭২

হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে সুগন্ধি ব্যবহার

১৭২

হায়যের পরে পবিত্রতা অর্জনের সময় দেহ ঘষা-মাজা করা, গোসলের পদ্ধতি এবং
 মিশ্কযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়ে রক্তের চিহ্ন পরিষ্কার করা

১৭৩

হায়যের গোসলের বিবরণ

১৭৩

হায়যের গোসলে চুল আঁচড়ানো

১৭৪

হায়যের গোসলে চুল খোলা

১৭৪

আল্লাহর বাণী, 'পূর্ণাঙ্গতি ও অপূর্ণাঙ্গতি গোশতপিণ্ড' প্রসঙ্গে

১৭৫

ঝতুবতী কিভাবে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধবে

১৭৫

হায়য শুরু ও শেষ হওয়া

১৭৬

হায়যকালীন সালাতের কাষা নেই

১৭৭

ঝতুবতী মহিলার সঙ্গে হায়যের কাপড় পরিহিত অবস্থায় একত্রে শয়ন

১৭৭

হায়যের জন্যে স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান করা

১৭৮

ঝতুবতী মহিলাদের উভয় ঈদ ও মুসলমানদের দু'আর সমাবেশে উপস্থিত হওয়া এবং
 ঈদগাহ থেকে দূরে অবস্থান করা

১৭৮

একই মাসে তিন হায়য হলে। সম্ভাব্য হায়য ও গর্ভধারণের ব্যাপারে স্ত্রীলোকের

১৭৯

কথা গ্রহণযোগ্য

১৮০

হায়যের দিনগুলো ছাড়া হলুদ এবং মেটে রং দেখা

১৮০

ইসতিহায়ার শিরা

১৮০

তাওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রীলোকের হায়য শুরু হওয়া

১৮১

ইসতিহায়াগ্রস্তা নারীর পবিত্রতা দেখা

১৮১

বিষয়

নিষাস অবস্থায় মৃত স্ত্রীলোকের সালাতে জানায়া ও তার পদ্ধতি
পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা
১৮২
১৮২

তায়াম্বুম অধ্যায়

| | |
|--|-----|
| আদ্দাহ তা'আলার বাণী | ১৮৫ |
| পানি ও মাটি না পাওয়া গেলে | ১৮৭ |
| মুকীম অবস্থায় পানি না পেলে এবং নামায ছুটে যাওয়ার ভয় থাকলে | |
| তায়াম্বুম করা | ১৮৭ |
| তায়াম্বুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর হস্তব্যে ফুঁ দেওয়া | ১৮৮ |
| মুখমণ্ডলে ও হস্তব্যে তায়াম্বুম করা | ১৮৮ |
| পাক মাটি মুসলিমদের উয়ুর পানির স্থলবর্তী, পবিত্রতার জন্য পানির পরিবর্তে | |
| এটাই যথেষ্ট | ১৯০ |
| জনুবী ব্যক্তির রোগ বৃক্ষির, মৃত্যুর বা ত্রক্ষার্ত থেকে যাওয়ার আশংকা বোধ হলে | |
| তায়াম্বুম করা | ১৯৩ |
| তায়াম্বুমের জন্য মাটিতে একবার হাত মারা | ১৯৪ |
| পরিচ্ছেদ | ১৯৫ |

সালাত অধ্যায়

| | |
|---|-----|
| মিরাজে কিভাবে সালাত ফরয হলো | ১৯৯ |
| সালাত আদায়ের সময় কাপড় পরার প্রয়োজনীয়তা | ২০২ |
| সালাতে কাঁধে তহবিদ বাঁধা | ২০৩ |
| এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করা | ২০৪ |
| কেউ এক কাপড়ে সালাত আদায় করলে সে যেন উভয় কাঁধের উপরে কিছু অংশ রাখে | ২০৫ |
| কাপড় যদি সংকীর্ণ হয় | ২০৬ |
| শামী জুবুরা পরে সালাত আদায় করা | ২০৭ |
| সালাতে ও তার বাইরে বিবন্দ হওয়া অপসন্দনীয় | ২০৭ |
| জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া ও ক'বা পরে সালাত আদায় করা | ২০৮ |
| লজ্জাহান ঢাকা | ২০৯ |
| চাদর গায়ে না দিয়ে সালাত আদায় করা | ২১০ |
| উকুল সম্পর্কে বর্ণনা | ২১১ |
| মহিলারা সালাত আদায় করতে কয়টি কাপড় পরবে | ২১২ |
| কারুকার্য খচিত কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং ঐ কারুকার্যে দৃষ্টি পড়া | ২১৩ |
| কুশ বা ছবিযুক্ত কাপড়ে সালাত ফাসিদ হবে কিনা এবং এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা | ২১৩ |

বিষয়

| পৃষ্ঠা | |
|--------|---|
| ২১৪ | রেশমী জুবো পরে সালাত আদায় করা ও পরে তা খুলে ফেলা |
| ২১৪ | লাল কাপড় পরে সালাত আদায় করা |
| ২১৫ | ছাদ, মিষ্র ও কাঠের উপর সালাত আদায় করা |
| ২১৬ | মুসল্লীর কাপড় সিজদা করার সময় স্তুর গায়ে লাগা |
| ২১৭ | চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা |
| ২১৭ | ছেন্ট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা |
| ২১৮ | বিছানায় সালাত আদায় করা |
| ২১৯ | প্রচণ্ড গরমের সময় কাপড়ের উপর সিজদা করা |
| ২১৯ | জুতা পরে সালাত আদায় করা |
| ২১৯ | মোজা পরে সালাত আদায় করা |
| ২২০ | সিজদা পূর্ণভাবে না করলে |
| ২২০ | সিজদার বাহ্যিক খোলা রাখা এবং দু'পাশ আলগা রাখা |
| ২২১ | কিবলামুখী হওয়ার ফয়েলত |
| ২২২ | মদীনা, সিরিয়া ও (মদীনার) পূর্ব দিকের অধিবাসীদের কিবলা |
| ২২২ | মহান আল্লাহর বাণী, 'মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানক্রমে গ্রহণ কর |
| ২২৪ | যেখানেই হোক (সালাতে) কিবলামুখী হওয়া |
| ২২৫ | কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা |
| ২২৭ | মসজিদে থুথু হাতের সাহায্যে পরিষ্কার করা |
| ২২৮ | কাঁকর দিয়ে মসজিদ থেকে নাকের শ্রেষ্ঠা পরিষ্কার করা |
| ২২৮ | সালাতে ডানদিকে থুথু ফেলবে না |
| ২২৯ | থুথু যেন বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে |
| ২২৯ | মসজিদে থুথু ফেলার কাফকারা |
| ২২৯ | মসজিদে কফ পুঁতে ফেলা |
| ২৩০ | থুথু ফেলতে বাধ্য হলে তা কাপড়ের কিনারে ফেলবে |
| ২৩০ | সালাত পূর্ণ করার ও কিবলার ব্যাপারে লোকদেরকে ইমামের উপদেশ দান |
| ২৩১ | অযুক গোত্রের মসজিদ বলা যায় কি? |
| ২৩১ | মসজিদে কোন কিছু ভাগ করা ও (খেজুরের) ছড়া খুলানো |
| ২৩২ | মসজিদে যাকে খাওয়ার দাওয়া হয় আর যিনি তা কবূল করেন |
| ২৩৩ | মসজিদে বিচার করা ও নারী-পুরুষের মধ্যে 'লি'আন' করা |
| ২৩৩ | কারো ঘরে প্রবেশ করলে যেখানে ইচ্ছা বা যেখানে নির্দেশ করা হয় সেখানেই সালাত আদায় করবে। এ ব্যাপারে বেশী খোজাখুঁজি করবে না |
| ২৩৩ | ঘরে মসজিদ তৈরী করা |
| ২৩৫ | মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা |

বিষয়

| পৃষ্ঠা | |
|--|-----|
| জাহিলী যুগের মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলে মসজিদ নির্মাণ করা | ২৩৫ |
| ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করা | ২৩৭ |
| উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা | ২৩৭ |
| চূল, আগুন বা এমন কোন বস্তু যার ইবাদত করা হয়, তা সামনে রেখে কেবল আল্লাহর সম্মতি হাসিল করারই উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা | ২৩৮ |
| কবরস্থানে সালাত আদায় করা মাকরহ | ২৩৮ |
| আল্লাহর গথবে বিধৃত ও আযাবের স্থানে সালাত আদায় করা | ২৩৮ |
| গির্জায় সালাত আদায় করা | ২৩৯ |
| পরিচ্ছেদ | ২৩৯ |
| নরী (সা)-এর উক্তি : আমার জন্য যমীনকে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা | ২৪০ |
| হাসিলের উপায় করা হয়েছে | ২৪১ |
| মসজিদে যতিলাদের ঘুমানো | ২৪২ |
| মসজিদে পুরুষদের ঘুমানো | ২৪৩ |
| সফর থেকে ফিরে আসার পর সালাত | ২৪৩ |
| তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বেই দুর্বাকআত সালাত আদায় করে নেয় | ২৪৩ |
| মসজিদে হাদস হওয়া (উয় নষ্ট হওয়া) | ২৪৪ |
| মসজিদ নির্মাণ করা | ২৪৪ |
| মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করা | ২৪৫ |
| কাঠের মিস্ত্র তৈরী ও মসজিদ নির্মাণে কাঠমিত্রী ও রাজমিত্রীর সাহায্য প্রাপ্ত করা | ২৪৬ |
| যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে | ২৪৬ |
| মসজিদ অতিক্রমকালে তীরের ফলক ধরে রাখবে | ২৪৭ |
| মসজিদ অতিক্রম করা | ২৪৭ |
| মসজিদে কবিতা পাঠ | ২৪৭ |
| বর্ণ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ | ২৪৮ |
| মসজিদের মিস্ত্রে ত্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা | ২৪৮ |
| মসজিদে ঝঁপ পরিশোধের তাগাদা দেওয়া ও চাপ সৃষ্টি করা | ২৪৯ |
| মসজিদে ঝাড় দেওয়া এবং ন্যাকড়া আবর্জনা ও কাঠ-খড়ি কুড়ানো | ২৫০ |
| মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা | ২৫০ |
| মসজিদের জন্য খাদিম | ২৫০ |
| কয়েদী অধৰা ঝঁপগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা | ২৫১ |
| ইসলাম প্রচারের সময় গোসল করা এবং কয়েদীকে মসজিদে বাঁধা | ২৫১ |
| রোগী ও অন্যদের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন | ২৫২ |

বিষয়

| | |
|--|--------|
| প্রয়োজনে উট নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা | পৃষ্ঠা |
| পরিচ্ছেদ | ২৫২ |
| মসজিদে ছোট দরজা ও পথ বানানো | ২৫৩ |
| বায়তুল্লাহ শরীকে ও অন্যান্য মসজিদে দরজা রাখা ও তালা লাগানো | ২৫৫ |
| মসজিদে মুশরিকের প্রবেশ | ২৫৫ |
| মসজিদে আওয়ায় উঁচু করা | ২৫৫ |
| মসজিদে হালকা বাঁধা ও বসা | ২৫৭ |
| মসজিদে চিত হয়ে শোয়া | ২৫৮ |
| লোকের অসুবিধা না হলে রাস্তায় মসজিদ বানানো বৈধ | ২৫৮ |
| বাজারের মসজিদে সালাত আদায় | ২৫৯ |
| মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলে প্রবেশ করানো | ২৫৯ |
| মদীনার রাস্তার মসজিদসমূহ এবং যে সকল স্থানে নবী (সা) সালাত আদায় করেছিলেন | ২৬২ |
| ইমামের সুতরাই মুকতাদীর জন্য যথেষ্ট | ২৬৫ |
| মুসল্লী ও সুতরার মাঝখানে কি পরিমাণ দূরত্ব থাকা উচিত | ২৬৬ |
| বর্ণ সামনে রেখে সালাত আদায় | ২৬৬ |
| লৌহযুক্ত ছড়ি সামনে রেখে সালাত আদায় | ২৬৭ |
| মক্কা ও অন্যান্য স্থানে সুতরা | ২৬৭ |
| স্তুতি সামনে রেখে সালাত আদায় | ২৬৮ |
| জামা'আত ব্যতীত স্তুতিসমূহের মাঝখানে সালাত আদায় করা | ২৬৮ |
| পরিচ্ছেদ | ২৬৯ |
| উটনী, উট, গাছ ও হাওদা সামনে রেখে সালাত আদায় করা | ২৭০ |
| চৌকি সামনে রেখে সালাত আদায় করা | ২৭০ |
| সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে মুসল্লীর বাঁধা দেয়া উচিত | ২৭১ |
| মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীর গুনাহ | ২৭২ |
| কারো দিকে মুখ করে সালাত আদায় | ২৭২ |
| ঘূমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় | ২৭৩ |
| মহিলার পেছনে থেকে নফল সালাত আদায় | ২৭৩ |
| কোন কিছু সালাত নষ্ট করে না বলে যিনি মত পোষণ করেন | ২৭৩ |
| সালাতে নিজের ঘাড়ে কোন ছোট মেয়েকে তুলে নেয়া | ২৭৪ |
| এমন বিছানা সামনে রেখে সালাত আদায় করা যাতে খতুবতী মহিলা রয়েছে | ২৭৪ |
| সিজদার সুবিধার্থে নিজ দ্বীকে সিজদার সময় স্পর্শ করা | ২৭৫ |
| মুসল্লীর দেহ থেকে মহিলা কর্তৃক নাপাকী পরিষ্কার করা | ২৭৫ |

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংকরণ

| | | |
|----|--------------------------------|------------|
| ১. | মাওলানা উবায়দুল হক | সভাপতি |
| ২. | মাওলানা কাজী মুতাসিম বিন্দাহ | সদস্য |
| ৩. | মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী | " |
| ৪. | মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম | " |
| ৫. | ডেন্টাল কাজী দীন মুহম্মদ | " |
| ৬. | মাওলানা কুছুল আমিন খান | " |
| ৭. | মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস সালাম | " |
| ৮. | মাওলানা ফরীদ উদ্দীন শাস্ত্রী | সদস্য সচিব |

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংকরণ

| | | |
|----|----------------------------------|------------|
| ১. | মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম | সভাপতি |
| ২. | মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আতার | সদস্য |
| ৩. | মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস সালাম | " |
| ৪. | মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী | " |
| ৫. | মাওলানা ইমদাদুল হক | " |
| ৬. | মাওলানা আবদুল মানান | " |
| ৭. | আবদুল মুকীত চৌধুরী | সদস্য সচিব |

অনুবাদকগণের তালিকা

- ১। মাওলানা কাজী মুতসিম বিন্দ্বাহ
- ২। " আবদুল জলীল
- ৩। " মোশাররফ হোসাইন
- ৪। " আবুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া
- ৫। " সিরাজুল হক
- ৬। " মুহাম্মদ ইসমাইল
- ৭। " খালিদ সাইফুল্লাহ
- ৮। " ইসহাক ফরীদী
- ৯। " আবদুর রব
- ১০। " আবু তাহের মেসবাহ
- ১১। " মাহবুবুর রহমান ভূএগা
- ১২। " রফিউল আমিন খান
- ১৩। " আবদুল মোমিন
- ১৪। " কুতুব উদ্দীন
- ১৫। " মুস্তাক আহমদ
- ১৬। " আবদুল মতিন
- ১৭। " কাজী আবু হুরায়রা
- ১৮। " আবদুন নূর
- ১৯। " আবুল কালাম
- ২০। " রফিকুল্লাহ নেছরাবাদী
- ২১। " মুহাম্মদ ফারুক

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগুলির মূল নাম হচ্ছে — ‘আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলুল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।’ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগুলি ফিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম ‘আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী’। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্মান্ত করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাঢ়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রহিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিশ্বয়কর স্বরূপত্ব, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শ জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্তালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলিমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হকুম-আহ্কাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিঘিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। তিনি ‘জামে সহীহ’ নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্পর্কিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে ‘বুখারী শরীফ’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ সিতাহ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও তা প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ক্রটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ক্রটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ জানা ও মানার তাওফিক দিন।
আমীন!

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় নবী হাবীব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর।

হাদীস শরীফ মুসলিম মিল্লাতের এক অঙ্গ সম্পদ, ইসলামী শরী'আতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এ মৌল নীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পছ্টা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের আলোকস্তুত, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীস এ হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধর্মনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তঙ্গ শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আয়ামের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুকূলপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক নবী করীম (সা)-এর পবিত্র জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাইল আমীনের মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর উপর যে ওহী নায়িল করেছেন, তা হলো হাদীসের মূল উৎস। ওহী-এর শান্তিক অর্থ ‘ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা।’ ওহী দু প্রকার। প্রথম প্রকার প্রত্যক্ষ ওহী (وَحْيٌ مَتْلُوٌ) যার নাম ‘কিতাবুল্লাহ্’ বা ‘আল-কুরআন’। এর ভাব, ভাষা উভয়ই মহান আল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা হৃবহু প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকার পরোক্ষ ওহী (وَحْيٌ غَيْرٌ مَتْلُوٌ) এর নাম ‘সুন্নাহ্’ বা ‘আল-হাদীস’। এর ভাব আল্লাহ্, তবে নবী (সা) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর সরাসরি নায়িল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকজন তা উপলক্ষ্মি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচলিতভাবে নায়িল হত এবং অন্যরা তা উপলক্ষ্মি করতে পারত না।

আখেরী নবী ও রাসূল হয়রত মুহাম্মদ (সা) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নায়িল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। এর ভাব ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর। তিনি নিজের কথা-কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পছ্টা ও

নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী (সা) যে পক্ষা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস। হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাণে এবং তা শরীর আত্মের অন্যতম উৎস কুরআন ও মহানবী (সা)-এর বাণীর মধ্যেই তার প্রমাণ বিদ্যমান। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী (সা) সম্পর্কে বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ -

আর “তিনি (নবী) মনগড়া কথা ও বলেন না, এ তো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয় (৫৩ : ৩-৪)।

وَلَوْتَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَا خَذَنَا مِنْهُ بِالْبَيْمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ -

“তিনি (নবী) যদি আমার নামে কিছু রচনা চালাতে চেষ্টা করতেন আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে লইতাম তার জীবনধর্মনী” (৬৯ : ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “ক্রহল কুদ্স (জিবরাইল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন—নির্ধারিত পরিমাণ বিধিক পূর্ণ মাত্রায় ঘৃহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুকাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় না”—(বায়হাকী, শারহস সুন্নাহ)। “আমার নিকট জিবরাইল (আ) এলেন এ বং আমার সহাবীগণকে উচ্চস্থরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন”(নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬)। “জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস”—(আবু দাউদ, ইব্ন মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে কুরআনুল করীমে নির্দেশ দিয়েছেন :

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -

“রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।” (৫৯ : ৭)

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুল্লাহুন আইনী (র) লিখেছেন “দুনিয়া ও আধিরাতের পরম কল্যাণ লাভ হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।” আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, “কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোন্মত এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হৃকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।”

হাদীসের পরিচয়

শান্তিক অর্থে হাদীস (حدیث) মানে নতুন, প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যে সব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে—তাই হাদীসের আরেক অর্থ হলো কথা। ফকীহ গণের পরিভাষায় নবী করীম (সা) আল্লাহর রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীস বলা হয়। কিন্তু মুহাম্মদসিগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ

হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা বিধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (বাণী সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়। দ্বিতীয়ত, মহানবী (সা)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্কৃত হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্ম সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যে সব কথা বা কাজ নবী করীম (সা)-এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনযুক্ত) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ (سنّة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পছ্নাও রীতি নবী করীম (সা) অবলম্বন করতেন তাকে সুন্নাত বলা হয়। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ (সা) প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোউম ও সুন্দরতম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বোঝানো হয়েছে। ফিকহ পরিভাষায় সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদত ক্রমে যা করা হয় তা বোঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিকেই বোঝায়।

আসার (أَسْأَر) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আসার-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীগণ থেকে শরী'আত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ভৃত হয়েছে তাকে আসার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবীগণের নিজস্ব ভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ভৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্ভৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নাম উল্লেখ করেন নি। উস্তুলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আসারকে বলা হয় 'মাওকুফ হাদীস'।

ইলমে হাদীসের ক্ষতিপ্রয়োগ পরিভাষা

সাহাবী (صحابي) : যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী বলে।

তাবিস (تابعی) : যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিস বলে।

মুহাদ্দিস (محدث) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খ (شيخ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

শায়খায়ন (شيخين) : সাহাবীগণের মধ্যে আবৃ বকর ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

কিন্তু হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিকহ-এর পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিয় (حافظ) : যিনি সনদ ও মতনের বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীস আয়ত করেছেন তাঁকে হাফিয় বলা হয়।

হজ্জাত (حجّ) : অনুরপভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত করেছেন তাঁকে হজ্জাত বলা হয়।

হাকিম (حاكم) : যিনি সব হাদীস আয়ত করেছেন তাঁকে হাকিম বলা হয়।

রিজাল (رجال) : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর-রিজাল (اسماء الرجال) বলা হয়।

রিওয়ায়ত (رواية) : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়ত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়ত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়ত (হাদীস) আছে।

সনদ (سندر) : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় প্রস্তুত সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন (متن) : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

মরফ্ফ' (مرفوع) : যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে মরফ্ফ' হাদীস বলে।

মাওকুফ (موقوف) : যে হাদীসের বর্ণনা-সূত্র উর্ধ্ব দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে সনদ-সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকুফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আসার (أشار)।

মাকতু' (مقطوع) : যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঙ্গ পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে মাকতু' হাদীস বলা হয়।

তা'লীক (تعليق) : কোন কোন ঘষ্টকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপ করাকে তা'লীক বলা হয়। কখনো কখনো তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তা'লীক' বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরপ বহু 'তা'লীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুতাসিল সনদ রয়েছে। অনেক সংকলনকারী এই সমস্ত তা'লীক হাদীস মুতাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস (مدلّس) : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তাঁর নিকট সেই হাদীস শুনেন নি—সে হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এইরপ করাকে 'তাদলীস, আর যিনি এইরপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র ছিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন।

মুয়তারাব (مضطرب) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুয়তারাব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমৰ্থ্য সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে অপেক্ষা করতে হবে অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্রাজ (مدرج) যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সে হাদীসকে মুদ্রাজ এবং এইরূপ করাকে ‘ইন্দ্রাজ’ বলা হয়। ইন্দ্রাজ হারাম। অবশ্য যদি এর দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হয়, তবে দৃষ্টগীয় নয়।

মুতাসিল (متصل) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুতাসিল হাদীস বলে।

মুনকাতি’ (منقطع) : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি’ হাদীস, আর এই বাদ পড়াকে ইনকিতা’ বলা হয়।

মুরসাল (مرسل) : যে হাদীসের সনদের ইনকিতা’ শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঙ্গি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

মুতাবি’ ও শাহিদ (تابع و شاهد) : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম রাবীর হাদীসের মুতাবি’ বল হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবি’আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদত বলে। মুতাবি’আত ও শাহাদত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মু’আল্লাক (معلق) : সনদের ইনকিতা’ প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু’আল্লাক হাদীস বল হয়।

(المعروف و منكر) : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মকবুল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে মুনকার বলা হয় এবং মকবুল রাবীর হাদীসকে মা’রফ বলা হয়। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সাহীহ (صحيح) : যে মুতাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাব্তা-গুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষক্রটি মুক্ত তাকে সাহীহ হাদীস বলে।

হাসান (حسن) : যে হাদীসের কোন রাবীর যারতঙ্গণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলা হয়। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সাহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে শরী’আতের বিধান নির্ধারণ করেন।

যঙ্গিফ (ضعيف) : যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঙ্গিফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় নবী করীম (সা)-এর কোন কথাই যঙ্গিফ নয়।

মাওয়ু’ (موضوع) : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওয়ু’ হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতৃক (متروك) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতৃক হাদীস বলা হয়। এরপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম (مبهم) : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায় নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে—এরপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির (متواتر) : যে সাহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবর ওয়াহিদ (خبر واحد) : প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ বা আখবারুল আহাদ বলা হয়। এই হাদীস তিন প্রকারঃ

মাশহুর (مشهور) : যে সাহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহুর হাদীস বলা হয়।

আর্যীয (عزيز) : যে সাহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আর্যীয বলা হয়।

গরীব (غريب) : যে সাহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব হাদীস বলা হয়।

হাদীসে কুদসী (حدیث قدسی) : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে যেমন আল্লাহ তাঁর নবী (সা)-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরাইল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী (সা) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

মুত্তাফাক আলায়হ (متفق على) : যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ হাদীস বলে।

আদালত (عدالت) : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্ধৃত করে তাকে আদালত বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রাচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা ও বোঝায়।

যাবত (ضبط) : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রূত বা লিখিত বিষয়কে বিশ্বৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবত বলা হয়।

ছিকাহ (تفت) : যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে ছিকাহ ছাবিত (تبث) বা ছাবাত (تبث) বলা হয়।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর

কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল :

১. আল-জামি' (الجامع) : যে সব হাদীসগুলো (১) আকীদা-বিশ্বাস, (২) আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), (৩) আখলাক ও আদাব, (৪) কুরআনের তাফসীর, (৫) সীরাত ও ইতিহাস, (৬) ফিতন ও আশরাত অর্থাৎ বিশ্বজ্ঞলা ও আলামতে কিয়ামত, (৭) রিকাক অর্থাৎ আজ্ঞানুকূল (৮) মানাকিব অর্থাৎ ফয়েলত ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে আল-জামি' বলা হয়। সাহীহ বুখারী ও জামি' তিরমিয়ী এর অন্তর্ভুক্ত। সাহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই কোন কোন হাদীসবিশারদের মতে তা জামি' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান (السنن) : যেসব হাদীসগুলো কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্রিত করা হয় এবং ফিক্‌হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে সুনান বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাই, সুনান ইবন মাজা ইত্যাদি। তিরমিয়ী শরীফও এই হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ (المسندي) : যে সব হাদীসগুলো বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী অথবা তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্‌হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলা হয়। যেমন হ্যরত আয়িশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্রিত করা হলে। ইমাম আহমদ (র)-এর আল-মুসনাদ প্রভৃতি, মুসনাদ আবু দাউদ তা'য়লিসী (র) ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৪. আল-মু'জাম (المعجم) : যে হাদীসগুলো মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মু'জাম বলে। যেমন ইমাম তাবারানী (র) সংকলিত আল-মু'জামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক (المستدرك) : যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীসগুলো শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট ঘষ্টকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সে সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক বলা হয়। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরী (র)-এর আল-মুসতাদরাক প্রভৃতি।

৬. রিসালা (رسالة) : যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের অথবা এক রাবীর হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা বা জুয় (جزء) বলা হয়।

৭. সিহাহ সিন্তাহ (صحاح سنه) : বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসাই ও ইবন মাজা-এই ছয়টি ঘষ্টকে একত্রে সিহাহ সিন্তাহ বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইবন মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কিছু সংখ্যক আলিম সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ সিন্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শায়খ আবুল হাসান সিন্দী (র) ইমাম তাহাবী (র) সংকলিত মা'আনীল আসার (তাবারী শরীফ) ঘষ্টকে সিহাহ সিন্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনকি ইবন হায়ম ও আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) তাহাবী শরীফকে নাসায়ী ও আবু দাউদ শরীফের স্তরে গণ্য করেছেন।

৮. সাহীহায়ন (صحيحين) : সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমকে একত্রে সাহীহায়ন বলা হয়।

৯. সুনানে আরবাঁআ (سنن أربعة) : সিহাহ সিন্তার অপর চারটি ঘষ্ট-আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই এবং ইবন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাঁআ বলা হয়।

ଆର୍ଥିଶ

ହାଦୀସେର କିତାବସମୂହେର ତ୍ତରବିଭାଗ

ହାଦୀସେର କିତାବସମୂହକେ ମୋଟାମୁଟିଭାବେ ପାଂଚଟି ତ୍ତର ବା ତାବାକାୟ ଭାଗ କରା ହେଁଲେ । ଶାହ ଓୟାଲୀ ଉଲ୍ଲାହ ମୁହାଦିସ ଦେହଲ୍ବୀ (ର) ତାର 'ହ୍ରଜାତୁଲ୍ଲାହିଲ ବାଲିଗା' ନାମକ କିତାବେ ଏକପ ପାଂଚ ତ୍ତରେ ଭାଗ କରେଛେ ।

ପ୍ରଥମ ତ୍ତର

ଏ ତ୍ତରେର କିତାବସମୂହେ କେବଳ ସାହିହ ହାଦୀସଇ ରୁହେ । ଏ ତ୍ତରେର କିତାବ ମାତ୍ର ତିନଟି : 'ମୁଓୟାନ୍ତା ଇମାମ ମାଲିକ, ବୁଖାରୀ ଶରୀଫ ଓ ମୁସଲିମ ଶରୀଫ । ସକଳ ହାଦୀସ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏ ବିଷୟେ ଏକମତ ଯେ, ଏ ତିନଟି କିତାବେର ସମସ୍ତ ହାଦୀସଇ ନିଚିତକ୍ରମରେ ସହିହ ।

ଦ୍ୱାତୀୟ ତ୍ତର

ଏ ତ୍ତରେର କିତାବସମୂହ ପ୍ରଥମ ତ୍ତରେର ଖୁବ କାହାକାହି । ଏ ତ୍ତରେର କିତାବେ ସାଧାରଣତଃ ସହିହ ଓ ହାସାନ ହାଦୀସଇ ରୁହେ । ଯଙ୍ଗିଫ ହାଦୀସ ଏତେ ଖୁବ କମହି ଆଛେ । ନାସାଈ ଶରୀଫ, ଆବୁ ଦାଉଡ ଶରୀଫ ଓ ତିରମିଯි ଶରୀଫ ଏ ତ୍ତରେରଇ କିତାବ । ସୁନାନ ଦାରିମୀ, ସୁନାନ ଇବ୍ନ ମାଜା ଏବଂ ଶାହ ଓୟାଲୀ ଉଲ୍ଲାହ (ର)-ଏର ମତେ ମୁସନାଦ ଇମାମ ଆହମଦକେବେ ଏ ତ୍ତରେ ଶାଖିଲ କରା ଯେତେ ପାରେ । ଏଇ ଦୁଇ ତ୍ତରେର କିତାବେର ଉପରଇ ସକଳ ମାୟହାବେର ଫକୀହଗଣ ନିର୍ଭର କରେ ଥାକେନ ।

ତୃତୀୟ ତ୍ତର

ଏ ତ୍ତରେର କିତାବେ ସହିହ, ହାସାନ, ଯଙ୍ଗିଫ, ମାର୍କଫ ଓ ମୁନକାର ସକଳ ପ୍ରକାରେର ହାଦୀସଇ ରୁହେ । ମୁସନାଦ ଆବୀ ଇଯା'ଲା, ମୁସନାଦ ଆବଦୁର ରାୟଧାକ, ବାୟହାକୀ, ତାହାବୀ ଓ ତାବାରାନୀ (ର)-ଏର କିତାବସମୂହ ଏ ତ୍ତରେରଇ ଅଭିର୍ଭୁତ ।

ଚତୁର୍ଥ ତ୍ତର

ହାଦୀସ ବିଶେଷଜ୍ଞଗଣେର ବାହାଇ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସ କଳ କିତାବେର ହାଦୀସ ଗ୍ରହଣ କରା ହୟ ନା । ଏ ତ୍ତରେର କିତାବସମୂହେ ସାଧାରଣତଃ ଯଙ୍ଗିଫ ହାଦୀସଇ ରୁହେ । ଇବ୍ନ ହିରାନେର କିତାବୁୟ ଯୁଆଫା, ଇବନ୍‌ନୁଲ-ଆଛୀରେର କାମିଲ ଓ ଖତୀବ ବାଗଦାଦୀ, ଆବୁ ନୁଆୟମ-ଏର କିତାବସମୂହ ଏହି ତ୍ତରେର କିତାବ ।

ପଞ୍ଚମ ତ୍ତର

ଉପରିଉଚ୍ଚ ତ୍ତରେ ଯେ ସକଳ କିତାବେର ସ୍ଥାନ ନାଇ ମେ ସକଳ କିତାବଇ ଏ ତ୍ତରେର କିତାବ ।

ସହିହାଜନେର ବାଇରେ ଓ ସହିହ ହାଦୀସ ରୁହେ

ବୁଖାରୀ ଓ ମୁସଲିମ ଶରୀଫ ସହିହ ହାଦୀସେର କିତାବ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସହିହ ହାଦୀସଇ ଯେ ବୁଖାରୀ ଓ ମୁସଲିମେ ରୁହେ ତା ନଯ । ଇମାମ ବୁଖାରୀ (ର) ବଲେଛେ : 'ଆମି ଆମାର ଏ କିତାବେ ସହିହ ବ୍ୟତୀତ କୋନ ହାଦୀସକେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନାଇ ଏବଂ ବହୁ ସହିହ ହାଦୀସକେ ଆମି ବାଦ ଦିଯେଛି ।'

ଏଇରୁପେ ଇମାମ ମୁସଲିମ (ର) ବଲେନେ : 'ଆମି ଏ କଥା ବଲି ନା ଯେ, ଏର ବାଇରେ ଯେ ସକଳ ହାଦୀସ ରୁହେ ସେଣ୍ଠିଲି ସମସ୍ତ ଯଙ୍ଗିଫ ।' କାଜେଇ ଏ ଦୁଇ କିତାବେର ବାଇରେଓ ସହିହ ହାଦୀସ ଓ ସହିହ କିତାବ ରୁହେ । ଶାୟଖ ଆବଦୁଲ ହକ ମୁହାଦିସ ଦେହଲ୍ବୀର (ର) ମତେ ସିହାହ ସିନ୍ତାହ, ମୁଓୟାନ୍ତା ଇମାମ ମାଲିକ ଓ ସୁନାନ ଦାରିମୀ ବ୍ୟତୀତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିତାବସମୂହର ସହିହ (ଯଦିଓ ବୁଖାରୀ ଓ ମୁସଲିମର ପର୍ଯ୍ୟାଯେର ନଯ) ।

୧. ସହିହ ଇବ୍ନ ଖୁୟାଯମା—ଆବୁ ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ମୁହାମ୍ମଦ ଇବ୍ନ ଇସହାକ (୩୧୧ ହି.)

২. সহীহ ইব্ন হিবান—আবু হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হিবান (৩৫৪ হি.)

৩. আল-মুস্তাদুরাক—হাকিম-আবু ‘আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)

৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭০৪ হি.)

৫. সহীহ আবু ‘আ’ওয়ানা—ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জাক্রান আবদুল্লাহ ইব্ন ‘আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ রাজা সিঙ্কী (২৮৬ হি.) এবং ইব্ন হায়ম জাহিরীর (৪৫৬ হি.)-ও এক একটি সহীহ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না বা কোথাও এগুলির পাঞ্চালিপি বিদ্যমান আছে কি না তা জানা যায় নাই।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্ন হাঘলের ‘মুসনাদ’ একটি বৃহৎ কিতাব। এতে ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার) সহ মোট ৪০ হাজার এবং ‘তাকরার’ বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ ‘আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর ‘মুনতাখাৰু কানফিল উম্মাল’-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান আহমদ সমরকান্দীর ‘বাহরুল আসানাদ’ কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিস্তের আসারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবু ‘আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ সিন্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাকু আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে : হাদীসের বড় বড় ইমামের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে। [এমনকি শুধু নিয়ম্যাত সম্পর্কীয় (انما اولاً عمال بالنيات) হাদীসটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে—তাদবীন, ৫৪ পৃ.] অথচ আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীসের সংকলন ও তার ধৰ্ম

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (সা)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূচ্ছ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হৃকুম দিতেন, তেমনি তা স্বরণ রাখতে এবং অনাগত মানব জাতির কাছে পৌছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চৰ্চাকারীর জন্য তিনি নিষ্ঠোক্ত দু’আ করেছেন :

نَصْرَ اللَّهِ أَمْرُءٌ سَمِعَ مِنَ حَدِيثِهِ حَفِظَهُ حَتَّى يَبْلُغَهُ غَيْرُهُ إِلَّا

“আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন, যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফায়ত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌছে দিল, যে তা শুনতে পায়নি।” (তিরমিয়ী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০)

মহানবী (সা) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন : “এই

ত্রিশ

কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌছে দেবে” (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সঙ্গেধন করে বলেছেন : “আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শুনা হবে”—(মুসতাদরাক হাকিম, ১ খ, পৃ. ৯৫)। তিনি আরও বলেন : “আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হয়ে এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো।” (মুসনাদ আহমদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন : “আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌছে দাও।” (বুখারী) ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) বলেন : “উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌছে দেয়।” (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপস্থিতি বাণীর শুরুত্ত ও প্রয়োজনীয়তা উপলক্ষ্য করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী উপায়ে মহানবী (সা)-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় : (১) উম্মতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাগারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্বেষণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই শুরুত্পূর্ণ ছিল। মহানবী (সা) যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা) বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস মুখস্থ করতাম।” (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)

উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারম্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদানের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদ অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, “আমরা মহানবী (সা)-এর নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শুনত হাদীসগুলো পরম্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সবাই হাদীসগুলি মুখস্থ শুনিয়ে দিতেন। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-স্কুলজন লোক উপস্থিত থাকতেন। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম তখন আ মাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত”—(আল-মাজমাউয়-যাওয়াইদ, ১খ, পৃ. ১৬১)।

মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে বয়ং নবী করীম (সা)-এর জীবন্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীসের বিরাট সম্পদ

একত্রিশ

লিপিবদ্ধ হতে থাকে। ‘হাদীস নবী করীম (সা)-এর জীবন্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইতিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে’ বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে জটিল পরিস্থিতির উপ্তব হতে পারে—কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন : “আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে।” (মুসলিম) কিন্তু যেখানে এরূপ বিভাসির আশংকা ছিল না মহানবী (সা) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) র সূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল ! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক।” তিনি বলেন : “আমার হাদীস কঠস্তু করার সাথে সাথে লিখে রাখতে পার” (দারিমী)। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আরও বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যা কিছু শুনতাম, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন।” এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা থেকে বিরত থাকলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আঙুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : “তুমি লিখে রাখ। সেই সন্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না” (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)। তাঁর সংকলনের নাম ছিল ‘সহীফায়ে সাদিকা’। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, “সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন—যা আমি নবী (সা)-এর নিকট শুনেছি” — (উল্মুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। নবী করীম (সা) বলেন : “তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও।” তারপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন—(তিরমিয়ী)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এ ভাষণ আমাকে লিখে দিন। নবী করীম (সা) ভাষণটি তাঁকে লিখে দেওয়ার নির্দেশ দেন—(বুখারী, তিরমিয়ী, মুসনাদে আহমদ)। হাসান ইব্ন মুনবিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাঠুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্ক এবং বার্সিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস নবী করীম (সা)-এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। পরে তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকিম, ৩য় খ, পৃ. ৫৭৩)। রাফিঃ ইব্ন খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমদ)।

আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রাখিত সংকলনটি তাঁর

সঙ্গেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে এ সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) লিখিয়ে ছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহল বারী)। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্বত্ত্বে লিখিত (জামি' বায়ানিল ইল্ম, ১খ, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনায় পৌছে বিভিন্ন জাতির সমরয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে খ্যাত), হৃদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সংক্ষি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারি করেন, বিভিন্ন গোত্র-প্রধান ও রাজন্যবর্গের কাছে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কৃষি দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসকর্পে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিকারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (সা)-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে অনেক সাহাবীর নিকট স্বত্ত্বে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলন সমধিক খ্যাত।

সাহাবীগণ যেভাবেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন ॥ তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঙ্গ সাহাবীগণের কাছে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আটশত তাবিঙ্গ হাদীস শিক্ষা করেন। সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব, উরওয়া ইবনু যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইব্ন সিরীন, নাফি', ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কায়ী শুরাইহ, মাসরুক, মাকহল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকামা, ইবরাইম নাখঙ্গ (র) প্রমুখ প্রবীণ তাবিঙ্গের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইস্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইস্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঙ্গগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঙ্গ বহু সংখ্যক সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাত করে নবী করীম (সা)-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে-তাবিঙ্গের নিকট পৌছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঙ্গ ও তাবিঙ্গ-তাবিঙ্গের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঙ্গদের বর্ণিত ও লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্পত্তের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আয়ীয় (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগ্রহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামেশক পৌছতে থাকে। খলীফা সেন্টারের একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালের ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কৃফায় এবং ইমাম মালিক (র) তাঁর মুওয়াত্তা ঘৃহ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে

‘কিতাবুল আসার’ সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে : জামি‘ সুফইয়ান সাওরী, জামি‘ ইবনুল মুবারক, জামি‘ ইমাম আওয়াই, জামি‘ ইবন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম—বুখারী, মুসলিম, আবু উসাইয়া তিরমিয়ী, আবু দাউদ সিজিন্তানী, নাসাই ও ইবন মাজা (র)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলশ্রূতিতে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিভাহ) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিউদ্দিন (র) তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমদ (র) তাঁর আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসলিমদরাক হাকিম, সুনানু দারি কুতনী, সহীহ ইবন হিবান, সহীহ ইবন খুয়ায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত-তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানু কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এ পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস্স সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাদ্দিস, মাসাবীহস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

উপমহাদেশে হাদীস চর্চা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তাল (৭১২ খ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণী বাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাম্মদ শায়খ শরফুন্দীন আবু তাওয়ামা (মৃ. ৭০০ খ.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেতা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদণ্ডলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, মদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা, মুস্টাফাজ ইসলাম হাটজাহারী, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, জামিয়া কুরআনিয়া আরবিয়া লালবাগ প্রভৃতি হাদীস কেন্দ্র বর্তমানে ব্যাপকভাবে হাদীস চর্চা ও গবেষণা করে চলেছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী (সা)-এর হাদীস ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌছেছে এবং ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছতে থাকবে।

ইমাম বুখারী (র)

নাম : মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল। কুনিয়াত : আবু আবদুল্লাহ। লক্ষ : শায়খুল ইসলাম ও আমীরুল্লাহ মু'মিনীন ফীল হাদীস।

বংশ পরিচয় : মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরা ইবন বারদিয়বাহ, আল জু'ফী আল বুখারী (র)। ইমাম বুখারী (র)-এর উর্ধ্বতন পুরুষ বারদিয়বাহ ছিলেন অগ্নিপূজক। ‘বারদিয়বাহ’ শব্দটি ফারসী। এর অর্থ কৃষক। তাঁর পুত্র মুগীরা বুখারার গভর্নর ইয়ামান আল-জু'ফী-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। এজন্য ইমাম বুখারীকে আল-জু'ফী আর বুখারার অধিবাসী হিসেবে বুখারী বলা হয়।

চোত্রিশ

ইমাম বুখারীর প্রপিতামহ মুগীরা এবং পিতামহ ইবরাহীম সম্মেলনে ইতিহাসে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য জানা যায় যে, তাঁর পিতা ইসমাইল (র) একজন মুহাদ্দিস ও বুয়ুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম মালিক, হাশদ ইবন যায়দ ও আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের কাছে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তিনি জীবনে কখনও হারাম বা সন্দেহজনক অর্থ উপার্জন করেন নি। তাঁর জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল ব্যবসাবাণিজ্য। তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল সচ্চল।

জন্ম ও মৃত্যু : ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমু'আর দিন জুমু'আর সালাতের কিছু পরে বুখারায় জন্ম গ্রহণ করেন। এবং ২৫৬ হিজরীর ১লা শাওয়াল শনিবার ঈদের রাতে ইশার সালাতের সময় সমরকন্দের নিকটে খারতাংগ পল্লীতে ইনতিকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩ দিন কম বাষ্পটি বছর। খারতাংগ পল্লীতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম বুখারী (র)-এর শিশু কালেই পিতা ইসমাইল (র) ইনতিকাল করেন। তাঁর মাতা ছিলেন পরহেয়গার ও বৃক্ষিমতী। স্বামীর রেখে যাওয়া বিরাট ধনসম্পত্তির দ্বারা তিনি তাঁর দুই পুত্র আহমদ ও মুহাম্মদকে লালন-পালন করতে থাকেন। শৈশবে রোগে আক্রান্ত হলে মুহাম্মদের চোখ নষ্ট হয়ে যায়, অনেক চিকিৎসা করেও যখন তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি কিছুতেই ফিরে এল না, তখন তাঁর মা আল্লাহর দরবারে খুব কান্নাকাটি ও দু'আ করতে থাকেন। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, এক বুয়ুর্গ ব্যক্তি তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, তোমার কান্নাকাটির ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। স্বপ্নেই তিনি জানতে পারলেন যে, এই বুয়ুর্গ হয়রত ইবরাহীম (আ)। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেলেন যে, সত্যই তাঁর পুত্রের চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। বিশ্বয় ও আনন্দে তিনি আল্লাহর দরবারে দুর্বাকআত শোকরানা সালাত আদায় করেন।*

পাঁচ বছর বয়সেই মুহাম্মদকে বুখারার এক প্রাথমিক মাদরাসায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। মুহাম্মদ বাল্যকাল থেকেই প্রথম স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়সেই তিনি কুরআন মজীদ হিফজ করে ফেলেন এবং দশ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দশ বছর বয়সে তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বুখারার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম দাখিলী (র)-এর হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। সে যুগের নিয়মানুসারে তাঁর সহপাঠীরা খাতা-কলম নিয়ে উজ্জ্বল থেকে শ্রুত হাদীস লিখে নিতেন, কিন্তু ইমাম বুখারী (র) সাধারণত খাতা-কলম কিছুই সঙ্গে নিতেন না। তিনি মনোযোগের সাথে উজ্জ্বলের বর্ণিত হাদীস শুনতেন। ইমাম বুখারী (র) বয়সে সকলের ছেয়ে ছোট ছিলেন। সহপাঠীরা তাকে প্রতিদিন এই বলে ভর্তসনা করত যে, খাতা-কলম ছাড়া তুমি অনর্থক কেন এসে বস? একদিন বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন : তোমাদের লিখিত খাতা নিয়ে এস। এতদিন তোমরা যা লিখেছ তা আমি মুখস্থ শুনিয়ে নেই। কথামত তারা খাতা নিয়ে বসল আর এত দিন শ্রুত কয়েক হায়ার হাদীস ইমাম বুখারী (র) হ্বল্ল ধারাবাহিক শুনিয়ে দিলেন। কোথাও কোন ভুল করলেন না। বরং তাদের লেখায় ভুল-ঝটি হয়েছিল, তারা তা শুনে সংশোধন করে নিল। বিশ্বয়ে তারা হতবাক হয়ে গেল। এই ঘটনার পর ইমাম বুখারী (র) -এর প্রথম স্মৃতিশক্তির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

যেল বছর বয়সে ইমাম বুখারী (র) বুখারা ও তার আশেপাশের শহরের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ থেকে বর্ণিত প্রায় সকল হাদীস মুখস্থ করে নেন। সেই সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারক ও ওয়াকী ইবনুল-জাররাহ (র)-এর সংকলিত হাদীস প্রস্তুসমূহ মুখস্থ করে ফেলেন। এরপর তিনি মা ও বড়

পর্যাপ্তিশ

তাই আহমদের সঙ্গে হজ্জে গমন করেন। হজ্জ শেষে বড় ভাই ও মা ফিরে আসেন। ইমাম বুখারী (র) মক্কা মুকাররমা ও মদীনা তাইয়েবায় কয়েক বছর অবস্থান করে উভয় স্থানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি ‘কায়ায়াস-সাহাবা ওয়াত-তাবিইন’ শীর্ষক তাঁর প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। এরপর মদীনায় অবস্থানকালে চাঁদের আলোতে ‘তারীখে কবীর’ লিখেন।

ইমাম বুখারী (র) হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র কৃষ্ণা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, খুরাসান প্রভৃতি শহরে বার বার সফর করেন। সেই সকল স্থানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের থেকে তিনি হাদীস শিক্ষালাভ করেন। আর অন্যদের তিনি হাদীস শিক্ষাদান করতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ রচনায়ও ব্যাপ্ত থাকেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ‘জামি’ সহীহ বুখারী শরীফ সর্বপ্রথম মক্কা মুকাররমায় মসজিদে হারামে প্রণয়ন শুরু করেন এবং দীর্ঘ ষোল বছর সময়ে এই বিরাট বিশুদ্ধ গ্রন্থ রচনা সম্পন্ন করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (র) অসাধারণ সৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে, একলাখ সহীহ ও দুই লাখ গায়ের সহীহ হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর এই অস্বাভাবিক ও বিশ্বয়কর সৃতিশক্তির খ্যাতি সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন শহরের মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে তাঁর এই সৃতিশক্তির পরীক্ষা করে বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে গেছেন এবং সকলেই স্বীকার করেছেন যে, হাদীসশাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এ সম্পর্কে তাঁর জীবনী পঞ্চে বহু চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যাত্র এগার বছর বয়সে বুখারার বিখ্যাত মুহাদ্দিস ‘দাখিলী’র হাদীস বর্ণনা কালে যে ভুল সংশোধন করে দেন, হাদীস বিশারদগণের কাছে তা সত্যিই বিশ্বয়কর।

ইমাম বুখারী (র) এক হায়ারেরও বেশী সংখ্যক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মক্কী ইবন ইবরাহীম, আবু আসিম, ইমাম আহমদ ইবন হাস্বল, আলী ইবনুল মাদানী, ইসহাক ইবন রাহওয়াসহ, হুমায়নী, ইয়াহুয়া, উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা, মুহাম্মদ ইবন সালাম আল বায়কানী ও মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল ফারইয়াবী (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর উত্তাদদের অনেকেই তাবিইদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার তিনি তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠদের থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণকারীর সংখ্যা নববই হায়ারেরও অধিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও তাঁর ছাত্রসংখ্যা বিপুল। তাঁদের মধ্যে ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিয়ী, আবু হাতিম আর-রায়ী (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইমাম বুখারী (র) মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। দান-খয়রাত করা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে পিয়েছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পিতার বিরাট ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর সবই গরীব দুঃখী ও হাদীস শিক্ষার্থীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে অতি সামান্য আহার করতেন। কখনও কখনও যাত্র দুই তিনটি বাদাম খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিয়েছেন। বহু বছর তরকারী ছাড়া রুটি খাওয়ার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ইমাম বুখারী (র)-এর সতত জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। প্রসঙ্গত এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। আবু হাফস (র) একবার তাঁর কাছে বহু মূল্যবান পণ্ডব্র্য পাঠান। এক ব্যবসায়ী তা পাঁচ হাশার দিরহাম মুনাফা দিয়ে খরিদ করতে চাইলে তিনি বললেনঃ তুমি আজ চলে যাও, আমি চিন্তা করে দেবি। পরের দিন সকালে আরেক দল ব্যবসায়ী এসে দশ হাশার দিরহাম মুনাফা দিতে চাইলে তিনি বললেনঃ

গতরাতে আমি একদল ব্যবসায়ীকে দিবার নিয়্যাত করে ফেলেছি; কাজেই আমি আমার নিয়্যাতের খেলাফ করতে চাই না। পরে তিনি তা পূর্বোক্ত ব্যবসায়ীকে পাঁচ হায়ার দিরহামের মুনাফায়ই দিয়ে দিলেন। নিয়্যাত বা মনের সংকল্প রক্ষা করার জন্য পাঁচ হায়ার দিরহাম মুনাফা ছেড়ে দিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। ইমাম বুখারী (র) বলেনঃ আমি জীবনে কোন দিন কারো গীবত শিকায়াত করিনি। তিনি রামায়ান মাসে পুরো তারাবীতে এক খতম, প্রতিদিন দিবাভাগে এক খতম এবং প্রতি তিন রাতে এক খতম কুরআন ম জীদ তিলাওয়াত করতেন। একবার নফল সালাত আদায় কালে তাঁকে এক বিচ্ছু ঘোল সতেরো বার দংশন করে, কিন্তু তিনি যে সূরা পাঠ করছিলেন তা সমাপ্ত না করে সালাত শেষ করেন নি। এভাবে তাকওয়া-পরহেয়গারী, ইবাদত-বন্দেগী দান-খয়রাতের বহু ঘটনা তাঁর জীবনীকারণ বর্ণনা করেছেন, যা অসাধারণ ও বিশ্ময়কর।

ইমাম বুখারী (র)-কে জীবনে বহু বিপদ ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হিংসুকদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। বুখারার গভর্নর তাঁর দুই পুত্রকে প্রাসাদে গিয়ে বিশেষভাবে হাদীস শিক্ষাদানের আদেশ করেন। এতে হাদীসের অবমাননা মনে করে ইমাম বুখারী (র) তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ সুযোগে দরবারের কিছু সংখ্যক হিংসুকের চক্রান্তে তাঁকে শেষ বয়সে জন্মভূমি বুখারা ত্যাগ করতে হয়েছিল। এ সময় তিনি সমরকন্দবাসীর আহবানে সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে খারাতাংগ পন্থীতে তাঁর এক আঙীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পয়লা শাওয়াল শনিবার ২৫৬ হিজরাতে ইস্তিকাল করেন। দাফনের পর তাঁর কবর থেকে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। লোকে দলে দলে তাঁর কবরের মাটি নিতে থাকে। কোনভাবে তা নিবৃত্ত করতে না পেরে পরে কাঁটা দিয়ে ঘিরে তাঁর কবর রক্ষা করা হয়। পরে জনৈক ওলীআল্লাহ মানুষের আকীদা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় সে সুস্থান বন্ধ হওয়ার জন্য দু'আ করেন এবং তারপর তা বন্ধ হয়ে যায়।

বুখারী শরীফ

বুখারী শরীফের পূর্ণ নাম আল জামিউল মুসনাদুস সহীহুল মুখতাসারু মিন উমুরি রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আয়্যামিহী। হাদীসের প্রধান প্রধান বিষয়সমূহ সম্পর্কিত বলে একে 'জামি' বা পূর্ণাঙ্গ বলা হয়। কেবল মাত্র সহীহ হাদীস সন্নিবেশিত বলে 'সহীহ' এবং 'মারফু' 'মুতাসিল' হাদীস বর্ণিত হওয়ায় এর মুসনাদ নামকরণ করা হয়েছে।

সকল মুহাদ্দিসের সর্বসমত সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্ত হাদীসগুলোর মধ্যে বুখারী শরীফের মর্যাদা সবার উর্ধ্বে এবং কুরআন মজীদের পরেই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ গ্রহণ করা হয়। এক লাখ সহীহ ও দু'লাখ গায়ের সহীহ মোট তিন লাখ হাদীস ইমাম বুখারী (র)-এর মুখস্থ ছিল। এ ছাড়া তাঁর কাছে সংগৃহীত আরো তিন লাখ, মোট ছয় লাখ, হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে তিনি দীর্ঘ ঘোল বছরে এ গ্রন্থখানি সংকলন করেন। বুখারী শরীফে সর্বমোট সাত হাজার তিনশত সাতান্নরাহটি হাদীস সংকলিত হয়েছে। 'তাকরার' বা পুনরাবৃত্তি (যা বিশ্বের প্রয়োজনে করা হয়েছে) বাদ দিলে এই সংখ্যা মাত্র দুই হাজার পাঁচশত তের-তে দাঁড়ায়। মু'আল্লাক ও মুতাবা'আত যোগ করলে এর সংখ্যা পৌছায় নয় হাজার বিরাশিতে। বুখারী শরীফের সর্বপ্রধান বর্ণনাকারী ফারাবী (র)-এর বর্ণনা অনুসারে বিখ্যাত ভাষ্যকার হাফিয় ইবন হাজার (র) কর্তৃক গণনার সংখ্যা এখানে প্রদত্ত হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনাকারী ও গণনাকারীদের গণনায় এ সংখ্যার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

উপরে বর্ণিত সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই ছাড়াও প্রতিটি হাদীস সংকলনের আগে ইমাম বুখারী গোসল করে

দু'রাকআত সালাত আদায় করে ইসতিখারা করার পর এক-একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। এরপ কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের ফলে অন্যান্য হাদীসগ্রহের তুলনায় সারা মুসলিম জাহানে বুখারী শরীফ হাদীসগ্রহ হিসেবে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছে। জমতুর মুহান্দিসের বুখারী শরীফে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস নিঃসন্দেহে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহর দরবারে বুখারী শরীফের মকবুলিয়াতের আলামত হিসেবে উল্লেখযোগ্য যে, আলিমগণ ও বুর্যানে দীন বিভিন্ন সময়ে কঠিন সমস্যায় ও বিপদাপদে বুখারী শরীফ খতম করে দু'আ করে ফল লাভ করে আসছেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

বুখারী শরীফ সংকলনের জন্য ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্বৃদ্ধ হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর বিখ্যাত উস্তাদ ইসহাক ইবন রাহওয়ায়হ (র) পরোক্ষভাবে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন নেই, যে 'গায়ের সহীহ হাদীস' থেকে 'সহীহ হাদীস' বাছাই করে একখানি গ্রহ্ণ সংকলন করতে পারে?

ইমাম বুখারী (র) একবার স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেহ মুবারকের উপর মাছি এসে বসছে, আর তিনি পাখা দিয়ে সেগুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তা'বীর বর্ণনাকারী আলিমগণ এর ব্যাখ্যা দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহীহ হাদীসসমূহ 'গায়ের সহীহ' হাদীস থেকে বাছাইয়ের কার্য স্বপ্ন দ্রষ্টা দ্বারা সম্পাদিত হবে। তখন থেকেই ইমাম বুখারীর মনে এরপ একটি গ্রহ্ণ সংকলনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে এবং তিনি দীর্ঘ ঘোল বছরের অক্ষণাত্ম সাধনার পর তা সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। এই গ্রহ্ণ প্রণয়নে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সহীহ হাদীসের একখানি উচ্চাসের গ্রহ্ণ রচনা করা এবং তাঁর সে উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে। এ গ্রহ্ণের হাদীস সন্নিবেশের পর তিনি চিন্তা করলেন যে, অধ্যয়নের সাথে সাথে যাতে লোকে এর ভাবার্থ ও নির্দেশিত বিধানাবলী সংস্করে অবহিত ও উপকৃত হতে পারে তজন্য হাদীসসমূহ তিনি বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে 'তরজমাতুল বাব' বা শিরোনাম কায়েম করেন। যেহেতু দীন-ই- ইসলামের শিক্ষা ব্যাপক ও বিস্তৃত, তাই এর বিধানাবলীর পরিসীমা নির্ধারণ করা দুর্ক পর্যন্তে ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক সংকলিত হাদীসগুলির সংখ্যা সীমিত। এই সীমিত সংখ্যক হাদীস দ্বারা দীন-ই ইসলামের ব্যাপক ও বিস্তৃত শিক্ষার দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন দুর্ক। তাই ইমাম বুখারী (র) সংকলিত হাদীসগুলি দ্বারা ব্যাপক বিধানাবলীর দলীল কায়েম করতে গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে ইশারা বা ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। ফলে বুখারী শরীফ অধ্যয়নে তরজমাতুল বাব ও বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা আলিমদের দৃষ্টিতে একটি কঠিন সমস্যা ও প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বুখারী শরীফ প্রণয়নের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই কঠিন সমস্যার সমাধান করতে মুহান্দিস, ফর্কাই ও আলিম সমাজকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শিরোনামের এই রহস্য ভেদ করতে প্রত্যেকেই স্বীয় জ্ঞান-বিবেকের তুণ থেকে তীর নিক্ষেপে কোন কসুর করেন নি, তবুও মুহাক্কিক আলিমদের ধারণায়, আজও কারো নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যস্থল ভেদে সবক্ষেত্রে পুরোপুরি সমর্থ হয় নি। এজন্য বলা হয়ে থাকে 'ফিকহল বুখারী ফী তারাজিমিহী' অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র)-এর জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধি-চাতুর্য তাঁর গ্রহ্ণের তরজমা বা শিরোনামের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। পরবর্তীকালের মনীষীগণ এই লুকায়িত রঞ্জ যথাযথ উদ্ধারে সর্বশক্তি ও শ্রম ব্যয় করেও পূর্ণভাবে সফলকাম হতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বুখারী শরীফ সংকলনের পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রেণীর মুসলিম মনীষিগণ যেভাবে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে আসছেন আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ ছাড়া আর কোন গ্রন্থের প্রতি

একান্ত বুখারী (র) থেকে নবই হাজারেরও অধিক সংখ্যক লোক এ ঘন্টের হাদীস শ্রবণ করেছে। তারপর প্রত্যেক যুগেই অসংখ্য হাদীস শিক্ষার্থী এ ঘন্ট অধ্যয়ন করে আসছে। এ ঘন্টের ভাষ্য পৃষ্ঠাকের সংখ্যাও অগণিত। সে সবের মধ্যে হাফিয় ইবন হাজার আসকালানী (র) (জন্ম. ৭৭৩ ই. ম. ৮৫২ ই.)-এর 'ফতহল বারী', শায়খ বদরবন্দীন আইনী হানাফী (র) (জ. ৭৬২ ই. ম. ৮৫৫ ই.)-এর 'উমদাতুল-কারী' ও আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ কাসতালানী (র) (জ. ৮৫১ ই. ম. ৯২৩ ই.)-এর 'ইরশাদুস-সারী' সমধিক প্রসিদ্ধ। এরা তিনজনই মিসরের অধিবাসী ছিলেন। এ ছাড়া বর্তমান যুগে সহীহ বুখারী অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা ভাষ্য হিসেবে মাওলানা রশীদ আহমদ গান্ধুই (র) (জ. ১২৪৪ ই. ম. ১৩২৩ ই.) কৃত 'লামেউদ দারারী' এবং মাওলানা সৈয়দ আনোয়ার শাহ কাশীরী (জ. ১২৯২ ই. ম. ১৩৫২ ই.) কৃত 'ফয়যুল বারী' বিশেষভাবে সমাদৃত। ইমাম বুখারী (র) ও তাঁর সংকলিত বুখারী শরীফের যে উচ্চসিত প্রশংসা ও এর উপরে যে ব্যাপক 'ইলমী চৰ্চা হয়েছে তার সহস্র ভাগের এক ভাগ বর্ণনা করাও এ স্বল্প পরিসরে সম্ভবপর নয়।

মুসলিম জাহানের সর্বত্র সমাদৃত এই পবিত্র হাদীসগুলি থেকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক যাতে সরাসরি উপকৃত হতে পারে সে লক্ষ্যেই এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সহ সরল বঙানুবাদ পেশ করা হল। মহান আল্লাহ রাকুন আলামীন এ থেকে আমাদের উপকৃত হওয়ার তওঁকীক দান করুন। আমীন।

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞানস্তুত্য

১. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে। - - - -

২. সনদের যেখানে তাহবীল (تصویل) রয়েছে সেখানে প্রথম রাবীর সঙ্গেই এই তাহবীলকৃত রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আরবী, ফার্সী, উর্দু বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত প্রতিবর্ণায়ণ নির্দেশিকায় অনুমোদিত রূপটি যথাসম্ভব এহণ করা হয়েছে।

৪. সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে (সা), আলায়হিস সালাম-এর ক্ষেত্রে (আ), রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহ, আনহম ও আনহা-র ক্ষেত্রে (রা) এবং রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আলায়হিম, আলায়হা-এর ক্ষেত্রে (র) পাঠ সংকেত এহণ করা হয়েছে।

৫. একাধিক রাবীর নাম একত্রে এলে সর্বশেষ নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন-আনাস, আবুস, আবু হুরায়রা (রা)।

৬. কুরআন মজীদের আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরা নম্বর, পরে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-২ : ১৩৮ অর্থাৎ সূরা বাকারার ১৩৮ নং আয়াত।

পরিশেষে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি যে, তারা এমন একটি মহান কাজের পদক্ষেপ এহণ করেছেন। এই মহাপ্রয়াসের সঙ্গে জড়িত সকল পর্যায়ের আলিম-উলামা-সুধী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য দু'আ করি—তিনি যেন এই ওয়াসীলায় তাদের ও আমাদের সকল শুনাহ-খাতা মাফ করে দেন এবং নেক জায়া দেন।

সম্পাদনা পরিষদ

كِتَابُ بَلْءُ الْوَحْيٍ

ওইর সূচনা অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে ।

١. بَابٌ : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ .

১. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর প্রতি কিভাবে ওহী শুরু হয়েছিল, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ

“আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ (আ) ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম ।” (৪ : ১৬৩)

١ حدثنا الحميدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصارى قال أخبرنى محمد بن إبراهيم التيمى أنه سمع عقبة بن وقارى الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول إنما الأعممال بالنيات وإنما لأمرى ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيّبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه .

১ হমায়দী (র).....‘আলকামা ইবন ওয়াকাস আল-লায়দী (র) থেকে বর্ণিত, আমি উমর ইবনুল খাতাব (রা)-কে মিস্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : আমি রসূলুল্লাহ ﷺ -কে ইরশাদ করতে শুনেছি : প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত । আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে । তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে—সেই উদ্দেশ্যেই হবে তার হিজরতের প্রাপ্তি ।

٢ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن الحارث بن هشام رضى الله عنها سأله رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله ﷺ أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدُه على فيفصِّم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكتمني فاعني ما يقول ، قالت عائشة رضى الله عنها ، ولقد رأيتُه يتزل علىهِ الْوَحْيِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرِدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنْ جَيَّنَهُ لَيَنْفَصِمُ عَرَقاً .

২ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, হারিস ইবন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কোন কোন সময় তা ঘট্টাখনির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর এটি-ই আমার উপর সবচাইতে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত হতেই ফিরিশতা যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নিই, আবার কখনো ফিরিশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে ওহী নায়িলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত।

٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَثْعَابِيُّ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ إِبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَوْلَى مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْوَحْيِ الرُّفِيعُ الصَّالِحُ فِي النَّعْمَ فَكَانَ لَا يَرَى رُفِيعًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْعِ ثُمَّ حَبَّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءَ وَكَانَ يَخْلُوا بِغَارِ حِرَاءَ فَيَتَحَسَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعْبُدُ الْلَّيَالِيَ نَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدَ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءِ فَحَاءَةُ الْمَلَكِ فَقَالَ إِقْرَأْ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهَدِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ إِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي التَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهَدِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ إِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي التَّالِيَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلِقٍ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يَرْجُفُ فُؤَادَهُ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمْلَوْنِي زَمْلَوْنِي فَرَمَّلَهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةَ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْذِلُكَ اللَّهُ أَبْدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَعِينُ عَلَى نَوَافِقِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةَ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلَ بْنِ أَسَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزَّى بْنِ عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرًا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبَرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْأَنْجِيلِ بِالْعِبَرَانِيَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَيْثِرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةَ يَا ابْنَ عَمِ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدَعًا يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مُخْرِجِي هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئَتْ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يُوْمِكَ

কিতাবুল ওহী

أَنْصَرُكَ نَصْرًا مُّزِّدًا لَمْ يَتَشَبَّهْ وَرَقَةً أَنْ تُؤْفَى وَفَتَرَ الْوَحْيُ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَآخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشَى إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرَعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الْمُدْبِرُ قُومٌ فَانْذِرْ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ فَحَمِّي الْوَحْيَ وَتَتَابِعْ تَابِعَةً عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابَعَهُ مِلَلُ بْنُ رَدَادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُونُسُ وَمُعْمَرٌ بَوَادِرَهُ .

৩ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকায়র (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি ‘হেরা’র গুহায় নির্জন থাকতেন। আপনি পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্ৰী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া—এইভাবে সেখানে তিনি একাধাৰে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তারপর খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে এসে আবার অনুৰূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্ৰী নিয়ে যেতেন। এমনভাবে ‘হেরা’ গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফিরিশতা এসে বললেন, ‘পড়ুন’। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ‘আমি বললাম, ‘আমি পড়ি না।’ তিনি বলেন : তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘পড়ুন’। আমি বললাম : আমি তো পড়ি না।’ তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : ‘পড়ুন’। আমি জবাব দিলাম, ‘আমি তো পড়ি না।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, “পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমাবিত।” (৯৬ : ১-৩)

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনত্ খুওয়ায়লিদের কাছে এসে বললেন, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও’, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।’ তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশ্যে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা)-র কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজের ওপর আশংকা বোধ করছি। খাদীজা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, কথ্যনো না। আল্লাহ আপনাকে কথ্যনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আফীয়-স্বজনের সাথে সম্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাক ইব্ন নাওফিল ইব্ন ‘আবদুল আসাদ ইব্ন ‘আবদুল ‘উয়ায়ার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে ‘ইসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অক্ষ হয়ে গিয়েছিলেন।

খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, ‘হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।’ ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভাতিজা! তুমি কী দেখ?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, ‘ইনি সে দৃত যাঁকে আল্লাহ মূসা (আ)-র কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তারা কি আমাকে বের করে দেবে?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, অতীতে যিনি তোমার মতো কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শক্রতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।’ এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা (রা) ইত্তিকাল করেন। আর ওই স্থগিত থাকে।

ইবন শিহাব (রা)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) ওই স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : একদা আমি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়ায় শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, সেই ফিরিশতা, যিনি হেরায় আমার কাছে এসেছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাত আমি ফিরে এসে বললাম, ‘আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর।’ তারপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, “হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।” (৭৪ : ১-৮)। এরপর ব্যাপকভাবে পর পর ওই নাযিল হতে লাগল।

আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ও আবু সালেহ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইবন রাদ্দাদ (র) যুহরী (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মামার স্মরণে ফোবাদে স্থলে শব্দ উল্লেখ করেছেন।

٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجِلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَالِجُ
مِنَ التَّنْزِيلِ شَدَّدَهُ وَكَانَ مِمَّا يُحِرِّكُ شَفَقَتِيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّ أَحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يُحِرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحِرِّكُهُمَا فَحَرَكَ شَفَقَتِيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجِلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمِيعَهُ لَكَ صَدَرُكَ وَتَقْرَأَهُ فَإِذَا قَرَأْنَا
فَأَتْبَعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِبْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا آتَاهُ جِبْرِيلَ إِسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ .

৮ মূসা ইবন ইসমাইল (র)..... ইবন ‘আবাস (র) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহর বাণী : ‘তাড়াতড়ি ওই আয়ত করার জন্য আপনার জিহ্বা তার সাথে নাড়বেন না’ (৭৫ : ১৬)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই নাযিলের সময় তা আয়ত করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতেন এবং প্রায়ই তিনি তাঁর উভয় ঢোট

ନାଡ଼ିତେନ ।' ଇବନ 'ଆକବାସ (ରା) ବଲେନ, 'ଆମି ତୋମାକେ ଦେଖାନୋର ଜନ୍ୟ ଠୋଟ ଦୁଟି ନାଡ଼ିଛି ଯେତାବେ ରାସ୍‌ଲୁଲ୍‌ହାହ
ହେଲେ ତା ନାଡ଼ିତେନ ।' ସା'ଈଦ (ର) (ତାର ଶାଗରିଦିନଦେର) ବଲେନ, 'ଆମି ଇବନ 'ଆକବାସ (ରା)-କେ ଯେତାବେ ତାର
ଠୋଟ ଦୁଟି ନାଡ଼ିତେ ଦେଖେଛି, ସେତାବେଇ ଆମାର ଠୋଟ ଦୁଟି ନାଡ଼ାଛି ।' ଏହି ବଲେ ତିନି ତାର ଠୋଟ ଦୁଟି ନାଡ଼ିଲେନ ।
ଏ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲ୍‌ହାହ ତା 'ଆଲା ନାଯିଲ କରଲେନ : "ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଓହି ଆୟତ କରାର ଜନ୍ୟ ଆପନି ଆପନାର ଜିହବା
ତାର ସାଥେ ନାଡ଼ିବେନ ନା । ଏର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପାଠ କରାନୋର ଦାଯିତ୍ୱ ଆମାରଇ ।" (୭୫ : ୧୬-୧୮) ଇବନ 'ଆକବାସ (ରା)
ବଲେନ, 'ଏର ଅର୍ଥ ହଲୋ : ଆପନାର ଅନ୍ତରେ ତା ସଂରକ୍ଷଣ କରା ଏବଂ ଆପନାର ଦ୍ୱାରା ତା ପାଠ କରାନୋ ।
ସୁତରାଂ ଯଥିନ ଆମି ତା ପାଠ କରି ଆପନି ସେ ପାଠେର ଅନୁସରଣ କରନ (୭୫ : ୧୯) । ଇବନ 'ଆକବାସ (ରା) ବଲେନ
ଅର୍ଥାଂ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣ ଏବଂ ଚାପ ଥାକୁଳ । ଏରପର ଏର ବିଶଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଦାଯିତ୍ୱ ଆମାରଇ (୭୫ : ୧୯) ।'
ଅର୍ଥାଂ ଆପନି ତା ପାଠ କରବେନ, ଏଟାଓ ଆମାର ଦାଯିତ୍ୱ । ତାରପର ଯଥିନ ରାସ୍‌ଲୁଲ୍‌ହାହ -ଏର କାହେ ଜିବରାଇସିଲ
(ଆ) ଆସିଲେନ, ତଥିନ ତିନି ମିଳୋଯୋଗ ସହକାରେ କେବଳ ଶୁଣିଲେନ । ଜିବରାଇସିଲ ଚଲେ ଗେଲେ ତିନି ଯେମନ
ପଡ଼ୁଛିଲେନ, ରାସ୍‌ଲୁଲ୍‌ହାହ - ଓ ଠିକ ତେମନି ପଡ଼ିଲେନ ।

୫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ نَحْوُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بْنِ
عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى أَجْوَدُ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ
جِئْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ
الرَّبِيعِ الْمُرْسَلِةِ .

୫ ଆବଦାନ (ର).....ଓ ବିଶର ଇବନ ମୁହାମ୍ମଦ (ର).....ଇବନ 'ଆକବାସ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ,
ରାସ୍‌ଲୁଲ୍‌ହାହ -ଛିଲେନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାତା । ରମ୍ୟାନେ ତିନି ଆରୋ ବେଶୀ ଦାନଶୀଳ ହତେନ, ଯଥିନ ଜିବରାଇସିଲ (ଆ) ତାର
ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ କରିଲେନ । ଆର ରମ୍ୟାନେର ପ୍ରତି ରାତେଇ ଜିବରାଇସିଲ (ଆ) ତାର ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିଲେନ ଏବଂ ତାର
ପରମ୍ପର କୁରାଅନ ତିଲାଓୟାତ କରେ ଶୋନାଲେନ । ନିଷ୍ଚଯିତା ରାସ୍‌ଲୁଲ୍‌ହାହ -ରହମତେର ବାତାମ ଥେକେଓ ଅଧିକ
ଦାନଶୀଳ ଛିଲେନ ।

୬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْتَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي
رَكْبِهِ مِنْ قَرْيَشٍ وَكَانُوا تُجَارِأً بِالشَّامِ فِي الْمَدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى مَادِ فِيمَا أَبَا سُفْيَانَ وَكَفَّارَ
قُوَّيْشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِشْلَيَا فَدَعَاهُمْ فِي مَجَlisِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا
تَرْجُمانَهُ فَقَالَ
إِيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسْبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتَ أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسْبًا فَقَالَ ادْنُوهُ مِنِّي
وَقَرِبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهَرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمانَهُ قُلْ لَهُمْ أَنِّي سَائِلٌ هَذَا عِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبْتَنِي

فَكَذِبْوْهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاةُ مِنْ أَنْ يُاْتِرُوا عَلَىٰ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ لَمْ كَانَ أَوْلَ مَا سَأَلْتِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبْتُهُ فِيْكُمْ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا نُوْسَبْ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ أَبْنَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَبَعَّوْنَهُ أَمْ ضَعْفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضَعْفَاؤُهُمْ قَالَ أَيْزِيْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَنْقُصُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَشَهِّدُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعْلَمُ فِيهَا قَالَ وَلَمْ تُمْكِنْنِي كَلِمَةً أَدْخُلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قَاتَلْكُمْ إِيَاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَا وَنَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ أَعْبُدُ وَاللَّهُ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوْهُ بِهِ شَيْئًا وَأَتْرُكُوْهُ مَا يَقُولُ أَبْنَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلْتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسِيْبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيْكُمْ نُوْسَبْ فَكَذَلِكَ الرَّسُولُ تُبَعَّثُ فِي نَسِيْبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلُ فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا فَقُلْتُ لَوْكَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ قَبْلَهُ لَقْلَتُ رَجُلٌ يَأْتِسِيْ بِقَوْلِ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ أَبْنَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا فَقُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ أَبْنَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مَلْكَ أَيْشِهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَشَهِّدُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْتِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعْفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضَعْفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ اتَّبَاعُ الرَّسُولِ وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيْدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَنْقُصُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمْ وَسَأَلْتُكَ أَيْرَتَدَ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَتَهُ الْقُلُوبُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ لَا يَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوْهُ بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيْمِلُكَ مَوْضِعَ قَدْمَيِ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتَ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجْشَمَتْ لِقاءُهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَفَسَلَتْ عَنْ قَدْمَيْهِ لَمْ دَعَا بِكَاتِبِ رَسُولِ اللَّهِ مُلَكَّهُ الذِّي بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةِ الْكَلْبِيِّ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّؤْمِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ فَإِنَّمَا آدَعُوكَ بِدِعَائِي

کیتا بول وہی

الاسلام اسلام تسلیم یوں کہ اللہ اجر ک مرتین فاں تولیت فاں علیک ائمہ الاریسین ویا اہل الکتاب تعالوا ای کلمہ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئاً ولا یتھذ بعضاً ارباباً میں دُونِ اللہ فاں تولوا فقولوا اشہدوا بیان مسلمون، قال ابو سفیان فلماً قال ما قال و فرغ میں قراءۃ الکتاب کثیر عنده الصحب فارتقت الاصوات وأخرجننا نقلت لاصحابی حین اخرجننا لقدر امر ابن ابی کبشة انه يخافه ملک بنی الاصرف فما زلت موقنا انه سیطہر حتی ادخل اللہ علی الاسلام، وكان ابن الناطور صاحب ایلیاء و هرقل سقفاً علی نصاری الشام یحدیث آن هرقل حین قدم ایلیاء اصبح يوما خیث النفس فقال بعض بطارقته قد استکرنا هینک قال ابن الناطور و كان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سأله این رأیت الليلة حين نظرت في النجوم ملک الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمك شأنهم و اكتب إلى مدارین ملک فلیقتلو من فیهم من اليهود فبینماهم على أمرهم أتی هرقل برجل ارسل به ملک غسان يخیر عن خبر رسول الله ﷺ فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هوأم لا فنظروا إليه فحدثوه آنه مختتن و ساله عن العرب فقال هم يختتنون فلما ملک هذه الأمة قد ظهر لهم كتب هرقل إلى صاحب له برومیہ و كان نظیره في العلم و سار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى آتاه كتاباً من صاحبہ یوافق رای هرقل على خروج النبي ﷺ و آنه نبی فاذین هرقل لعظماء الروم في دسکرہ له بحمص هم أمر بابوایها فقلقت لهم اطلع فقال يامعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد و آن یثبت ملکكم فتابیعوا هذا النبي ﷺ فحاصلوا حیصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غفت فلما رأى هرقل نفترتهم و آیس من الأیمان قال ردوهم على وقال این قلت مقالتی اینا اختریبها شدکم على دینکم فقد رأیت فسجدوا له و رضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل قال ابو عبد اللہ رواه صالح بن کیسان و یوسف و معمر عن الزہری .

6 آبارول ایشانہ ایکا م ایوب نافی' (ر)..... آباردھلہ ایوب آکا س (ر) خکے برجنا کرلن یے، آبڑ سوھیان ایوب هر ب تاکے بلچن، بادشاہ ہیرا کل اکوار تاں کاھے لوك پاٹالن۔ تین کوہا ایشانے کا فلیا تاکن بکسہ اپلکھے سریا یا چلن۔ سے سماں راسلہ ایوب آبڑ سوھیان و ہٹھری شریف (د)۔—۲

কুরাইশদের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধিবন্ধ ছিলেন। আবু সুফিয়ান তার সঙ্গীদের সহ হিরাকলের কাছে এলেন এবং তখন হিরাকল জেরম্যালেমে অবস্থান করছিলেন। হিরাকল তাদেরকে তাঁর দরবারে ডাকলেন। তাঁর পাশে তখন রোমের নেতৃত্বানীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিল। এরপর তাদের কাছে ডেকে নিলেন এবং দোভাসীকে ডাকলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করে—তোমাদের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে তাঁর সবচেয়ে নিকটাঞ্চীয় কে?’ আবু সুফিয়ান বললেন, ‘আমি বললাম, বংশের দিক দিয়ে আমিই তাঁর নিকটাঞ্চীয়।’ তিনি বললেন, ‘তাঁকে আমার খুব কাছে নিয়ে এস এবং তাঁর সঙ্গীদেরও কাছে এনে পেছনে বসিয়ে দাও।’ এরপর তাঁর দোভাসীকে বললেন, ‘তাদের বলে দাও, আমি এর কাছে সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব, সে যদি আমার কাছে মিথ্যা বলে, তবে সাথে সাথে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রকাশ করবে।’ আবু সুফিয়ান বললেন, ‘আল্লাহর কসম! তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে—এ লজ্জা যদি আমার না থাকত, তবে অবশ্যই আমি তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।’ এরপর তিনি তাঁর সম্পর্কে আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করেন তা হচ্ছে, ‘তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশমর্যাদা কেমন?’ আমি বললাম, ‘তিনি আমাদের মধ্যে অতি সন্তুষ্ট বংশের।’ তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে এর আগে আর কথনো কি কেউ একথা বলেছে?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কি কেউ বাদশাহ ছিলেন?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘সন্তুষ্ট লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোকেরা।’ আমি বললাম, ‘সাধারণ লোকেরা।’ তিনি বললেন, ‘তারা কি সংখ্যায় বাড়ছে, না কমছে?’ আমি বললাম, ‘তারা বেড়েই চলেছে।’ তিনি বললেন, ‘তাঁর দীন গ্রহণ করার পর কেউ কি নারায় হয়ে তা পরিত্যাগ করে?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘নবৃত্তের দাবীর আগে তোমরা কি কথনো তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ?’ আমি বললাম, ‘না।’ তিনি বললেন, ‘তিনি কি চুক্তি ভঙ্গ করেন?’ আমি বললাম, ‘না।’ তবে আমরা তাঁর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তিতে আবন্ধ আছি। জানি না, এর মধ্যে তিনি কি করবেন।’ আবু সুফিয়ান বললেন, ‘এ কথাটুকু ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে আর কোন কথা সংযোজনের সুযোগই আমি পাইনি।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা কি তাঁর সাথে কথনো যুক্ত করেছ?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, ‘তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুক্ত কেমন হয়েছে?’ আমি বললাম, ‘তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুক্তের ফলাফল কুয়ার বালতির ন্যায়।’ কথনো তাঁর পক্ষে যায়, আবার কথনো আমাদের পক্ষে আসে।’ তিনি বললেন, ‘তিনি তোমাদের কিসের আদেশ দেন?’ আমি বললাম, ‘তিনি বলেন: তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুর শরীর করো না এবং তোমাদের বাপ-দাদার ভ্রান্ত মতবাদ ত্যাগ কর। আর তিনি আমাদের সালাত আদায় করার, সত্য কথা বলার, নিষ্কলুষ থাকার এবং আজ্ঞায়দের সাথে সম্বৰহার করার আদেশ দেন।’ তারপর তিনি দোভাসীকে বললেন, ‘তুমি তাকে বল, আমি তোমার কাছে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তুমি তার জগত্ত্বাবে উল্লেখ করেছ যে, তিনি তোমাদের মধ্যে সন্তুষ্ট বংশের। প্রকৃত পক্ষে রাসূল-গণকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, এ কথা তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে আর কেউ বলেছে কিনা? তুমি বলেছ, ‘না।’ তাই আমি বলছি যে, আগে যদি কেউ এ কথা বলে থাকত, তবে অবশ্যই আমি বলতে পারতাম, এ এমন এক ব্যক্তি, যে তাঁর পূর্বসূরীর কথারই অনুসরণ করছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে কোন বাদশাহ ছিলেন কি না? তুমি তার

কিতাবুল ওহী

জবাবে বলেছ, ‘না।’ তাই আমি বলছি যে, তাঁর পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কোন বাদশাহ থাকতেন, তবে আমি বলতাম, ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর বাপ-দাদার বাদশাহী ফিরে পেতে চান। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি—এর আগে কখনো তোমরা তাঁকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছ কিনা? তুমি বলেছ, ‘না।’ এতে আমি বুবলাম, এমনটি হতে পারে না যে, কেউ মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করবে অথচ আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, শরীফ লোক তাঁর অনুসরণ করে, না সাধারণ লোক? তুমি বলেছ, সাধারণ লোকই তাঁর অনুসরণ করে। আর বাস্তবেও এরাই হল রাসূলগণের অনুসারী। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ, বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানে পূর্ণতা লাভ করা পর্যন্ত এ রকমই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর দীনে দাখিল হওয়ার পর নারায় হয়ে কেউ কি তা ত্যাগ করে? তুমি বলেছ, ‘না।’ ঈমানের স্থিতিতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে ঈমান এরপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি চুক্তি ভঙ্গ করেন কিনা? তুমি বলেছ, ‘না।’ প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণ এরপই, চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেন? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদের এক আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করার নির্দেশ দেন। তিনি তোমাদের নিষেধ করেন মৃত্তিপূজা করতে আর তোমাদের আদেশ করেন সালাত আদায় করতে, সত্য কথা বলতে ও কল্যামুক্ত থাকতে। তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তবে শীঘ্ৰই তিনি আমার এ দু'পায়ের নীচের জায়গার মালিক হবেন। আমি নিশ্চিত জানতাম, তাঁর আবির্ভাব হবে; কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য থেকে হবেন, এ কথা ভাবিনি। যদি জানতাম, আমি তাঁর কাছে পৌছতে পারব, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি যে কোন কষ্ট স্বীকার করতাম। আর আমি যদি তাঁর কাছে থাকতাম তবে অবশ্যই তাঁর দু'খানা পা ধূয়ে দিতাম। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই পত্রখনি আনতে বললেন, যা তিনি দিহ্যাতুল কালবীর মাধ্যমে বসরার শাসকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে)। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে রোম সন্ত্রাট হিরাকল-এর প্রতি। —শান্তি (বর্ষিত হোক) তার প্রতি, যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। তারপর আমি আপনাকে‘ ইসলামের দাওয়াত দিছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পূরক্ষার দান করবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে সব প্রজার পাপই আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব! এস সে কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ব্যতীত রব রূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, ‘তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম’ (৩ : ৬৪)।

আবু সুফিয়ান বলেন, ‘হিরাকল যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন এবং পত্র পাঠও শেষ করলেন, তখন সেখানে শোরগোল পড়ে গেল, চীৎকার ও হৈ-হল্লা তুঙ্গে উঠল এবং আমাদের বের করে দেওয়া হলো। আমাদের বের করে দিলে আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, আবু কাবশার ছেলের বিষয় তো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, বনু আসফার (রোম)-এর বাদশাহও তাকে ভয় পাচ্ছে! তখন থেকে আমি বিশ্বাস করতে লাগলাম, তিনি শীঘ্ৰই জয়ী হবেন। অবশ্যে আল্লাহ তা‘আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান করলেন।

ইব্ন নাতূর ছিলেন জেরুয়ালেমের শাসনকর্তা এবং হিরাকলের বন্ধু ও সিরিয়ার খ্রিস্টানদের পাদ্রী। তিনি বলেন, ‘হিরাকল যখন জেরুয়ালেম আসেন, তখন একদিন তাঁকে অত্যন্ত বিমর্শ দেখাচ্ছিল। তাঁর একজন বিশিষ্ট সহচর বলল, ‘আমরা আপনার চেহারা আজ বিবর্ণ দেখতে পাচ্ছি’, ইব্ন নাতূর বলেন, হিরাকল ছিলেন জ্যোতিষী, জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাদের বললেন, ‘আজ রাতে আমি তারকারাজির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, খনকারীদের বাদশাহ আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমান যুগে কোন্‌ জাতি খনন করে’। তারা বলল, ‘ইয়াহুদী ছাড়া কেউ খনন করে না। কিন্তু তাদের ব্যাপার যেন আপনাকে মোটেই চিন্তিত না করে। আপনার রাজ্যের শহরগুলোতে লিখে পাঠান, তারা যেন সেখনকার সকল ইয়াহুদীকে হত্যা করে ফেলে।’ তারা যখন এ ব্যাপারে ব্যতিবস্ত ছিল, তখন হিরাকলের কাছে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, যাকে গাস্সানের শাসনকর্তা পাঠিয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্কে খবর দিচ্ছিল। হিরাকল তার কাছ থেকে খবর জেনে নিয়ে বললেন, ‘তোমরা একে নিয়ে গিয়ে দেখ, তার খনন হয়েছে কি-না।’ তারা তাকে নিয়ে দেখে এসে সংবাদ দিল, তার খনন হয়েছে। হিরাকল তাকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে জওয়াব দিল, ‘তারা খনন করে।’ তারপর হিরাকল তাদের বললেন, ‘ইনি [রাসূলুল্লাহ ﷺ] এ উচ্চতের বাদশাহ। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।’ এরপর হিরাকল রোমে তাঁর বন্ধুর কাছে লিখলেন। তিনি জানে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন। পরে হিরাকল হিমস চলে গেলেন। হিমসে থাকতেই তাঁর কাছে তাঁর বন্ধুর চিঠি এলো, যা নবী ﷺ-এর আবির্ভাব এবং তিনিই যে প্রকৃত নবী, এ ব্যাপারে হিরাকলের মতকে সমর্থন করছিল। তারপর হিরাকল তাঁর হিমসের প্রাসাদে রোমের নেতৃত্বানীয় ব্যক্তিদের ডাকলেন এবং প্রাসাদের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। দরজা বন্ধ করা হলো। তারপর তিনি সামনে এসে বললেন, ‘হে রোমবাসী ! তোমরা কি কল্যাণ, হিদায়ত এবং তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব চাও ? তাহলে এই নবীর বায় ‘আত গ্রহণ কর।’ এ কথা শুনে তারা জংলী গাধার মত উর্ধ্বশাসে দরজার দিকে ছুটল, কিন্তু তাঁরা তা বন্ধ অবস্থায় পেল। হিরাকল যখন তাদের অনীহা লক্ষ্য করলেন এবং তাদের ঈমান থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন বললেন, ‘ওদের আমার কাছে ফিরিয়ে আন।’ তিনি বললেন, ‘আমি একটু আগে যে কথা বলেছি, তা দিয়ে তোমরা তোমাদের দীনের উপর কতটুকু অটল, কেবল তার পরীক্ষা করেছিলাম। এখন আমি তা দেখে নিলাম।’ একথা শুনে তারা তাঁকে সিজদা করল এবং তাঁর প্রতি সম্মুষ্ট হলো। এই ছিল হিরাকল-এর শেষ অবস্থা।

আবু ‘আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন, সালেহ ইব্ন কায়সান (র), ইউনুস (র) ও মামার (র) এ হাদীস যুহরী (র) থেকে বিওয়ায়ত করেছেন।

كتابُ الإيمانِ
ঈমান অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كتابُ الإيمان ইমান অধ্যায়

۲. بَابُ : قَوْلُ النَّبِيِّ مُتَّصِّلَةً بِنَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ

২. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর বাণী : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি

وَهُوَ قَوْلٌ وَفَعْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَاللَّهُ تَعَالَى لِيَزِدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَزِدَنَاهُمْ
هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الدِّينَ اهْتَدَوَا هُدًى وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
وَيَزِدَادُ الدِّينَ أَمْنَوَا إِيمَانًا وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَآمَّا الدِّينَ أَمْنَوَا
فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَقَوْلُهُ فَاحْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيْمًا
وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدَيِّ بْنِ عَدَيِّ إِنَّ لِلْإِيمَانِ
فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُنُّتًا فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا إِسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ وَمَنِ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الْإِيمَانَ فَإِنَّ
أَعِشْ فَسَابِيْنَهَا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوهَا وَإِنْ أَمْتُ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِيُّ ، وَقَالَ مُعاذُ إِجْلِيسُ بْنَ نُوْمَنْ سَاعَةً ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْيَقِيْنُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ ،
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَلْغِيَ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدْعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ
الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدًا وَإِيَّاهُ دِيْنًا وَاحِدًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
شِرْعَةً وَمِنْهَا جَأْ سَيْلاً وَسَنَةً وَدُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ -

রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর বাণী : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি : মৌখিক স্বীকৃতি (ইয়াকীনসহ) এবং কর্মই ইমান
এবং তা বাড়ে ও করে | আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান দৃঢ় করে নেয় (৪৮ : ৮)। আমরা তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম (১৮ : ১৩)। এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের অধিক হিদায়ত দান করেন (১৯ : ৭৬)। এবং যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের হিদায়ত বাড়িয়ে দেন এবং তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দেন (৪৭ : ১৭), যাতে মু'মিনদের ঈমান বেড়ে যায় (৭৪ : ৩১)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বাড়িয়ে দিল ? যারা মু'মিন এ তো তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয়। (৯ : ১২৪) এবং তাঁর বাণী, “সুতরাং তোমরা তাদের ভয় কর ; আর এটা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল” (৩ : ২৭৩)। ও মারাদের আইন ও ত্বরণ। (৩৩ : ২২)। আর আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা ঈমানের অংশ।

উমর ইবন 'আবদুল 'আয়ীয (র) 'আদী ইবন 'আদী (র)-র কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'ঈমানের কতকগুলো ফরয, কতকগুলো হুকুম-আহকাম, বিধি-নিষেধ এবং সুন্নাত রয়েছে। যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে তার ঈমান পূর্ণ হয়। আর যে এগুলো পূর্ণভাবে আদায় করে না, তার ঈমান পূর্ণ হয় না। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে অচিরেই এগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করব, যাতে তোমরা তার ওপর 'আমল করতে পার। আর যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের সাহচর্যে থাকার জন্য আমি লালায়িত নই।'

ইবরাহীম ('আ) বলেন, 'তবে এ তো কেবল চিন্ত প্রশাস্তির জন্য' (২ : ২৬০)। মু'আয (রা) বলেন, "এসো আমাদের সঙ্গে বস, কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি।" ইবন মাসউদ (রা) বলেন, 'ইয়াকীন হল পূর্ণ ঈমান।' ইবন 'উমর (রা) বলেন, 'বান্দা প্রকৃত তাকওয়ায় পৌছতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে, মনে যে বিষয়ে খটকা জাগে, তা ত্যাগ না করে।' মুজাহিদ (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'শরع لكم من الدين ما وصى به نوح' আমি আপনাকে এবং নূহকে একই দীনের নির্দেশ দিয়েছি। ইবন আব্রাস (রা) বলেন, 'شَرِعَةٌ وَمُنْهاجٌ'—এবং তোমাদের দু'আ অর্থাৎ তোমাদের ঈমান।

٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُؤْسِيٍ قالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عَكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بْنُى إِسْلَامًا عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَإِيتَاءَ الزَّكُوْنَةَ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ .

৭ 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (রা).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ১. আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেওয়া। ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমদান-এর সিয়াম পালন করা।

২. بَابُ أَمْرِدُ الْأَيْمَانِ

وَقُولَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُؤْلِمَا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنْ
أَمْنَ بِاللَّهِ وَآتَيْوْمَ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَآتَى الْمَمَالِ عَلَى حِبْهِ
ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ . وَأَقامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكْوَةَ . وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضُّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ . أَوْلَيْكَ الْذِيْنَ صَدَقُوا وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ . قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ الْآيَةِ .

৩. পরিচ্ছেদ : ঈমানের বিষয়সমূহ

আল্লাহু তা'আলার বাণী : “পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন কল্যাণ নেই, কিন্তু কল্যাণ আছে কেউ আল্লাহু তা'আলার উপর ঈমান আনলে, আধিরাত, ফিরিশতা-গণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের উপর ঈমান আনলে এবং আল্লাহুর মুহর্কতে আজীয়-স্বজন, ইয়াতীম-অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্য-প্রার্থীদের এবং দাসত্ব মোচনের জন্য সম্পদ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত দিলে এবং ওয়াদা দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থসংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য ধারণ করলে। তারাই সত্যপরায়ণ ও তারাই মুত্তাকী । (২ : ১৭৭)

“অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা বিনয়-ন্যূন নিজেদের সালাতে”... (২৩ : ১-২)
[৮] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَيْمَانُ بِضَعْفٍ وَسِتُّونَ شَعْبَةً وَالْحَيَاةُ شَعْبَةٌ مِنَ الْأَيْمَانِ .

[৮] আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জুফী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, ঈমানের শাখা রয়েছে ষাটের কিছু বেশী। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।

৪. بَابُ الْمُسْلِمِ مِنْ سَلِيمَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

8. পরিচ্ছেদ : প্রকৃত মুসলিম সেই, যার জিহবা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরোপদ থাকে
[৯] حَدَّثَنَا أَدْمَ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السُّفْرِ وَسِعْمَيْلَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مِنْ سَلِيمَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
বুখারী শরীফ (১)-৩

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ فَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعْوِيَةَ حَدَّثَنَا دَافُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَافُدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৯ আদম ইবন আবু ইয়াস (র).....আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহবা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহ তা’আলার নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করে। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আবু মু’আবিয়া (র) বলেছেন, আমার কাছে দাউদ ইবন আবু হিন্দ (র) ‘আমির (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি এবং আবদুল আলা (র) দাউদ (র) থেকে, দাউদ (র) আমির (র) থেকে, আমির (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে তিনি নবী ﷺ থেকে, হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫. بَابُ أَيُّ الْإِسْلَامُ أَفْضَلُ

৫. পরিচ্ছেদ : ইসলামে কোনু কাজটি উচ্চম

১০ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمْوَى الْقُرْشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُؤْسِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامُ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

১১ সা’ঈদ ইবন ইয়াহুয়া ইবন সা’ঈদ আল উমারী আল কুরাশী (র).....আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসলামে কোনু কাজটি উচ্চম? তিনি বললেন : যার জিহবা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।

৬. بَابُ اطْعَامِ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ

৬. পরিচ্ছেদ : খাবার খাওয়ানো ইসলামী শুশ্

১১ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامُ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِيمُ الطَّعَامِ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

১১ আমর ইবন খালিদ (র)....আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ

কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোনু কাজটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাবার খাওয়াবে ও পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম করবে।

৭. بَابُ مِنَ الْأَيْمَانِ أَن يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

৭. পরিচেদ : নিজের জন্য যা পসন্দনীয়, ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করা ইমানের অংশ
[۱] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّىٰ حَدَّثَنَا قَاتَادَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ لَأَيْقُمْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

[۱۲] ۱۲. মুসাদ্দাদ (র) ও হসাইন আল মু'আলিম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কর্মী ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পসন্দ করবে, যা নিজের জন্য পসন্দ করে।

৮. بَابُ حُبُ الرَّسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَيْمَانِ

৮. পরিচেদ : রাসূলুল্লাহ শাৰ্ফ -কে ভালবাসা ইমানের অংশ
[۱۳] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعِيبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْزِنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ فَوَالذِّي نَفْسِي بِيَدِمْ لَأَيْقُمْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ .

[۱۴] ۱۴. আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ শাৰ্ফ ইরশাদ করেন : সেই পবিত্র সন্তান কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।

[۱۵] ۱۵. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهِيبٍ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَدَّثَنَا آدُمُ بْنُ أَبِي أَيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَأَيْقُمْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

[۱۶] ۱۶. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম ও আদম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ শাৰ্ফ ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় হই।

৯. بَابُ حَلَقَةُ الْأَيْمَانِ

৯. পরিচেদ : ইমানের স্বাদ

[۱۷] ۱۷. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْتَىَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ التَّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مِّنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ حَلَوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يُكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ
الْمَرْءَ لِأَيْحِبِهِ إِلَّهٌ وَأَنْ يُكْرِهَ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يُكْرِهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ .

১৫ মুহাম্মদ ইবনুল মুসাল্লা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : তিনটি
গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায় : ১। আল্লাহ্ ও তঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয়
হওয়া; ২। কাউকে খালিস আল্লাহ্ জন্যই মুহূরত করা; ৩। কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিষ্কিপ্ত
হওয়ার মত অপসন্দ করা।

১০. بَابُ عَلَمَةِ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ

১০. পরিচ্ছেদ : আনসারকে ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ

১৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ جَبَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ
مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيْهُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَأَيْهُ النِّيَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ -

১৬ আবুল ওয়ালীদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেন : ঈমানের
চিহ্ন হ'ল আনসারকে ভালবাসা এবং মুনাফিকীর চিহ্ন হল আনসারের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করা।

১১. بَابُ

১১. পরিচ্ছেদ

১৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
عِبَادَةَ بْنَ الصَّامِيتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِيدًا بِدُرَّا وَهُوَ أَحَدُ التُّقَبَاءِ لِيَلَّةَ الْعُقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
وَحْقَلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ بِأَيْعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُشْرِقُو وَلَا تُنْقِلُو وَلَا دَكُّمُ
وَلَا تَأْتُوا بِبَهْتَانٍ تُقْتَرِنُهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصِمُو فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ فِي مِنْكُمْ فَاجْرَهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ
أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوَّقَ بِفِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ
إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبِإِعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ .

১৭ আবুল ইয়ামান (র).....‘আয়িনুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ (র) বলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লায়লাতুল
আকাবার একজন নকীব ‘উবাদা ইবনুস সামিত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পার্শ্বে একজন
সাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি ইরশাদ করেন : তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বায় ‘আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্ র
সঙ্গে কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কাউকে

ইমান অধ্যায়

মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং নেক কাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূরণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহর কাছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিঙ্গ হয়ে পড়লে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফ্ফার। আর কেউ এর কোন একটিতে লিঙ্গ হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে মাফ করে দেবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি দেবেন। আমরা এর উপর বায়'আত ঘৃহণ করলাম।

۱۲. بَابُ مِنَ الدِّينِ الْفَرَارُ مِنَ الْفِتْنَ

১২. পরিচ্ছেদ : ফিতনা থেকে পলায়ন দীনের অংশ

۱۸ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُثْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يُؤْشِكُ أَنَّ يُكُونَ خَيْرًا مَالِ الْمُسْلِمِ غَمًّا يَتَبَعُ بِهَا شَفَقَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَغْرِي بِدِينِهِ مِنَ الْفِتْنَ .

۱۸ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সেদিন দূরে নয়, যেদিন মুসলিমের উভয় সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। ফিতনা থেকে সে তার দীন নিয়ে পালিয়ে যাবে।

۱۳. بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ يَعْلَمُ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِي الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ قَلْوبَكُمْ -

১৩. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ - এর বাণী, 'আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। আর মারেফাত (আল্লাহর পরিচয়) অন্তরের কাজ

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : **وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ قَلْوبَكُمْ**

"কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকলের জন্য দায়ী করবেন।" (২ : ২২৫)

۱۹ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا أَمْرَفَ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُنَّ قَاتِلُوا إِنَّا لَشَنَا كَهْيَنِتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ فَيَغْضِبُ حَتَّى يُعْرِفَ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ اتَّقَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا .

۲۰ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের যখন কোন 'আমলের নির্দেশ দিতেন, তখন তাঁরা যতটুকুর সামর্য রাখতেন, ততটুকুরই নির্দেশ দিতেন। একবার তাঁরা বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী এবং

পরবর্তী সকল দ্রষ্টি মাফ করে দিয়েছেন।' একথা ওনে তিনি রাগ করলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকে রাগের চিহ্ন প্রকাশ পাছিল। এরপর তিনি বললেন : তোমাদের চাইতে আল্লাহকে আমিই বেশী ভয় করি ও বেশী জানি।

- ۱۴. بَابٌ مِنْ كُرْهَةِ أَنْ يُعَوَّدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ الْإِيمَانِ -

১৪. পরিচ্ছেদ : কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিষ্কিঞ্চ হবার ন্যায় অপসন্দ করা ঈমানের অঙ্গ
 ২০. حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَاتِدَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ حَلَوةَ الْإِيمَانِ مِنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمِنْ أَحَبُّ عِبْدًا لِأَيْحَيْهِ إِلَلَهِ - وَمَنْ يُكْرَهُ أَنْ يُعَوَّدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ .

২০. সুলায়মান ইবন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম বলেন : তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়—(১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় ; (২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোন বাস্তবে মুহূরত করে এবং (৩) আল্লাহ তাঁরালা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফর-এ ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিষ্কিঞ্চ হওয়ার মতোই অপসন্দ করে।

- ۱۵. بَابٌ تَفَاضُلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ -

১৫. পরিচ্ছেদ : আমলের দিক থেকে ঈমানদারদের শ্রেষ্ঠত্বের স্তরভেদ
 ২১. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ الْخْثَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ ثَمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيمَانِ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدْ اشْوَوْبُوا فَيُقْتَلُونَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَاةِ شَكْ مَالِكٌ فَيُبَيَّنُونَ كَمَا تَبَيَّنَتِ الْحَيَاةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ إِلَّمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفَرَاءَ مُتَنَوِّيَّةَ قَالَ هَبِيبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو الْحَيَاةِ وَقَالَ حَرَدَلٌ مِنْ خَيْرٍ -

২১. ইসমাইল (র).....আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম বলেছেন : জালান্তীগণ জালাতে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবেন। পরে আল্লাহ তাঁরালা (ফিরিশতাদের) বলবেন, যার অস্তরে একটি সরিষা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাকে দোষখ থেকে বের করে নিয়ে আস। তারপর তাদের দোষখ থেকে বের করা হবে এমন অবস্থায় যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। এরপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক (র) শব্দ দুটির কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন] নদীতে ফেলা হবে। ফলে তারা সতজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর পাশে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো

ঈমান অধ্যায়

কেমন হলুদ রঙের হয় ও ঘন হয়ে গজায় ? উহাইব (র) বলেন, 'আমর (র) আমাদের কাছে এর হলে জীব এর স্থলে খর্দل মন খির করেছেন।

২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِيهِ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنْيَفَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُثْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعَرَضُونَ عَلَىٰ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الشَّدِيْقِ وَمِنْهَا مَا يَأْتِي دُلْكَ وَعَرِضَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِصٌ يَجْرِيْهُ قَالُوا فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ .

২২ মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ (র).....আবু উমামা ইবন সাহল ইবন হনাইফ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একবার আমি ঘূর্মন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম যে, শোকদেরকে আমার সামনে হায়ির করা হচ্ছে। আর তাদের পরণে রয়েছে জামা। কারো জামা বুক পর্যন্ত আর কারো জামা এর নীচ পর্যন্ত। আর উমর ইবনুল খাতাব (রা)-কে আমার সামনে হায়ির করা হল এমন অবস্থায় যে, তিনি তাঁর জামা (এত লম্বা যে) টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ। আপনি এর কী তা'বীর করেছেন? তিনি বললেন : (এ জামা মানে) দীন।

১৬. بَابُ الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ -

১৬. পরিচ্ছেদ : লজ্জা ঈমানের অংশ

২২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى ذَمَّهُ فَإِنَّ الْحَيَاةَ مِنَ الْإِيمَانِ .

২৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইকে তখন (অধিক) লজ্জা ত্যাগের জন্য নসীহত করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : ওকে ছেড়ে দাও। কারণ লজ্জা ঈমানের অংশ।

১৭. بَابُ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكُوْنَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ -

১৭. পরিচ্ছেদ : যদি তাঁরা তওবা করে, সালাত কার্যে করে ও যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। (৯ : ৫)

২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَعْيَةَ الْحَرَمِيُّ بْنُ عَمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ

وَقَدْ بَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَيَّثَ عَنْ أَبِيْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَمْرَتُ أَنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهِدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيَؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنْ دِمَاءِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .

২৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-মুসনাদি (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্তত্ত্ব কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।

۱۸. بَابٌ مِنْ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ -

لِقُتْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي
لِقُتْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَوَرَبَكَ لَنْسَتُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَقَالَ تَعَالَى لِمِثْلِ هَذَا فَلَيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ -

১৮. পরিচ্ছেদ : যে বলে 'ঈমান আমলেরই নাম'

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর পরিথেক্ষিতে :

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

এটাই জাগ্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ। (৪৩ : ৭২)

فَوَرَبَكَ لَنْسَتُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

সুতরাং কসম আপনার রবের। আমি তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই সে বিষয়ে, যা তারা করে (১৫ : ৯০)। আল্লাহ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে আলিমদের এক দল বলেন, - লাল্লাহ লাল্লাহ - এর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী : **لِمِثْلِ هَذَا فَلَيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ** -

এক্ষেত্রে সাক্ষল্যের জন্য আমলকারীদের উচিত আমল করা। (৩৭ : ৬১)

২৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَيَلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ أَيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ،

تَبَيْلُ لَمْ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، تَبَيْلُ لَمْ مَاذَا قَالَ حَجَّ مُبَرِّدٌ ۝

২৫ আহমদ ইবন ইউনুস ও মুসা ইবন ইসমাইল (র)......আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজাসা করা হল, ‘কোন্ আমলটি উত্তম ?’ তিনি বললেন : ‘আল্লাহু ও তাঁর রাসূলের ওপর ইমান আনা ।’ প্রশ্ন করা হল, ‘তারপর কোনটি ?’ তিনি বললেন : ‘আল্লাহুর রাস্তায় জিহাদ করা ।’ প্রশ্ন করা হল, ‘তারপর কোনটি ?’ তিনি বললেন : ‘মকবূল হজ্জ ।’

۱۹. بَابٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ مَلِيًّا لِلْإِسْتِشَالَمِ أَوِ الْخَفْفِ مِنَ الْفَتْلِ إِقْرَبِ شَعَالٍ
قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمْنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قُولِهِ
جَلِيلِ ذِكْرِهِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - الْأَيْمَ

১৯. পরিচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণ যদি খাটি না হয় বরং বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য বা হত্যার ভয়ে হয়, তবে তার ইসলাম গ্রহণ মহান আল্লাহর এ বাণী অনুযায়ী হবে :

— قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمْنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا —

“আরব মরুবাসিগণ বলে, আমরা ঈমান আনলাম; আপনি বলে দিন, “তোমরা ঈমান আন নি; কর তোমরা বল, ‘আমরা বাহ্যত মুসলিম হয়েছি ।’ (৪৯ : ১৪)

আর ইসলাম গ্রহণ খাটি হলে তা হবে আল্লাহ তা‘আলার এ বাণী অনুযায়ী :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন ।” (৩ : ১৯)

২৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرٌ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَاصِرٍ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى أَعْطَى رَمَضَانَ وَسَعْدَ جَالِسًا فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَى فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِكَ عَنْ فَلَانِ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْمُسْلِمًا فَسَكَنَ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَاتَلَتِي فَقَلَّتْ مَالِكَ عَنْ فَلَانِ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ أَوْمُسْلِمًا فَسَكَنَ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَاتَلَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدَ إِنِّي لَأُعْطِيَ الرَّجُلِ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيْيَّ مِنْهُ خَشِيَّةً أَنْ يُكَبِّهَ اللَّهُ فِي النَّارِ وَرَوَاهُ يَئِنْسٌ وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ۔

২৬ আবুল ইয়ামান (র)...সাঁদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোককে কিছু দান করলেন। সাঁদ (রা) সেখানে বসে ছিলেন। সাঁদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এক বাক্তিকে কিছু দিলেন না।

সে ব্যক্তি আমার কাছে তাদের চেয়ে অধিক পদচন্দনীয় ছিল। তাই আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন : (মু'মিন) না মুসলিম! তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম, আপনি অমুককে দানের ব্যাপারে বিরত রইলেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মু'মিন বলেই জানি। তিনি বললেন : 'না মুসলিম!' তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারও সেই জবাব দিলেন। তারপর বললেন : 'সাদ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, অথচ অন্য লোক আমার কাছে তার চাইতে বেশী প্রিয়। তা এ আশঙ্কায় যে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে), আল্লাহ তা'আলা তাকে অধোমুখে জাহানামে ফেলে দেবেন।

এ হাদীস ইউনুস, সালিহ, মামার এবং যুহরী (র)-এর ভাতিজা যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٠. بَابُ إِفْتَاءِ السُّلْطَنِ مِنَ الْإِسْلَامِ -

قَالَ عَمَّارٌ ثَلَاثَةُ مَنْ جَمَعُهُنْ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنْصَافَ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السُّلْطَنِ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْأَقْنَارِ -

২০. পরিচ্ছেদ : সালামের প্রচলন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত

আস্মার (রা) বলেন, 'তিনটি গুণ যে আয়ত্ত করে, সে (পূর্ণ) ঈমান লাভ করে : (১) নিজ থেকে ইনসাফ করা, (২) বিশে সালামের প্রচলন, এবং (৩) অভাবগত অবস্থায়ও দান করা

٢٧ حَدَثَنَا قَتْبَيٌ قَالَ حَدَثَنَا الْيَثْرَى عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرًا قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السُّلْطَنَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

২৭ [কুতায়বা (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলামের কোন্ কাজ সবচাইতে উত্তম?' তিনি বললেন : তুমি লোকদের আহার করাবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম করবে।

٢١. بَابُ كُفَّارَنِ الْعَشِيرَةِ وَكُفَّارَ دُونَنِ كُفَّارَ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ -

২১. পরিচ্ছেদ : স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা। আর এক কুফ্র অন্য কুফ্র থেকে ছোট। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু সাইদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে

٢٨ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَشْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَيْتَ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَمْلَاهَا النِّسَاءُ يَكْفُرُنَّ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرُنَّ الْمُشْيَرُونَ وَيَكْفُرُنَّ الْإِحْسَانَ

لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ أَهْدًا هُنَّ الدُّهْرُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَاتَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ۔

২৮ [আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র)..... ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : আমাকে জাহানাম দেখানো হয়। ('আমি দেখি), তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারা কি আল্লাহ'র সঙ্গে কুফরী করে?' তিনি বললেন : 'তারা সামীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান অঙ্গীকার করে।' তুম যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, 'আমি কখনো তোমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাইনি।'

۲۲. بَابُ الْمَعَاصِيِّ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ -

وَلَا يَكْفُرُ صَاحِبَهَا بِإِرْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشَّرِكِ لِقُولِ الشَّرِيكِ إِنَّكَ أَمْرُنِيَّكَ جَاهِلِيَّةُ، وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ -

২২. পরিচ্ছেদ : পাপ কাজ জাহিলী যুগের স্বভাব

আর শিরুক ব্যতীত অন্য কোন পাপে লিঙ্গ হওয়াতে ঐ পাপীকে কাফির বলা যাবে না। যেহেতু নবী করীম ﷺ [আবু যর (রা)-কে লক্ষ্য করে] বলেছেন : তুমি এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে জাহিলী যুগের স্বভাব রয়েছে। আর আল্লাহ'র বাণী :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ -

"আল্লাহ' তার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ।" (৪ : ৪৮)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلَوْا فَاصْلِحُوهُا بَيْنَهُمَا -

"মু'মিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিঙ্গ হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে" (৪৯ : ৯)। (সংঘর্ষের পাপে লিঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও) তাদের তিনি মু'মিন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২৯ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَثَنَا حَمَادٌ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَثَنَا أَيُوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبَتِ لِأَنْصَرَ هَذَا الرَّجُلُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةُ فَقَالَ أَيُّنْ تُرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ أَرْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمُانِ بِسَيِّئِهِمَا فَاقْتَلُوْهُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقْتُلَ يَارَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ .

২৯ 'আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক (র)..... আহনাফ ইবন কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (সিফকীনের যুদ্ধে) এ ব্যক্তিকে [আলী (রা)-কে] সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম। আবু বাকরা (রা)-এর সাথে

আমার সাক্ষাত হলে তিনি বললেন : ‘তুমি কোথায় যাচ্ছ’ আমি বললাম, ‘আমি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।’ তিনি বললেন : ‘ফিরে যাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, দু’জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে।’ আমি বললাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী), কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি বললেন, (নিচয়ই) সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদ্দীপ্ত ছিল।’

২০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ قَالَ لَقِيْتُ أَبَا ذَرَ بِالرَّبِيعَةِ وَعَلَيْهِ حَلَّهُ وَعَلَى عَلَامِهِ حَلَّهُ فَسَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ سَابِقَتْ رَجُلًا فَعَيْرَتْهُ بِأَمْمِهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا ذَرِ أَعْيَرْتَهُ بِأَمْمِهِ إِنْكَ أَمْرُؤٌ فِينَكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانَكُمْ حَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخْرُهُ تَحْتَ يَدِهِ فَيُبَطِّعْهُ يَا أَكْلُ وَلَيْلِيْسَهُ مِمَّا يَبْسُ وَلَا تَكْلِفُهُمْ مَا يَقْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلْفْتُهُمْ فَأَعْيَنْهُمْ .

৩০ সুলায়মান ইবন হারব (র).....মা'রুর (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বললেন : আমি একবার রাবায়া নামক স্থানে আবৃ যর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) আর তাঁর চাকরের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড়। আমি তাঁকে এর (সমতার) কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : একবার আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম এবং আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : ‘আবৃ যর! তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছ? তুমি তো এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে এখনো জাহিলী যুগের স্বভাব রয়েছে। জেনে রেখো, তোমাদের দাস-দাসী তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে, তাকে তা-ই পরায়। তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তাদের জন্য খুব বেশী কষ্টকর। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সাহায্য করবে।

২২. بَابُ ظُلْمٍ دُونَ ظُلْمٍ

২৩. পরিচ্ছেদ : যুলুমের প্রকারভেদ
৩১. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتِ الْدِيْنُ امْنَوْا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيْتَا لَمْ يَظْلِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

৩১ আবুল ওয়ালীদ এবং বিশ্র (র).....আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণনা করেন :
 الْدِيْنُ امْنَوْا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ -

ঈমান অধ্যায়

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কল্পিত করেনি” (৬ : ৮২) এ আয়াত নাযিল হলে
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিগণ বললেন, ‘আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুলুম করে নি?’ তখন আল্লাহ
তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

- اَنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ -

“নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম ।” (৩১ : ১৩)

- بَابُ عَلَمَةِ الْمُنَافِقِ - ۲۴

২৪. পরিচ্ছেদ : মুনাফিকের আলামত
২২ حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعَ قَالَ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَثَنَا نَافِعٌ بْنُ مَالِكٍ بْنِ أَبِي عَامِرٍ أَبُو سَهِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيْهَا الْمُنَافِقِ ثَلَاثَ إِذَا حَدَثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا
أُوتِمْنَ خَانَ .

৩২ [সুলায়মান আবুর রাবী] (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ
করেন : মুনাফিকের আলামত তিনটি : ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ; ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে ;
এবং ৩. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে ।

৩৩ حَدَثَنَا قَيْصِرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَثَنَا سُقِيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرْبُرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مِنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةً مِنْهُنْ كَانَ فِيهِ
خَصْلَةً مِنَ الْتِنَاقِ حَتَّى يَدْعُهَا إِذَا أُتْمِنْ خَانَ وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدرَ ، وَإِذَا خَاصَّمَ فَجَرَ تَابَعَهُ
شَعْبَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ -

৩৩ [কাবীসা ইবন 'উকবা (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কর্মী বলেন :
চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে সে হবে খাটি মুনাফিক । যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা
পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব থেকে যায় । ১. আমানত রাখা হলে খেয়ানত
করে ; ২. কথা বললে মিথ্যা বলে ; ৩. চুক্তি করলে ভঙ্গ করে ; এবং ৪. বিবাদে লিঙ্গ হলে অশ্বীল গালি দেয় ।
শুধু আ'মাশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফিয়ান (র)-এর অনুসরণ করেছেন ।

- بَابُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْأَيَّمَانِ - ۲۵

২৫. পরিচ্ছেদ : লায়লাতুল কদূরে ইবাদতে রাত্রি জাগরণ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত
৩৪ حَدَثَنَا أَبُو الْيَمَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ لِلَّهِ أَقْدَرُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفْرَانَهُ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبٍ .

৩৪ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লায়লাতুল কদর-এ ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করবে, তার অতীতের শুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে ।

- ২৬. بَابُ الْجِهَادِ مِنَ الْإِيمَانِ -

২৬. পরিচ্ছেদ : জিহাদ ঈমানের অঙ্গরূপ

৩৫ حَدَثَنَا حَرْمَيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِيِّ قَالَ حَدَثَنَا عَمَّارَةُ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اشْتَبَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَيْلِهِ لَا يَخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانُهُ بِهِ وَتَحْسِيدُهُ بِرُسْلَيْهِ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيَّةٍ أَوْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَا أَنْ أَشْقَى عَلَى أَمْيَانِهِ مَا قَعَدَتْ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَدِدَتْ أَنْتَيْ أَفْتَلُ فِي سَيْلِ اللَّهِ تَمَّ أَخْنَمْتُمْ أَخْنَمْتُمْ أَخْنَمْتُمْ أَخْنَمْتُمْ

৩৫ হারমীয়া ইবন হাফ্স (র).....আবু যুর'আ ইবন 'আমর ইবন জারীর (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি হ্যারত আবু হুরায়রা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহর উপর ঈমান এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, আমি তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনব তার সওয়াব বা গৌমত (ও সওয়াব) সহ কিংবা তাকে জালাতে দাখিল করব ।

আর আমার উচ্চতের উপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম তবে কোন সেনাদলের সাথে না গিয়ে বসে থাকতাম না । আমি অবশ্যই এটা পসন্দ করি যে, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই ।

- ২৭. بَابُ نَطْرَعْ قِيَامَ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ -

২৭. পরিচ্ছেদ : রম্যানের রাতে নফল ইবাদত ঈমানের অংশ

৩৬ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفْرَانَهُ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبٍ .

৩৬ ইসমাইল (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি রম্যানের রাতে ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের শুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় ।

- ২৮. بَابٌ صَوْمَ رَمَضَانَ إِحْتِسَابًا مِنَ الْإِيمَانِ -

২৮. পরিচ্ছেদ : সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন ঈমানের অংগ

৩৭ حَدَّثَنَا أَبْنُ سَلَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفرَانَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৩৭ ইবন সালাম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

- ২৯. بَابٌ الدِّينِ يُسْرٌ -

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السُّمْطَةُ -

২৯. পরিচ্ছেদ : দীন সহজ

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট সবচাইতে পসন্দনীয় হল দীন-ই হানীফিয়া যা সহজ সরল

৩৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامَ بْنُ مُطَهْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَيَّدَهُ فَقَارِبُهُ فَأَبْشِرُهُ وَأَسْتَيْنُهُ بِالْغُنْوَةِ وَالرُّوحَةِ وَشَرَرُهُ مِنَ الدُّلُجَةِ .

৩৮ আবদুস সালাম ইবন মুতাহর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : নিশ্চয়ই দীন সহজ-সরল। দীন নিয়ে যে বাড়াবড়ি করে দীন তার উপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপদ্ধা অবলম্বন কর এবং (মধ্যপদ্ধার) নিকটবর্তী থাক, আশাবিত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।

- ৩০. بَابٌ الصُّلَةُ مِنَ الْإِيمَانِ -

فَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضْيِغَ إِيمَانَكُمْ يَقْنِي صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ

৩০. পরিচ্ছেদ : সালাত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

আর আল্লাহর বাণী : **৩০** আল্লাহ একপ নন যে তোমাদের ঈমান ব্যর্থ করবেন। (২ : ১৪৩) অর্থাৎ বায়তুল্লাহর নিকট (বায়তুল মুকাদ্দসমূখী হয়ে) আদায় করা তোমাদের সালাতকে তিনি নষ্ট করবেন না।

٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَهْرَيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِيمَ الْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخْوَاهُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سِبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوْلَى صَلَاتِهِ صَلَاتَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ فَمُرِّمُ رَأْكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَاهُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبُوهُمْ إِذْ كَانُ يُصَلِّي قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ قَلُّمَا وَلَى وَجْهِهِ قَبْلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ قَالَ زَهْرَيٌّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تَحُولَ رِجَالٌ وَقَتُلُوا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ .

‘৩৯’ ‘আমর ইবন খালিদ (র).....বারা (ইবন ‘আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ মদীনায় হিজরত করে সর্বপ্রথম আনসারদের মধ্যে তাঁর নানাদের গোত্র [আবু ইসহাক (র) বলেন] বা মামাদের গোত্রে এসে ওঠেন। তিনি ঘোল-সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেন। কিন্তু তাঁর পসন্দ ছিল যে, তাঁর কিবলা বায়তুল্লাহর দিকে হোক। আর তিনি (বায়তুল্লাহর দিকে) প্রথম যে সালাত আদায় করেন, তা ছিল আসরের সালাত এবং তাঁর সঙ্গে একদল লোক উক্ত সালাত আদায় করেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা সালাত আদায় করেছিলেন তাঁদের একজন লোক বের হয়ে এক মসজিদে মুসল্লীদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা তখন ঝুক্তির অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বললেন : “আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, এইমাত্র আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সঙ্গে মুক্তির দিকে ফিরে সালাত আদায় করে এসেছি। তখন তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন সে অবস্থায়ই বায়তুল্লাহর দিকে ঘুরে গেলেন। রাসূলে করীম ﷺ যখন বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে সালাত আদায় করতেন তখন ইয়াহুদীদের ও আহলি-কিতাবদের কাছে এটা খুব ভাল লাগত ; কিন্তু তিনি যখন বায়তুল্লাহর দিকে (সালাতের জন্য) তাঁর মুখ ফিরালেন তখন তাঁরা এর প্রতি চরম অস্তুষ্ট হল।

যুহায়র (র) বলেন, আবু ইসহাক (র) বারা’ (রা) থেকে আমার কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে এ কথাও রয়েছে যে, কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে বেশ কিছু লোক ইন্তিকাল করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে আমরা কি বলব, বুঝতে পারছিলাম না, তখন আল্লাহ তা’আলা নাযিল করেন :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ .

আল্লাহ তা’আলা তোমাদের সালাতকে (যা বায়তুল মুকাদ্দাস-এর দিকে আদায় করা হয়েছিল) বিনষ্ট করবেন না।

২১. بَابُ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءَةِ

قَالَ مَالِكٌ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسِنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلْفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِيقَفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يُتَجَادِلَ اللَّهُ عَنْهَا -

৩১. পরিচ্ছেদ : উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণ

মালিক (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলাম উত্তম হয়, আল্লাহু তা'আলা তার আগের সব শুনাহু মাফ করে দেন। এরপর শুরু হয় প্রতিদান; একটি সৎ কাজের বিনিময়ে দশ শুণ থেকে সাতশ শুণ পর্যন্ত; আর একটি মন্দ কাজের বিনিময়ে ঠিক ততটুকু মন্দ প্রতিফল। অবশ্য আল্লাহু যদি মাফ করে দেন তবে ভিল্ল কথা।

৪০. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا أَحْسَنَ أَهْدِكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِيقَفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا .

৪১. ৮০ ইসহাক ইব্ন মানসুর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরূপে ইসলামের উপর কায়েম থাকে তখন সে যে নেক আমল করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ শুণ পর্যন্ত (সওয়াব) লেখা হয়। আর সে যে মন্দ কাজ করে তার প্রত্যেক-টির বিনিময়ে তার জন্য ঠিক ততটুকুই মন্দ লেখা হয়।

৪২. بَابُ أَحَبِ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ أَنْوَمَةَ

৩২. পরিচ্ছেদ : আল্লাহু তা'আলাৰ কাছে সবচাইতে পেসন্দনীয় আমল সেটাই যা নিয়মিত করা হয়

৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ تَعَالَى دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا اِمْرَأَةٌ قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فَلَانَةٌ تَذَكَّرُ مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمِلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمْلَأُ وَكَانَ أَحَبُ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

৪২. ৮১ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী কর্ম একবার তাঁর কাছে আসেন, তাঁর নিকট তখন এক মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : ‘ইনি কে?’ আয়িশা (রা) উত্তর দিলেন, অমুক মহিলা, এ বলে তিনি তাঁর সালাতের উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ‘থাম, বুখারী শরীফ (১)-৫

তোমরা যতটুকু সামর্থ্য রাখ, ততটুকুই তোমাদের করা উচিত। আল্লাহর ক্ষম! আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত (সওয়াব দিতে) বিরত হন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরা ক্ষান্ত হয়ে পড়। আল্লাহর কাছে সবচাইতে পসন্দনীয় আমল তা-ই, যা আমলকরী নিয়মিত করে থাকে।

٤٣. بَابُ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُفْصَانِهِ -

وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَزِدْنَاهُمْ هَذِئِي - وَيَزِدَادُ الَّذِينَ أَمْنَوا إِيمَانًا وَقَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمالِ فَهُوَ نَاقِصٌ .

৩৩. পরিচ্ছেদ ৪ ঈমানের বাড়া—কমা

আল্লাহ তা'আলার বাণী : আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম (১৮ : ১৩) যাতে মুমিনদের ঈমান আরো বেড়ে যায়। (৭৪ : ৩১) তিনি আরও ইরশাদ করেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করে দিলাম। (৫ : ৩) পূর্ণ জিনিস থেকে কিছু বাদ দেওয়া হলে তা অসম্পূর্ণ হয়।

٤٢ حَدَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَذَنْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَذَنْنُ بُرْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَذَنْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبَانُ حَدَثَنَا قَتَادَةُ حَدَثَنَا أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِيمَانٍ مَكَانَ مِنْ خَيْرٍ .

৪২ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন : যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও নেকী থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি অগু পরিমাণও নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

ইয়াম আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, আবান (র).....কাতাদা (র).....আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নেকী 'ঈমান' শব্দটি রিওয়ায়ত করেছেন।

٤٣ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنَى حَدَثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيُّهُ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَئُنَا لَوْ عَلِيَّنَا مَعْشِرَ الْيَهُودِ نَزَّلْتَ لَأَتَخْذِنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِنْدَنَا قَالَ أَيُّهُ فِي كِتَابِكُمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

ইমান অধ্যায়

وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا . قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي
نَزَّلْتَ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ رَبِّنَا وَهُوَ قَائِمٌ بِعِرْفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ .

৪৩ হাসান ইবনুস সাবরাহ (র)..... উমর ইবনুল খাতুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ইয়াহুদী তাঁকে
বলল : হে আমীরুল মু'মিনী ! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন,
তা যদি আমাদের ইয়াহুদী জাতির উপর নাযিল হত, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে ঈদ হিসেবে পালন
করতাম। তিনি বললেন, কোন আয়াত ? সে বলল :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا .

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণসং করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম
এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনেন্নীত করলাম।” (৫ : ৩)

উমর (রা) বললেন, এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নবী করীম ﷺ-এর উপর নাযিল হয়েছিল তা আমরা
জানি; তিনি সেদিন ‘আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন এবং তা ছিল জুম’আর দিন।

۴۴. بَابُ الزُّكَّاءِ مِنَ الْإِسْلَامِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءُ وَيُقْيِمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزُّكُوَّةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ .

৩৪. পরিচ্ছেদ : শাকাত ইসলামের অঙ্গ

আল্লাহ তা'আলার বাণী : “তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশ্বিত হয়ে
একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে, শাকাত দিতে। আর এ-ই
সঠিক দীন।” (৯৮ : ৫)

৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَهِيلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَانِي الرَّأْسِ نَسْمَعُ نَوْيَ صَوْتَهُ وَلَا نَقْفَهُ مَا يَقُولُ
حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى
غَيْرِهِ مَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوِعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوِعَ
قَالَ وَذَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ مَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطْوِعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ
وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ .

88 ইসমাইল (র).....তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজ্দবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কথার মৃদু আওয়ায় শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কি বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে অশ্ব করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ‘দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত’। সে বলল, ‘আমার উপর এ ছাড়া আরো সালাত আছে?’ তিনি বললেন : ‘না, তবে নফল আদায় করতে পার’। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ‘আর রম্যানের সিয়াম’। সে বলল, ‘আমার উপর এ ছাড়া আরো সওম আছে?’ তিনি বললেন : ‘না, তবে নফল আদায় করতে পার’। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, ‘আমার উপর এ ছাড়া আরো দেয় আছে?’ তিনি বললেন : ‘না; তবে নফল হিসেবে দিতে পার’।

বর্ণনাকারী বলেন, ‘সে ব্যক্তি এই বলে চলে গেলেন; ‘আল্লাহর কসম! আমি এর চেয়ে বেশীও করব না এবং কমও করব না।’ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ‘সে সফলকাম হবে যদি সত্য বলে থাকে।’

٢٥. بَابُ إِتْبَاعِ الْجَنَانِ مِنَ الْإِيمَانِ

৩৫. পরিচ্ছেদ : জানায়ার অনুগমন ঈমানের অঙ্গ

৪৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ الْمَنْجُونِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسِنِ وَمُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَانَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصْلِلَ عَلَيْهَا وَفَرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجُعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطِينَ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحَدٍ وَمَنْ حَتَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجُعُ بِقِيرَاطٍ تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤْذِنَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .

৪৫ আহমদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আলী আল-মানজুরী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানায়ার অনুগমন করে এবং তার সালাত-ই-জানায়া আদায় ও দাফন সম্পর্ক পর্যন্ত সাথে থাকে, সে দুই কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত হল উভয় পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানায়া আদায় করে, তারপর দাফন সম্পর্ক হওয়ার আগেই চলে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরবে।

উসমান আল-মুয়ায়্যিন (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী কর্ম ঈমান থেকে অনুকরণ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

٢٦. بَابُ حَقْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ -

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ مَا عَرَضْتُ قَوْلِيَ عَلَى عَمَلِيِّ الْأَخْشِيَّتِ أَنْ أَكُونَ مَكْذُبًا وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مُلِيقَةَ أَدَرَكَ تَلَاثِيَّتِي مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يُقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلِ

وَمِنْ كَائِنٍ لَوْيُذَكَّرُ عَنِ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ الْأَمْمَنِ وَلَا أَمْنَهُ الْأَمْنَافِ وَمَا يُحَذَّرُ مِنَ الْأَمْرَارِ عَلَى النَّقَائِلِ
وَالْعِصَيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِتَقْوِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُصْرِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ -

৩৬. পরিচ্ছেদ : অজ্ঞাতসারে মু'মিনের আমল নষ্ট হওয়ার আশংকা ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন : আমার আমলের সাথে যখন আমার কথা তুলনা করি, তখন আশঙ্কা হয়, আমি না মিথ্যাবাদী হই। ইবন আবু মুলায়কা (র) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ – এর এমন ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছি, খাঁরা সবাই নিজেদের সম্পর্কে নিফাকের ভয় করতেন। তাঁরা কেউ এ কথা বলতেন না যে, তিনি জিবরীল (আ) ও মীকাট্টেল (আ) – এর তুল্য ঈমানের অধিকারী। হাসান (বসরী) (র) থেকে বর্ণিত, নিফাকের ভয় মু'মিনই করে থাকে। আর কেবল মুনাফিকই তা থেকে নিশ্চিত থাকে। তওবা না করে পরম্পর লড়াই করা ও পাপাচারে লিঙ্গ হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَمْ يُصْرِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

“এবং তারা (মুনাফিকরা) যা করে ফেলে, জেনে তনে তার (গুনাহর) পুনরাবৃত্তি করে না।” (৩ : ১৩৫)

৪৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَلَّمَ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِحَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسْقٌ وَقِتَالٌ كُفُرٌ .

৪৬ মুহাম্মদ ইবন 'আর'আরা (র).....যুবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবু উয়াইল (র)-কে মুরজিজা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ (ইবন শাস্তি) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।

৪৭ حَدَّثَنَا قَتِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلِيلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرُكُمْ بِلِيلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَاهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرَفِعْتُ وَعَسْلَى أَنْ يُكُونَ خَيْرًا لَكُمْ تِسْتَوْهَا فِي السَّبِيعِ وَالْتِسْعَ وَالْخَمْسِ .

৪৭ কুতায়বা ইবন সাইদ (র).....উবাদা ইবন সামিত (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লায়লাতুল কদৰ সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হলেন। তখন দু'জন মুসলমান পরম্পর বিবাদ করছিল। তিনি বললেন : আমি তোমাদের লায়লাতুল কদৰ সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম; কিন্তু তখন অযুক অযুক বিবাদে লিঙ্গ থাকায় তা (নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর হয়তো বা এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। তোমরা তা অনুসন্ধান কর ২৭, ২৯ ও ২৫তম রাতে।

১. একটি বাতিল ফিরকা, যাদের মত হল, তাল হেক বা মন্দ কোন আমলের মূল্য নেই এবং ইমান আনার পর কোন গুনাহ ক্ষতিকর নয়।

۳۷. بَابُ سُؤالِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ عَنِ الْإِيمَانِ، وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ -

وَبَيَانِ النَّبِيِّ عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُعْلَمُكُمْ دِينَكُمْ فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَمَا بَيْنَ النَّبِيِّ
لَوْفَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْإِيمَانِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَتَبَتَّئِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ .

৩৭. পরিচ্ছেদ : জিবরীল (আ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর কাছে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন

জিবরীল (আ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর কাছে ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন আর তাকে দেওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর উত্তর। তারপর তিনি বললেন : জিবরীল (আ) তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। তিনি এসব বিষয়কে দীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঈমান সম্পর্কে আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিবরণ দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

وَمَنْ يَتَبَتَّئِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ .

“কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন এগুণ করতে চাইলে তা কখনো কবৃল করা হবে না। (৩ : ৮৫)

৪৮ حَدَثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أُبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ رَدْعَةَ عَنْ أَبِيهِ
مُهِيرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَكَتِهِ
وَبِلِقَائِهِ وَدُسْلِهِ وَتَوْمِنَ بِالْبَعْثَ ، قَالَ مَا الْإِسْلَامُ ، قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهُ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ ،
وَتَؤْدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَائِنَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ مَتَى السَّاعَةِ ، قَالَ مَا الْمَسْأُولُ عَنْهَا بِإِعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا
وَلَدَتِ الْأُمَّةُ رِبْهَا وَإِذَا تَطَافَلَ رُعَاةُ الْأَيْلِ الْبَهْمُ فِي الْبَيْنَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ ، لَمْ تَلِ النَّبِيُّ
إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ أَلَا ؟ ، لَمْ أَدْبَرْ فَقَالَ رَبُّهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعْلَمُ النَّاسَ
بِيَتْهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ .

৪৮ মুসান্দাদ (ৱ).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ জনসমক্ষে বসা
ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক বাস্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন ‘ঈমান কি?’ তিনি বললেন : ‘ঈমান হল,
আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের
প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।’ তিনি জিজ্ঞাসা
করলেন, ‘ইসলাম কি?’ তিনি বললেন : ‘ইসলাম হল, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে

ইমান অধ্যয়

শরীক করবেন না, সালাত কায়েম করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমযান-এর সাওম পালন করবেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইহসান কি?' তিনি বললেন : 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে,) তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিয়ামত করবে ?' তিনি বললেন : 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞাসাকারী অগ্রেক্ষা বেশী জানেন না। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিছি : বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের বিষয়) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট.....।' (৩১ : ৩৪)

এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন : 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন।' তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি জীবরীল (আ)। লোকদেরকে তাদের দীন শেখাতে এসেছিলেন।'

আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৪৮. بাব ৬

৩৮. পরিচ্ছেদ ৪

[৪৯] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَخْبَرَنِي أُبُو سُفْيَانُ بْنُ حَرْبٍ أَنَّ هَرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ هَلْ يَرِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَرَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَرِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْأَيْمَانُ حَتَّى يَئِمُّ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرِيدُ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ فَرَعَمْتَ أَنَّ لَا وَكَذَلِكَ الْأَيْمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتَهُ الْقُلُوبُ لَا بَسْخَطَةَ أَحَدٌ .

৪৯ ইবরাহীম ইবন হাম্যা (র).....আবদুল্লাহ ইবন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু সুফিয়ান ইবন হারব আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, হিরাক্ল তাঁকে বলেছিল, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা (ঈমানদুরণ্গ) সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে ? তুমি উভয় দিয়েছিলে, তারা সংখ্যায় বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের ব্যাপার এরূপই থাকে যতক্ষণ না তা পূর্ণতা লাভ করে। আর আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, কেউ তাঁর দীন গ্রহণ করার পর তা অপসন্দ করে মুরতাদ হয়ে যায় কি-না ? তুমি জবাব দিয়েছ, 'না।' প্রকৃত ঈমান এরূপই, ঈমানের স্বাদ অন্তরের সাথে মিশে গেলে কেউ তা অপসন্দ করে না।

৪৯. بাব ৭. فضلُ مَنِ اسْتَبَرَ لِدِينِهِ

৩৯. পরিচ্ছেদ ৪: দীন রক্ষাকারীর ফর্মীলত

[৫০] حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

يَقُولُ الْحَلَلُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ إِسْتَبَرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَأَ عَيْنَاهُ عَوْنَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُؤْفَقَ أَلَا وَإِنْ إِلَّا مَلِكٌ حِمَى أَلَا إِنْ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمٌ أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضَفَّةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلُوبُ .

৫০ | আবু নু'আয়ম (ৱ).....নু'মান ইবন বশীর (বা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, 'হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয় - যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিঙ্গ হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহুর সংরক্ষিত চারগভূমির আশেপাশে ছুয়ায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে চুকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহুই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল কলব।

٤٠. بَابُ أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الْإِيمَانِ -

৪০. পরিচ্ছেদ : গনীমতের পক্ষমাংশ প্রদান ঈমানের অঙ্গরূপ

৫١ | حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسْنِي عَلَىٰ سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّىٰ أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَاقْتَمَتْ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنْ وَقَدْ عَبْدُ الْفَيْشِ لَمَّا آتَوْا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوا رَبِيعَةَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَابِيَا وَلَا نَدَامِيِّ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِعُ أَنْ نَاتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيْ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَّ فَمَرْأُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِعُ أَنْ وَرَأَءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِيَّةِ فَأَمْرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَنَهَا مِنْ أَرْبَعِ أَرْبَعِ أَمْرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ شَهادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقامَ الصَّلَاةِ ، وَآتَيَتَهُ الرِّزْكَةِ ، وَصَبَّيَّا مَرْضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنِمِ الْخُمُسَ ، وَنَهَا مِنْ أَرْبَعِ ، عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزْفَتِ ، وَدَبِّيَا قَالَ الْمُقْيِرِ ، وَقَالَ

إِحْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنْ مَنْ وَدَاءَ كُمْ .

৫১ আলী ইবনুল জাদ (র).....আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আবুস (রা)-র সঙ্গে বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসাতেন। একবার তিনি বললেন : তুমি আমার কাছে থেকে যাও, আমি তোমাকে আমার সম্পদ থেকে কিছু অংশ দেব। আমি দু' মাস তাঁর সঙ্গে অবস্থান করলাম। তারপর একদিন তিনি বললেন, আবদুল কায়স-এর একটি প্রতিনিধি দল রাসূলগ্রাহ ~~ﷺ~~-এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কোন্ কওমের? অথবা বললেন, কোন্ প্রতিনিধিদলের? তারা বলল, 'রাবী'আ গোত্রের।' তিনি বললেন : মারহাবা সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপদস্থ ও লজ্জিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, ইয়া রাসূলগ্রাহ! নিষিদ্ধ মাসসমূহ ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। (করণ) আমাদের এবং আপনার মাঝখানে মুয়ার শোত্রীয় কাফিরদের বাস। তাই আমাদের কিছু স্পষ্ট হকুম দিন, যাতে আমরা যাদের পিছনে রেখে এসেছি তাদের জানিয়ে দিতে পারি এবং যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা পানীয় সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি তাদের চারটি জিনিসের নির্দেশ এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনার আদেশ দিয়ে বললেন : 'এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনা কিভাবে হয় তা কি তোমরা জান?' তাঁরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন : 'তা হল এ সাক্ষ দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ~~ﷺ~~ আল্লাহর রাসূল এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রম্যানের সিয়াম পালন করা; আর তোমরা গনীমতের মাল থেকে এক-পক্ষযাংশ প্রদান করবে। তিনি তাদেরকে চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তা হলো : সবুজ কলসী, শুকনো লাউয়ের খোল, খেজুর গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরীকৃত পাত্র এবং আলকাতরার পালিশকৃত পাত্র।^১ রাবী বলেন, বর্ণনাকারী কখনও মুক্তি দেবেন না—এর স্থলে (عَزَلَهُ مِنْ مَرْفَعِهِ) কখনও উল্লেখ করেছেন (উভয় শব্দের অর্থ একই)। তিনি আরো বলেন, তোমরা এগুলো ভালো করে আয়ত করে নাও এবং অন্যদেরও এগুলি জানিয়ে দিও।

٤١. بَابٌ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ -

وَإِكْلِيلَ امْرِئٍ مَا نَفَى فَدَخَلَ نَبِيًّا الْيَمَانَ وَالْوُضُوُءُ وَالصُّلُوةُ وَالزُّكَرَةُ وَالْحَجَّ وَالصِّقْمُ وَالْأَحْكَامُ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِرٍ - عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَ الرُّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةً ^{وَ} قَالَ النَّبِيُّ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ .

৪১. পরিচ্ছেদ : আমল নিয়ত ও সওয়াবের আশা অনুযায়ী

১. এ পাত্রগুলিতে সে সময় মদ প্রস্তুত করা হত।

প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্তি তার নিয়ত অনুযায়ী । অতএব ঈমান, উষ্ণ, সালাত, যাকাত, হজ্জ, সাওম এবং অন্যান্য আহ্কাম সবই এর অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِنٍ ۝

বলুন প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে । (১৭ : ৮৪)

শাকিন অর্থাৎ নিয়ত অনুযায়ী । মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যা খরচ করে, তা সদকা । নবী ﷺ বলেন, (এখন মোক্ষ থেকে হিজরত নেই) তবে ক্ষেত্র জিহাদ ও নিয়ত বাস্তী আছে ।

৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّتَّيْةِ وَكُلُّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ مِجْرِيَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ مِجْرِيَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٌ يُتَرَوْجِهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ۝

৫২ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র)..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্তি তার নিয়ত অনুযায়ী । অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই গণ্য হবে । আর যার হিজরত হয় দুনিয়া হাসিলের জন্য বা কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে ।

৫৩ حَدَّثَنَا حَاجُّ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ مَسْعُودَ عَنِ النَّبِيِّ تَعَالَى قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْسِبُهُ فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ ۝

৫৪ হাজাজ ইবন মিনহাল (র)..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মানুষ তার পরিবারের জন্য সওয়াবের নিয়তে যখন খরচ করে তখন তা হয় তার সদকা স্বরূপ ।

৫৪ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ تَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَىِ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُشْقِقَ نَفْقَةَ بَنْتِنِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فِيمَا فِي أَمْرَاتِكَ ۝

৫৪ হাকাম ইবন নাফি' (র)..... সাদ ইবন আবু ওয়াকাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : 'তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেওয়া হবে । এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও ।'

٤٢. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى الْكُلَّ دِينِ النَّصِيمَةِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا نِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَعَامِتُهُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى
إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

৪২. পরিচ্ছেদ ৪ : নবী করীম ﷺ - এর বাণীঃ 'দীন হল কল্যাণ কামনা করা আল্লাহর রেজামন্দীর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃত্বের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

'যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে । (৯ : ৯১)

৫৫ حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَثَنَا يَحْيَىٰ عَنِ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْجَلِيِّ قَالَ بَأَيْمَنِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَكَةَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৫৫ মুসাদ্দাদ (র).....জারীর ইবন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি সালাত কায়েম করার, যাকাত দেওয়ার এবং সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার ।

৫৬ حَدَثَنَا أَبُو النُّعَمَانَ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ يَعْمَمْ
مَاتَ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَشْتَرَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ يَا تَقَاءَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْوَقَارُ وَالسُّكْنَةُ
حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ أَلْأَنْ ثُمَّ قَالَ إِسْتَعْفُوا لِأَمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّمَا
أَتَيْتُ النَّبِيَّ مَلَكَةَ قُلْتُ أَبَا يَعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَى وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَأْيَعْتُهُ عَلَى هَذَا وَدَبَّ هَذَا
الْمَسْجِدَ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفِرَ وَنَزَلَ .

৫৬ আবু নু'মান (র).....যিয়াদ ইবন ইলাকা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মুগীরা ইবন শু'বা (রা)।
যেদিন ইতিকাল করেন সেদিন আমি জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি (মিস্বরে)
দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, তোমরা ভয় কর এক আল্লাহকে যাঁর কোন শরীক নাই,
এবং নতুন কোন আমীর না আসা পর্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখ, অনতিবিলম্বে তোমাদের আমীর আসবেন।
এরপর জারীর (রা) বললেন, তোমাদের আমীরের জন্য মাগফিরাত কামনা কর, কেননা তিনি ক্ষমা করা

ভালবাসতেন। তারপর বললেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে বললাম, আমি আপনার কাছে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করতে চাই। তিনি (অন্যান্য বিষয়ের সাথে) আমার উপর শর্ত আরোপ করলেন : আর সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবে। তারপর আমি তাঁর কাছে এ শর্তের উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম। এ মসজিদের মন্দির কসম! আমি তোমাদের কল্যাণকামী। এরপর তিনি আল্লাহ'র কাছে মাগফিরাত কামনা করলেন এবং (মিসর থেকে) নেমে গেলেন।

كتابُ الْعِلْم
ইলম অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আশ্বাহৰ নামে।

كتابُ العِلْمِ

ইলম অধ্যায়

٤٣ بَابُ فَضْلُ الْعِلْمِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ، وَقَوْلُهُ عَنْ رَجُلٍ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ।

৪৩. পরিচ্ছেদ : 'ইলমের ফয়েলত

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" (৫৮ : ১১)

মহান আল্লাহর বাণী :

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

হে আমার রব! আমার জ্ঞানের বৃক্ষি সাধন কর। (২০ : ১১৪)

٤٤. بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثٍ فَأَتَمَ الْحَدِيثَ ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ -

88. পরিচ্ছেদ : আলোচনায় মশজিদ অবস্থায় ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আলোচনা শেষ করার পর প্রশ্নকারীর উন্নত প্রদান

٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَلِيْحٌ حَقَالَ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْتَزِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلِيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلَيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجَlisٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةِ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكِرْهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا

أَنَا يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَيَّعْتِ الْأَمَانَةَ فَأَنْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ أَضَاعْتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْتَظِرِ السَّاعَةَ .

৫৭ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র) ও ইবরাহীম ইবনুল মুনয়ির (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিসে লোকদের সামনে কিছু আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে একজন কেন্দুসন এসে প্রশ্ন করলেন, ‘কিয়ামত করবে?’ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আলোচনায় রত রাখিলেন। এতে কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা শুনেছেন কিন্তু তার কথা পসন্দ করেন নি। আর কেউ কেউ বললেন বরং তিনি শুনতেই পান নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচনা শেষ করে বললেন : ‘কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?’ সে বলল, ‘এই যে আমি, ইয়া রাসূলুল্লাহ!’ তিনি বললেন : ‘যখন আমানত নষ্ট করা হয় তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।’ সে বলল, ‘কিভাবে আমানত নষ্ট করা হয়?’ তিনি বললেন : ‘যখন কোন কাজের দায়িত্ব অনুপযুক্ত লোকের প্রতি ন্যস্ত হয়, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করবে।’

৪৫. بَابُ مِنْ رَفِيعٍ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ -

৪৫. পরিচ্ছেদ : উচ্চস্বরে ইলমের আলোচনা

৫৮ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعَمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرَةِ سَافَرْتَنَا هَا فَادْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحَ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيَلِ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرْتَبِنِ آوِلَادِنَا .

৫৮ আবুন নুমান (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পেছনে রয়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের কাছে পৌছলেন, এদিকে আমরা (আসরের) সালাত আদায় করতে দেরী করে ফেলেছিলাম এবং আমরা উৎ করছিলাম। আমরা আমাদের পা কোনমতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিছিলাম। তিনি উচ্চস্বরে বললেন : পায়ের গোড়ালিঙ্গলোর (শুক্তার) জন্য জাহানামের শান্তি রয়েছে। তিনি দু'বার বা তিনবার এ কথা বললেন।

৪৬. بَابُ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَتَبَانَ وَقَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ كَانَ عِنْدَ أَبِنِ عَيْنَةِ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَتَبَانَ وَسَمِعْتُ وَاحِدًا وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ وَقَالَ شَيْقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ كَلِمَةً كَذَا وَقَالَ حَذِيفَةً حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَذِيفَةُ حَذِيفَةَ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَّةِ عَنْ أَبِنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَسِّمَا يَبْوَسِيَّ عَنْ رَبِّهِ وَقَالَ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَعَفِّفِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّجَلٌ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَعَفِّفِي عَنْ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

৪৬. পরিচ্ছেদ : মুহাদ্দিসের উক্তি : হাদ্দাসানা, আখবারানা ও আশা'আনা মুহাদ্দিসের উক্তি : **د** ; حدثنا، أخبرنا، انبأنا : **ح**مَا يَعْلَمُنَا (র) বর্ণনা করেন যে, ইবন 'উয়ায়না (র)-এর মতে একই অর্থবোধক । **إِبْرَاهِيمُ** (রা) বলেন, **رَسُولُ اللَّهِ** ' حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ **وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ** ' আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন ; আর তিনি সত্যবাদী এবং সত্যবাদীরপে স্বীকৃত । ' শাকীক (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 'আমি নবী ﷺ থেকে একপ উক্তি শুনেছি'..... । **حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ** ' حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ **وَهُوَ حَدِيثُنَا** ' আমাদের কাছে দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন । ' আবুল 'আলিয়া (র) ইবন 'আকাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, 'আমি নবী ﷺ থেকে, তিনি তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন '... । আনাস (রা) বলেন, 'بِرَوْيَةِ رَبِّنِي' عن النبي ﷺ فِيمَا كَانَ مَعَهُ ' নবী ﷺ থেকে, তিনি বর্ণনা করেন তাঁর রব থেকে'..... । আবু হুরায়রা (রা) বলেন, 'بِرَوْيَةِ رَبِّنِي' عن النبي ﷺ فِيمَا كَانَ مَعَهُ ' নবী ﷺ থেকে, তিনি তোমাদের মহিমময় ও সুমহান রব থেকে বর্ণনা করেন'..... ।

٥٩ **حَدَّثَنَا قَتَّيْبَةُ بْنُ سَعْيَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْلَمُ عَيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَيْنَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ **وَهُوَ شَجَرَةٌ** إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَدَقَّهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ فَحَدَّثَنِي مَا هِيَ فَوْقَ النَّاسِ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النُّخْلَةُ فَاسْتَحْيَتْ ثُمَّ قَالُوا حَدَّثَنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ النُّخْلَةُ .**

৫৯ কুতায়বা ইবন 'সাইদ (র)..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বললেন : গাছপালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না । আর তা মুসলিমের উপমা । তোমরা আমাকে বল 'সেটি কি গাছ ?' রাবী বলেন, তখন শোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-পালার নাম চিন্তা করতে লাগল । আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'আমার মনে হল, সেটা হবে খেজুর গাছ ।' কিন্তু আমি তা বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম । তারপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কি গাছ ?' তিনি বললেন : 'তা হল খেজুর গাছ ।'

- ৪৭ -
৪৭. بَابُ طَرْكِ الْأَمَامِ الْمَسْئَلَةُ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيُخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ -

৪৭. পরিচ্ছেদ : শাগরিদগণের জ্ঞান পরীক্ষার জন্য উষ্টাদের কোন বিষয় উৎপান করা

১. ইমাম বুখারীর মতে এগুলো হাদীস রিওয়ায়াতের সমার্থক পারিভাষিক শব্দ ; মুহাদ্দিসগণের মধ্যে এ সবক্ষে মতভেদ আছে ।

٦٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ يَلَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثَنِي مَا هِيَ قَالَ فَوْقَ النَّاسِ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوْقَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النُّخْلَةُ فَأَسْتَحْيِيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدَّثَنَا يَارَسُولُ اللَّهِ ، مَا هِيَ ، قَالَ مِنَ النُّخْلَةِ .

৬০ আলিদ ইবন মাখলদ (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী কর্ম একবার বললেন : 'গাছ-পালার মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উপর। তোমরা আমাকে বল দেখি, সেটি কি গাছ?' রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গের বিভিন্ন গাছপালার নাম চিন্তা করতে শাগল। 'আবদুল্লাহ' (রা) বলেন, 'আমার মনে হল, সেটা হবে খেজুর গাছ।' কিন্তু তা বলতে আমি লজ্জাবেথ করছিলাম।' তামপর সাহাবায়ে কিমাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই আমাদের বলে দিন সেটি কি গাছ?' তিনি বললেন : 'তা হল খেজুর গাছ।'

٤٨. بَابُ التِّرَاءُ وَالْعَرْخُ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَدَائِي الْحَسَنِ وَالْقُوْدِيِّ وَمَالِكِ التِّرَاءَةِ جَانِزَةً وَاحْتَجَ بِعَضُّهُمْ فِي التِّرَاءِ عَلَى الْعَالَمِ بِحَدِيثِ ضِيَامَ بْنِ تَعْلِيَةَ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ أَنَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تُصْلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ رَبِّ أَخْبَرَ ضِيَامَ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَأَجَانِيهُ وَاحْتَجَ مَالِكٌ بِالصُّكُوكِ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدُنَا فَلَانَ وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِيِّ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فَلَانَ .

৪৮. পরিচ্ছেদ : হাদীস পড়া ও মুহাদ্দিসের কাছে পেশ করা হাসান (বসরী), সাওরী এবং মালিক (র)-এর মতে মুহাদ্দিসের সামনে পাঠ করা জায়েয়। কোন কোন মুহাদ্দিস উত্তাদের সামনে পাঠ করার সপক্ষে যিমাম ইবন সালাবা (রা)-র হাদীস পেশ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলেন, 'আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহ কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ'। রাবী বলেন, এখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পাঠ করা। যিমাম (রা) তাঁর কাওমের কাছে এ নির্দেশগুলো জানান এবং তাঁরা তা ধ্রুণ করেন। (ইমাম) মালিক (র) তাঁর মতের সমর্থনে লিখিত দলীলকে অধ্যাপ হিসেবে পেশ করেন, যা লোকদের সামনে পাঠ করা হলে তাঁরা বলে, 'অমুক আমাদের সাক্ষী বানিয়েছেন'। শিক্ষকের সামনে পাঠ করে পাঠক বলে, 'অমুক আমাকে পড়িয়েছেন।'

٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ

عَلَى الْعَالَمِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفِيَّانَ قَالَ إِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي
قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفِيَّانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالَمِ وَقِرَاءَةُ سَوَاءٌ .

৬১ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্তাদের সামনে শাগরিদের পাঠ করতে কোন বাধা নেই। 'উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র) সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যখন মুহাম্মদের সামনে (কোন হাদীস) পাঠ করা হয় তখন হ্যাণ্ডিসের আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলায় কোন আপত্তি নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবু 'আসিমকে মালিক ও সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, 'উত্তাদের সামনে পাঠ করা এবং উত্তাদের নিজে পাঠ করা একই পর্যায়ের।'

৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْثُونَ عَنْ سَعِيدٍ هُوَ الْمَقْبِرِيُّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
ثَمَرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْتَنَا نَحْنُ جَلَوْسٌ مَعَ النَّبِيِّ تَعَالَى فِي الْمَسْجِدِ نَخْلُ رَجُلٌ عَلَى جَملٍ
فَأَنْتَخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَطَاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُّحَمَّدٌ ، وَالنَّبِيُّ تَعَالَى مُتَكَبِّرٌ بَيْنَ طَهْرَانِيهِمْ ، فَقَاتَنَا هَذَا الرَّجُلُ
الْأَكْبَيْضُ الْمُتَكَبِّرُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمَطْلَبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ تَعَالَى قَدْ أَجِبْتَكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ تَعَالَى
إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمَشَدَّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمُسْتَهْلِكَةِ فَلَا تَجِدُ عَلَى فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سُلْ عَمًا بَدَائِكَ فَقَالَ أَسْتَلْكَ بِرِيكَ وَرَبِّ
مَنْ قَبْلَكَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كَلِّهِمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشَدْكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصْلِيَ الصَّلَوَاتِ
الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشَدْكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السُّنْتَةِ قَالَ
اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ أَنْشَدْكَ بِاللَّهِ اللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصِّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاتِنَا فَقَسَمْتُهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ
النَّبِيُّ تَعَالَى اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَمْتَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَدَانِي مِنْ قَوْمِيِّ وَأَنَا خَيْمَ بْنُ تَعْلَبَةَ
لَخْوَ بْنِي سَعْدٍ بْنِ بَكْرٍ رَوَاهُ مُوسَى وَعَلَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ ثَابِتِ أَنَّسِ عَنِ النَّبِيِّ تَعَالَى بِهِذَا .

৬৩ 'আবদুল্লাহ ইবন ইটসুফ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার
আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি সওদানের অবহায় চুক্তি। মসজিদে
(থাওরে) সে অর উটটি বসিয়ে বেঁধে রাখল। এরপর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমাদের মধ্যে
মুহাম্মাদ ﷺ-কে ?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা বললাম, 'এই
হেলান দিয়ে বসা ফর্সা ঝজে ব্যক্তি হলেন তিনি।'

আরপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে আবদুল সুভাশিবের পুত্র !' নবী কর্ম করাতাকে বললেন :
'আমি তোমার জ্ঞানোব দিছি।' লোকটি বলল, 'আমি আপনাকে কিছু অঞ্চ করব এবং সে অঞ্চ করার ব্যাপারে
কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি রাগ করবেন না।' তিনি বললেন, 'তোমার যেমন ইচ্ছা অঞ্চ কর !'

সে বলল, ‘আমি আপনাকে আপনার রব এবং আপনার পূর্ববর্তীদের রবের কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহই কি আপনাকে সকল মানুষের প্রতি রাসূলরপে পাঠিয়েছেন?’ তিনি বললেন : ‘আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেন : ‘আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রম্যান) সাওয়ে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেন : ‘আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সদকা (যাকাত) উসূল করে গরীবদের মধ্যে ভাগ করে দিতে?’ নবী ﷺ বললেন : ‘আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ এরপর লোকটি বলল, ‘আমি ঈমান আনলাম আপনি যা (যে শরী‘আত) এনেছেন তার ওপর। আর আমি আমার কওমের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে অতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইবন সালাহা, বনী সালাহ ইবন বক্র গোত্রের একজন।’

মূসা ও আঙ্গী ইবন আবদুল হামিদ (র).....আনাস (রা) সূত্রেও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٦٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ نَهَيْنَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نُسْتَأْلِنَ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يُجِيَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيُسْتَأْلِنَهُ وَتَحْنُ شَمْعَ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَتَنَا رَسُولُكَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَزَعَّمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فِي الْذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَتَصَبَّ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَذَكْرَةً فِي أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فِي الْذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَيْلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالذِي بَعَثَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ صَدَقَ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ .

৬৩ মূসা ইবন ইসমাইল (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কুরআনুল কর্মীয়ে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। আমরা পসন্দ করতাম, গ্রাম থেকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে প্রশ্ন করুক আর আমরা তা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম থেকে একজন লোক এসে বলল, ‘আমাদের কাছে আপনার একজন দৃত গিয়েছে। সে আমাদের খবর দিয়েছে যে, আপনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে রাসূলরপে পাঠিয়েছেন।’ তিনি বললেনঃ ‘সে সত্য বলেছে।’ সে বলল, ‘আসমান কে সৃষ্টি করেছে?’ তিনি বললেনঃ ‘মহিমময় আল্লাহ তা‘আলা।’ সে বলল, ‘পৃথিবী ও পর্বতমালা কে সৃষ্টি

ইলম অধ্যায়

করেছেন ?' তিনি বললেন : 'মহিমময় আল্লাহ তা'আলা।' সে বলল, 'এসবের মধ্যে উপকারী বস্তুসমূহ কে রেখেছে ?' তিনি বললেন : 'মহিমময় আল্লাহ তা'আলা।' সে বলল, 'তাহলে যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন, যমীন সৃষ্টি করেছেন, পর্বত স্থাপন করেছেন এবং তার মধ্যে উপকারী বস্তুসমূহ রেখেছেন, তাঁর কসম, সেই আল্লাহই কি আপনাকে রাসূলরাপে পাঠিয়েছেন ?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আপনার দৃত বলেছেন যে, আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা এবং আমাদের মাসের যাকাত দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন : 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আল্লাহই কি আপনাকে এর আদেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আপনার দৃত বলেছেন যে, আমাদের উপর বছরে একমাস সাওয়াম পালন অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন : 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'আপনার দৃত বলেছেন যে, আমাদের মধ্যে যার যাতায়াতের সামর্থ্য আছে, তার উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য।' তিনি বললেন : 'সে সত্য বলেছে।' সে বলল, 'যিনি আপনাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, আল্লাহই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ।' লোকটি বলল, 'যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আমি এতে কিছু বাঢ়াবোও না, কমাবোও না। নবী ﷺ বললেন : 'সে যদি সত্য বলে থাকে তবে অবশ্যই সে জানাতে দাখিল হবে।'

٤٩. بَابُ مَا يُذْكُرُ فِي الْمُنَوَّلَةِ وَكِتَابٌ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْبُلْدَانِ وَقَالَ أَنَسٌ نَسَخَ عَثْمَانُ الْمَصَاحِفَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْأَفْاقِ وَدَائِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنِ سَعْيَدِ رَبَّ الْجَنَّاتِ ذَلِكَ جَانِبٌ وَأَخْتَجَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِجَازِ فِي الْمُنَوَّلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ حِيثُ كَتَبَ لِأَمِيرِ السُّرِّيَّةِ كِتَابًا وَقَالَ لَا تَقْرَأْهُ حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَكَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪৯. পরিচ্ছেদ : শায়খ কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব প্রদান এবং 'আলিম কর্তৃক ইলমের কথা লিখে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ

আনাস (রা) বলেন, 'উসমান (রা) কুরআন করীমের বহু কপি তৈরী করিয়ে বিভিন্ন দেশে পাঠান।' 'আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা), ইয়াহিয়া ইবন সাইদ ও মালিক (র) এটাকে জায়েয় মনে করেন। কোন কোন হিজায়বাসী ছাত্রকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ - এর এ হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন যে, তিনি একটি সেনাদলের প্রধানকে একখানি পত্র দেন এবং তাঁকে বলে দেন, অমুক অমুক স্থানে না পৌছা পর্যন্ত এটা পড়ো না। এরপর তিনি যখন সে স্থানে পৌছলেন, তখন লোকের সামনে তা পড়ে শোনান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর নির্দেশ তাদেরকে জানান।

٦٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ

عبد الله بن عتبة بن مسعود أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعْثَ بِكَاتِبِهِ رَجُلًا وَأَمْرَهُ أَنْ يُدْفِعَ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِشْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزْقَهُ فَحَسِبَتْ أَنَّ ابْنَ الْمُسِيْبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ بَعْثَ بِكَاتِبِهِ أَنْ يُمْرِنُوْا كُلُّ مُعْنَقٍ .

৬৪ ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবদুল্লাহ ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে তাঁর চিঠি দিয়ে পাঠালেন এবং তাকে বাহরায়নের গর্ভন্ত-এর কাছে তা পৌছে দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর বাহরায়নের গর্ভন্ত তা কিস্রা (পারস্য স্ট্রাট)-এর কাছে দিলেন। পত্রটি পড়ার পর সে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। [বর্ণনাকারী ইবন শিহাব (র) বলেন] আমার ধারণা ইবন মুসায়াব (র) বলেছেন, (এ ঘটনার খবর পেয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য বদন্দুআ করেন যে, তাদেরকেও যেন সম্পূর্ণক্রমে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়।

৬৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَقَاتِلَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ بَعْثَ بِكِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يُكْتَبَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَأَنْخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بَعْثَ كَانَ أَنْظَرَ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقَلَّتْ لِقَتَادَةَ مِنْ قَالَ نَقْشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَنَسٌ .

৬৫ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কর্মীম ক্রমে একখানি পত্র লিখলেন অথবা একখানি পত্র লিখতে মনস্ত করলেন। তখন তাঁকে বলা হল যে, তারা (রোমবসী ও অন্নারবরা) সীলমোহরযুক্ত ছাঢ়া কোন পত্র পড়ে না। এরপর তিনি রূপার একটি আর্টি (মোহর) তৈরী করালেন যার নকশা ছিল আমি যেন তাঁর হাতে সে আর্টটির উজ্জ্বল (এখনো) দেখতে পাইছি। [ও'বা (র) বলেন] আমি কাতাদা (র) কে বললাম, কে বলেছে যে, তার নকশা মুহাম্মদ রসুল হিল? তিনি বললেন, 'আনাস (রা)।

৫০. بَابُ مِنْ قَعْدَ حَيْثُ يَتَهَبُّ بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَقْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا -

৫০. পরিচ্ছেদ ৪: মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা এবং মজলিসের ভেতরে ফোক দেখে সেখানে বসা
৬৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِشْلَقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ الْلَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعْثَ بِهِ فَيَنْمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذَا أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَأَقْبَلَ إِثْنَانٌ إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ بَعْثَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بَعْثَ فَامَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَقْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَامَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُ وَامَّا الثَّالِثُ فَأَبْرَزَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ

رَبُّكُمْ قَالَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النُّورِ الْثَلَاثَةِ ، أَمَا أَحَدُهُمْ فَأُولَئِي إِلَى اللَّهِ فُؤُواهُ اللَّهُ ، وَأَمَا الْآخَرُ فَأَسْتَخِيَا فَأَسْتَخِيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنِهِ .

৬৬ ইসমাইল (র).....আবু ওয়াকিদ আল-সায়সী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মসজিদে বসেছিলেন; তাঁর সঙ্গে আরও শোকজন ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনজন শোক এলেন। তনাখ্যে দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে এগিয়ে এলেন এবং একজন ঢলে গেলেন। আবু ওয়াকিদ (রা) বলেন, তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর তাঁদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়লেন এবং অন্যজন তাদের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিস শেষ করে (সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে) বললেন : আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব ? তাদের একজন আল্লাহর দিকে এগিয়ে এসেছে তাই আল্লাহ তাকে স্থান দিয়েছেন। অন্যজন (ভৌঢ় ঠেলে অগ্রসর হতে অথবা ফিরে যেতে) সজ্জাবোধ করেছে, তাই আল্লাহও তার ব্যাপারে (তাকে শান্তি দিতে এবং রহমত থেকে বর্ণিত করতে) সজ্জাবোধ করেছেন। আর অপরজন (মজলিসে হায়ির ইওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

৫। بَابُ قُتْلِ النَّبِيِّ رَبِّيْتَ رَبْ مُبْلِغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

৫। পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ -এর বাণী : যাদের কাছে হাদীস পৌছান হয় তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, যে শ্রোতা (বর্ণনাকারী-র) চাইতে বেশী মুখ্য রাখতে পারে

৬৭ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَشْرَبَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَوْنَى عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةِ عَنْ أَبِي ذِكْرَ الرَّبِيعِ قَعْدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانًا بِخَطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا فَسَكَّنَتَا حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيِّسَمِيْهِ سَيِّسِيْمِيْهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمُ النُّحْرِ قَلَّنَا بَلِّي قَالَ فَإِنَّ شَهْرَ هَذَا فَسَكَّنَتَا حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ سَيِّسَمِيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ قَلَّنَا بَلِّي قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بِيَنْكُمْ حَرَامٌ كُحْرَمَةٌ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلِّدِكُمْ هَذَا فِي لِيَلِيْغَ الشَّاهِدُ الْغَافِبُ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَلَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ .

৬৭ মুসাদাদ (র).....আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একবার নবী করীম ﷺ -এর কথা উল্লেখ করে বলেন, (মিনায়) তিনি তাঁর উটের শেপর বসেছিলেন। একজন শোক তাঁর উটের লাগাম ধরে রেখেছিল। তিনি বললেন : ‘আজ কোন্ দিন?’ আমরা চূপ থাকলাম এবং ধারণা করলাম যে, এ দিনটির আলাদা কোন নাম তিনি দেখেন। তিনি বললেন : ‘এটা কুরবানীর দিন নয় কি?’ আমরা বললাম, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেন : ‘এটা কোন্ মাস ?’ আমরা চূপ থাকলাম এবং ধারণা করতে লাগলাম যে, তিনি হয়ত এর (প্রচলিত) নাম

ছাড়া অন্য কোন নাম দিবেন। তিনি বললেন : ‘এটা যিশুজ নয় কি ?’ আমরা বললাম, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেন : (জনে রাখ) ‘তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরম্পরার জন্য হারায়, যেমন আজকের এ মাস, তোমাদের এ শহর, আজকের এ দিন সম্মানিত। এখানে উপস্থিত ব্যক্তি (আমার এ বাণী) যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌছে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি হয়ত এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌছাবে, যে এ বাণীকে তার থেকে বেশী মুখস্থ রাখতে পারবে।’

٥٢. بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقُولِ وَالْعَمَلِ لِقُولِ اللَّهِ عَنْ جَلْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَبَدَا بِالْعِلْمِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ مُمْرَنُّوَاتُ الْأَنْتَي়াءِ - وَدَرِنُوا الْعِلْمَ مِنْ أَخْذِهِ أَخْذَ بِحَظِّيْفَافِيْرِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَقَالَ جَلْ ذِكْرُهُ، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَوْا وَقَالَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُوْنَ، وَقَالَ وَقَالُوا لَوْكُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعْيِرِ، وَقَالَ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُنْقَهُهُ فِي الدِّيَنِ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالشُّكْلِ وَقَالَ أَبُو ذِئْرَةَ لَوْنَ خَضَعْتُمُ الصِّنْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى قَنَاهُمْ ظَنِنْتُ أَنِّي الَّذِي كَلِمَةَ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَى لَانْفَذَتْهَا وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَيْلُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ كُونُوا رَبِّيَّيِّنَ حُكْمَاءَ عُلَمَاءَ فُقَهَاءَ، وَيَقَالُ الرَّبِّيَّيِّنَ الَّذِي يُرِيدُ النَّاسَ بِصِفَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ -

৫২. পরিচ্ছেদ : কথা ও আমলের পূর্বে ইলম জরুরী

আল্লাহ তা'আলাৰ ইরশাদ : “সুতৰাং জনে রাখ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই।” (৪৭ : ১৯)

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইলমের কথা আগে বলেছেন। আলিমগণই নবীগণের ওয়ারিস। তারা ইলমের ওয়ারিস হয়েছেন। তাই যে ইলম হাসিল করে সে বিরাট অংশ লাভ করে। আর যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে পথ চলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জানাতের পথ সহজ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَوْا

‘আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমগণই তাঁকে ভয় করে (৩৫ : ২৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন : ‘আলিমগণ ছাড়া তা কেউ বুঝে না।’ অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَقَالُوا لَوْكُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعْيِرِ

তারা বলবে, ‘যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বৃদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহানামী হতাম না (৬৭ : ১০)। আরো ইরশাদ করেন :

مَلِ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“বল, যাদের ইলম আছে এবং যাদের ইলম নেই তারা কি সমপর্যায়ের ?’ (৩৯ : ৯)

নবী করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইলম অর্জিত হয়। আবু যর (রা) তার ঘাড়ের দিকে ইশারা করে বলেন, যদি তোমরা এখানে তরবারী ধর, এরপর আমি বুঝতে পারি যে, তোমরা আমার ওপর সে তরবারী চালাবার আগে আমি একটু কথা বলতে পারব, যা নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি, তবে অবশ্যই আমি তা বলে ফেলব। নবী করীম ﷺ—এর বাণী : উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার বাণী) পৌছে দেয়। ইবন ‘আকাস (রা) বলেন, কুন্বা বিবিদানিন (তোমরা রক্খানী হও)। এখানে মানে প্রজ্ঞাবান, আলিম ও ফকীহগণ। আরো বলা হয় সে ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন।

٥٣ . بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ يَتَّخِلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَمْ لَا يَنْثِرُوا -

৫৩. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ায়—নসীহতে ও ইলম শিক্ষা দানে উপযুক্ত সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে লোকজন বিরক্ত না হয়ে পড়ে

٦٨ [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَفِيَّاً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يَتَّخِلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَرَامَةً السَّامَّةِ عَلَيْنَا .]

৬৮ [মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....ইবন মাস’উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট দিনে ওয়ায়-নসীহত করতেন, আমরা যাতে বিরক্ত না হই।

٦٩ [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْيَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النُّجَاحِ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ يَسِرُّوْا وَلَا تَعْسِرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تَنْقِرُوْا .]

৬৯ [মুহাম্মদ ইবন বাশির (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা (দীনের ব্যাপারে) সহজ পছা অবলম্বন করবে, কঠিন পছা অবলম্বন করবে না, মানুষকে সুসংবাদ শোনবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবে না।

٥٤ . بَابُ مَنْ جَعَلَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً -

৫৪. পরিচ্ছেদ : ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা

٧٠ [حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ بুখারী শরীফ (১) — ৪

فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْدِتُ أَنْكَ ذَكْرُنَا كُلُّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمُؤْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةً السَّامَةِ عَلَيْنَا .

৭০ [উসমান ইবন আবু শায়বা (র).....আবু ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইবন মাস'উদ (রা) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের ওয়ায়-নসীহত করতেন। তাঁকে একজন বলল, 'হে আবু 'আবদুর রহমান ! আমার মন চায়, যেন আপনি প্রতিদিন আমাদের নসীহত করেন। তিনি বললেন : এ কাজ থেকে আমাকে যা বিরত রাখে তা হল, আমি তোমাদের ঝুঁতু করতে পেসন্দ করি না। আর আমি নসীহত করার ব্যাপারে তোমাদের (অবস্থার) প্রতি লক্ষ্য রাখি, যেমন নবী ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন আমাদের ঝুঁতির আশংকায়।

٥٥. بَابُ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُهُ فِي الدِّينِ -

৫৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন
৭১ حَدَّثَنَا سَعِيدُّ ابْنِ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 سَمِعْتُ مُعاوِيَةَ خَطِيبًا يُقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا فَاسِمٌ
 وَاللَّهُ يُعْطِنِي ، وَلَنْ تَزَانَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَصْرُفُهُمْ مِنْ خَالِفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ .

৭১ সাঈদ ইবন 'উফায়র (র).....হয়ায়দ ইবন 'আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বক্তৃতার অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী কর্তৃত ~~বলতে~~ শুনেছি, আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো কেবল বিতরণকারী, আল্লাহই দানকারী। সর্বদাই এ উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হস্তমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٥٦. بَابُ الْفَهْمِ فِي الْعِلْمِ -

৫৬. পরিচ্ছেদ : ইলমের ক্ষেত্রে সঠিক অনুধাবন
৭২ حَدَّثَنَا عَلَىٰ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّاً قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي نَجِيْعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِّبْتُ ابْنَ
 عَمْرٍ الْمَدِيْنِيَّ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا حَدِيثًا وَحْدَهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَّىَ بِجُمَارٍ
 فَقَالَ أَنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً مُتَّهِيًّا كَتَلَ الْمُسْلِمَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَصْغَرَ الْقَوْمَ فَسَكَّ
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ .

৭২ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সফরে মদীনা পর্যন্ত

ইবন 'উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময়ে তাঁকে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি মাত্র হাদীস রেঞ্জায়েত করতে পেরেছি। তিনি বলেন, আমরা একবার নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন তাঁর নিকট খেজুর গাছের মাথি আনা হল। তারপর তিনি বললেন : গাছগালার ঘട্টে এমন একটি গাছ আছে, যার দৃষ্টান্ত মুসলিমের ন্যায়। তখন আমি বলতে চাইলাম যে, তা হল খেজুর গাছ, কিন্তু আমি ছিলাম উপস্থিত সবার চাইতে বয়সে ছেট। তাই চূপ করে রাখিলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : ‘গাছটি হলো খেজুর গাছ।’

৫৭. بَابُ الْإِغْتِبَاطِ فِي الْبَلْمَ وَالْحِكْمَةِ، وَقَالَ عُمَرُ تَفَهَّمُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوِّدُوا وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْدَ أَنْ تُسَوِّدُوا
وَقَدْ تَعْلَمَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ كِبِيرٍ سِنِّهِ -

৫৭. পরিচ্ছেদ : ইল্ম ও হিকমতের ক্ষেত্রে সমতুল্য হওয়ার আগ্রহ উমর (রা) বলেন, তোমরা নেতৃত্ব লাভের আগেই জ্ঞান হাসিল করে নাও। আবু 'আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, আর নেতা বানিয়ে দেওয়ার পরও, কেননা নবী ﷺ – এর সাহাবীগণ বয়োবৃদ্ধকালেও ইল্ম শিক্ষা করেছেন

৭৩ حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنِي إِشْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَاحْدَثَنَا الرَّزْمَرِيُّ قَالَ
سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَسْدَ إِلَّا فِي اِثْنَيْنِ رَجُلٌ
أَتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فُسْلَطْنَةً عَلَى هُلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا .

৭৩ হমায়নী (র)......আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কেবলমাত্র দু'টি ব্যাপারেই দীর্ঘ করা যায়; (১) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন, এরপর তাকে হক পথে অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দেন; (২) সে ব্যক্তির উপর, যাকে আল্লাহ তা'আলা হিকমত দান করেছেন, এরপর সে তার সাহায্যে ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।

৫৮. بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْفَضِّيرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى
أَنْ تُعْلِمَنِ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا -

৫৮. পরিচ্ছেদ : সমুদ্রে খিয়র (আ)-এর কাছে মুসা (আ)-এর যাওয়া আর আল্লাহ তা'আলার বাণী (আমি কি আপনার অনুসরণ করব এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন)। (১৮ : ৬৬)

৭৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْرِ الرَّزْمَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ يَعْنِي أَبِي
كِيَسَانَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ حَدَّثَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ تَمَارَى هُوَ وَالْحَرْبُ بْنُ قَيْسٍ

بْنُ حِمْنَ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَضِيرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبْنَى كَعْبٌ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارِيْتُ أَنَا وَصَاحِبِيْ هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لَقِيَةِ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ يَذَكُّرُ شَانَةَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِثْلِيْ قَالَ مُوسَى لَا فَأَوْحِيَ اللَّهُ إِلَيْ مُوسَى بَلِيْ عَبْدُنَا حَضِيرٌ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ أَيْهَ وَقَيْلَ لَهُ إِذَا فَقَدَتِ الْحُوتَ فَأَرْجِعْ فَالْكَسْتَقَاهُ وَكَانَ يَتَبَعَّ أَثْرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّি نَسِيَتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسِيَتِهِ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنَّ لَكُرَهَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَهُ عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَ حَضِيرًا فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ غَرَّوْجَلُ فِي كِتَابِهِ .

৭৪ মুহাম্মদ ইবন গুরায়ের আয়-যুহরী (ৱ).....ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এবং ছুর ইবন কায়স ইবন হিসন আল-ফায়ারী মৃসা (আ)-এর সঙ্গে সম্পর্কে বাদানুবাদ করছিলেন। ইবন আবাস (রা) বললেন, তিনি ছিলেন যিয়ের। ঘটনাক্রমে তখন তাদের পাশ দিয়ে উবাদ্স ইবন কাব (রা) যাচ্ছিলেন। ইবন 'আবাস (রা) তাঁকে ডেকে বললেন : আমি ও আমার এ ভাই মতবিরোধ পোষণ করছি মৃসা (আ)-এর সেই সঙ্গীর ব্যাপারে যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য মৃসা (আ) আশ্লাহুর কাছে পথের সঙ্গান চেয়েছিলেন—আপনি কি নবী ﷺ-কে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে উনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি নবী ﷺ-কে বলতে উনেছি, একবার মৃসা (আ) বন্ধী ইসরাইলের কোন এক মজলিসে হাযির ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আপনি কাউকে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী বলে জানেন কি ?' মৃসা (আ) বললেন, 'না।' তখন আশ্লাহু তা'আলা মৃসা (আ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন : হ্যাঁ, আমার বান্দা যিয়ের।' অতঃপর মৃসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করার রাস্তা জানতে চাইলেন। আশ্লাহু তা'আলা মাছকে তার জন্য নিশানা বানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বলা হল, তুমি যখন মাছটি হারিয়ে ফেলবে তখন ফিরে আসবে। কারণ, কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি তাঁর সাক্ষাত পাবে। তখন তিনি সমুদ্রে সে মাছের নিশানা অনুসরণ করতে লাগলেন। মৃসা (আ)-কে তাঁর সঙ্গী যুবক বললেন, (কুরআন মজীদের ভাষায় :)

أَرَأَيْتَ إِذَا أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّি نَسِيَتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسِيَتِهِ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنَّ لَكُرَهَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا
نَبْغُ فَأَرْتَهُ عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا .

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম ? শয়তান তার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।.....মৃসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটিরই অনুসঙ্গান করছিলাম। এরপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। (১৮ : ৬৩-৬৪)

তাঁরা যিয়েরকে পেশেন। তাদের ঘটনা তা-ই, যা আশ্লাহু তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

ইলম অধ্যায়

- ৫৯. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ تَلَقَّهُ اللَّهُمَّ عَلِمْهُ الْكِتَابَ -

৫৯. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ - এর উক্তি : হে আল্লাহ ! আপনি তাকে কিতাব শিক্ষা দিন
 ৭৫ [] حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِمْهُ الْكِتَابَ .

৭৫ [] আবু মা'মার (র).....ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাকে
 জড়িয়ে ধরে বললেন : 'হে আল্লাহ ! আপনি তাকে কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দিন।'

- ৬০. بَابُ مَقْتَنِيَ يَصْبِحُ سِيَامُ الصَّفَيْرِ -

৬০. পরিচ্ছেদ : বালকদের কোন বয়সের শোনা কথা গ্রহণীয়
 ৭৬ [] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُبَيْشِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ مُعَيْبِ الدَّهْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلَ رَأِبَّا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزَتِ الْإِحْتَلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يُصَلِّي عَلَيْهِ يُبَشِّرُ بِمَا إِلَى غَيْرِ جِدَارِ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ بَعْضِ الصَّفِيفِ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرَعُّ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِيفِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ .

৭৬ [] ইসমাইল (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি বালিগ হবার
 নিকটবর্তী বয়সে একটি মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন কোন
 দেওয়াল সামনে না রেখেই মিনায় সালাত আদায় করছিলেন। তখন আমি কোন এক কাতারের সামনে দিয়ে
 গেলাম এবং মাদী গাধাটিকে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। আমি কাতারের ডেতের চুকে পড়লাম কিন্তু
 এতে কেউ আমাকে নিষেধ করলেন না।

৭৭ [] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الرَّبِيعِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ عَقْلَتُ مِنَ النَّبِيِّ تَلَاقَهُ مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا أَبْنُ خَمْسٍ سِنِينَ مِنْ دَلْوِي .

৭৭ [] মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....মাহমুদ ইবনুর-রাবী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মনে
 আছে, নবী ﷺ একবার বালতি থেকে পানি নিয়ে আমার মুখমণ্ডলে কুলি করে দিয়েছিলেন, তখন আমি
 ছিলাম পাঁচ বছরের বালক।

- ৬১. بَابُ الْخَرْقَاجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ -

وَدَحْلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَسِيرَةً شَهَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ

৬১. পরিচ্ছেদ : ইলম হাসিলের জন্য বের হওয়া

জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) একটি মাত্র হাদিসের জন্য 'আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা) - এর
 কাছে এক মাসের পথ সফর করে গিয়েছিলেন।

৭৮

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بْنُ خَلِيرَ قَاضِيِّ حِمْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ قَالَ الْأَوَّلُ أَعْلَمُ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى فَمَرَّ بِهِمَا أَبْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِيْ هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لَقِيَةِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ فَقَالَ أَبْنُ نَعْمَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي قَالَ مُوسَى لَا فَأَوْحِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ مُوسَى بَلِي عَبْدُنَا حَضْرٌ فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لَقِيَةِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ أَيْةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَتَ الْحُوتَ فَأَرْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَقَاهُ فَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَسِّعُ أَنَّرَ الْحُوتَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَئِي مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّنِي نَسِيَتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيَ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرْهُ ، قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَ عَلَى أَثَارِهِمَا قَصْصَانَا فَوَجَدَا حَضِيرًا حَضِيرًا فَكَانَ مِنْ شَانِيهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ .

৭৮ হিম্স নগরের কাষী আবুল কাসিম খালিদ ইবন খালীয়ি (রা).....ইবন 'আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি এবং তব ইবন কায়স ইবন হিসন আল-ফায়ারী মৃসা (আ)-র সঙ্গীর ব্যাপারে বলানুবাদ করছিলেন। তখন উবাই ইবন কাব (রা) তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইবন 'আকবাস (রা) তাঁকে ডেকে বললেন : আমি ও আমার এ ভাই মৃসা (আ)-র সেই সঙ্গীর ব্যাপারে অতবিরোধ করছি, যাঁর সাথে সাকাত করার জন্য তিনি পথের সঙ্কান চেয়েছিলেন—আপনি কি রাস্লুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে অনেছেন ?

উবাই (রা) বললেন, আমি রাস্লুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর প্রসঙ্গে বলতে অনেছি যে, একবার মৃসা (আ) বনী ইসরাইলের কোন এক মজলিসে হায়ির ছিলেন। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আপনি কাউকে আপনার তুলনায় অধিক জানী বলে জানেন?' মৃসা (আ) বললেন, 'না।' তখন আল্লাহু তা'আলা মৃসা (আ)-র কাছে ওহী পাঠালেন : 'হ্যাঁ, আমার বাক্স বিয়র !' এরপর তিনি তাঁর সাথে সাকাত লাভের রাস্তা জানতে চাইলেন। আল্লাহু তা'আলা তাঁর জন্য মাছকে তাঁর নিশানা বানিয়ে দিলেন। তাঁকে বলে দেওয়া হল, 'যখন তুমি শাহীটি হারিয়ে ফেলবে তখন তুমি প্রত্যাবর্তন করবে। তাহলে কিছুক্ষণের অধ্যেই তুমি তাঁর সাকাত পাবে।' তিনি সন্তুষ্ট সে মাছকে নিশানা অনুসঙ্গে করতে লাগলেন : যা হোক, মৃসা (আ)-কে তাঁর সঙ্গী মুবক্তি বললেন : (পবিত্র কুরআনের ভাষায়) :

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّنِي نَسِيَتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيَ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرْهُ .

"আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন পাথরের কাছে বিলাপ করছিলাম তখন আমি শাহীর কথা (বলতে) তুলে দিয়েছিলাম। আর শর্যান তাঁর কথা আমাকে তুলিয়ে দিয়েছিল" (১৮ : ৬৩)।.....মৃসা

ইলম অধ্যায়

(আ) বললেন : ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدُوا عَلَى أَثْارِهِمَا قَصْنِصًا ।”
(۱۸ : ۶۸)

তারপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। শেষে তাঁরা খিয়র (আ)-কে পেয়ে গেলেন। তাঁদের (পরবর্তী) ঘটনা আস্তাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বর্ণন করেছেন।

۶۲. بَابُ فَضْلٍ مِّنْ عِلْمٍ وَعِلْمٍ -

৬২. পরিছেদ : ইলম শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার ফয়েলত

৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرْيَدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِثْلُ مَا يَعْتَشِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثْلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا
نَقِيَّةً قُبِلَتِ الْمَاءُ فَأَنْتَبَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتِ مِنْهَا أَجَابِ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَتَقَعُ اللَّهُ بِهَا النَّاسُ
فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَنَدَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِبْعَانُ لَا تَمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْتَبِتُ كَلَاءً فَذَلِكَ مِثْلُ مِنْ
نَقِيَّةٍ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَقِيَّةٍ مَا يَعْتَشِي اللَّهُ بِهِ فَعِلْمٌ وَعِلْمٌ وَمِثْلُ مِنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ
الَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِشْحَاقُ عَنْ أَبِيهِ أُسَامَةَ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةً قُبِلَتِ الْمَاءُ قَاعٌ يَعْلُو
الْمَاءُ وَ الصَّفَصَفُ الْمُسْتَوَى مِنَ الْأَرْضِ ।

৭২ মুহাম্মদ ইবনুল-আলা (র).....আবু মূসা (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আস্তাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়ত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল যদীনের উপর পতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়। কেন কেন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি ওয়ে নিয়ে থাকুন পরিমাণে ঘাসগাঢ়া এবং সবুজ তরকান উৎপাদন করে। আর কেন কেন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আস্তাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশ্চালকে) পান করায় এবং তার দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কেন কেন জমি আছে যা একেবারে স্মৃণ ও সম্ভত্তি; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কেন ঘাসগাঢ়া উৎপাদন করে। এই হল সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দীনের জন্ম লাভ করে এবং আস্তাহ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপর্যুক্ত হয়। কলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপ্রাকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত -যে সে লিকে মাথা তুলে তাঁকায়ই না এবং আস্তাহুর যে হিদায়ত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণ করে না।

আবু 'আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন : ইসহাক (র) আবু উসামা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি قُبِلَتِ
এর স্থলে (আটকিয়ে রাখে) ব্যবহার করেছেন। তাঁ হল এমন ভূমি যার উপর পানি জমে থাকে। আর
সমস্ত ভূমি।

٦٣. بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظَهُورِ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيعٌ لَأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنِ الْعِلْمِ أَنْ يُضْطَعِّفَ نَفْسَهُ -

৬৩. পরিচ্ছেদ : ইলমের বিলুপ্তি ও মূর্খতার প্রসার

রাবী'আ (র) বলেন, 'যার কাছে কিছুমাত্র ইলম আছে, তার উচিত নয় নিজেকে অপমানিত করা

٨٠ حَدَّثَنَا عِمَرَانُ بْنُ مَيْسِرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّابِ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَبْثَتَ الْجَهْلُ ، وَيَشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا .

৮০ ইমরান ইবন মায়সারা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন যে, কিয়ামতের কিছু নির্দর্শন হল : ইলম লোপ পাবে, অজ্ঞতার বিস্তৃতি ঘটবে, মদপান ব্যাপক হবে এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে।

٨١ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَا حَدَّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، أَنْ يُقْلِّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ . وَيَظْهَرَ الرِّزْنَا ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقْلِلُ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينِ امْرَأَةً أَقْيَمَ الْوَاحِدُ .

৮১ মুসাদাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পর তোমাদের কাছে আর কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের কিছু নির্দর্শন হল : ইলম কমে যাবে, অজ্ঞতার প্রসার ঘটবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন স্ত্রীলোকের জন্য মাত্র একজন পুরুষ হবে তত্ত্বাবধায়ক।

٦٤. بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ -

৬৪. পরিচ্ছেদ : ইলমের ফলীলত

٨٢ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هَمَزةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحٍ لِبْنِ فَشَرِيبٍ حَتَّى أَنِّي لَأَرَى الرَّبَّ يَخْرُجُ فِي أَطْفَارِي ، ثُمَّ أُعْطِيَتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالُوا فَمَا أُوتْتَهُ يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ .

৮২ সাঈদ ইবন 'উফায়র (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন (স্বপ্নে) আমার কাছে এক পিয়ালা দুধ আনা হল। আমি তা পান করলাম (তার পরিত্তি আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।) এমনকি আমার মনে হতে শাশল যে,

ইল্ম অধ্যায়

সে পরিত্তি আমার নখ দিয়ে বের হচ্ছে। এরপর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা আমি ‘উমর ইবনুল-খান্দাবকে দিলাম। সাহাবায়ে কিরাম জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এ স্বপ্নের কী তা বীর করেন? তিনি জওয়াবে বললেন : তা হল ইল্ম।

٦٥. بَابُ الْفُتْيَا وَمُوَاقِفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَنْغَيْرِهَا -

৬৫. পরিচ্ছেদ : প্রাণী বা অন্য বাহনে আসীন অবস্থায় ফতোয়া দেওয়া

٨٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَمْنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ قَالَ لَمْ أَشْعُرُ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ أَخْرُ حَرَجَ فَجَاءَهُ أَخْرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرُ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَى قَالَ أَرْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُنْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدْمٌ وَلَا أَخْرِ الْأَقْلَالِ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

٨٣ ইসমাইল (র).....‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবন ‘আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিদায় হচ্ছের দিনে মিনায় মানুষের (প্রশ্নের উত্তর দানের) জন্য (বাহনের উপর) বসা ছিলেন। লোকে তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করছিল। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমি ভুলবশত কুরবানী করার আগেই মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন : যবেহ কর, কোন ক্ষতি নেই। আর এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি ভুলবশত কঙ্কর নিক্ষেপের আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন : কঙ্কর ছুঁড়ো, কোন অসুবিধা নেই।

‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর (র) বলেন, ‘নবী ﷺ-কে সে দিন আগে বা পরে করা যে কাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল, তিনি একথাই বলছিলেন : কর, কোন ক্ষতি নেই।

٦٦. بَابُ مِنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْسِ -

৬৬. পরিচ্ছেদ : হাত ও মাথার ইশারায় মাসআলার জওয়াব দান

٨٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُوبُ وَمَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنْنَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ نَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَى قَالَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ وَلَا حَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرَجَ .

৮৪ মুসা ইবন ইসমাইল (র).....ইবন ‘আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, হজ্জের সময় নবী ﷺ-কে (নানা বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হল। কোন একজন বলল : আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই যবেহ করে ফেলেছি। ইবন ‘আকবাস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন : কোন অসুবিধা নেই। আর এক ব্যক্তি বলল : আমি যবেহ করার পূর্বে মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন : কোন অসুবিধা নেই (যেহেতু ভুলবশতঃ করা হয়েছে)।

٨٥ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبَضُ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفَتْنَ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ ، قَالَ مَكَّاً بِيَدِهِ فَحَرَفَهَا كَانَهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ .

৮৫ মাঝী ইবন ইবরাহীম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : (শেষ যামানায়) 'ইলম তুলে নেওয়া হবে, অজ্ঞতা ও ফিনার প্রসার ঘটবে এবং 'হারাজ' বেড়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'হারাজ' কী? তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন : 'এ রকম'। যেন তিনি এর দ্বারা 'হত্যা' বুঝিয়েছিলেন।

٨٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ أَتَيْتُ أَعْشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ أَيْ . فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ فَقَمَتْ حَتَّى تَجَلَّنِي الْغَشْنُ فَجَعَلَتْ أَصْبَحُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ فَحَمَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيَتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، فَأَوْحَى إِلَيْنَا أَنَّكُمْ تُقْتَلُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلًا أَوْ قَرِيبًا أَوْ أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ، يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَا الرَّجُلِ فَأَمَا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُؤْفِنُ لَا أَدْرِي بِإِيمَانِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيُقَولُ هُوَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبَنَا وَأَتَبَعَنَا هُوَ مُحَمَّدٌ ثُلَّذَا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا بِهِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيُقَولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقَلَّتْ .

৮৬ মুসা ইবন ইসমাইল (র).....আসমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-এর কাছে এলাম, তিনি তখন সালাত আদায় করছিলেন। আমি বললাম, 'মানুষের কি হয়েছে?' তিনি আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন (দেখ, সূর্য ঘৃহণ লেগেছে)। তখন সকল লোক (সালাতে কুসূফ আদায়ের জন্য) দাঁড়িয়ে রয়েছে। আয়িশা (রা) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি বললাম, এটা কি কোন নির্দর্শন? তিনি মাথা দিয়ে ইশারা করলেন, 'হ্যাঁ।' এরপর আমি (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি (সালাত এত দীর্ঘ ছিল যে,) আমার বেহেশ হয়ে পড়ার উপক্রম হল। তাই আমি মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। পরে (সালাত শেষে) নবী ﷺ আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন : যা কিছু আমাকে ইতিপূর্বে দেখানো হয়নি, তা আমি আমার এ স্থানেই দেখতে পেয়েছি। এমনকি জান্নাত এবং জাহানামও দেখেছি। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, 'তোমাদেরকে কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে দাজ্জালের ন্যায় (কঠিন) পরীক্ষা অথবা তার কাছাকাছি।'

ফাতিমা (রা) বলেন, আসমা (রা) (মুকুট) শব্দ বলেছিলেন, না (قریب) (অনুরূপ) শব্দ, তা ঠিক আমার মনে নেই। (কবরের মধ্যে) বলা হবে, 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান?' তখন মুমিন ব্যক্তি বা মুক্তিন

(বিশ্বাসী) ব্যক্তি [ফাতিমা (রা) বলেন] আসমা (রা) এর কোন্ শব্দটি বলেছিলেন ঠিক আমার মনে নেই, বলবে, 'তিনি মুহাম্মদ ﷺ', তিনি আল্লাহর রসূল। আমাদের কাছে মু'জিয়া ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। তিনি মুহাম্মদ।' তিনবার একপ বলবে। তখন তাকে বলা হবে, আরামে ঘুমাও, আমরা জানতে পারলাম যে, তুমি (দুনিয়ায়) তাঁর ওপর বিশ্বাসী ছিলে। আর মুনাফিক অথবা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) ফাতিমা বলেন, আসমা কোন্টি বলেছিলেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছি না - বলবে, আমি কিছুই জানি না। মানুষকে (তাঁর সম্পর্কে) কি যেন বলতে শুনেছি, তাই আমিও তাই বলেছি।

٦٧. بَابُ تَحْرِيْضِ النَّبِيِّ ﷺ هَذِهِ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَأَهُمْ
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثَ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِذْجِعُوكُمْ إِلَى أَهْلِكُمْ فَعِلْمُكُمْ -

৬৭. পরিচ্ছেদ : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে ঈমান ও ইলমের হিফায়ত করা এবং পরবর্তীদেরকে তা অবহিত করার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর উৎসাহ দান।

মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস (র) বলেন, নবী ﷺ আমাদের বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের কাওমের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে শিক্ষা দাও।

٨٧

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنَّرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ جَمْرَةَ قَالَ كُتُبٌ اتَرْجَمُ بَنَى أَبِينِ
عَبَّاسٍ وَبَنَى النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مِنْ الْوَفَدِ أَوْ مِنْ الْقَوْمِ قَالُوا رِبِيعَةً فَقَالَ
مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفَدِ غَيْرِ خَرَابِيَا وَلَا نَدَامِيِّ ، قَالُوا إِنَّا نَائِبُكَ مِنْ شَقَّةٍ بَعْيَدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَدُّ مِنْ
كُفَّارٍ مُضَرٍّ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَائِبَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَمَرَنَا بِأَمْرٍ نُخَبِّرُ بِهِ مِنْ وَرَاءَ نَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَأَمْرَهُمْ
بِإِذْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، أَمْرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّوجَلَّ وَحْدَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، قَالُوا
أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَهْلُمُ ، قَالَ شَهَادَةً أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ،
وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَتَعْطُوا الْخَمْسَ مِنِ الْمَغْنِمِ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزْفَتِ ، قَالَ شُعْبَةُ رِبِيعًا قَالَ
النَّفِيرِ وَدِبِّيَّا قَالَ الْمُقْبِرِ قَالَ احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مِنْ وَرَاءِكُمْ .

৮৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) ও লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। একদিন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর কাছে এলে, তিনি বললেন : তোমরা কোন্ প্রতিনিধি দল? অথবা বললেন: তোমরা কোন্ গোত্রের? তারা বলল, 'রাবী'আ গোত্রের। তিনি বললেন : 'শারহাবা। এ গোত্রের প্রতি অথবা

এ প্রতিনিধি দলের প্রতি, এরা কোনো অপদস্থ ও সাঞ্চিত না হয়েই এসেছে। তারা বলল, ‘আমরা বহু দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। আর আমাদের ও আপনার মাঝে রয়েছে কাফিরদের এই ‘মুয়ার’ গোত্রের বাস। আমরা শাহুর-ই-হারাম ছাড়া আপনার কাছে আসতে সক্ষম নই। সুতরাং আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দিন, যা আমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের কাছে পৌছাতে এবং তার ওসীলায় আমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারি।’ তখন তিনি তাদের চারটি কাজের নির্দেশ দিলেন এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করলেন। তাদের এক আল্লাহর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন : এক আল্লাহর উপর ঈমান আনা কিরণে হয় জান ? তারা বলল : ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।’ তিনি বললেন : ‘তা হল এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং রম্যান-এর সিয়াম পালন করা আর তোমরা গনীমাতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ দান করবে।’ আর তাদের নিষেধ করলেন শুকনো লাউয়ের খোল, সবুজ কলস এবং আলকাতরার পালিশকৃত পাত্র ব্যবহার করতে। শু'বা বলেন, কখনও (আবু জামরা) খেজুর গাছ থেকে তৈরী পাত্রের কথাও বলেছেন আবার তিনি কখনও (العقير)-এর স্তুলে (العقير) বলেছেন। রাসূল ﷺ বললেন : তোমরা এগুলো মনোযোগ সহকারে স্বরণ রাখ এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে তাদের পৌছে দাও।

٦٨. بَابُ الرِّخْلَةِ فِي الْمَسْئَلَةِ النَّازِيَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ -

৬৮. পরিচ্ছেদ : উদ্ভূত মাসআলার জন্য সফর করা এবং নিজের পরিজনদের শিক্ষা দেওয়া

٨٨

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسْنَى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَلِكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَرَوَجَ ابْنَةً لَأَبِيهِ إِهَابَ بْنِ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ قَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالْتِي تَرَوَجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنِّكِ أَرْضَعْتِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَبَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَقَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَهَا نِجَاجًا غَيْرَهُ .

৮৮ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল আবুল হাসান (র)..... উকবা ইবনুল হারিস (রা) বর্ণনা করেন, তিনি আবু ইহাব ইবন আয়ীয (র)-এর কন্যাকে বিবাহ করলে তাঁর কাছে একজন স্ত্রীলোক এসে বলল, আমি উকবা (রা)-কে এবং সে যাকে বিয়ে করেছে তাকে (আবু ইহাবের কন্যাকে) দুধ পান করিয়েছি। উকবা (রা) তাকে বললেন : আমি জানি না যে, তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছ। আর (ইতিপূর্বে) তুমি আমাকে একথা জানাও নি। এরপর তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ কথার পর তুমি কিভাবে তার সঙ্গে সংসার করবে ? এরপর উকবা তাঁকে আলাদা করে দিলেন এবং সে মহিলা অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল।

٦٩. بَابُ التَّنَاؤِبِ فِي الْعِلْمِ -

৬৯. পরিচ্ছেদ : পালাক্রমে ইলম শিক্ষা করা

٨٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ أَبِي ثُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتِ أُمِّيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالَى الْمَدِينَةِ وَكُنْتُ نَتَنَاهُ النَّزْفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَّلَ جِئْنَتُهُ بِخَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَّلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَّلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيِّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَخَرَبَ بَابِي ضَرِبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَئْمَّ هُوَ فَقَرِعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَّثَ أَمْرًا عَظِيمًا ، قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ قَاتِلَهُ فَقَلَّتْ أَطْلَقْكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ لَا أَدْرِي لَمْ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَّتْ وَأَنَا قَائِمٌ أَطْلَقْتُ نِسَائِكَ قَالَ لَا فَقَلَّتْ أَلَّهُ أَكْبَرُ .

٨٩ 'আবুল ইয়ামান (র) ও ইবন ওহব (র).....উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী বনি উমায়া ইবন যায়দের মহল্লায় বাস করতাম। এ মহল্লাটি ছিল মদীনার উচু এলাকায় অবস্থিত। আমরা দু'জনে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হায়ির হতাম। তিনি একদিন আসতেন আর আমি একদিন আসতাম। আমি যেদিন আসতাম, সেদিনের ওই প্রভৃতির খবর নিয়ে তাঁকে পৌছে দিতাম। আর তিনি যেদিন আসতেন সেদিন তিনি অনুরূপ করতেন। এরপর একদিন আমার আনসারী সঙ্গী তাঁর পালার দিন এলেন এবং (সেখান থেকে ফিরে) আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করতে লাগলেন। (আমার নাম নিয়ে) বলতে লাগলেন, তিনি কি এখানে আছেন? আমি ঘাবড়ে শিয়ে তাঁর দিকে গেলাম। তিনি বললেন, এক বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে [রাসূলুল্লাহ ﷺ-তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন]। আমি তখনি (আমার কল্যা) হাফসা (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন? তিনি বললেন, 'আমি জানি না।' এরপর আমি নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম : আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন : 'না।' আমি তখন 'আল্লাহ আকবার' বলে উঠলাম।

٧٠. بَابُ الْفَحْسَبِ فِي الْمُؤْعِظَةِ وَالشُّفْلِيمِ إِذَا رَأَيْتُمْ مَا يَكْرَهُ -

৭০. পরিচ্ছেদ : অপসন্দনীয় কিছু দেখলে ওয়াষ—নসীহত বা শিক্ষাদানের সময় রাগ করা

٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطْوِلُ بِنَا فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

مُوَعِّظَةٌ أَشَدُّ غَضْبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنْكُمْ مُفْقِرُونَ فَمَنْ صَلَىٰ بِالنَّاسِ فَلَيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ
الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৯০ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র).....আবু মাস'উদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি সালাতে (জামাতে) শামিল হতে পারি না। কারণ অমুক ব্যক্তি আমাদের নিয়ে খুব লম্বা করে সালাত আদায় করেন। [আবু মাস'উদ (রা) বলেন,] আমি নবী ﷺ-কে কোন ওয়ায়ের মজলিসে সেদিনের তুলনায় বেশী রাগাবিত হতে দেখিনি। (রাগত স্বরে) তিনি বললেন : হে লোক সকল ! তোমরা মানুষের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি কর। অতএব যে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোকও থাকে।

৯১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بَلَلِ الْمَدِينِيُّ عَنْ رَبِيعَةِ
بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَبَعِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهْنَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ رَجُلًا عَنِ الْلُّقْطَةِ
فَقَالَ أَعْرِفُ وِكَاءَ هَا أَوْ قَالَ وِعَاءَ هَا وَعَفَاصَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادِهَا إِلَيْهِ قَالَ
فَضَالَّةُ الْأَبِيلِ فَفَضَبَ حَتَّى احْمَرَتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ قَالَ احْمَرَ وَجْهَهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوَهَا وَحَدَّاوَهَا تَرِدُ
الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرِ فَذَرَهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنْمِ قَالَ لَكَ أَوْ لَأَخْيُكَ أَوْ لِذَنْبِ .

৯২ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : তার বাঁধনের রশি অথবা বললেন, থলে-বুলি ভাল করে চিনে রাখ। এরপর এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দিতে থাক। তারপর (মালিক পাওয়া না গেলে) তুমি তা ব্যবহার কর। এরপর যদি এর মালিক আসে তবে তাকে তা দিয়ে দেবে। সে বলল, ‘হারানো উট পাওয়া গেলে ?’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন রেঁগে গেলেন যে, তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন : ‘উট নিয়ে তোমার কি হয়েছে ? তার তো আছে পানির মশক ও শক্ত পা। পানির কাছে যেতে পারে এবং গাছের লতা-পাতা খেতে পারে। তাই তাকে ছেড়ে দাও, যাতে তার মালিক তাকে পেয়ে যায়।’ সে বলল, ‘হারানো বকরী পাওয়া গেলে?’ তিনি বললেন, ‘সেটি তোমার, নয়ত তোমার ভাইয়ের, নয়ত বাঘের।’

৯৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ بُرَيْدَةِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سُلَيْمَانُ
النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضَبٌ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُوْنِي عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَبِي قَالَ
أَبُوكَ حُذَافَةَ فَقَامَ أَخْرَى فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عَمْرُ مَا فِي
وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوْبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৯২ মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র).....আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ-কে কয়েকটি অপসন্দনীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। প্রশ্নের সংখ্যা যখন বেশী হয়ে গেল, তখন তিনি রেগে গিয়ে লোকদের বললেন : 'তোমরা আমার কাছে যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর !' এক ব্যক্তি বলল, 'আমার পিতা কে ?' তিনি বললেন : 'তোমার পিতা ছ্যাফা।' আর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রাসূলল্লাহ ! আমার পিতা কে ?' তিনি বললেন : তোমার পিতা হল শায়বার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) সালিম।' তখন হযরত 'উমর (রা) রাসূলল্লাহ ﷺ-এর চেহারার অবস্থা দেখে বললেন : 'ইয়া রাসূলল্লাহ ! আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করছি।'

- ৭১. بَابُ مِنْ بَرَكَةِ عَلَى رَبِّكَتِيهِ عِنْدَ الْأَمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ -

৭১. পরিচ্ছেদ : ইমাম বা মুহাদ্দিসের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা

৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولُ سَلَوْنِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رَبِّكَتِيهِ فَقَالَ رَضِيَّنَا بِاللَّهِ رَبِّاً، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، ثُمَّ فَسَكَتَ.

৯৩ আবুল ইয়ামান (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলল্লাহ ﷺ-বের হলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবন ছ্যাফা দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার পিতা কে?' 'তিনি বললেন : 'তোমার পিতা ছ্যাফা।' এরপর তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর !' 'উমর (রা) তখন হাঁটু গেড়ে বসে বললেন : 'আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে সম্মুক্ত চিন্তে গ্রহণ করে নিয়েছি।' তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তখন রাসূলল্লাহ ﷺ নীরব হলেন।

- ৭২. بَابُ مِنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيَقْهُمْ عِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا وَقُولُ النَّفِيفِ فَمَا ذَلِكَ بِكَرِزُّهَا وَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَلْ بَلْغَتُ ثَلَاثًا .

৭২. পরিচ্ছেদ : ভালভাবে বুঝবার জন্য কোন কথা তিনবার বলা নবী করীম ﷺ-বলেন : 'মিথ্যা কথা থেকে সাবধান!' এ কথাটি তিনি বারবার বলতে লাগলেন। ইবন 'উমর (রা) বলেন, নবী ﷺ (বিদায় হজ্জ) বলেছেন : আমি কি পৌছে দিয়েছি? একথা তিনি তিনবার বলেছেন।

৯৪ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُتَّهَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا .

৯৪ 'আবদা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাম করতেন, তিনবার সালাম করতেন। আর যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন।

৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُتَّنِّي قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَّامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلْمَةِ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا آتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا ।

৯৫ 'আবদা ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন কথা বলতেন তখন তা তিনবার বলতেন যাতে তা বুঝে নেওয়া যায়। আর যখন তিনি কোন কওমের নিকট এসে সালাম করতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম করতেন।

৯৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي شَرِّيْعَةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِي قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَادْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةً الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلَنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيَلِّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَيْنِ ।

৯৬ মুসান্দাদ (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছনে রয়ে গেলেন। এরপর তিনি আমাদের নিকট এমন সময় পৌছলেন যখন আমাদের সালাতুল আসরের প্রস্তুতিতে দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওয়ু করতে গিয়ে আমাদের পা মোটামুটিভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্থরে ঘোষণা দিলেন : 'পায়ের গোড়ালী শুকনো থাকার জন্য জাহানামের শাস্তি রয়েছে।' তিনি একথা দু'বার কিংবা তিনবার বললেন।

৭৩. بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمْتَهُ وَأَهْلَهُ

৭৩. পরিচ্ছেদ : আপন দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান

৯৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةُ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمْنَ بِنِيْهِ وَأَمْنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَى حَقَّ اللَّهِ وَحْقَ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمْةٌ يَطَّاءُهَا فَأَدَبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلِمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا لَمْ أَعْتَقْهَا فَتَرَوْجِهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ أَعْطَيْنَا كَمَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيْمَا دُونَاهَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ ।

৯৭ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....আবু বুরদা (র), তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনি ধরনের লোকের জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে : (১) আহলে কিতাব-- যে ব্যক্তি তার নবীর ওপর

ঈমান এনেছে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরও ঈমান এনেছে। (২) যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও (আদায় করে)। (৩) যার একটি বাঁদী ছিল, যার সাথে সে মিলিত হত। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালভাবে দীনী ইল্ম শিক্ষা দিয়েছে, এরপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে; তার জন্য দুটি সওয়াব রয়েছে। এরপর বর্ণনাকারী আমের (র) (তাঁর ছাত্রকে) বলেন, তোমাকে কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই হাদীসটি শিক্ষা দিলাম, অথচ আগে এর চাইতে ছোট হাদীসের জন্যও লোকে (দূর-দূরাত্ম থেকে) সওয়াব হয়ে মদীনায় আসত।

৭৪. بَابُ عِظَةِ الْأَئِمَّةِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

৭৪. পরিচ্ছেদ : আলিম কর্তৃক মহিলাদের নসীহত করা ও দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া

১৮

حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ رَبَاحَ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسَ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ مُّصَدَّقَةً أَوْ قَالَ عَطَاءً أَشْهَدُ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ مُّصَدَّقَةً خَرَجَ وَمَعْهُ بِلَالٌ فَنَطَنَ أَنَّهُ لَمْ يُشْعِي النِّسَاءَ فَوَاعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ثُقِّيَ الْقُرْطَ وَالْخَاتِمَ وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرْفِ تَوْبِهِ وَقَالَ أَشْمَعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَطَاءِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ مُّصَدَّقَةً ।

১৮ সুলায়মান ইবন হারব (র)..... ইবন আবুস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে সাক্ষী রেখে বলছি, অথবা পরবর্তী বর্ণনাকারী ‘আতা (র) বলেন, আমি ইবন আবুসকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, নবী কর্মীমুসলিম (ঈদের দিন পুরুষের কাতার থেকে) বের হলেন আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ-র মনে করলেন যে, দূরে থাকার কারণে তাঁর ওয়াষ মহিলাদের কাছে পৌছে নি। তাই তিনি (পুনরায়) তাঁদের নসীহত করলেন এবং দান-খ্যরাত করার উপদেশ দিলেন। তখন মহিলারা কানের দুল ও হাতের আঁটি দিয়ে দিতে লাগলেন। আর বিলাল (রা) সেগুলি তাঁর কাপড়ের আঁচলে নিতে লাগলেন। ইসমাইল (র) ‘আতা (র) সূত্রে বলেন যে, ইবন আবুস (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ-কে সাক্ষী রেখে বলছি।

৭৫. بَابُ الْعِرْصِ عَلَى الْحَدِيثِ -

৭৫. পরিচ্ছেদ : হাদীসের প্রতি আগ্রহ

১৯

حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِي بْنِ أَبِيهِ عَمْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِيهِ سَعِيدِ الْمَقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَشَدَّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَدَّقَةً لَقَدْ ظَنَنتُ يَا أَبَا هُرِيْرَةَ أَنَّ لَيْسَتِ الْأَنْتِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدًا أَوْ لِمَنْ مِنْكَ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ حَرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَشَدَّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ ।

৯৯ আবদুল 'আয়ীয ইবন আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কিয়ামতের দিন আপনার শাফা'আত লাভে কে সবচাইতে বেশী ভাগ্যবান হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবু হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। কারণ আমি দেখেছি হাদীসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচাইতে ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে খালিস দিলে লা ইলাহা ইল্লাহ (পূর্ণ কালেমা তাইয়েবা) বলে।

৭৬. بَأْبِ كَيْفَ يُقْبِضُ الْعِلْمُ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ أَنْفَرَ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَكْتَبَهُ فَإِنَّي خَفَتُ دُرُّسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعِلْمِ وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ تَعَالَى وَلَيُقْبَلُوا الْعِلْمُ وَلَيَجْلِسُوا حَتَّى يُعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَمْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًا .

৭৬. পরিচ্ছেদ : কিভাবে 'ইলম তুলে নেয়া হবে

'উমর ইবন আবদুল 'আয়ীয (র) মদীনায় আবু বকর ইবন হায়ম (র)-এর কাছে এক পত্রে লিখেন : খোজ কর, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যে হাদীস পাও তা লিখে নাও। আমি ইলম লোপ পাওয়ার এবং আলিমদের বিদায় নেওয়ার আশংকা করছি এবং জেনে রাখ, নবী কর্ম ﷺ - এর হাদীস ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না এবং প্রত্যেকের উচিত ইলমের প্রচার-প্রসার করা, আর তারা যেন একত্রে বসে (ইলমের চর্চা করে), যাতে যে জানে না সে শিক্ষা লাভ করতে পারে। কারণ ইলম গোপনীয় বিষয় না হওয়া পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে না।

১০. حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ دِينَارٍ بِذَلِكَ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى قَوْلِهِ ذَهَابُ الْعِلْمِ .

১০০ 'আলা' ইবন 'আবদুল জব্বার (র).....আবদুল্লাহ ইবন দীনার (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতে উমর ইবন আবদুল 'আয়ীয (র)-এর উপরোক্ত হাদীসে 'আলিমগণের বিদায় নেওয়া' পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

১০১ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْ تَرَاهُ ابْتَرَاهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ أَتْخَذَ النَّاسُ رُؤْسًا جُهَّالًا فَسَلِلُوا فَاقْتُلُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَاضْلُلُوا قَالَ الْفِرَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتْبَيَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ .

১০১ ইসমাইল ইবন 'আবু উওয়ায়স (র).....আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার অন্তর থেকে ইলম বের

‘ইলম অধ্যায়

করে উঠিয়ে নেবেন না ; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। যখন কোন আলিম বাকী থাকবে না তখন লোকেরা জাহিলদেরই নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা না জেনেই ফতোয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে, আর অপরকেও গোমরাহ করবে।

ফিরাবরী (র) বলেন, আবুস রাস (র).....হিশাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

- ٧٧ -

৭৭. পরিচ্ছেদ ৪ : ইলম শিক্ষার জন্য মহিলাদের ব্যাপারে কি আলাদা দিন নির্ধারণ করা যায় ?

١٠٢ حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ الْأَصْبَهَانِيَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحَ ذَكْرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِ قَالَ قَاتَ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ مَلَكَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيهِنَّ فِيهِ فَوَاعْظُهُنَّ وَأَمْرَ هُنْ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَامِكُنْ امْرَأَةٌ تُقْدِمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْتَنِينِ فَقَالَ وَاثْتَنِينِ .

১০২ আদম (র).....আবু সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মহিলারা একবার নবী করীম ﷺ-কে বলল, পুরুষেরা আপনার কাছে আমাদের চাইতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের ওয়াদা করলেন; সে দিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের ওয়াব-নসীহত করলেন ও নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের যা যা বলেছিলেন, তার মধ্যে একথাও ছিল যে, তোমাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোক তিনটি সন্তান আগেই পাঠাবে,^১ তারা তার জন্য জাহানামের পর্দাস্বরূপ হয়ে থাকবে। তখন এক স্ত্রীলোক বলল, আর দু'টি পাঠালে^২ তিনি বললেন : দু'টি পাঠালেও।

١٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَلَكَ بِهَا وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةَ لَمْ يَلْفَغُوا الْحِنْثَ .

১০৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....আবু সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান আল-আসবাহানী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এমন তিনি সন্তান, যারা সাবালক হয়নি।

১. তার জীবিতাবস্থায় তিনটি সন্তান মারা গেল।

- ৭৮. بَابٌ مِنْ سَمِيعٍ شَيْئًا فَلَمْ يَفْهَمْهُ فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ -

৭৮. পরিচ্ছেদ ৪ কোন কথা শুনে না বুঝলে জান্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করা । ১০৪ [حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي مُلِيقَةَ أَنَّ عَائِشَةَ نَوْجَ الشَّيْءِ كَانَتْ لَا تَشْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حُسِبَ عَذَابَ قَاتَلَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَوْ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يُسِيرًا ، قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ .]

১০৪ [سাইদ ইবন আবু মারযাম (র).....ইবন আবু মুলায়কা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মী ‘আয়িশা (রা) কোন কথা শুনে বুঝতে না পারলে তালভাবে না বুঝা পর্যন্ত বার বার প্রশ্ন করতেন। একবার নবী করীম ﷺ বললেন, “(কিয়ামতের দিন) যার হিসাব নেওয়া হবে তাকে আয়াব দেওয়া হবে।” ‘আয়িশা (রা) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্ তা’আলা কি ইরশাদ করেন নি, নি, _____ ফসফ যুহাস্ব হিসাব পেশ করিস্ব। (তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেওয়া হবে) (৮৪ : ৮)। তখন তিনি বললেন : তা কেবল হিসাব পেশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুঞ্জানুপুঞ্জেরপে নেওয়া হবে সে খৎস হবে।]

- ৭৯. بَابٌ لِيُبَيِّنُ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৭৯. পরিচ্ছেদ : উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে ইলম পৌছে দেবে ইবন আকাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেন।

১০৫ [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِي الْيَتْمُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي شُرَيْعٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمِّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْيَعُثُ الْبَعْوَثَ إِلَى مَكَّةَ إِنْذَنَ لِي أَيْهَا الْأَمِيرُ أَحَدِنِكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ الْفَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَطْحَ سَمِعَتْهُ أَنْتَنَى ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَانِي ، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمْدَ اللَّهِ وَأَشْتَرَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَمَهَا اللَّهُ ، وَلَمْ يُحِرِّمْهَا النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْفِكَ بِهَا دَمًا ، وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً ، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَلَمْ يَأْذِنْ لَكُمْ ، وَإِنَّمَا إِذْنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ عَادَتْ حَرَمَتْهَا الْيَوْمَ كَحَرَمَتْهَا بِالْأَمْسِ وَلِيُبَيِّنُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْعٍ مَا قَالَ عَمِّهُ ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْعٍ لَا تُعِيْدُ عَاصِيًّا وَلَا فَارًّا بِدِمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ .]

১০৫ [আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র).....আবু আয়হ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ‘আমর ইবন সাইদ (মদীনার গভর্নর)-কে বললেন, যখন তিনি মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলেন--- ‘হে আমীর! আমাকে

অনুমতি দিন, আমি আপনাকে এমন একটি হাদীস শুনাব, যা মক্কা বিজয়ের পরের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। আমার দু' কান তা শুনেছে, আমার অন্তর তা শুরণ রেখেছে, আর আমার দু' চোখ তা দেখেছে। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন : মক্কাকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, কোন মানুষ তাকে হারাম করেনি। তাই যে লোক আল্লাহর উপর এবং আবিরাতের উপর ঈমান রাখে তার জন্য সেখানে রক্তপাত করা এবং স্থোনকার কোন গাছপালা কাটা হালাল নয়। কেউ যদি রাসূলুল্লাহর (স্থোনকার) লড়াইকে দলীল হিসেবে পেশ করে তবে তোমরা বলে দিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন ; কিন্তু তোমাদের অনুমতি দেন নি। আমাকেও সে দিনের কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর আগের মতো আজ আবার এর নিষেধাজ্ঞা ফিরে এসেছে। উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে (এ বাণী) পৌছে দেয়।' তারপর আবু শুরায়হ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার এ হাদীস শুনে 'আমর কি বলল?' (আবু শুরায়হ (রা) উত্তর দিলেন) সে বলল : 'হে আবু শুরায়হ ! (এ বিষয়ে) আমি তোমার চাইতে ভাল জানি। মক্কা কোন বিদ্রোহীকে, কোন খুনের পলাতক আসামীকে এবং কোন সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দেয় না।'

١٠٦

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّوْهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ
بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَإِنْ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاحْسِبْهُ قَالَ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحْرَمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِ رِبَّاعٍ هَذَا أَلَا لِيُتْلِغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْفَاجِبَ ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ
ذَلِكَ الْأَهْلُ بَلْغُتُ مَرْتَبَيْنِ .

১০৬ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব (র).....আবু বাকরা (রা) নবী ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি বলেছেন : তোমাদের জান, তোমাদের মাল -- বর্ণনাকারী মুহাম্মদ (র) বলেন, 'আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন : এবং তোমাদের মান-সম্মান (অন্য মুসলমানের জন্য) এ শহরে এ দিনের মতই মর্যাদা সম্পন্ন। শোন, (আমার এ বাণী যেন) তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌছে দেয়। বর্ণনাকারী মুহাম্মদ (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন, তা-ই (তাবলীগ) হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বার করে বললেন, হে লোক সকল ! 'আমি কি পৌছে দিয়েছি ?'

১০. بَابُ أَئِمَّةِ مِنْ كَبَابِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৮০. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ - এর উপর মিথ্যারোপ করার গুনাহ

١٠٧

حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبِيعَ بْنَ حِرَاشَ يَقُولُ
سَمِعْتُ عَلَيْا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَكْذِبُوا عَلَىٰ فَانِهِ مِنْ كَبَابِ عَلَىٰ فَلِيَلْعِنَ النَّارَ .

১০৭ আলী ইব্নুল জাদ (র).....'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করো না। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

١٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِزَبِيرٍ أَنِّي لَا أَسْمِعُكَ ثُحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَتَبَ عَلَى فَلَيَتَبُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ .

١٠٨ آবুল ওয়ালীদ (র).....আবদুল্লাহ ইবনু'য়-যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার পিতা যুবায়রকে বললাম : আমি তো আপনাকে অমুক অমুকের ন্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না । তিনি বললেন : 'জেনে রাখ, আমি তাঁর থেকে দূরে থাকিনি, কিন্তু (হাদীস বর্ণনা করি না এজন্য যে,) আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে আমার উপর মিথ্যারূপ করবে সে যেন জাহানামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয় ।'

١٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنْسٌ أَنَّهُ لَيْمَعْنَى أَنْ أَحَدِنُكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ تَعَالَى قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِبٍ فَلَيَتَبُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ .

١٠٩ آবু মামার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এ কথাটি তোমাদেরকে বহু হাদীস বর্ণনা করতে আমাকে বাধা দেয় যে, নবী ﷺ-কে বলেছেন : যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারূপ করে সে যেন জাহানামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয় ।

١١٠ حَدَّثَنَا الْمُكَيْبِيُّ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ قَالَ هُوَ أَبْنُ الْأَكْوَعِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ يَقُلُ عَلَى مَالِمْ أَقْلُ فَلَيَتَبُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ .

١١٠ মাক্কী ইবন ইবরাহীম (র).....সালমা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহানামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয় ।'

١١١ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ تَعَالَى قَالَ تَسْمَؤُوا بِإِسْمِيْ وَلَا تَكْتُنُوا بِكُنْتِيْ ، وَمَنْ رَأَيَ فِي الْمُنَامِ فَقَدْ رَأَيَ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِيْ وَمَنْ كَتَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلَيَتَبُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ .

١١١ মুসা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-কে বলেছেন : 'আমার নামে তোমরা নাম রেখ; কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) তোমরা উপনাম রেখ না । আর যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে । কারণ শয়তান আমার আকৃতির ন্যায় রূপ ধারণ করতে পারে না । যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারূপ করে সে যেন জাহানামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয় ।'

- ৮১. بَابُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ -

৮১. পরিষেদ : ইলম লিপিবদ্ধ করা

١١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكَيْفَ عَنْ سُفَيَّانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلَيْهِ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهُمْ أَعْطَيْهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعُقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسْيَرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

١١٣ مুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি 'আলী (রা)-কে জিজাসা করলাম, আপনাদের কাছে কি লিখিত কিছু আছে ? তিনি বললেন : 'না, কেবলমাত্র আল্লাহ'র কিতাব রয়েছে, আর সেই বুদ্ধি ও বিবেক, যা একজন মুসলিমকে দান করা হয়। এ ছাড়া যা কিছু এ পত্রিটিতে লেখা আছে ?' আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, আমি বললাম, এ পত্রিটিতে কী আছে ? তিনি বললেন, 'দিয়াতের (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) ও বন্দী মুক্তির বিধান, আর এ বিধানটিও যে, মুসলিমকে কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না !'

١١٣ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ خَرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتَحَّمَ مَكَّةَ بِقَتْلِهِ مِنْهُمْ قَاتِلُوهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوِ الْفِيلَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاجْعَلُوهُ عَلَى الشُّكُوكِ كَذَا قَالَ أَبُو نُعَيْمَ الْفَقْتَلَ أَوِ الْفِيلَ وَغَيْرَهُ يَقُولُ الْفِيلَ وَسَلْطَةً عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنُونَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحْلُ لِأَحَدٍ قَبْلِيَ وَلَمْ تَحْلُ لِأَحَدٍ بَعْدِيَ أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَنِي شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْقَطُ سَاقِطَتْهَا إِلَّا مُنْشِدٍ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقادَ أَهْلُ الْقَتْلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ أَكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَكْتُبْ لِي لَيْسَ فَلَانِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا أَلَّا نَخْرِ .

١١٤ آবু نু'আয়ম ফাযল ইবন দুকায়ন (র)...আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের কালে খুয়া'আ গোত্র লায়স গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। এ হত্যা ছিল তাদের এক নিঃহত ব্যক্তির প্রতিশোধ স্বরূপ, যাকে ইতিপূর্বে লায়স গোত্রের লোক হত্যা করেছিল। তারপর এ খবর নবী ﷺ-এর কাছে পৌছল। তিনি তাঁর উটের উপর আরোহণ করে খুতবা দিলেন, তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা মক্কা থেকে 'হত্যা'-কে (অথবা বর্ণনাকারী বললেন) 'হাতী'-কে রোধ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হত্যা' বলেছেন না 'হাতী' বলেছেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী আবু নু'আয়ম সন্দেহ পোষণ করেন। অন্যেরা শুধু 'হাতী' শব্দ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য মক্কাবাসীদের উপর

রাসূলগ্লাহ ﷺ এবং মুমিনগণকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) বিজয়ী করা হয়েছে। জেনে রাখ, আমার পূর্বে কারো জন্য মক্কা (নগরীতে লড়াই করা) হালাল করা হয়নি এবং আমার পরও কারো জন্য হালাল হবে না। জেনে রাখ, তাও আমার জন্য দিনের কিছু সময় মাত্র হালাল করা হয়েছিল। আরো জেনে রাখ যে, আমার এই কথা বলার মুহূর্তে আবার তা হারাম হয়ে গেছে। সেখানকার কোন কাটা ও কোন গাছপালা কাটা যাবে না এবং সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু কুড়িয়ে নেওয়া যাবে না। তবে ঘোষণা করার জন্য নিতে পারবে। আর যদি কেউ নিহত হয়, তবে তার আপনজনের জন্য দুটি ব্যবস্থার যে কোন একটির অধিকার রয়েছে। হয় তার 'দিয়াত' নিবে নয় 'কিসাস' গ্রহণ করবে। এরপর ইয়ামানবাসী এক ব্যক্তি এসে বলল, 'ইয়া রাসূলগ্লাহ ﷺ ! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (সাহাবীদের) বললেন : তোমরা তাকে (আবু শাহকে) লিখে দাও। তারপর একজন কুরায়শী [আব্বাস (রা)] বললেন, 'ইয়া রাসূলগ্লাহ ﷺ ! গাছপালা কাটার নিষেধাজ্ঞা হতে ইয়খির বাদ রাখুন। কারণ তা আমরা আমাদের ঘরে ও কবরে ব্যবহার করি।' নবী ﷺ বললেন, 'ইয়খির ছাড়া, ইয়খির ছাড়া।'

١١٤ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي وَهُبْ بْنُ مُنْبِهِ عَنْ أَخْبِرِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ تَعَالَى أَكْثَرُ حَدِيثَهُ عَنْهُ مِنْ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا يَكْتُبُ تَابِعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ .

১১৪ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্য 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) ব্যক্তিত আর কারো কাছে আমার চাইতে বেশী হাদীস নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না। মা'মার (র) হারাম (র) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١١٥ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَشْتَدَ بِالنَّبِيِّ تَعَالَى وَجْهُهُ قَالَ أَنْتُونِيٌّ بِكَاتِبٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضْلِلُوا بَعْدَهُ قَالَ عَمْرُ أَنَّ النَّبِيِّ تَعَالَى غَلَبَ الْوَجْعَ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ اللَّهِ حَسَبْنَا فَأَخْتَفَفُوا وَكَثُرَ الْفَطْرُ قَالَ قُومُوا عَنِي وَلَا يَنْبَغِي عِنِّي التَّنَازُعُ فَخَرَجَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرِّزْيَةَ كُلُّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ كِتَابِهِ .

১১৫ ইয়াহহাইয়া ইবন সুলায়মান (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন : 'আমার কাছে কাগজ কলম নিয়ে এস, আমি তোমাদের এমন কিছু লিখে দিব যাতে পরবর্তীতে তোমরা আর ভাস্ত না হও।' উমর (রা) বললেন, 'নবী ﷺ-এর রোগ-যন্ত্রণা প্রবল হয়ে গেছে (এমতাবস্থায় কিছু বলতে বা লিখতে তাঁর কষ্ট হবে)। আর আমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাব রয়েছে, যা আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এতে সাহাবীগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং শোরগোল বেড়ে গেল। তখন রাসূলগ্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার কাছে ঝগড়া-বিবাদ

করা উচিত নয়।' এ পর্যন্ত বর্ণনা করে ইব্ন আকাস (রা) (যেখানে বলে হাদীস বর্ণনা করছিলেন সেখান থেকে) এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গলেন যে, 'হায় বিপদ, সাংঘাতিক বিপদ ! রাসুলুল্লাহ শাৰীর এবং তাঁর লেখনীর মধ্যে যা বাধ সেধেছে।'

৮২. بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ -

৮২. পরিচ্ছেদ : রাতে ইল্ম শিক্ষাদান এবং ওয়াব—নসীহত করা

১১৬ حَدَّثَنَا مَدْقَدٌ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ حَمَّارِدَ وَهَجَّيَ
بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيْقَطَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا
أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ وَمَاذَا ثَفَّحَ مِنَ الْخَرَافِنِ أَيْقَطُوا صَوَاحِبَ الْحُجَّرِ فَوْبُ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةً
فِي الْآخِرَةِ .

১১৬ সাদাকা, 'আমর ও ইয়াহইয়া ইব্ন সাইদ (র).....উষ্ণ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
এক রাতে নবী করীম শাৰীর ঘুম থেকে জেগে বলেন : সুবহানআল্লাহ ! এ রাতে কতই না বিপদাপদ নেমে
আসছে এবং কতই না জাগার খুলে দেওয়া হচ্ছে। অন্য সব ঘরের মহিলাগণকেও জানিয়ে দাও, 'বহ মহিলা
যারা দুনিয়ায় বন্ধ পরিহিতা, তারা আবিরাতে হবে বন্ধহীনা।'

৮৩. بَابُ السُّمْرِ فِي الْعِلْمِ -

৮৩. পরিচ্ছেদ : রাতে ইলমের আলোচনা করা

১১৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ بْنُ مُسَافِرٍ عَنْ أَبْنِ
شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ سَلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَمْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ
فِي أُخْرِ حَيَّاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ أَرَايْتُكُمْ هَذِهِ قَائِمًا رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِنْهُ
هُوَ عَلَى ظَهْرِ
الْأَرْضِ أَحَدٌ .

১১৭ সাইদ ইব্ন 'উফায়র (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী শাৰীর তাঁর
জীবনের শেষের দিকে আমাদের নিয়ে 'ইশার সালাত আদায় করলেন। সালাম ফিরাবার পর তিনি দাঁড়িয়ে
বললেন : তোমরা কি এ রাতের সম্পর্কে জান ? বর্তমানে যারা পৃথিবীতে রয়েছে, একশ বছরের মাথায় তাদের
কেউ আর বাকী থাকবে না।

১১৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبَّيرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتٍ
فِي بَيْتِ خَالِتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ نَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ
বুখারী শরীফ

الْعِشَاءُ ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْفَلَيْمُ أَوْ كَلِمَةً تُشَبِّهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقَعَتْ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ رَكَعَتِينِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعَتُ غَطِيطَةً أَوْ خَطِيطَةً ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

১১৮ আদম (র).....ইবন 'আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা নবী ﷺ-এর সহধর্মী মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা)-এর ঘরে এক রাত্রি যাপন করছিলাম। নবী ﷺ তাঁর পালার রাতে সেখানে ছিলেন। নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করে তাঁর ঘরে চলে আসলেন এবং চার রাক'আত সালাত আদায় করে শয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে বললেন : বালকটি কি ঘুমিয়ে গেছে ? বা এ ধরনের কোন কথা বললেন। তারপর (সালাতে) দাঁড়িয়ে গেলেন, আমিও তাঁর বাঁ দিকে শিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করলেন। পরে আরো দু' রাক'আত আদায় করলেন। এরপর শয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর উঠে তিনি (ফজরের) সালাতের জন্য বের হলেন।

- ৪৪. بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ -

৪৪. পরিচ্ছেদ : ইলম মুখ্য করা

১১৯ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرُ أَبْنَاءِ هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا أَيْتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَثَنَا حَدَثَنَا ثُمَّ يَقُولُوا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ إِلَى قَوْلِهِ الرَّحْمَنُ إِنَّ أَخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالأشْوَاقِ وَإِنَّ أَخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبْنَاءَ هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ مُصَاحِّهَ بِشَيْءٍ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ .

১২০ 'আবদুল 'আয়ীয় ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : শোকে বলে, আবু হুরায়রা (রা) বড় বেশী হাদীস বর্ণনা করে। (জেনে রাখ,) কিভাবে দু'টি আয়াত যদি না থাকত, তবে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَلَعْنُهُمُ الْعِنْوَنُ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ .

"আমি সেসব স্পষ্ট নির্দেশন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিভাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লান্ত দেন এবং অভিশাপকারিগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয় কিন্তু যারা তওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, ওরাই

ইল্ম অধ্যায়

তারা, যাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।” (২ : ১৫৯-১৬০) (প্রকৃত ঘটনা এই যে,) আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে কেনাবেচায় এবং আমার আনসার ভাইয়েরা জমা-জমির কাজে মশগুল থাকত। আর আবু হুরায়রা (রা) (খেয়ে না খেয়ে) তুষ্ট থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে লেগে থাকত। তাই তারা যখন উপস্থিত থাকত না, তখন সে উপস্থিত থাকত এবং তারা যা মুখস্থ করত না সে তা মুখস্থ রাখত।

١٢. حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعِبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْمَعُ مِثْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاءً قَالَ أَبْسِطْ رِدَائِكَ فَبَسَطَتْهُ قَالَ فَغَرَفَتْ بِيَدِيهِ ثُمَّ قَالَ ضَمِّنْهُ فَضَمَّمَتْهُ فَمَا نَسِيَتْ شَيْئًا بَعْدَهُ ।

১২০ [আবু মুস'আব আহমদ ইবন আবু বাকর (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম ৪ ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস ওনি কিন্তু ভুলে যাই।’ তিনি বললেন : তোমার চাদর খুলে ধর। আমি তা খুলে ধরলাম। তিনি দুঃহাত অঙ্গলী করে তাতে কিছু ঢেলে দেওয়ার মত করে বললেন : এটা তোমার বুকের সাথে লাগিয়ে ধর। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। এরপর আমি আর কিছুই ভুলিনি।

١٢١. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فُدَيْكٍ بِهِذَا وَقَالَ غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ ।

১২১ [ইবরাহীম ইবনুল মুনয়ির (র).....ইবন আবু ফুদায়ক (র) (সূত্রে অনুৱৰ্ণ হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত দিয়ে সে চাদরের মধ্যে (কিছু) দিলেন।

١২২. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ أَبِي أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وِعَاءً يُؤْتَى وَعَاءً يُؤْتَى فَإِنَّمَا أَحَدُهُمَا فَبَتَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَتَّهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ । قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْعُومُ مَجْرَى الطَّعَامِ ।

১২২ [ইসমাইল (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ইলমের দুটি পাত্র মুখস্থ করে রেখেছিলাম। তার একটি পাত্র আমি বিতরণ করে দিয়েছি। আর অপরটি প্রকাশ করলে আমার কষ্টনালী কেটে দেওয়া হবে। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত শব্দের অর্থ খাদ্যনালী।

٨٥. بَابُ الْإِنْسَاتِ لِلْعُلَمَاءِ -

৮৫. পরিচ্ছেদ : আলিমদের কথা শোনার জন্য লোকদের চুপ করানো

১২৩. حَدَّثَنَا حَاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلَىٰ بْنُ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِشْتَهِسَ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ।

১২৩ হাজাজ (র).....জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের সময় নবী ﷺ তাকে বললেন : তুমি শোকদেরকে চূপ করিয়ে দাও, তারপর তিনি বললেন : ‘আমার পরে তোমরা কাফির (এর মত) হয়ে যেও না যে, একে অপরের গর্দান কাটবে।’

٨٦. بَابُ مَا يُسْتَحِبُ لِلْعَالَمِ إِذَا سُتِّلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فِي كِلِّ الْعِلْمِ إِلَى اللَّهِ -

৮৬. পরিচ্ছেদ : আলিমের জন্য মৃত্যুহাব এই যে, তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় : সবচাইতে জ্ঞানী কে? তখন তিনি ইহা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করবেন।

١٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ جَبَّابٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بْنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى أَخْرُ فَقَالَ كَذَبَ عَنِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبْنُ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُتِّلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ إِذْلِمَ يَرِدُ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي قَالَ يَارَبِّ وَكَيْفَ يَهِ فَقِيلَ لَهُ إِحْمَلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدَتْ فَهُوَ هُمْ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنَ نُونَ وَحَمَلَ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَ عِنْدَ الصُّخْرَةِ وَضَعَاهُ رُؤُسُهُمَا وَنَامَا فَانْشَلَ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَيِّلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَّيَا ، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقا بَقِيَّةً لِتَبَيَّهُمَا وَيَوْمِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيتَنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا ، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسَا مِنَ النَّصْبِ حَتَّى جَاءَ زَمَانَ الدِّيْرِيَّهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوْيَنَا إِلَى الصُّنْخَرَةِ فَإِنَّمَا نَسِيَتُ الْحُوتَ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارَتَدَ عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا ، فَلَمَّا انتَهَيَا إِلَى الصُّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسْجَنُ بِئْوَبٍ أَوْ قَالَ تَسْجَنُ بِئْوَبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِيرُ وَأَنَّهُ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسَى بْنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ هَلْ أَتَبْيَعُكَ عَلَى أَنْ تُعْلَمَنِ مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا ، قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا ، يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَمْنِي لَا تَعْلَمْهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ عَلْمَكَ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ، فَانْطَلَقا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةً فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةً فَكَلَمُوهُمْ أَنْ يُعْلِمُوْهُمَا فَعَرِفَ الْخَضِيرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عَصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقَرَةً أَنْ تَقْرَئَ

فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِيرُ يَا مُوسَى مَا نَقْصَنَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنْتَ رَهْبَةً هَذَا الْعَصْفُورُ فِي الْبَحْرِ
فَعَمِدَ الْخَضِيرُ إِلَى لَوْحِ مِنَ الْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نُوْلٍ عَمِدَتِ الْأَسْفَافُ
فَخَرَقَتِهَا لِتُقْرِبَ أَهْلَهَا قَالَ اللَّمَّا أَقْلَى إِنَّكَ لَئِنْ تَسْتَطِعَ مَعِيْ صَبَرْأَا قَالَ لَا تَؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ
أَمْرِيْ عَشْرًا قَالَ فَكَانَتِ الْأَوْلَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا ، فَأَنْطَلَقَ فَإِذَا غَلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِيرُ
بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ - قَالَ اللَّمَّا أَقْلَى إِنَّكَ
إِنَّكَ لَئِنْ تَسْتَطِعَ مَعِيْ صَبَرْأَا ، قَالَ ابْنُ عَيْنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ ، فَأَنْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَ أَهْلَ قَرْيَةٍ
إِشْتَطَعُمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَنْ يُخْسِفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يُنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ
الْخَضِيرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى لَوْشِيتَ لَا تَخْذُنَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوْدِنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقْصَنَ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفُ
ثَابِيَّ عَلَىْ بْنِ خَشْرَمَ قَالَ ثَمَّا سَفِيَانُ بْنُ عَيْنَةَ بِطُولِهِ .

১২৪ ‘আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-মুসনাদী (র).....সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন : আমি ইবন ‘আবাস (রা)-কে বললাম, নাওফ আল-বাকালী দাবী করে যে, মুসা (আ) [যিনি খাযির
(আ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন তিনি] বনী ইসরাইলের মুসা নন বরং তিনি অন্য এক মুসা। (একথা শুনে)
তিনি বললেন : আল্লাহর দুশ্মন মিথ্যা বলেছে। উবাই ইবন কা’ব (রা) নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা
করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেন : মুসা (আ) একবার বনী ইসরাইলদের মধ্যে বক্তা দিতে দাঁড়ালেন।
তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সবচাইতে জ্ঞানী কে ? তিনি বললেন, ‘আমি সবচাইতে জ্ঞানী !’ মহান আল্লাহ
তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। কেননা তিনি ইলমকে আল্লাহর প্রতি ন্যস্ত করেন নি। তারপর আল্লাহ তাঁর নিকট
এ শুরী পাঠালেন : দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চাইতে
বেশী জ্ঞানী। তিনি বলেন, ‘ইয়া রব ! কিভাবে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে ?’ তখন তাঁকে বলা হল, থলের মধ্যে
একটি মাছ নিয়ে নাও। এরপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। তারপর তিনি রওয়ানা
হলেন এবং ইউশা’ ইবন নূন নামক তাঁর একজন খাদিমও তাঁর সাথে চলল। তাঁরা থলের মধ্যে একটি মাছ
নিলেন। চলার পথে তাঁরা একটি বৃক্ষ পাথরের কাছে এসে, সেখানে মাথা রেখে শয়ে পড়লেন। তারপর
মাছটি (জীবিত হয়ে) থলে থেকে বেরিয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে চলে গেল। এ ব্যাপারটি
মুসা (আ) ও তাঁর খাদিম-এর জন্য ছিল আশ্চর্যের বিষয়। এরপর তাঁরা তাঁদের বাকী রাতটুকু এবং পরের
দিনভর চলতে থাকলেন। পরে ভোরবেলা মুসা (আ) তাঁর খাদিমকে বললেন, ‘আমাদের নাশতা নিয়ে এস,
আমরা আমাদের এ সফরে ঝাস্ত হয়ে পড়েছি, আর মুসা (আ)-কে যে স্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে
স্থান অতিক্রম করার পূর্বে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন নি। তারপর তাঁর খাদিম তাঁকে বলল, ‘আপনি কি লক্ষ্য

করছেন, আমরা যখন পাথরের পাশে বিশ্রাম করছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছি’ মূসা (আ) বললেন, ‘আমরা তো সেই স্থানটিই খুঁজছিলাম।’ তারপর তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরের কাছে পৌছে, কাপড়ে আবৃত (বর্ণনাকারী বলেন,) কাপড় মুড়ি দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তখন খায়ির বললেন, ‘বনী ইসরাইলের মূসা (আ)?’ তিনি বললেন, ‘আমি মূসা।’ খায়ির জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বনী ইসরাইলের মূসা (আ)?’ তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, “আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি এ শর্তে যে, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে শিক্ষা দিবেন?” খায়ির বললেন, “তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। হে মূসা (আ)! আল্লাহর ইল্মের মধ্যে আমি এমন এক ইল্ম নিয়ে আছি যা তিনি আমাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, যা তুমি জান না। আর তুমি এমন ইল্মের অধিকারী, যা আল্লাহ তোমাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, তা আমি জানি না।” মূসা (আ) বললেন, “আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না। তারপর তাঁরা দুজন সম্মুদ্র তীর দিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের কোন নৌকা ছিল না। ইতিমধ্যে তাঁদের কাছ দিয়ে একটি নৌকা যাইছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সঙ্গে তাঁদের আরোহণ করিয়ে নেওয়ার কথা বললেন। তাঁরা খায়িরকে চিনতে পারল এবং ভাড়া ব্যতিরেকে তাঁদের নৌকায় ভুলে নিল। তখন একটি চড়ুই পাথি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে দুই-একবার সমুদ্রে তার ঠোঁট মারল। খায়ির বললেন, ‘হে মূসা (আ)! আমার ইল্ম এবং তোমার ইল্ম (সব মিলেও) আল্লাহর ইল্ম থেকে সমুদ্র থেকে চড়ুই পাথির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে ততটুকু পরিমাণও কমাতে পারবে না।’ এরপর খায়ির নৌকার তঙ্গাশুলির মধ্য থেকে একটি খুলে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, এরা আমাদের ভাড়া ছাড়া আরোহণ করিয়েছে, আর আপনি আরোহাদের ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য নৌকায় ফাটল সৃষ্টি করলেন?’ খায়ির বললেন, “আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবে না!” মূসা (আ) বললেন, ‘আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন কোন হত্যার অপরাধ ছাড়াই?’ খায়ির বললেন “আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না?” ইব্ন ‘উয়ায়না (র) বলেন, এটা ছিল পূর্বের চেয়ে বেশী জোরালো। তারপর আবারো চলতে লাগলেন; চলতে চলতে তাঁরা এক গ্রামের অধিবাসীদের কাছে পৌছে তাঁদের কাছে খাবার চাইলেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের মেহমানদারী করতে অঙ্গীকার করল। তাঁরপর সেখানে তাঁরা এক পতনোনুর প্রাচীর দেখতে পেলেন। খায়ির তাঁর হাত দিয়ে সেটি খাড়া করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, ‘আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য পারিশ্রমিক ধ্রুণ করতে পারতেন।’ তিনি বললেন, ‘এখানেই তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের অবসান।’ নবী ﷺ বলেন : আল্লাহ তা‘আলা মূসার ওপর রহম করুন। আমাদের কতই না মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতো যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হতো।

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আলী ইব্ন খাশরাম সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) এ হাদীসটি বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

৮৭. بَابُ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَاءَ إِلَيْهِ -

৮৭. পরিচ্ছেদ : আলিমের বসা থাকা অবস্থায় দাঢ়িয়ে প্রশ্ন করা

১২৫ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ النَّبِيِّ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ أَحَدُنَا يُقَاتِلُ غَصِبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيمًا فَرَفَعَ إِلَيْهِ
رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنْهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১২৫ উসমান (র).....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর কাছে
এসে বলল, ‘ইয়া রাসূলল্লাহ ! আল্লাহর রাজ্যে যুদ্ধ কোনটি, কেননা আমাদের কেউ লড়াই করে রাগের
বশীভূত হয়ে, আবার কেউ লড়াই করে প্রতিশোধ ঘৃণের জন্য । তিনি তার দিকে মাথা তুলে তাকালেন ।
বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মাথা তোলার কারণ ছিল যে, সে ছিল দাঁড়ানো । এরপর তিনি বললেন : ‘আল্লাহর
দীনকে বুলন্দ করার জন্য যে যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর রাজ্যে যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর রাজ্যে ।’

৮৮. بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمَّوْ الْجِمَارِ -

৮৮. পরিচ্ছেদ : কংক্র মারার সময় কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা

১২৬ حَدَّثَنَا أَبُو ثَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزِيزِ بْنُ أَبِي سَلْمَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرِي قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ
عِنْدَ الْجَمَرَةِ وَهُوَ يُسْتَئِلُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْرَتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَى قَالَ
إِذْمَ وَلَا حَرَجَ قَالَ أَخْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَثْحَرَ وَلَا حَرَجَ فَمَا سِنْلَ عَنْ شَمْرَ قَدْمَ وَلَا
أَخْرِ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

১২৬ আবু নু'আয়ম (র).....‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম
-কে দেখলাম, জামরার নিকট তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে । এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : ‘ইয়া
রাসূলল্লাহ ! আমি কংক্র মারার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি ।’ তিনি বললেন : ‘কংক্র মার, তাতে কোন
স্ফতি নেই ।’ অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল : ‘ইয়া রাসূলল্লাহ ! আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা ঝুঁড়ে
ফেলেছি ।’ তিনি বললেন : ‘কুরবানী করে নাও, কোন স্ফতি নেই ।’ বন্ধুত আগে পিছু করার যে কোন প্রশ্নই
তাঁকে করা হচ্ছিল, তিনি বলছিলেন : ‘কর, কোন স্ফতি নেই ।’

۸۹. بَابُ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا -

৮৯. পরিষেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী, তোমাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে অতি অল্পই

۱۲۷ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَمْشَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَى عَسْبِبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَقْرَةٍ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلَّوْهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا شَأْلَوْهُ لَا يَجِدُهُ فِيهِ بِشَرٍّ تَكْرُهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنْ شَأْلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقَلَّتْ إِلَهَ يَوْمَئِيْهِ فَقَعَتْ فَلَمَّا أَنْجَلَى عَنْهُ فَقَالَ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَمَا أُتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ مَكَّنَا فِي قِرْبَتِنَا .

۱۲۷ কায়স ইবন হাফস (র).....'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আমি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে মদিনার বসতিহীন এলাকা দিয়ে চলছিলাম। তিনি একখনি খেজুরের ডালে ভর দিয়ে একদল ইয়াহুদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা একজন অন্যজনকে বলতে লাগল, 'তাঁকে ঝর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর !' আর একজন বলল, 'তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না, হয়ত এমন কোন জওয়াব দিবেন যা তোমরা পসন্দ করো না।' আবার তাদের কেউ কেউ বলল, 'তাঁকে আমরা প্রশ্ন করবই !' তারপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আবুল কাসিম ! ঝর কী ?' রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ করে রইলেন, আমি মনে মনে বললাম, তাঁর প্রতি ওহী মাযিল হচ্ছে। তাই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন সে অবস্থা কেটে গেল তখন তিনি বললেন :

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيِّ وَمَا أُتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"তারা তোমাকে ঝর সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, ঝর আমার প্রতি পালকের আদেশঘটিত। এবং তাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।" (১৭ : ৮৫)

আমাশ (র) বলেন, এভাবেই আয়াতটিকে আমাদের কিরাওআতে পড়া হয়েছে।

۹۰. بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْأَخْتِيَارِ مَخَافَةً أَنْ يُتَصْرَفُ فَهُمْ بَعْضُ النَّاسِ فَيَقَعُوا فِي أَشَدِّ مِنْهُ -

৯০. পরিষেদ : কোন কোন মৃত্যুবাব কাজ এই আশক্ষায় ছেড়ে দেওয়া যে, কিছু লোকে ঝুল বুঝতে পারে এবং তারা এর চাইতে অধিকতর বিশ্বাসিতে পড়তে পারে

۱۲۸ حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِشْحَاقِ عَنِ الْأَشْوَدِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الْزُّبَيرِ كَانَتْ عَائِشَةُ شُرِّ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثْتُكَ فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتْ لِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْلَمُ يَا عَائِشَةَ لَوْلَا أَنْ

قَوْمٌ كِّبِيرٌ حَدَّثَنَا عَمَّادٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ أَبْنُ الزَّيْبِيرِ بِكُفَّرِ الْكَعْبَةِ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ وَيَابًا يَخْرُجُونَ فَفَعَلَهُ أَبْنُ الزَّيْبِيرِ .

১২৮ উবায়দুল্লাহ্ ইবন মূসা (র).....আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইবনু যুবায়র (রা) আমাকে বললেন, 'আয়শা (রা) তোমাকে অনেক গোপন কথা বলতেন। বল তো কা'বা সম্পর্কে তোমাকে কী বলেছেন ? আমি বললাম, তিনি আমাকে বলেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : 'আয়শা ! তোমাদের কওম যদি (ইসলাম গ্রহণে) নতুন না হত, ইবন যুবায়র বলেন : কুফর থেকে; তবে আমি কা'বা ভেঙ্গে ফেলে তার দুঁটি দরজা বানাতাম। এক দরজা দিয়ে লোক প্রবেশ করত আর এক দরজা দিয়ে বের হত। (পরবর্তীকালে মৃত্যুর আধিপত্য পেলে) তিনি এরূপ করেছিলেন।

— ১১. بَابُ مِنْ خَصٍّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا نُونَ قُفْرَ كَرَاهِيَّةٌ أَنْ لَا يَتَهْمُوا —
— قَالَ عَلَىٰ حَدِيثِ النَّاسِ بِمَا يَعْرِفُونَ أَشْبِعُونَ أَنْ يُكَذِّبَ اللَّهُ رَسُولُهُ —

১১. পরিচ্ছেদ : বুঝতে না পারার আশংকায় ইল্ম শিক্ষায় কোন এক কওম বাদ দিয়ে আর এক কওম বেছে নেওয়া।

আলী (রা) বলেন, 'মানুষের কাছে সেই ধরনের কথা বল, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি পসন্দ কর যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হোক ?

১২৯ حَدَّثَنَا يَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُؤْسَىٰ عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ حَرْبِيُّوْنَ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَعْلَمُ .

১২৯ এ হাদিস উবায়দুল্লাহ্ ইবন মূসা (র).....'আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন।

১৩০ حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ مِشَامَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَّسُ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَاذَ رَدِيفَةَ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مَعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيَكَ قَالَ يَا مَعَاذَ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيَكَ قَالَ يَا مَعَاذَ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيَكَ ثَلَاثَةً قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشَهِّدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ صَدِيقًا مِّنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَشِرُونَ قَالَ إِذَا يَتَكَبُّرُ وَأَخْبِرَ بِهَا مَعَاذَ عِنْدَ مَوْتِهِ تَائِمًا .

১৩০ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার মু'আয় (রা) নবী ﷺ-এর পিছনে সাওয়ারীতে উপরিটি ছিলেন, তখন তিনি তাকে ডাকলেন, হে মু'আয় ইবন জাবাল ! মু'আয় (রা) উত্তর দিলেন, 'আমি হায়ির ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং (আপনার আদেশ পালনের জন্য) প্রস্তুত। তিনি ডাকলেন, মু'আয় ! মু'আয় (রা) উত্তর দিলেন, আমি হায়ির, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং প্রস্তুত। 'তিনি আবার ডাকলেন, মু'আয় ! তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি হায়ির ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং প্রস্তুত'। এরূপ তিনবার করলেন।

এরপর বললেন : যে কোন বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'-তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। মু'আয (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কি মানুষকে এ খবর দেব না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে?' তিনি বললেন, 'তাহলে তারা এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে।' মু'আয (রা) (জীবনভর এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি) মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন যাতে (ইলম গোপন রাখার) শুনান্ত না হয়।

১৩১ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ نَكَرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَعَاذِ مِنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ أَلَا أَبْشِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُتَكَلَّمُ .

১৩১ মুসান্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী কর্ম মু'আয (রা)-কে বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ শিরীক না করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে দাখিল হবে। (এ কথা শুনে) মু'আয (রা) বললেন, 'আমি কি লোকদের সুসংবাদ দেব না?' তিনি বললেন, 'না, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা এর উপরই ভরসা করে বসে থাকবে।'

১৩২ بَابُ الْحَيَاةِ فِي الْعِلْمِ قَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْشِرٌ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ قَاتَلَ عَائِشَةَ نِعْمَ الْبِسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْتَعِنْ الْحَيَاةُ أَنْ يَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ -

১৩২. পরিচ্ছেদ : ইলম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা মুজাহিদ (র) বলেন, 'লাজুক এবং অহঙ্কারী ব্যক্তি ইলম হাসিল করতে পারে না।' আয়িশা (রা) বলেন, 'আনসারদের মহিলারাই উত্তম। লজ্জা তাদের দীনের জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে নি।'

১৩২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بْنَتِ سَلَمَةِ عَنْ أَمِ سَلَمَةَ قَاتَلَ جَاءَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتَلَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْشِرُ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَاتَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَّتْ يَمِينُكِ فِيمْ يُشَبِّهُهَا وَلَدُهَا .

১৩২ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....উষ্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসূলাল্লাহ এর খিদমতে উষ্মে সুলায়ম (রা) এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ হক কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। স্ত্রীলোকের ব্যাপারে হলে কি গোসল করতে হবে? নবী বললেন : 'হ্যা, যখন সে বীর্য দেখতে পাবে।' তখন উষ্মে সালমা (লজ্জায়) তার মুখ ঢেকে নিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! স্ত্রীলোকের ব্যাপারে হয় কি?' তিনি বললেন, 'হ্যা, তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক!' (তা না হলে) তার সন্তান তার আকৃতি পায় কিরণে!

১. এটি কোন বদ দুঃখ নয়, বরং বিশ্ব প্রকাশের জন্য আবশ্যিক ব্যবহৃত হয়।

١٣٣ حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَدَقْهَا وَهِيَ مَثْلُ الْمُسْلِمِ حَدَّثَنِي مَاهِيَّ فَوْقَ النَّاسِ فِي شَجَرِ التَّابِيَةِ وَفَوْقَهُ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النُّخْلَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاسْتَحْيِيهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هِيَ النُّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثَ أَبِيهِ بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيْيَّ مِنْ أَنْ يُكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا .

১৩৩ ইসমা'ঈল (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : গাছের মধ্যে এমন এক গাছ আছে যার পাতা ঘরে পড়ে না এবং তা হল মুসলিমের দৃষ্টিক্ষেত্র। তোমরা আমাকে বল তো সেটা কোন গাছ? তখন লোকজনের খেয়াল জঙ্গলের গাছপালার প্রতি গেল। আর আমার মনে হতে লাগল যে, তা হল খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম।' সাহাবায়ে কিরাম (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিই আমাদের তা বলে দিন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'তা হল খেজুর গাছ।' আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'তারপর আমি আমার পিতাকে আমার মনে যা এসেছিল তা বললাম।' তিনি বললেন, 'তুমি তখন তা বলে দিলে অযুক্ত অযুক্ত জিনিস লাভ করার চাইতে আমি বেশী খুশী হতাম।'

٩٣. بَابُ مِنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

৯৩. পরিচ্ছেদ : নিজে লজ্জাবোধ করলে অন্যকে প্রশ্ন করতে বলা

١٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاؤَدَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُتَنَبِّرِ التَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيهِ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يُسْأَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ فِيهِ الْوَصُوءُ .

১৩৪ মুসান্দাদ (র).....'আলী ইবন আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অধিক পরিমাণে 'মর্যাদা' বের হত। তাই এ ব্যাপারে নবী ﷺ-কে জিজাসা করার জন্য মিকদাদকে বললাম। তিনি তাঁকে জিজাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : 'এতে কেবল ওয়ু করতে হয়।'

٩٤. بَابُ ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفَتْيَا فِي الْمَسْجِدِ -

৯৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদে ইল্ম ও মাসআলা-মাসাইলের আলোচনা করা

١٣৫ حَدَّثَنِي قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْثَنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَهْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحِلْقَةِ، وَيَهْلُ أَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيَهْلُ أَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَبْرِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ، وَيَهُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْتَهُ
هُذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ .

১৩৫ কুতায়া ইবন সাইদ (র).....‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদের কোথা থেকে ইহুরাম বাঁধার নির্দেশ দেন?’ রাসূলুল্লাহ বললেন : মদীনাবাসী ইহুরাম বাঁধবে ‘যুল-হলায়ফা’ থেকে, সিরিয়াবাসী, ইহুরাম বাঁধবে ‘জুহফা’ থেকে এবং নাজদবাসী ইহুরাম বাঁধবে ‘করুন’ থেকে। ইবন ‘উমর (রা) বলেন, অন্যেরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ এও বলেছেন : ‘এবং ইয়ামানবাসী ইহুরাম বাঁধবে ‘ইয়ালামলাম’ থেকে।’ ইবন ‘উমর (রা) বলেছেন, ‘এ কথাটি আমি রাসূলুল্লাহ থেকে শুনে নিতে পারিনি।’

– ১০. بَابُ مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ مِمَّا سَأَلَهُ –

১৩৫. পরিচ্ছেদ : প্রশ্নকারীর প্রশ্নের চাহিতে বেশী উত্তর দেওয়া

১৩৬ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ الشَّبِيْرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ الشَّبِيْرِ عَنْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبِسُ الْقِيَصَرَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السِّرَّاويلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثُوبًا مَسْأَلَهُ الرَّوْسُ أَوِ الزُّغْرَافَانُ فَإِنَّ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلِلَّبِسِ الْحَفْفَنِ وَلِيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ .

১৩৬ আদম (র).....ইবন ‘উমর (রা) নবী থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, ‘মুহরিম কী কাপড় পরবে?’ তিনি বললেন : ‘জামা পরবে না, পাগড়ি পরবে না, পাজামা পরবে না, টুপি পরবে না এবং কুসুম বা যা ফরান রঙে রঙিত কোন কাপড় পরবে না। জুতা না থাকলে চামড়ার মোজা পরতে পারে, তবে এমনভাবে কেটে ফেলতে হবে যাতে মোজা দুটি পায়ের গিরার নিচে থাকে।

كتاب الوضوء
উষ্ণ অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كتاب الوضوء

উচ্চ অধ্যায়

- ٩٦ . بَابُ فِي الْوُضُوءِ -

مَاجَاهَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ،
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ فِي أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ
مَرَّةً مَرَّةً وَتَوْضِعًا أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِشْرَافُ لِيَشِّهَ وَأَنْ يُجَاهِنُوا
فِي عَلَى النَّبِيِّ .

৯৬. পরিচ্ছেদ ৪ : উচ্চ বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলার বাণী : “(হে মু'মিনগণ !) যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন
তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত খুবে ও তোমাদের মাথায় মসেহ করবে
এবং পা গিরা পর্যন্ত খুয়ে নেবে ।” (৫ : ৬)

আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, নবী ﷺ বর্ণনা করেছেন : উচ্চ ফরয হ'ল এক-
একবার করে ধোয়া । তিনি দু'-দু'বার করে এবং তিন-তিনবার করেও উচ্চ করেছেন, কিন্তু
তিনবারের বেশী ঘোত করেন নি । পানির অপচয় করা এবং নবী ﷺ-এর আমলের সীমা
অতিক্রম করাকে উল্লামায়ে কিরাম মাকরহ বলেছেন ।

- ٩٧ . بَابُ لَا تَقْبِلُ صَلَاتُ بِفَيْرِ طَهُورٍ -

৯৭. পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা ছাড়া সালাত করুল হয় না

حدَّثَنَا إِشْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبِيٍّ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْبِلُ صَلَاةً مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأْ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَةِ مَوْتَ مَا الْحَدِيثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَّاءً أَوْ ضَرَاطًّا .

۱۳۷ ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-হানযালী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ৪ 'যে ব্যক্তির হাদস হয় তার সালাত কবৃল হবে না, যতক্ষণ না সে উযু করে।
হায়রা-মাওতের এক ব্যক্তি বলল, 'হে আবু হুরায়রা ! হাদস কী ?' তিনি বললেন, 'নিশ্চন্দে বা সশচ্ছে বায়ু
বের হওয়া ।'

۹۸. بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْفُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ -

۹۸. পরিচ্ছেদ : উয়ুর ফর্যালত এবং উয়ুর প্রভাবে যাদের উয়ুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল হবে
۱۳۸ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نَعِيمِ الْمَجْمِرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهَرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأْ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَمْتَى يُدْعَونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَرَّ مُحَاجِلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غَرْتَهُ فَلْيَفْعَلْ .

۱۳۸ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র).....নু'আয়ম মুজমির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু
হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে মসজিদের ছাদে উঠলাম। তারপর তিনি উযু করে বললেন : 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে
কলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার উশাতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, উয়ুর প্রভাবে তাদের
হাত-পা ও মুখমণ্ডল ধাকবে উজ্জ্বল। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাঢ়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা
করে ।'

۹۹. بَابُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشُّكِّ حَتَّىٰ يَسْتَقِنَ -

۹۹. পরিচ্ছেদ : সন্দেহের কারণে উযু করতে হয় না যতক্ষণ না (উযু ভঙ্গের) নিশ্চিত
বিশ্বাস জন্মে

۱۳۹ حَدَّثَنَا عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَعْمِيرٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخْلِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّقْرَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْقُتْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

۱۳۹ 'আলী (র).....'আবুবাদ ইবন তামীম (র)-এর চাচা থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয়েছিল যেন সালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি
বললেন : সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়।

١٠٠. بَابُ التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ

১০০. পরিষেদ ৪ হালকাভাবে উয়ু করা

١٤٠

حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ حَتَّىٰ نَفَخَ لَهُ صَلَّى وَرَبِّهَا قَالَ أَضْطَجَعَ حَتَّىٰ نَفَخَ لَهُ قَامَ فَصَلَّى حَتَّىٰ مَرَّةً حَدَّثَنَا يَهُ سُفِّيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِثُ عِنْدَهُ خَالِقٌ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيلِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنَنَ مُعْلَقٍ وَضَوْا خَفِيفًا يُخْفِفُهُ عَمَرٌ وَيَقُلُّهُ وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأَ نَحْشُوا مِمَّا تَوَضَّأَ، لَمْ جِئْنَا فَقَمَتْ عَنْ يَسَارِهِ وَرَبِّهَا قَالَ سُفِّيَانُ عَنْ شِيمَالِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ لَمْ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ أَضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّىٰ نَفَخَ لَهُ أَنَّا هُنَادِي فَازْدَهَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَلَمَّا لِعَمْرِو إِنْ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَنَامَ عَيْنَهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ عَمِيرٍ يَقُولُ رَبِّيَ الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ لَمْ قَرَأْ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ .

١٤٠

আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)..... ইবন 'আব্রাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ ঘুমিয়েছিলেন, এমনকি তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ হতে লাগল। এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন। সুফিয়ান (র) আবার কখনো বলেছেন, তিনি শুয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর নিঃশ্বাসের আওয়ায় হতে লাগল। এরপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। অন্য সূত্রে সুফিয়ান (র) ইবন 'আব্রাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি এক রাতে আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর কাছে রাত কাটালাম। রাতে নবী ﷺ ঘুম থেকে উঠলেন এবং রাতের কিছু অংশ চলে যাবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ঝুলন্ত মশক থেকে হাঙ্কা উয়ু করলেন। রাবী 'আমর (র) বলেন যে, হাঙ্কাভাবে ধুলেন, পানি কম ব্যবহার করলেন এবং সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইবন 'আব্রাস (রা) বলেন, তখন তিনি যেভাবে উয়ু করেছেন আমি ও সেভাবে উয়ু করলাম এবং এসে তাঁর বাঁয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সুফিয়ান (র) কখনো কখনো পিসার (বাম) শব্দের স্থলে শমাল বলতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। এরপর আল্লাহর যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ তিনি সালাত আদায় করলেন। এরপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতে থাকল। এরপর মুয়াযিন এসে তাঁকে সালাতের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি তার সঙ্গে সালাতের জন্য রওয়ানা হলেন এবং সালাত আদায় করলেন, কিন্তু উয়ু করলেন না। আমরা 'আমর (র)-কে বললাম : লোকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখ ঘুমায় কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমায় না। তখন 'আমর (র) বললেন, 'আমি উবায়দ ইবন 'উমায়র (র)-কে বলতে শুনেছি, নবীগণের স্বপ্ন ওহী। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন - إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ 'আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি।' (৩৭ : ১০২)।

- ১০১ . بَابُ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ الْإِنْقَاءُ -

১০১. পরিষেদ ৪ পূর্ণরূপে উয়ু করা

ইবন উমর (রা) বলেন, 'ভালভাবে পরিকার করাই হল পূর্ণরূপে উয়ু করা।'

১৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ يَقُولُ دَفْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرْفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالْمُ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُشْبِغْ الْوُضُوءَ فَقَطَّ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ أَمَّاكَ فَرِكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمَرْدِلَفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ ، فَأَشْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَقْيَمَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَى بَعْدَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقْيَمَتِ الْعِشَاءَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصْلِ بَيْنَهُمَا .

১৪১ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....উসামা ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালাম আরাফার ময়দান থেকে রওয়ানা হলেন। গিরিপথে গিয়ে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে পোশাব করলেন। এরপর উয়ু করলেন কিন্তু উত্তমরূপে উয়ু করলেন না। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত আদায় করবেন কি?' তিনি বললেন : 'সালাতের স্থান তোমার সামনে।' তারপর তিনি আবার সওয়ার হলেন। এরপর মুহাম্মদিকায় এসে সওয়ারী থেকে নেমে উয়ু করলেন। এবার পূর্ণরূপে উয়ু করলেন। তখন সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া হল। তিনি মাগারিবের সালাত আদায় করলেন। তারপর সকলে তাদের অবতরণস্থলে নিজ নিজ উট বসিয়ে দিল। পুনরায় ঈশার ইকামত দেওয়া হল। তারপর তিনি ঈশার সালাত আদায় করলেন এবং উভয় সালাতের মধ্যে অন্য কোন সালাত আদায় করলেন না।

- ১০২ . بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدِيْمِ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ -

১০২. পরিষেদ ৪ এক ঔজলা পানি দিয়ে দু' হাতে মুখমণ্ডল ধোয়া

১৪২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحَزَاعِيُّ مُنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ بِلَلِّيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخْذَ غُرْفَةَ مِنْ مَاءِ يَعْنِي سَلِيمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخْذَ غُرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَمَضْمِضَ بِهَا وَاسْتَشْقَ، ثُمَّ أَخْذَ غُرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَجَعَلَ بِهَا هَكَّا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْآخِرَى فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخْذَ غُرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيَمِنِيَّ ثُمَّ أَخْذَ غُرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيَسِيرِيَّ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخْذَ غُرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَرَشَ عَلَى رِجْلِهِ الْيَمِنِيَّ حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَخْذَ غُرْفَةَ الْآخِرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْيَسِيرِيَّ، ثُمَّ قَالَ هَكَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ .

১৪২ | মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রহীম (র).....ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি উয়ু করলেন এবং তার মুখ্যমণ্ডল ধূলেন। এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে এক্রপ করলেন অর্থাৎ আরেক হাতের সাথে মিলিয়ে মুখ্যমণ্ডল ধূলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে ডান হাত ধূলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে তাঁর বাঁ হাত ধূলেন। এরপর তিনি মাথা মসেহ করলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে ডান পায়ের উপর ঢেলে দিয়ে তা ধূয়ে ফেললেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে বাম পা ধূলেন। তারপর বললেন : 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে উয়ু করতে দেখেছি।'

- ১০৩. بَابُ التَّسْمِيَّةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاءِ -

১০৩. পরিচ্ছেদ : সর্বাবস্থায়, এমনকি সহবাসের সময়েও বিসমিল্লাহ বলা

১৪৩ **حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ لَوْ أَنْ أَحْكُمُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ يَا شَمَّ اللَّهُ أَللَّهُمَّ جِئْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا فَقْضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدَمْ لَمْ يَضُرْهُ .**

১৪৩ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ তার জ্ঞান সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে, **بِسْمِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ جِئْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ** (আল্লাহর নামে আরঞ্জ করছি। আল্লাহ ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যা আমাদেরকে দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ) — তারপর (এ মিলনের দ্বারা) তাদের কিসমতে কোন সন্তান থাকলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

- ১০৪. بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ -

১০৪. পরিচ্ছেদ : শৌচাগারে কী বলতে হয় ?

১৪৪ **حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهْبَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ تَابَعَهُ ابْنُ عَرَعَةَ عَنْ شَعْبَةَ وَقَالَ غَنِدْرُ عَنْ شَعْبَةِ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ وَقَالَ مُؤْسِى عَنْ حَمَادٍ إِذَا دَخَلَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ .**

১৪৪ আদম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন প্রক্তির ডাকে শৌচাগারে যেতেন তখন বলতেন, **أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ**, ("হে আল্লাহ ! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার শরণ নির্বিট্টি।") ইবন 'আর'আরা (র) শূর্বা (র) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। গুন্দার (র)

শু'বা (র) থেকে বর্ণনা করেন, যখন শৌচাগারে যেতেন। মূসা (র) হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, যখন প্রবেশ করতেন। সাইদ ইবন যায়দ (র) আবদুল আয়ীয় (র) থেকে বর্ণনা করেন, 'যখন প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন।'

– ১০৫. بَابُ وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ –

১০৫. পরিচ্ছেদ : শৌচাগারের কাছে পানি রাখা
 ১৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعَتْ لَهُ وَضْعًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأَخْبِرْ فَقَالَ اللَّهُمَّ
 فَقِهْمَهُ فِي الدِّينِ ।

১৪৫ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ শৌচাগারে গেলেন, তখন আমি তাঁর জন্য উয়ূর পানি রাখলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'এটা কে রেখেছে?' তাঁকে জানানো হলে তিনি বললেন : 'ইয়া আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের জ্ঞান দান করুন।'

– ১০৬. بَابُ لَا تُشْتَقِبُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ عِنْدَ الْبَنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ –

১০৬. পরিচ্ছেদ : মল-মুত্র ত্যাগের সময় কিবলামুখী হবে না, তবে ঘরের মধ্যে দেয়াল অথবা তেমন কোন আড়াল থাকলে ভিন্ন কথা।

১৪৬ حَدَّثَنَا أَدْمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَزِيدٍ الْلَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيْوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقِبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوْلِهَا ظَهْرَهُ شَرِقَوْا أَوْ غَربُوا ।

১৪৬ আদম (র)......আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন শৌচাগারে যায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং তার দিকে পিঠও না করে, বরং তোমরা পূর্ব দিক এবং পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে (এই নির্দেশ মদীনার বাসিন্দাদের জন্য)।

– ১০৭. بَابُ مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لِبْنَتِينِ –

১০৭. পরিচ্ছেদ : দুই ইটের ওপর বসে মলমুত্র ত্যাগ করা
 ১৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدَتْ عَلَى حَاجِتَكَ فَلَا تُسْتَقِبِلُ

الْقِبْلَةَ وَلَبَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرٍ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى لَبَيْتِنَا مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الظِّيَّنِ يُصْلَوْنَ عَلَى أُورَاكِهِمْ فَقَلَّتْ لَا أُدْرِي وَاللَّهِ قَالَ مَالُكُ يَعْنِي الْذِي يُصْلَى وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لَا صِقُّ بِالْأَرْضِ .

১৪৭ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'লোকে বলে মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলার দিকে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসবে না।' 'আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, 'আমি এক দিন আমাদের ঘরের ছাদের ওপর উঠলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দুটি ইটের ওপর তাঁর প্রয়োজনে বসেছেন। তিনি [ওয়াসি (র)-কে] বললেন, তুমি বোধ হয় তাদের মধ্যে শামিল, যারা নিতক্রে ওপর ভর করে সালাত আদায় করে। আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি জানি না।' মালিক (র) বলেন, (নিতক্রের উপর ভর করার অর্থ হলো) যারা সালাত আদায় করে এবং মাটি থেকে নিতক্র না তুলে সিজদা করে।

۱۰۸. بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ -

১০৮. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের বাইরে যাওয়া

১৪৮ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَثَنِي عُقِيلٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَنْفَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنْ تَخْرُجُنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزَنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحَ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَحْجُبْ نِسَاءً كَفَلْمَ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعُلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بْنَ زَمْعَةَ نَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ لِيَلَّةَ مِنَ الْيَالِيَّ عِشَاءً وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْتِكِ يَا سَوْدَةَ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزَلَ الْحِجَابُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَيْمَنُهُ الْحِجَابَ .

১৪৮ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র)..... 'আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর পশ্চাত্তীগণ রাতের বেলায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে খোলা ময়দানে যেতেন। আর 'উমর (রা) নবী ﷺ-কে বলতেন, 'আপনার সহধর্মীগণকে পর্দায় রাখুন।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেন নি। এক রাতে ইশার সময় নবী ﷺ-এর পশ্চী সাওদা বিন্ত যাম 'আ (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়া। 'উমর (রা) তাঁকে ডেকে বললেন, 'হে সাওদা! আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি।' পর্দার হকুম নাযিল হওয়ার আগ্রহে তিনি এ কথা বলেছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার হকুম নাযিল করেন।

১৪৯ حَدَثَنَا زَكَرِيَاً قَالَ حَدَثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَدْ أَذِنْ لَكُنْ أَنْ تَخْرُجَنِ فِي حَاجَتِكِنْ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ .

১৪৯ 'যাকারিয়া (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : 'তোমাদের প্রয়োজনের জন্য বের হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে।' হিশাম (র) বলেন, অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে।

١٠٩. بَابُ التَّبَرِيزِ فِي الْبُيُوتِ -

১০৯. পরিচ্ছেদ : ঘরে মলমূত্র ত্যাগ করা

১৫০ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْتَقِيتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِيَعْضُ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدِيرًا الْقِبْلَةَ مُسْتَقِبِلًا الشَّامَ .

১৫০ ইবরাহীম ইবন মুন্দির (র.).....'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার বিশেষ এক প্রয়োজনে হাফসা (রা)-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে শাম-এর দিকে মুখ করে তাঁর প্রয়োজনে বসেছেন।'

১৫১ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظَهَرَتْ ذَاتُ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لِبَنَتَيْنِ مُسْتَقِبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ .

১৫১ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'একদিন আমি আমাদের ঘরের ওপর উঠলাম। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি ইটের উপর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বসেছেন।'

١١٠. بَابُ الْإِسْتِئْجَامِ بِالْمَاءِ -

১১০. পরিচ্ছেদ : পানি দ্বারা ইসতিনজা করা

১৫২ حَدَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ مُعَاذِ وَأَشْمَهِ عَطَاءَ بْنِ أَبِيهِ مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءَ أَنَا وَغَلَامٌ مَعَنَا إِداوَةً مِنْ مَاءٍ يَعْنِي يَسْتَجِي بِهِ .

১৫২ আবুল ওলীদ হিশাম ইবন 'আবদুল মালিক (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন তখন আমি ও আরেকটি ছেলে পানির পাত্র নিয়ে আসতাম। অর্থাৎ তিনি তা দিয়ে ইসতিনজা করতেন।

۱۱۱. بَابُ مَنْ حَمِلَ مَقْهَةَ الْمَاءِ لِطَهْوِرِهِ، وَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاءُ أَلِيْسَ نِيْكُمْ صَاحِبُ النُّعْلَيْنِ وَالظَّهَوِرِ وَالْوَسَادِ

۱۱۱. পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা হাসিলের জন্য কারো সাথে পানি নিয়ে ষাওয়া আবুদ-দারদা (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কি জুতা, পানি ও বালিশ বহনকারী ব্যক্তি [আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)] নেই?

۱۵۲ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَعَاذِ وَأَسْمَهُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعَتْهُ أَنَا وَغَلَامٌ مِنْ مَعْنَى اِدَوَةَ مِنْ مَاءِ

۱۵۳ سুলায়মান ইবন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন আকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন তখন আমি এবং আমাদের আর একটি ছেলে তাঁর পিছনে পানির পাত্র নিয়ে যেতাম।

۱۱۲. بَابُ حَمْلِ الْمَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الْإِشْتِجَاهِ

۱۱۲. পরিচ্ছেদ : ইসতিন্জার জন্য পানির সাথে (লোহ ফলকযুক্ত) লাঠি নিয়ে ষাওয়া মুহাম্মদ বিন বশির (র) থেকে বর্ণিত হলেও ফলকযুক্ত লাঠি নিয়ে ষাওয়া হতে পারে।
۱۵۴ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَخْمِلُ أَنَا وَغَلَامٌ اِدَوَةَ مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ تَابِعَةً النَّصْرِ وَشَادَانُ عَنْ شُعْبَةِ الْعَنْزَةِ عَصَى عَلَيْهِ رَجُلٌ

۱۵۴ মুহাম্মদ ইবন বাশির (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শৌচাগারে যেতেন তখন আমি এবং একটি ছেলে পানির পাত্র এবং 'আনায়া' নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দ্বারা ইসতিন্জা করতেন।

নায়র' (র) ও শায়ান (র) শু'বা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাদীসে বর্ণিত 'আনায়া' (عَنْزَةُ) শব্দের অর্থ এমন লাঠি যার মাথায় লোহা লাগানো থাকে।

۱۱۳. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِشْتِجَاهِ بِالْيَمِينِ

۱۱۳. পরিচ্ছেদ : ডান হাতে ইসতিন্জা করার নিষেধাজ্ঞা ডান হাতে ইসতিন্জা করার নিষেধাজ্ঞা
۱۵۵ حَدَّثَنَا مُعاَذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مِشَّاَمٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْأَيَّامِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمْسِ نَذْكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّخُ بِيَمِينِهِ .

১৫৫] মু'আয ইবন ফাযালা (র).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে। আর যখন শৌচাগারে যায় তখন তার পুরুষাঙ্গ যেন ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে যেন ইসতিন্জা না করে।

– ১১৪. بَابُ لَا يُسْبِكُ ذَكَرَهُ بِمِنْتِهِ إِذَا بَأْلَ –

১১৪. পরিচ্ছেদ : অস্ত্রাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধরবে না

১৫৬] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا أَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَتَبِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَأْلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذْنُ ذَكَرَهُ بِمِنْتِهِ، وَلَا يَسْتَجِنْ بِمِنْتِهِ، وَلَا يَتَنَقَّشْ فِي الْأَيَاءِ .

১৫৬] মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে তখন সে যেন কখনো ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে ইসতিন্জা না করে এবং পান করার সময় যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে।

– ১১৫. بَابُ الْإِسْتِجَارَةِ بِالْحِجَارَةِ –

১১৫. পরিচ্ছেদ : পাথর দিয়ে ইসতিন্জা করা

১৫৭] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو الْمَكِّيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَةٍ فَكَانَ لَا يَتَنَقَّشُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ إِبْغَنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْحٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِيِّ فَوَضَعَتْهَا إِلَيْهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اتَّبَعَهُ بِهِنْ .

১৫৭] আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মকী (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। আর তিনি এদিক-ওদিক তাকাতেন না। যখন আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম তখন তিনি আমাকে বললেন : ‘আমাকে কিছু পাথর কুড়িয়ে দাও, আমি তা দিয়ে ইসতিন্জা করব।’ (বর্ণনাকারী বলেন), বা এ ধরনের কোন কথা বললেন, আর আমার জন্য হাড় বা গোবর আনবে না।’ তখন আমি আমার কাপড়ের কোচায় করে কয়েকটি পাথর এনে তাঁর পাশে রাখলাম এবং আমি তাঁর থেকে সরে গেলাম। তিনি প্রয়োজন শেষে সেগুলো ব্যবহার করলেন।

– ১১৬. بَابُ لَا يُسْتَنْجِي بِرَوْحٍ –

১১৬. পরিচ্ছেদ : গোবর দিয়ে ইসতিন্জা না করা

১৫৮] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَهْرَةُ عَنْ أَبِيهِ إِشْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عَيْبَدَةَ ذَكَرَهُ، وَلِكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

الْأَشْوَدِ عَنْ أَيْثَرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ مَكَانَهُ الْفَاغِنَطَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتِيهِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْمُقْسَطَ الْثَالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوَةَ فَاتَّيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَوْنَةَ ، وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسْفَ عَنْ أَيْثَرِ عَنْ أَبِي إِشْحَاقِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنْ .

১৫৮ আবু নু'আয়ম (র).....'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার শৌচ কাজে যাবার সময় তিনটি পাথর কুড়িয়ে দিতে আমাকে আদেশ দিলেন। তখন আমি দু'টি পাথর পেলাম এবং তৃতীয়টির জন্য খোজাখুজি করলাম কিন্তু পেলাম না। তাই একখণ্ড শুকনো গোবর নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবর খণ্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা অপবিত্র।

ইবরাহিম ইবন ইউসুফ (র), তার পিতা, আবু ইসহাক (র), 'আবদুর রহমান (র)-এর সূত্রে হাদিসখনা বর্ণনা করেন।

- ১১৭. بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً -

১১৭. পরিচ্ছেদ : উৎসূতে একবার করে ধোয়া

১৫৯ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّاً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ مَكَانَهُ مَرَّةً مَرَّةً .**

১৫৯ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'নবী ﷺ এক উৎসূতে একবার করে ধুয়েছেন।

- ১১৮. بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ -

১১৮. পরিচ্ছেদ : উৎসূতে দু'বার করে ধোয়া

১৬০ **حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عِيسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَلِيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَكَانَهُ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .**

১৬০ হসায়ন ইবন 'ঈসা (র).....'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'নবী ﷺ উৎসূতে দু'বার করে ধুয়েছেন।'

- ১১৯. بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثَةِ ثَلَاثَةً -

১১৯. পরিচ্ছেদ : উৎসূতে তিনবার করে ধোয়া

১৬১ **حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوَي়سِيٰ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ بُখَارَيِّ شَرِيفِ (১) —**

يَزِيدٌ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمَرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفْنِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَفَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْأَيْمَانِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَشْقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْنُ وَضَوَّئُنَا هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفرَلَهُ مَاتَقْدِمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحٌ بْنُ كَيْشَانَ قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمَرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانَ قَالَ أَلَا أَحْدِثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا أَيْدِي مَا حَدَّثْكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيَحْسِنُ وَضُوءُهُ وَيَصْلِي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصْلِيَهَا قَالَ عُرْوَةُ الْأَيَّةُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ .

১৬১ 'আবদুল্লাহ 'আফিয়া ইবন 'আবদুল্লাহ আল-উয়ায়াসী (র).....হুমরান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে উভয় হাতের তালুতে তিনবার ঢেলে তা ধূয়ে নিলেন। এরপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে চুকালেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধূয়ে এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধূয়ে নিলেন। এরপর মাথা মসেহ করলেন। তারপর উভয় পা গিরা পর্যন্ত তিনবার ধূয়ে নিলেন। পরে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম উৎসু করবে, তারপর দু'রাক 'আত সালাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পেছনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

ইবন শিহাব (র).....ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, 'উরওয়া হুমরান থেকে বর্ণনা করেন, 'উসমান (রা) উৎসু করে বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস বর্ণনা করব। যদি একটি আয়াতে কারীয়া না হত, তবে আমি তোমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করতাম না। আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে কেবল ব্যক্তি সুন্দর করে উৎসু করবে এবং সালাত আদায় করবে, পরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত তার মধ্যবর্তী যত গুনাহ আছে সব মাফ করে দেওয়া হবে। 'উরওয়া (র) বলেন, সে আয়াতটি হল :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

আমি যে সব স্পষ্ট নির্দেশন অবর্তীর্ণ করেছি তা যারা গোপন করে(২ : ১৫৯)।

- ১২. بَابُ الْإِسْتِئْثَارِ فِي الْوُضُوءِ

ذَكْرُهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২০. পরিচ্ছেদ : উৎসুর মধ্যে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা

'উসমান (রা), আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) ও ইবন 'আকাস (রা) নবী ﷺ থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন :

১৬২ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو ادِرِيسُ أَنَّهُ سَمِعَ

أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَكَانِهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلَيُسْتَنِيرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلَيُوْتِرْ .

১৬২ ‘আবদান (র).....আবু ইদরিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি উয় করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে ইসতিন্জা করে-সে যেন বেজোড় সংখ্যক টিলা-কুলুখ ব্যবহার করে।

১২১. بَابُ الْإِسْتِجْمَارِ وَتِرْ

১২১. পরিচ্ছেদ : (ইসতিন্জার জন্য) বেজোড় সংখ্যক টিলা-কুলুখ ব্যবহার করা

১৬৩ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّتَابِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَكَانِهِ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَتَرْهُ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلَيُوْتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلِيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنْ أَحَدُكُمْ لَمْ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَ يَدَهُ .

১৬৪ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উয় করে তখন সে যেন তার নাকে পানি দেয়, এরপর যেন বেড়ে নেয়। আর যে ইসতিন্জা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক টিলা-কুলুখ ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে তখন সে যেন উয়ুর পানিতে হাত চুকানোর আগে তা ধুয়ে নেয়; কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে।

১২২. بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدْمَيْنِ -

১২২. পরিচ্ছেদ : দু’পা ধোয়া এবং মসেহ না করা

১৬৫ حَدَثَنَا مُوسَىٰ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشَرٍّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ مَكَانِهِ عَنِّي فِي سَفَرَةِ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوْضَأْ وَنَمْسَحْ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيَلِ لِلْعَاقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَيْنِ .

১৬৬ মুসা (র).....‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক সফরে আমাদের পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন, এরপর তিনি আমাদের কাছে পৌছে গেলেন। তখন আমরা আসরের সালাত শুরু করতে দেরী করে ফেলেছিলাম। তাই আমরা উয় করছিলাম এবং (তাড়াতাড়ির কারণে) আমাদের পা মসেহ করার মতো হালকাভাবে ধুয়ে নিছিলাম। তখন তিনি উচ্চস্থরে বললেন : ‘পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য জাহানামের আঘাত রয়েছে।’ দু’বার অথবা তিনবার তিনি একথা বললেন।

١٢٣. بَابُ الْمَضْمِنَةِ فِي الْوُضُوءِ -

قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ زِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২৩. পরিচ্ছেদ : উয়তে কুলি করা

ইবন 'আরাস (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

١٦٥ حَدَثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدٍ عَنْ حُمَرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِيهِ مِنْ إِنَاءِهِ فَفَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ تَمَضْمِنَ وَأَسْتَشْقَ وَأَسْتَثْرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدِيهِ إِلَى الْمِرْقَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلُّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوئِيِّ هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوئِيِّ هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقْدُمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৬৫ আবুল ইয়ামান (র)..... 'উসমান ইবনে 'আফ্ফান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'উসমান (রা)-কে উয়ুর পানি আনাতে দেখলেন। তারপর তিনি সে পাত্র থেকে উভয় হাতের উপর পানি দেলে তা তিনবার ধূয়ে ফেললেন। এরপর তাঁর ডান হাত পানিতে ঢুকালেন। এরপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ফেললেন। এরপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধূলেন, এরপর মাথা মসেহ করলেন। এরপর প্রত্যেক পা তিনবার ধোয়ার পর বললেন : আমি নবী ﷺ-কে আমার এ উয়ুর ন্যায় উয়ু করতে দেখেছি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'যে ব্যক্তি আমার এ উয়ুর ন্যায় উয়ু করে দু'রাক' আত সালাত আদায় করবে এবং তার মধ্যে কোন বাজে খেয়াল মনে আনবে না, আল্লাহ তা'আলা তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন।'

١٢٤. بَابُ غَسْلِ الْأَعْقَابِ -

وَكَانَ أَبْنُ سِيرِينَ يَفْسِلُ مَوْضِعَ الْحَافَمِ إِذَا تَوَضَّأَ -

১২৪. পরিচ্ছেদ : পায়ের গোড়ালী ধোয়া

ইবনে সৈরীন (র) উয়ু করার সময় তাঁর আংটির জায়গা ধূতেন।

١٦٦ حَدَثَنَا أَدْمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمْرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ ، قَالَ أَسْ— بِغُوا الْوُضُوءَ قَاتِنُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنِ النَّارِ .

১৬৬ আদম ইবন আবু ইয়াস (র).....মুহাম্মদ ইবন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকেরা সে সময় পাত্র থেকে উয়ু করছিল। তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমরা উত্তমরূপে উয়ু কর। কারণ আবুল কাসিম ~~কুরআন~~ বলেছেন : পায়ের গোড়ালীগুলোর জন্য জাহানামের শাস্তি রয়েছে।

۱۲۵. بَابُ غَسْلِ الرِّجَلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ -

১২৫. পরিচ্ছেদ : চপ্পল পরা অবস্থায় উভয় পা খোঁজা কিন্তু চপ্পলের ওপর মসেহ না করা

১৬৭ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ جَرِيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْبِغُ أَرْبِعًا لَمَّا أَرَى أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْبِغُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جَرِيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمْسُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّنِ ، وَرَأَيْتُكَ تَبْسُ النِّعَالَ السِّبِّيْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهْلِ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَّةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَا الْأَرْكَانُ فَإِنَّنِي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَمْسُ إِلَّا الْيَمَانِيَّنِ ، وَأَمَا النِّعَالُ السِّبِّيْتِيَّةُ فَإِنَّنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَلْبِسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَإِنَّمَا أُحِبُّ أَنْ أَبْسَهَا ، وَأَمَا الصُّفْرَةُ فَإِنَّنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَصْبِغُ بِهَا فَإِنَّمَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبِغَ بِهَا ، وَأَمَا الْأِهْلَلُ فَإِنَّنِي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَهْلِ حَتَّى تَبَعِثَ بِهِ رَاحِلَةً .

১৬৭ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'উবায়দ ইবন জুরায়জ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে বললেন, 'হে আবু 'আবদুর রহমান ! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখি, যা আপনার অন্য কোন সঙ্গীকে করতে দেবি না ।' তিনি বললেন, 'ইবন জুরায়জ, সেগুলো কি?' তিনি বললেন, আমি দেখি, (১) আপনি তাওয়াফ করার সময় রুক্নে ইয়ামানী দু'টি ব্যক্তিত অন্য রুক্নে স্পর্শ করেন না । (২) আপনি 'সিবতী' (পশ্চমবিহীন) চপ্পল পরিধান করেন; (৩) আপনি (কাপড়ে) হলুদ রং ব্যবহার করেন এবং (৪) আপনি যখন মক্কায় থাকেন লোকে চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধে; কিন্তু আপনি তারবিয়ার দিন (৮-ই যিলহজ্জ) না এলে ইহরাম বাঁধেন না। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন : রুক্নের কথা যা বলেছ, তা এজন্য করিযে আমি রাসূলুল্লাহ ~~কুরআন~~-কে ইয়ামানী রুক্নদ্বয় ছাড়া আর কোনটি স্পর্শ করতে দেখিনি। আর 'সিবতী' চপ্পল, আমি রাসূলুল্লাহ ~~কুরআন~~-কে পশ্চমবিহীন চপ্পল পরতে এবং তা পরিহিত অবস্থায় উয়ু করতে দেখেছি, তাই আমি তা পরতে ভালবাসি। আর হলুদ রং, আমি রাসূলুল্লাহ ~~কুরআন~~-কে তা দিয়ে কাপড় রঙিন করতে দেখেছি, তাই আমিও তা দিয়ে রঙিন করতে ভালবাসি। আর ইহরাম,-- রাসূলুল্লাহ ~~কুরআন~~-কে নিয়ে তাঁর সওয়ারী রওনা না হওয়া পর্যন্ত আমি তাঁকে ইহরাম বাঁধতে দেখিনি।

- ۱۲۶ . بَابُ التَّيْمُونِ فِي الْوُضُوءِ وَالْفَسْلِ -

১২৬. পরিচ্ছেদ : উয়ু এবং গোসলে ডান দিক থেকে শুরু করা

১৬৮ حَدَثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بْنِ سَيِّدِنَا عَمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ

الْنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي غُسلِ ابْنِتِهِ أَبْدَانَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا .

১৬৯ ১৬৯ মুসান্দাদ (র).....উয়ু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ নবী ﷺ তাঁর কল্যাণ [যাইনাব (রা)]-কে গোসল করানোর সময় তাঁদের বলেছিলেন ৪ তোমরা তার ডানদিক এবং উয়ুর স্থান থেকে শুরু কর।

১৭০ حَدَثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سَلَيْمَ قَلَّ سَمِعْتُ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوفٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُونُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرْجِلِهِ وَطَهُورِهِ فِي شَأْنِهِ كَمْ .

১৭১ ১৭১ হাফস ইবন উমর (র).....আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ নবী ﷺ জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন।

১৭২ . بَابُ التَّيْمُونِ الْوُضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَضَرَتِ الصَّبُّ فَالْتَّمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُجْدِ فَنَزَلَ التَّيْمُونُ -

১২৭. পরিচ্ছেদ : সালাতের সময় নিকটবর্তী হলে উয়ুর পানি তালাশ করা আয়শা (রা) বলেন : একবার ফজরের সময় হল, তখন পানি তালাশ করা হল; কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। তখন তায়ামুম (এর আয়ত) নায়িল হল।

১৭৩ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِشْلَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَالْتَّمِسَ النَّاسُ الْوُضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْوَءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْأَنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُ مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَغِي مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضُّوا مِنْ عِنْدِ أَخِرِهِ .

১৭৪ ১৭৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, তখন আসবের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। আর লোকজন উয়ুর পানি তালাশ করতে লাগল কিন্তু পেল না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু পানি আনা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-সে পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন এবং লোকজনকে তা থেকে উয়ু করতে বললেন। আনাস (রা) বলেন, সে সময় আমি দেখলাম, তাঁর আঙুলের নীচ থেকে পানি উঠলে উঠছে। এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত তা দিয়ে উয়ু করল।

۱۲۸ . بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُفْسِلُ بِهِ شَعْرُ الْإِنْسَانِ -

وَكَانَ مَطَاءً لَأَيْرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَخَذَ مِنْهَا الْخَيْرُ وَالْجَبَالُ -

فَسُقْرُ الْكِلَابِ وَمَعْرِقًا فِي الْمَسْجِدِ -

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لِيُشَّ لَهُ وَخُسُوهُ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَقَالَ سَقِيَانُ مَذَا الْدِقَّةُ بِعِينِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمِّمُوا وَهَذَا مَاءٌ فِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَتَيَمِّمُ -

১২৮ . পরিচ্ছেদ-৩ যে পানি দিয়ে মানুষের চুল খোলা হয়

‘আতা (র) চুল দিয়ে সূতা এবং রশি প্রস্তুত করায় কোন দোষ মনে করতেন না—

কুকুরের ঝুটা এবং মসজিদের ভিতর দিয়ে কুকুরের যাতায়াত।

যুহুরী (র) বলেন, কুকুর যথন কোন পানির পাত্রে মুখ দেয় এবং সে পানি ছাড়া উয়ু করার মত অন্য কোন পানি না থাকে, তবে তা দিয়েই উয়ু করবে। সুফিয়ান (র) বলেন, ছবছ এ ফ্লেম টেজিদু মাএ ফ্লেমিমু সুবিদা তেবিনা : তারপর তোমরা যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াসুম কর ।’ আর এ তো পানিই। কিন্তু অঙ্গে যেহেতু কিছু সন্দেহ রয়েছে তাই তা দিয়ে উয়ু করবে, পরে তায়াসুম করবে।

১৭১ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَبَّتَاهُ مِنْ قِبْلَتِنِي أَوْ مِنْ قِبْلَتِ أَهْلِ أَنْسٍ فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

১৭১ মালিক ইবন ইসমাইল (র). ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আবীদা (র)-কে বললাম, আমাদের কাছে নবী ﷺ-এর কেশ রয়েছে যা আমরা আনাস (রা)-এর কাছ থেকে কিংবা আনাস (রা)-এর পরিবারের কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি বললেন, তাঁর একটি কেশ আমার কাছে থাকাটা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা পাওয়ার চাইতে বেশী পসন্দনীয়।

১৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَيْمانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبْوَ طَلْحَةَ أَوْلَى مِنْ أَحَدَ مِنْ شَعْرِهِ .

১৭২ মুহাম্মদ ইবন ‘আবদুর রহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথা মুড়িয়ে ফেললে আবু তালহা (রা)-ই প্রথমে তাঁর কেশ সঞ্চাহ করেন।

۱۲۹. بَابُ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي الْأَنَاءِ -

۱۲۹. পরিচ্ছেদ : কুকুর যদি পাত্র থেকে পানি পান করে

۱۷۳ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرَّتَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا .

۱۷۴ [۱۷۴] 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর পান করে তবে তা সাতবার ধুইবে।

۱۷۴ حَدَّثَنَا إِشْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كُلًّا يَأْكُلُ التَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَأَخْذَ الرَّجُلُ خَفَّةً فَجَعَلَ
يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ .

وَقَالَ أَحْمَدُ ابْنُ شَبَّابٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ الْكِلَابُ تُقْبَلُ وَتُدْبَرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنُوا يَرْشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .

۱۷۵ [۱۷۵] ইসহাক (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন : (পূর্ব যুগে) এক ব্যক্তি একটি
কুকুরকে পিপাসার তাড়নায় ভিজা মাটি চাটতে দেখতে পেল। তখন সে ব্যক্তি তার মোজা নিল এবং
কুকুরটির জন্য কুয়া থেকে পানি এনে দিতে লাগল। এভাবে সে ওর তৎক্ষণা মিটাল। আল্লাহ এর বিনিময়
দিলেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করলেন।

আহমদ ইবন শাবিব (র).....'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায়
কুকুর মসজিদের ভিতর দিয়ে আসা-যাওয়া করত অথচ এজন্য তাঁরা কোথাও পানি ছিটিয়ে দিতেন না।

۱۷۵ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشُّعْبَيِّ عَنْ عَدَى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ
سَأَلَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَ الْمُعْلَمَ فَقُتِلَ فَكُلْ وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ
أَرْسِلْ كَلْبِي فَاجِدُ مَعَهُ كَلْبًا أَخْرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمِيتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمَ عَلَى كَلْبِ أَخْرَ .

۱۷۶ হাফস ইবন উমর (রা).....'আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
কুকুর সম্পর্কে) নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন : তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকার
ধরতে ছেড়ে দাও, তখন সে হত্যা করলে তা তুমি খেতে পার। আর সে তার কিছু অংশ খেয়ে ফেললে তুমি
তা খাবে না। কারণ সে তা নিজের জন্যই ধরেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কখনো কখনো আমি আমার
কুকুর (শিকারে) পাঠিয়ে দেই, এরপর তার সাথে অন্য এক কুকুরও দেখতে পাই (এমতাবস্থায় শিকারকৃত
প্রাণীর কি হক্ক) ? তিনি বললেন : তাহলে খেও না। কারণ তুমি বিসমিল্লাহ বলেছ কেবল তোমার কুকুরের
বেলায়, অন্য কুকুরের বেলায় বিসমিল্লাহ বলনি।

۱۳۰. بَابُ مَنْ لَمْ يَرِدِ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجِينَ الْقَبْلِ وَالْدُّبْرِ لِقُولِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْفَائِطِ، وَقَالَ عَطَاءً فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبْرِهِ الدُّوْدُ أَوْ مِنْ ذَكْرِهِ تَحْوُ الْقَمَلَةِ يُعِيدُ الْوُضُوءَ -
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا ضَحَّكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِيدُ الْوُضُوءَ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُلْبَهُ فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا وَضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ، وَيُذَكَّرُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرَأَى رَجُلًا يَسْتَهِنُ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ فَسَجَدَ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصْلَوُنَ فِي جَرَاحَاتِهِمْ، وَقَالَ طَافِسُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءُ وَأَمْلُ الْحِجَازِ لَيْسَ فِي الدَّمْ وَضُوءٌ، وَعَصْرَ أَبْنِ عَمْرَ بَشَّرَةَ فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّعْ وَيَذَّمَ أَبْنَى أَبِي أَفْنَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ أَبْنُ عَمْرٍو الْحَسَنُ فِيمَنْ احْتَجَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَشْلٌ مَحَاجِيَهُ .

۱۳۰. পরিচ্ছেদ : সম্মুখ এবং পেছনের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হওয়া ছাড়া অন্য কারণে যিনি উয়ুর প্রয়োজন মনে করেন না—আল্লাহু তা'আলার এ বাণীর কারণে আওঁজা একটি অন্ধকারে থাকার পরিচ্ছেদ হচ্ছে। “অথবা তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আসে (৪ : ৪৩)। ‘আতা (র) বলেন, যার পেছনের রাস্তা দিয়ে পোকা বের হয় অথবা যার পুরুষাঙ্গ দিয়ে উকুনের ন্যায় কিছু বের হয়, তার পুনরায় উয়ু করতে হবে।

জাবির ইবন் ‘আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কেউ সালাতের মধ্যে হেসে ফেললে কেবল সালাতই দোহরাবে, পুনরায় উয়ু করবে না। হাসান (র) বলেন, কেউ যদি চুল অথবা নখ কাটে অথবা তার মোজা খুলে ফেলে তবে তার পুনরায় উয়ু করতে হবে না। আবু উরায়রা (রা) বলেন, ‘হাদাস’ ছাড়া আর কিছুতে উয়ুর প্রয়োজন নেই। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ‘যাতুর রিকা’—এর মুক্ত ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তীরবিক্ষ হলেন এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, কিন্তু তিনি (সে অবস্থায়ই) রক্ত করলেন, সিজদা করলেন এবং সালাত আদায় করতে থাকলেন। হাসান (র) বলেন, মুসলিমগণ সব সময়ই তাদের যথম অবস্থায় সালাত আদায় করতেন এবং তাউস (র), মুহাম্মদ ইবন் ‘আলী (র), ‘আতা (র) ও হিজায়বাসীগণ বলেন, রক্তক্ষরণে উয়ু করতে হয় না। ইবন் উমর (রা) একবার একটি ছোট ফোড়া টিপ দিলেন, তা থেকে রক্ত বের হল, কিন্তু তিনি উয়ু করলেন না। ইবন আবু আওফা (রা) রক্ত মিশ্রিত পুরু ফেললেন কিন্তু তিনি সালাত আদায় করতে থাকলেন। ইবন উমর (রা) ও হাসান (র) বলেন, কেউ শিঙা লাগালে কেবল তার শিঙা লাগানো স্থানই থোঁয়া প্রয়োজন।

حدَثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حدَثَنَا أَبْنُ أَبِي نِثَّبٍ قَالَ ثُمَّا سَعِيدُ الْمَقْبَرِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ لَا يَرَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَتَنَاهُ الصَّلَاةُ مَا لَمْ يُحْدِثْ ، فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ مَا حَدَثَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضُّرُطَةَ .

১৭৬ আদম ইবন আবু ইয়াস (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সংবলেছেন : বাদ্য যে সময়টা মসজিদে থেকে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, তার সে পুরো সময়টাই সালাতের মধ্যে গণ্য হয় যতক্ষণ না সে হাদাস করে । এক অনারব ব্যক্তি বলল, ‘হাদাস কি, আবু হুরায়রা?’ তিনি বললেন, ‘শব্দ করে বায়ু বের হওয়া ।’

১৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ ثَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ قَالَ لَيَنْصَرِفَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدْ رِيشًا .

১৭৮ আবুল ওয়ালীদ (র).....‘আবাদুল ইবন তামীম (র), তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী সংবলেছেন : (কোন মুসল্লী) সালাত থেকে ফিরবে না যতক্ষণ না সে শব্দ শুনে বা গক্ষ পায় ।

১৭৯ حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى التُّورِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفَيَّةِ قَالَ قَالَ عَلَىٰ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَاسْتَخْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدَ فَأَمَرَتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ، وَرَوَاهُ شَعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ .

১৮০ কৃতায়বা (র).....মুহাম্মদ ইব্নুল হানফিয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আলী (রা) বলেছেন, আমার বেশী বেশী যষী বের হতো । কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সংবলে-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করছিলাম । তাই আমি মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা)-কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ সংবলে-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন । তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন । তিনি বললেন : এতে শুধু উয়ু করতে হয় । হাদীসটি শ'বা (র) আ'মাশ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন ।

১৮১ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَقْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانَ يَقُولُنَا كَمَا يَقُولُنَا لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَالْزَّيْرَ وَطَلْحَةَ وَأَبِي بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمْرَوْهُ بِذَلِكَ .

১৮২ সাদ ইবন হাফস (র).....যায়দ ইবন খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ‘উসমান ইবন আফফান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : ‘কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে, কিন্তু মনী (বীর্য) বের না হয় (তবে তার হকুম কি?)?’ ‘উসমান (রা) বললেন : ‘সে উয়ু করে নেবে যেমন উয়ু করে থাকে সালাতের জন্য এবং তার লজ্জাস্থান ধূয়ে ফেলবে । উসমান (রা) বলেন, আমি একথা রাসূলুল্লাহ সংবলে-থেকে শনেছি । (যায়দ বলেন) তারপর আমি

ଏ ସମ୍ପର୍କେ 'ଆଶୀ (ରା), ଯୁବାଯର (ରା), ତାଲହା (ରା) ଓ ଉବାଇ ଇବନ କା'ବ (ରା)-କେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେଛି । ତାରା ଆମାକେ ଏ ନିର୍ଦେଶଇ ଦିଯେଛେ । ।

١٨٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النُّفْسُرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْرَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُرَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَتْصَارِ فَجَاءَ بِرَأْسِهِ يَقْطَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَكَ أَعْجَلْنَكَ
فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ قُحْطَتْ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ تَابِعَهُ وَهَبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ غَنْدَرٌ وَيَحِيَّيٌ عَنْ شَعْبَةَ الْوُضُوءِ .

୧୮୦ ଇସଥାକ ଇବନ ମନ୍‌ସୂର (ର).....ଆବୁ ସା'ୟିଦ ଖୁଦରୀ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣିତ ଯେ, ରାସ୍‌ବୁଲାହ୍ ଏକ ଆନ୍‌ସାରୀର କାହେ ଲୋକ ପାଠାଲେନ । ତିନି ଚଲେ ଏଲେନ । ତଥନ ତାର ମାଥା ଥେକେ ପାନିର ଫୋଟା ପଡ଼ିଛିଲ । ନବୀ ବଲଲେନ : 'ସମ୍ଭବତ ଆମରା ତୋମାକେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କରତେ ବାଧ୍ୟ କରେଛି ।' ତିନି ବଲଲେନ, 'ଜୀ ।' ରାସ୍‌ବୁଲାହ୍ ବଲଲେନ : ଯଥନ ତୁରାର କାରଣେ ମନୀ ବେର ନା ହୟ (ଅଥବା ବଲଲେନ), ମନୀର ଅଭାବଜନିତ କାରଣେ ତା ବେର ନା ହୟ ତବେ ତୋମାର ଉପର କେବଳ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରା ଜରୁରୀ । ଓୟାହ୍-ବ (ର) ଶୁ'ବା (ର) ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ରକମଈ ବର୍ଣନା କରେନ । ତିନି [ଶୁ'ବା (ର)] ବଲଲେନ, ଆବୁ ଆବଦୁଲାହ୍ (ର) ବଲେଛେନ : ଶୁନ୍‌ଦର (ର) ଓ ଇଯାହ୍-ଇଯା (ର) ଶୁ'ବା (ର)-ଏର ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଣନାଯା ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରେନ ନି ।

୧୩୧. بَابُ الرُّجُلِ يُؤْضِيُ صَاحِبَهُ -

୧୩୧. ପରିଚେଦ : ଶ୍ରଦ୍ଧକେ ଜନକେ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଦେଓଯା

୧୮୧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحِيَّيٍ عَنْ مُوسَى ابْنِ عَقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا آفَاهُ مِنْ عَرَفةَ عَدَلَ إِلَى الشَّيْعَةِ فَقُضِيَ حَاجَتُهُ قَالَ
أَسَامَةُ فَجَعَلْتُ أَصْبُحُ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقْلَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَتُصَلِّي فَقَالَ الْمُصَلِّي أَمَامُك ।

୧୮୧ ଇବନ ସାଲାମ (ର).....ଉସାମା ଇବନ ଯାୟଦ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣିତ, ରାସ୍‌ବୁଲାହ୍ ଏଥଥନ ଆରାଫାତ ଥେକେ ଫିରିଛିଲେନ, ତଥନ ତିନି ଏକଟି ଗିରିପଥେର ଦିକେ ଗିଯେ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଯୋଜନ ଦେଇ ନିଲେନ । ଉସାମା (ରା) ବଲେନ, ପରେ ଆମି ତାଙ୍କେ ପାନି ଢେଲେ ଦିଛିଲାମ ଆ ର ତିନି ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛିଲେନ । ଏରପର ଆମି ବଲଲାମ, ଇଯା ରାସ୍‌ବୁଲାହ୍ ! ଆ ପନି କି ସାଲାତ ଆଦାୟ କରବେନ ? ତିନି ବଲଲେନ : 'ସାଲାତେର ସ୍ଥାନ ତୋମାର ସାମନେ ।'

୧୮୨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحِيَّيَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جَبَّيرٍ بْنَ مُطْعَمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُفِيرَةَ بْنَ شَعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُفِيرَةِ بْنِ
شَعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُفِيرَةَ جَعَلَ يَصْبُبُ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ
يَتَوَضَّأُ فَفَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدِيهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ।

১৮২ 'আমর ইবন 'আলী (র).....মুগীরা ইবন ও'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। এক সময় তিনি প্রাক্তিক প্রয়োজন সারতে গেলেন। (প্রয়োজন সেরে আসার পর) মুগীরা তাঁকে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং তিনি উয়ু করছিলেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল এবং দু'হাত ধু'লেন এবং তাঁর মাথা মসেহ করলেন ও উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

১২২. بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ -

وَقَالَ مُنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَا يَأْتِي بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَامِ وَيَكْتُبُ الرِّسَالَةَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَخْرُجُ فِي قَالَ حَمَادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ كَانَ عَلَيْهِمْ إِذَا رَأَوْهُمْ وَإِذَا قَلَّا تَسْلِمُ -

১৩২. পরিচ্ছেদ : বিনা উযুতে কুরআন প্রভৃতি পাঠ করা

মনসূর (র).....ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন : হাস্মামখানায় (কুরআন) পাঠ করা এবং বিনা উযুতে পত্র লেখায় কোন দোষ নেই। হাস্মাদ (র) ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেন, হাস্মামখানার লোকদের পরনে ইয়ার (লুপি বা পায়জামা) থাকলে সালাম দিও নতুন সালাম দিও না।

১৮৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لِيَلَةً عِنْدَ مِيمُونَةَ نَجْعَلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُنَّ خَالِفُهُ فَاضْطَجَعَ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمْلَأَ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا اتَّحَصَّ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اشْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتِ الْخَوَاتِمِ مِنْ سُورَةِ الْإِعْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَرْءِ مُلْقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَخْسَنَ وُضُوْهَ ثُمَّ قَامَ يُصْلِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَمَتْ فَصَنَعَتْ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَقَمَتْ إِلَى جَنَبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيَمِنِيَّ عَلَى رَأْسِيْ وَأَخْذَ بِأَذْنِيَ الْيَمِنِيَّ يَقْتَلُهَا فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى آتَاهُ الْمُؤْذِنُ فَقَامَ فَصَلَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَى الصُّبْحَ .

১৮৩ ইসমাইল (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত কাটান। তিনি ছিলেন ইবন 'আবাস (রা)-এর খালা। ইবন 'আবাস (রা) বলেনঃ এরপর আমি বিছানার চওড়া দিকে শয়ন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শয়ন করলেন; এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনিভাবে রাত যখন অর্ধেক হয়ে গেল তার কিছু পূর্বে কিংবা কিছু পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে উঠলেন। তিনি বসে হাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের আবেশ

মুছতে লাগলেন। তারপর সুরা আল-ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে একটি ঝুলস্ত মশক থেকে উয়ু করলেন। তিনি সুন্দরভাবে উয়ু করলেন। তারপর সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইব্ন ‘আবুস (রা) বলেন, আমিও উঠে তিনি যেন্নপ করেছেন তদৃপ করলাম। তারপর গিয়ে তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে একটু নাড়া দিলেন (এবং তাঁর), ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন। তারপর তিনি দু’রাক’আত সালাত আদায় করলেন। তারপর দু’রাক’আত, তারপর দু’রাক’আত, তারপর দু’রাক’আত, তারপর দু’রাক’আত, তারপর দু’রাক’আত, তারপর বিতর আদায় করলেন। তারপর উয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর কাছে মুয়ায়্যিন এলেন। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে হাঙ্কাভাবে দু’রাক’আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বেরিয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

١٢٣ . بَابُ مَنْ لَمْ يَتَعْصِمْ إِلَّا مِنَ الْفَسْقِيِّ الْمُتَقْتَلِ -

১৩৩. পরিচ্ছেদ : পূর্ণ বেঙ্গলী ছাড়া উয়ু না করা

١٨٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَمْرَاتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدِّهَا أَسْمَاءَ بْنِتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ نَوْجَ النَّبِيِّ تَعَالَى حِينَ خَسَفَ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصْلَوُنَ وَإِذَا هِيَ قَانِمَةٌ تُصَلَّى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ أَيْ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ فَقَمْتُ حَتَّى تَجَلَّنِي الْفَسْقُ وَجَعَلَتْ أَصْبَحُ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً فَلَمَّا انْتَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى حَمْدُ اللَّهِ وَأَشْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كَنْتُ لَمْ أَرْهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِهِ هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقَبْرِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِتْنَةِ الدِّجَالِ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ فَإِمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُعْنَقُ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيُقَولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهَدَايَ فَاجْبَنَا وَأَمَنَا وَأَتَبَعْنَا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا ، وَإِمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيُقَولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقَلَّتْهُ .

১৮৪ ইসমাইল (র).....আসমা বিনত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একবার নবী ﷺ-এর দ্বাৰা ‘আয়িশা (রা)-এর কাছে এলাম। তখন সূর্য গ্রহণ লেগেছিল। দেখলাম সব মানুষ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে এবং ‘আয়িশা (রা)-ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কী হয়েছে? তিনি তাঁর হাত দিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : ‘সুবহান আল্লাহ’! আমি বললাম, এটা কি কোন আলামত? তিনি ইশারা করে বললেন : ‘হ্যাঁ’। এরপর আমিও সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। এমনকি আমাকে সংজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন করে ফেলল এবং আমি আমার মাথায় পানি দিতে লাগলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (মুসল্লীদের দিকে) ফিরে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন :

“যেসব জিনিস আমি ইতিপূর্বে দেখিনি সেসব আমার এই স্থানে আমি দেখতে পেয়েছি, এমনকি জান্মাত এবং জাহান্মাও। আর আমার কাছে ওই পাঠানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে দাঙ্গালের ফিতনার ন্যায় অথবা তার কাছাকাছি।” বর্ণনাকারী বলেন : আসমা (রা) কোন্টি বলেছিলেন, আমি জানি না। তোমাদের প্রত্যেকের কাছে (ফিরিশতা) উপস্থিত হবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, “এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি জ্ঞান আছে?” –তারপর ‘মু’মিন,’ বা ‘মু’কিন’ ব্যক্তি বলবে– আসমা ‘মু’মিন’ বলেছিলেন না ‘মু’কিন’ তা আমি জানি না– ইনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি আমাদের কাছে মু’জিয়া ও হিদায়ত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি, তাঁর প্রতি ঈশ্বর এনেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। তারপর তাকে বলা হবে, নিচিস্তে ঘুমাও। আমরা জানলাম যে, তুমি ঘু’মিন ছিলে। আর ‘মুনাফিক’ বা ‘মুরতাব’ বলবে,— আমি জানি না। আসমা এর কোন্টি বলেছিলেন তা আমি জানি না– লোকজনকে এর সম্পর্কে কিছু একটা বলতে শুনেছি আর আমিও তা-ই বলেছি।

۱۲۴. بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ -

لِتُقْبِلَ اللَّهُ تَعَالَى وَامْسَحُوا بِرُءُوفِ سِكْمٍ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسْتَبِ الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا، فَسُلِّمَ مَالِكٌ أَيْجِزَنِي أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ فَاحْتَاجَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ .

۱۳۸. পরিচ্ছেদ : পূর্ণ মাথা মসেহ করা

(আর তোমাদের মাথা মসেহ কর) **وَامْسَحُوا بِرُءُوفِ سِكْمٍ** (আর তার পরিপ্রেক্ষিতে মসেহ কর) (৫: ৬)। ইবনুল মুসায়িব বলেন : স্ত্রীলোকও (এ ক্ষেত্রে) পুরুষের সমপর্যায়ে। সে তার মাথা মসেহ করবে। ইমাম মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, মাথার কিছু অংশ মসেহ করা কি যথেষ্ট হবে? তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)–এর হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করলেন।

١٨٥ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمِّهِ بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَاهُ بِمَاءٍ فَاقْرَغَ عَلَيْهِ يَدِيهِ فَفَسَلَ مَرْتَبَتِنِي ثَلَاثَةً ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَةً ثُمَّ غَسَلَ يَدِيهِ مَرْتَبَتِنِي مَرْتَبَتِنِي إِلَى الْمَرْقَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِيهِ فَاقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بِهِمَا بِمَقْدُومِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاءَ ثُمَّ رَدَهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৮৫ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... ইয়াহ-ইয়া আল-মায়িনী (র) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-কে (তিনি আমর ইবন ইয়াহ-ইয়ার দাদা) জিজ্ঞাসা করল : আপনি কি আমাদেরকে দেখাতে পারেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎ করতেন? ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) বললেন : ‘হাঁ। তারপর তিনি

পানি আনালেন। হাতের উপর সে পানি ঢেলে দু'বার তাঁর হাত ধুইলেন। তারপর কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঘেড়ে পরিষ্কার করলেন। এরপর চেহারা তিনবার ধুইলেন। তারপর দু' হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুইলেন। তারপর দু' হাত দিয়ে মাথা মসেহ করলেন। অর্থাৎ হাত দু'টি সামনে এবং পেছনে নিলেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত গর্দান পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার যেখান থেকে নিয়েছিলেন, সেখানেই ফিরিয়ে আনলেন। তারপর দু'পা ধুইলেন।

۱۳۵. بَابُ فَضْلِ الرِّجَلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -

১৩৫. পরিচ্ছেদ : উভয় পা গিরা পর্যন্ত ধোয়া

১৮৬ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهِبَّٰ عَنْ عَمْرِيٍّ عَنْ أَبِيهِ شَهِيدٍ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَّمَ مِنْ مَاءِ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وَضُوءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَفَّا عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْلِي فَفَسَلَ يَدِيهِ ثَلَاثَةً ثُمَّ أَخْلَى يَدَهُ فِي التَّوْلِي فَمَضْمِضَ وَأَشْتَرَقَ وَأَسْتَشَقَ ثَلَاثَ غُرْفَاتٍ ثُمَّ أَخْلَى يَدَهُ فَفَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَةً ثُمَّ أَخْلَى يَدَهُ فَفَسَلَ يَدِيهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَخْلَى يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ فَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

১৮৬ মূসা (র).....‘আমর ইবন আবু হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-কে নবী ﷺ-এর উয়ু সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন তিনি এক পাত্র পানি আনালেন এবং তাঁদের (দেখাবার) জন্য নবী ﷺ-এর মত উয়ু করলেন। তিনি পাত্র থেকে দু'হাতে পানি ঢাললেন। তা দিয়ে হাত দু'টি তিনবার ধুইলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিন আঁজলা পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর আবার হাত ঢুকালেন। তিনবার তাঁর চেহারা মুবারক ধুইলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে (পানি নিয়ে) দুই হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার ধুইলেন। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে উভয় হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে একবার মাথা মসেহ করলেন। তারপর দু'পা গিরা পর্যন্ত ধুইলেন।

۱۳۶. بَابُ إِسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ -

وَأَمْرَ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَمْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ سِوَاكِهِ -

১৩৬. পরিচ্ছেদ : মানুষের উয়ুর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পরিবারকে মিসওয়াক ধোয়া অবশিষ্ট পানি দিয়ে উয়ু করতে নির্দেশ দেন।

১৮৭ حَدَّثَنَا أَدْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكْمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَلَمَّا بَلَغَ بِهِ بَوْصُوَّهُ فَجَعَلَ النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِهِ فَيَتَسَهَّلُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الظُّهُرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَزَّةٌ وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَدْحٍ فِيهِ مَاءً فَفَسَلَ يَدَيْهِ وَجَهَهُهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرِبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وَجْهِكُمَا وَنَحْوِكُمَا .

۱۸۷ আদম (র).....আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার দুপুরে নবী ﷺ আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে উয়ুর পানি এনে দেওয়া হল। তখন তিনি উয়ু করলেন। সেকে তার উয়ুর ব্যবহৃত পানি নিয়ে গায়ে মাথতে লাগল। এরপর নবী ﷺ যোহরের দু'রাক'আত এবং 'আসরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর তাঁর সামনে ছিল একখানি শাঠি।

আবু মূসা (রা) বলেন : নবী ﷺ একটি পাত্র আনালেন যাতে পানি ছিল। তারপর তিনি তার মধ্যে উভয় হাত ও চেহারা মুবারক ধুইলেন এবং তার মধ্যে কুলি করলেন। তারপর তাদের দু'জন [আবু মূসা (রা) ও বিলাল (রা)]-কে বললেন : 'তোমরা এ থেকে পান কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে ঢাল।'

۱۸۸ حَدَثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِينِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غَلَامٌ مِنْ بَشِّرِهِمْ وَقَالَ عَرْوَةُ عَنْ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ كَادُوا يَقْتَلُونَ عَلَىٰ وَضْوَئِهِ .

۱۸۸ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....মাহমুদ ইবনুর-রবী' (রা) থেকে বর্ণিত, বর্ণনাকারী বলেন : তিনি সে ব্যক্তি, যার মুখমণ্ডলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কুয়া থেকে পানি নিয়ে কুলির পানি দিয়েছিলেন। তিনি তখন বালক ছিলেন। 'উরওয়া (র) মিসওয়া (র) প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এ উভয় বর্ণনা একটি অন্যটির সত্যায়ন করে। নবী ﷺ যখন উয়ু করতেন তখন তাঁর ব্যবহৃত পানির উপর তাঁর (সাহাবায়ে কিরাম) যেন হমড়ি থেয়ে পড়তেন।

..... بَابُ ۱۳۷

۱۳۷. পরিচ্ছেদ :

۱۸۹ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَثَنَا حَاتِمٌ بْنُ اسْمَاعِيلَ عَنْ الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّانِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتِي خَالِتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخْتِي وَجْعَ فَسَسَحَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبَتْ مِنْ وَضْوَئِهِ ثُمَّ قَمَتْ خَلْفَ ظَهَرِهِ فَنَظَرَتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَثِيفَيْهِ مِثْلَ زِرَّ الْحَجَّةِ .

۱۸۹ 'আবদুর রহমান ইবন ইউনুস (র).....সায়িব ইবন ইয়ায়ীদ (রা) বলেন : আমার খালা আমাকে নিয়ে নবী ﷺ এর খিদমতে হায়ির হলেন এবং বললেন : 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভাগ্নে অসুস্থ'। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। তারপর উয়ু করলেন। আমি তাঁর উয়ুর

(অবশিষ্ট) পানি পান করলাম। তারপর তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তখন আমি তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে নুবুওয়াত দেখতে পেলাম। তা ছিল নওশার আসনের সূচির মত।

— ۱۳۸. بَابُ مِنْ مَضْمِنَ وَاسْتِشْقَ منْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ —

১৩৮. পরিচ্ছেদ : এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

১৯০. حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الْأَنَاءِ عَلَى يَدِيهِ فَغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمِنَ وَاسْتِشْقَ منْ كُفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَةً فَفَسَلَ يَدِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرْتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ مُكَذِّبًا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

১৯০ মুসাদাদ (র)..... ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি পাত্র থেকে উভয় হাতে পানি ঢেলে দু’হাত ধোত করলেন। তারপর এক আঁজলা পানি দিয়ে (মুখ) ধুইলেন বা কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তিনবার এক্রপ করলেন। তারপর দু’ হাত কনুই পর্যন্ত দু’-দু’বার ধুইলেন এবং মাথার সামনের অংশ এবং পেছনের অংশ মসেহ করলেন। আর গিরা পর্যন্ত দু’ পা ধুইলেন। এরপর বললেন : “রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উয়ু এক্রপ ছিল।”

— ۱۳۹. بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً —

১৩৯. পরিচ্ছেদ : একবার মাথা মসেহ করা

১৯১ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهِبَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدَتْ عَمْرُو بْنُ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدَ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ بَتَّورٌ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ فَكَفَاهُ عَلَى يَدِيهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَةً ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْأَنَاءِ فَمَضْمِنَ وَاسْتِشْقَ ثَلَاثَةً بِثَلَاثَ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَنْجَلَ يَدَهُ فِي الْأَنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَةً ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْأَنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৯১ سুলায়মান ইবন হারব (র)..... ইয়াহইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমি একবার ‘আমর ইবন আবু হাসান (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-কে নবী ﷺ-এর উয়ু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি পানির একটি পাত্র আনালেন এবং উয়ু করে তাঁদের দেখালেন। তিনি পাত্রটি কাত করে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তিনবার তা ধুয়ে ফেলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত চুকালেন এবং তিন আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার করে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেললেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত চুকালেন (এবং পানি নিয়ে) তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। বুখারী শরাফ (১)۔—১৬

তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত চুকালেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'-দু'বার ধুইলেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে হাত চুকালেন। তাঁর মাথা হাত দিয়ে সামনে এবং পেছনে মসেহ করলেন। তারপর আবার পাত্রের মধ্যে তাঁর হাত চুকালেন এবং উভয় পা ধুইলেন।

١٩٢ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ مَسَعَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

১৯২ উহায়ব (র) সূত্রে মৃসা (র) বর্ণনা করেন যে, মাথা একবার মসেহ করেন।

١٤٠ . بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضْوَءِ الْمَرْأَةِ وَتَوْضِعًا عَمَرْ بِالْعَقِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةِ -

১৪০. পরিচ্ছেদ : নিজ স্ত্রীর সাথে উয়ু করা এবং স্ত্রীর উয়ুর অবশিষ্ট পানি (ব্যবহার করা)

‘উমর (রা) গরম পানি দিয়ে এবং খুস্টান মহিলার ঘরের পানি দিয়ে উয়ু করেন।

١٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّعُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى هُنَّ جَمِيعًا .

১৯৩ ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....ইব্ন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় পুরুষ এবং মহিলা একত্রে উয়ু করতেন।

١٤١ . بَابُ صَبَّ النَّبِيِّ تَرَسِّهُ وَضُمُومَهُ عَلَى الْمُفْمَمِ عَلَيْهِ -

১৪১. পরিচ্ছেদ : বেহুশ লোকের ওপর নবী ﷺ – এর উয়ুর পানি ছিটিয়ে দেওয়া

১৯৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَبِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يَعْوَدِنِي وَآتَانِي مَرِيضٌ لَا أُعْقِلُ فَتَوَضَّعَ وَصَبَّ عَلَىِ مِنْ وَضُمُومِهِ فَقَلْتُ يَا سُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَّا لَهُ فَنَزَّلَتْ أَيْةُ الْفَرَائِضِ .

১৯৪ আবুল ওলীদ (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার পীড়িত অবস্থায় একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার খোঁজ-খবর নিতে এলেন। আমি তখন এতই অসুস্থ ছিলাম যে আমার জ্ঞান ছিল না। তারপর তিনি উয়ু করলেন এবং তাঁর উয়ুর পানি আমার ওপর ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমার জ্ঞান ফিরে এল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আমার) ‘মীরাস’ কে পাবে? আমার একমাত্র ওয়ারিস হল কালালা (অর্থাৎ পিতামাতা ও সন্তান-সন্তান ছাড়া অন্যেরা)। তখন ফারায়েদের আয়াত নাযিল হল।

١٤٢ . بَابُ الْفَسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضِبِ وَالْقَدْحِ وَالْخَشْبِ وَالْمِجَارَةِ -

১৪২. পরিচ্ছেদ : গামলা, কাঠ ও পাথরের পাত্রে উয়ু—গোসল করা

১৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْبِرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ

উয় অধ্যায়

মَنْ كَانَ قَرِيبَ الدُّورِ إِلَى أَعْلَمِ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَاتَّى رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِي مَاءٍ فَصَرَرَ الْمِخْضَبَ أَنْ يَسْطُطُ فِيهِ كَفَهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً ۔

১৯৫ 'আবদুল্লাহ ইবন মুনীর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার সালাতের সময় উপস্থিত হলে যাদের বাড়ী নিকটে ছিল তাঁরা (উয় করার জন্য) বাড়ী চলে গেলেন। আর কিছু লোক রয়ে গেলেন (তাঁদের কোন উয়র ব্যবস্থা ছিল না)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি পাথরের পাত্রে পানি আনা হল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তার মধ্যে তাঁর উভয় হাত মেলে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তা থেকেই কওমের সকল লোক উয় করলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : 'আপনারা কতজন ছিলেন?' তিনি বললেন : 'আশিজন বা আরো বেশী'।

১৯৬ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدَةِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِيَدِهِ مَاءً فَفَسَلَ يَدِهِ وَجَهَهُ فِيهِ وَمَعْ فِيهِ ۔

১৯৬ মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (র).....আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ একটি পানি ভর্তি পাত্র আনালেন। তাতে তাঁর উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং কুলি করলেন।

১৯৭ حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ فَأَخْرَجَنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صَفَرٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدِيهِ مَرْتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ۔

১৯৭ আহমদ ইবন ইউনুস (র).....'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়ীতে এলেন। আমরা তাঁকে পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলাম। তিনি তা দিয়ে উয় করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ও উভয় হাত দু'-দু'বার করে ধুইলেন এবং তাঁর হাত সামনে ও পেছনে এনে মাথা মসেহ করলেন আর উভয় পা ধুইলেন।

১৯৮ حَدَثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتَبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَا نَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَشْتَدَّ وَجْهُهُ إِسْتَأْذَنَ أَنْزَاجَهُ فِي أَنْ يُمْرَضَ فِي بَيْتِيْ فَإِذْنَ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجْلَيْنِ تَخْطُطُ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَاسِ وَرَجْلِ أَخْرَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَاسَ قَالَ أَتَدْرِي مِنِ الرَّجُلِ الْأَخْرَ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلَىٰ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَأَشْتَدَّ وَجْهُهُ مَرِيقُوا عَلَىٰ مِنْ سَبِّيْ قِرْبَ لَمْ تُطْلَلْ أَوْ كِتَمَنْ لَعَلَىٰ أَعْمَدِ إِلَى النَّاسِ وَأَجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقَنَا نَصْبُ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَلَقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ ۔

১৯৮ আবুল ইয়ামান (র).....‘আয়িশা (রা) বলেন : নবী ﷺ-এর রোগ যন্ত্রণা বেড়ে গেলে তিনি আমার ঘরে খৃষ্ণার জন্য তাঁর পাত্রীগণের কাছে অনুমতি চাইলেন। তাঁরা অনুমতি দিলে নবী ﷺ (আমার ঘরে আসার জন্য) দু'ব্যক্তির ওপর ভর করে বের হলেন। আর তাঁর পা দু'খানি তখন মাটিতে চিহ্ন রেখে যাচ্ছিল। তিনি ‘আববাস (রা) ও অন্য এক ব্যক্তির মাঝখানে ছিলেন। ‘উবায়দুল্লাহ (র) বলেন : আমি ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আববাস (রা)-কে এ কথা অবহিত করলাম। তিনি বললেন : সে অন্য ব্যক্তিটি কে তা কি তুমি জান? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তিনি হলেন ‘আলী ইবন আবু তালিব (রা)। ‘আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ তাঁর ঘরে আসার পর রোগ আরো বেড়ে গেলে তিনি বললেন : ‘তোমরা আমার উপর মুখের বাঁধন খোলা হয়নি এমন সাতটি মশকের পানি ঢেলে দাও, তাহলে হয়ত আমি মানুষকে কিছু ওয়াসিয়াত করব।’ তাঁকে তাঁর সহধর্মী হাফসা (রা)-এর একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হল। তারপর আমরা তাঁর ওপর সেই সাত মশক পানি ঢালতে শুরু করলাম। এভাবে ঢালার পর এক সময় তিনি আমাদের প্রতি ইশারা করলেন, (এখন থাম) তোমরা তোমাদের কাজ করেছ। এরপর তিনি বের হয়ে জনসমক্ষে গেলেন।

١٤٣ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْبَرِ -

১৪৩. পরিচ্ছেদ : গামলা থেকে উয়ূ করা

১৯৯ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَمِيْ يَكْتُبُ مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ لِعِبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ أَخْبَرَنِي كَيْفَ رَأَيَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَدَعَ ابْنَهُ مِنْ مَاءِ فَكَفَاهُ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْبَرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَثْنَرَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَفَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ إِلَى الْمِرْقَقَيْنِ مَرَتَيْنِ ثُمَّ أَخْذَ بِيَدِهِ مَاءَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَذْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ .

১৯৯ খালিদ ইবন মাখলাদ (র).....ইয়াহুইয়া (র) বলেন : আমার চাচা উয়ূর পানি বেশী খরচ করতেন। একদিন তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-কে বললেন : ‘আপনি নবী ﷺ-কে কিভাবে উয়ূ করতে দেখেছেন?’ তিনি এক গামলা পানি আনালেন। সেটি উভয় হাতের ওপর কাত করে (তা থেকে পানি ঢেলে) হাত দু'খানি তিনবার ধুইলেন, তারপর তার হাত গামলায় চুকালেন। তারপর এক আঁজলি পানি দিয়ে তিনবার কুলি করলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর পানিতে তাঁর হাত চুকালেন। উভয় হাতে এক আঁজলি পানি নিয়ে মুখমণ্ডল তিনবার ধুইলেন। তাপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুইলেন। তারপর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার সামনে এবং পেছনে মসেহ করলেন এবং দু' পা ধুইলেন। তারপর বললেন : ‘আমি নবী ﷺ-কে এভাবেই উয়ূ করতে দেখেছি।’

২০০ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيًّا ﷺ دَعَ بَانَاءَ مِنْ مَاءِ فَأَتَى بِقَدْحٍ رَحَرَاحَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلَتْ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبَغِي مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ قَالَ

أَنْسٌ فَحَرَزَتْ مِنْ تَوْضًا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى التَّسْعَينَ .

২০০ মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একপাত্র পানি চাইলেন। একটি বড় পাত্র তাঁর কাছে আনা হল, তাতে সামান্য পানি ছিল। তারপর তিনি তার মধ্যে তাঁর আঙ্গুল রাখলেন। আনাস (রা) বলেন : আমি পানির দিকে তাকাতে লাগলাম। তাঁর আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে পানি উখলে উঠতে লাগল। আনাস (রা) বলেন : যারা উয়ু করেছিল, আমি অনুমান করলাম তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ থেকে ৮০ জন।

١٤٤. بَابُ الْوُصُوْءِ بِالْمُدِّ -

١٤٤. পরিচ্ছেদ : এক মুদ (পানি) দিয়ে উয়ু করা

২০১ حَدَثَنَا أَبُو نُعِيمَ قَالَ حَدَثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَثَنِي أَبْنُ جَبَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْسِلُ أَوْ كَانَ يَفْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ .

২০১ আবু নু'আয়ম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক সা' (৪ মুদ) থেকে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং উয়ু করতেন এক মুদ দিয়ে।

١٤٥. بَابُ الْمَسْعِ عَلَى الْخَفْيَنِ -

١٤٥. পরিচ্ছেদ : উভয় মোজার ওপর মসেহ করা

২০২ حَدَثَنَا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرْجِ الْمِصْرِيُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَثَنِي عَمْرُو حَدَثَنِي أَبُو النُّضْرِ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَوْ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيهِ وَقَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مَسْحَ عَلَى الْخَفْيَنِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرَوْ سَأَلَ عَمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو النُّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَثَهُ فَقَالَ عَمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ نَحْوُهُ .

২০২ আসবাগ ইব্নুল ফারাজ (র).....সা'দ ইব্ন আবু ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর উভয় মোজার ওপর মসেহ করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (তাঁর পিতা) 'উমর (রা)-কে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : 'হাঁ! সা'দ (রা) নবী ﷺ থেকে কিছু বর্ণনা করলে সে ব্যাপারে আর অন্যকে জিজ্ঞাসা করো না'।

মূসা ইব্ন 'উকবা (র).....সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : অতঃপর 'উমর (রা) 'আবদুল্লাহ (রা)-কে অনুরূপ বললেন।

২০৩ حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَانِيُّ قَالَ حَدَثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ

بِنْ جَيْبَرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شَعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغَيْرَةُ بِإِلَوَاهٍ فِيهَا مَاءً فَصَبَ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفْفَيْنِ .

۲۰۳ আমর ইবন খালিদ আল-হাররানী (র).....মুগীরা ইবন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে মুগীরা (রা) পানি সহ একটি পাত্র নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করে এলে মুগীরা (রা) তাঁকে পানি দেলে দিলেন। আর তিনি উৎকৃষ্ট করলেন এবং উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

۲۰۴ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أَبِيهِ الضُّمْرَىِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَأَى النَّبِيَّ تَعَالَى يَمْسَحُ عَلَى الْخُفْفَيْنِ . وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَادٍ وَآبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ .

۲۰۵ آবু نুয়ায়ম (র).....উমায়া যামরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উভয় মোজার ওপর মসেহ করতে দেখেছেন। হারব ও আবান (র) ইয়াহুইয়া (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

۲۰۵ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ تَعَالَى يَسْمَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفْفَيْهِ وَتَابَعَهُ مَعْرُونٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرُو رَأَيْتُ النَّبِيَّ تَعَالَى .

۲۰۶ আবদান (র).....উমায়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমি নবী ﷺ-কে তাঁর পাগড়ীর ওপর এবং উভয় মোজার ওপর মসেহ করতে দেখেছি’। মামার (র) আমর (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন : ‘আমি নবী ﷺ-কে তা করতে দেখেছি’।

- ۱۴۶ -
১. بَابٌ إِذَا دَخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ -

১৪৬. পরিচ্ছেদ : পবিত্র অবস্থায় উভয় পা (মোজায়) প্রবেশ করানো

۲۰۶ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغَيْرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ تَعَالَى فِي سَفَرٍ فَأَمْوَأْيْتُ لَأَنِّي خُفْفَيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي دَخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

۲۰۶ আবু নুয়ায়ম (র).....মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আমি নবী ﷺ-এর সংগে এক সফরে ছিলাম। (উৎকৃষ্ট করার সময়) আমি তাঁর মোজায় খুলতে চাইলে তিনি বললেন : ‘ও দুটো থাকুক, আমি পবিত্র অবস্থায় ও দু’টি পরেছিলাম’। (এই বলে) তিনি তাঁর উপর মসেহ করলেন।

۱۴۷. بَابُ مِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّانِيْ وَالسُّوِقِ -

وَأَكْلَ أَبُوبَكْرَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَهُمَا فَلَمْ يَتَوَضُّوْ -

১৪৭. পরিচ্ছেদ ৪ : বকরীর গোশত এবং ছাতু খেয়ে উয় না করা

আবু বকর, 'উমর ও 'উসমান (রা) গোশত খেয়ে উয় করেন নি।

২০৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى أَكَلَ كَفِ شَاءَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২০৮ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার
রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন। তারপর সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উয় করলেন না।

২০৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَثْرَى عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرُو بْنِ

أُمِيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ تَعَالَى يَحْتَرُّ مِنْ كَفِ شَاءَ فَدَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِينَ فَصَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ .

২১০ ইয়াত্তইয়া ইবন বুকায়র (র).....উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে একটি বকরীর
কাঁধের গোশত কেটে খেতে দেখলেন। এ সময় সালাতের জন্য ডাকা হল। তখন তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে
সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উয় করলেন না।

۱۴۸. بَابُ مَضْمَضَ مِنْ السُّوِقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

১৪৮. পরিচ্ছেদ ৫ : ছাতু খেয়ে উয় না করে কেবল কুলি করা

২১১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ

أَنَّ سُوِيدَ بْنَ النَّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى عَامَ خَيْرٍ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصُّهَيْبَاءِ وَهِيَ أَدْنَى
خَيْرٍ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسُّوِقِ فَأَمْرَيْهِ فَتَرَى فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَكَلَنَا ثُمَّ قَامَ
إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضَنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১২ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....সুওয়ায়দ ইবন 'ন-নুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খায়বর
যুদ্ধের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রওনা হলেন। চলতে চলতে তাঁরা যখন সাহবা-য় পৌছলেন,
এটি খায়বরের নিকটবর্তী অঞ্চল, তখন তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর খাবার আনতে
বললেন : কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই আনা হলো না। তারপর তিনি নির্দেশ দেওয়ায় তা (পানিতে) মেশানো

হল। রাসূলগ্লাহ ﷺ তা খেলেন এবং আমরাও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের জন্য দাঁড়িয়ে কুলি করলেন এবং আমরাও কুলি করলাম। পরে তিনি সালাত আদায় করলেন; উয় করলেন না।

٢١٠ حَدَّثَنَا أَصْبَحُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ كُبَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتَفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১০ آসবাগ (র).....মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলগ্লাহ ﷺ তাঁর কাছে (একটি বকরীর) কাঁধের গোশত খেলেন, তারপর সালাত আদায় করলেন; আর উয় করলেন না।

١٤٩ . بَابُ هَلْ يُمْضِيْنِ مِنَ الْبَيْنِ -

১৪৯. পরিচ্ছেদ : দুধ পান করলে কি কুলি করতে হবে?

২১১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكَيْرٍ وَقَتْبَيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْيَثْرَى عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرَبَ لَبَنًا فَمَضْمِضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَّمًا تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

২১১ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র ও কুতায়বা (র).....ইবন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলগ্লাহ ﷺ দুধ পান করলেন। তারপর কুলি করলেন এবং বললেন : ‘এতে তৈলাক্ত পদার্থ রয়েছে (জন্য কুলি করা ভাল)’। ইউনুস ও সালিহ ইবন কায়সান (র) যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٠ . بَابُ الْوُصُومِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرْمِ مِنَ النُّعْسَةِ وَالنُّعْسَتَيْنِ أَوِ الْغَفْفَةِ وُضُوا -

১৫০. পরিচ্ছেদ : ঘুমের পরে উয় করা এবং দু'একবার কিমালে বা মাথা ঝুকে পড়লে উয় না করা

২১২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصْلِي فَلَيَرْقُدْ حَتَّى يَذَهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعْلَهُ يَسْتَغْفِرُ فِيَسْبُ نَفْسَهُ .

২১২ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলগ্লাহ ﷺ বলেছেন : সালাত আদায়ের অবস্থায় তোমাদের কারো যদি তন্দু আসে তবে সে যেন ঘুমের রেশ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়। কারণ, তন্দুর অবস্থায় সালাত আদায় করলে সে জানতে পারবে না, সে কি ক্ষমা চাইছে, না নিজেকে গালি দিচ্ছে।

٢١٣ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِيهِ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْتَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ .

২১৪ آবু মা'মার (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যদি সালাতে খিমায়, সে যেন ততক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়, যতক্ষণ না সে কি পড়ছে, তা বুঝতে পারে।

۱۵۱. بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثٍ

১৫১. পরিচ্ছেদ : হাদস ছাড়া উয়ু করা

২১৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُقِيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا حَدَّثَنَا مُسْدَدًا قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُقِيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِي أَحَدُنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثِ .

২১৫ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ও মুসাদ্দাদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ অত্যেক সালাতের সময় উয়ু করতেন। আমি বললাম : আপনারা কিরূপ করতেন? তিনি বললেন : হাদস (উয়ু ভঙ্গের কারণ) না হওয়া পর্যন্ত আমাদের (পূর্বে) উয়ুই যথেষ্ট হত।

২১৫ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بُشِيرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُوِيدُ بْنُ النَّعْمَانَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْبَرُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالْأَطْعَمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسُّوْقِ فَلَكَنَّا وَشَرِبَنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضَمْضَ ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২১৫ খালিদ ইবন মাখলাদ (র).....সুওয়ায়দ ইবনুন-নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খায়বার যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। সাহবা নামক স্থানে পৌছে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি খাবার আনতে বললেন। ছাতু ছাড়া আর কিছু আনা হল না। আমরা তা খেলাম এবং পান করলাম। তারপর নবী ﷺ মাগরিবের জন্য দাঁড়িয়ে কুলি করলেন; তিনি (নতুন) উয়ু করলেন না।

۱۵۲. بَابُ الْكَبَائِرِ أَنَّ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَعْدِهِ -

১৫২. পরিচ্ছেদ : পেশাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক না থাকা কাবীরা জ্ঞান

২১৬ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَانِطٍ مِنْ بুখারী শরীফ (১) — ১৭

حِيطَانُ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعْذَبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْذَبَانِ وَمَا يُعْذَبَانِ فِي كِبِيرٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَرِّ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالثَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقَيْلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخْفَفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَبِيسَا أَوْ إِلَى أَنْ تَبِيسَا .

۲۱۶ ‘উসমান (র).....ইবন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার মদীনা বা মক্কার কোন এক বাগানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু’ব্যক্তির আওয়ায় শনতে পেলেন, যাদের কবরে আযাব হচ্ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন : এদের দু’জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোন বড় গুনাহের জন্য এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন : ‘হ্যা, এদের একজন তার পেশাবের নাপাকি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর একজন চোগলখুরী করত। তারপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনালেন এবং তা ভেঙে দু’খণ্ড করে প্রত্যেকের কবরের উপর এক খণ্ড রাখলেন। তাঁকে জিজাসা করা হল, ‘ইয়া রাসূলঘাহ! একে কেন করলেন?’ তিনি বললেন : হয়ত তাদের আযাব কিছুটা লাঘব করা হবে, যতদিন পর্যন্ত এ দু’টি না শুকায়।

۱۵۲. بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسلِ الْبَوْلِ ،

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسْتَرِّ مِنْ بَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ -

۱۵۳. পরিচ্ছেদ : পেশাব ধোয়া সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে

নবী ﷺ জনেক কবরবাসী সম্পর্কে বলেছেন, সে তার পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। তিনি শুধু মানুষের পেশাব সম্পর্কেই উল্লেখ করেছেন।

۲۱۷ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتَهُ بِمَاءٍ فَيَفْسِلُ بِهِ .

۲۱۸ ইয়া’কুব ইবন ইবরাহীম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলঘাহ ﷺ আকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তা দিয়ে ইসতিন্জা করতেন।

۱۵۴. بَابُ

۱۵۴. পরিচ্ছেদ

۲۱۸ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنْتَنِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَافِسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعْذَبَانِ وَمَا يُعْذَبَانِ فِي كِبِيرٍ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَرِّ

مِنَ الْبُولِ ، وَأَمَا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنُّمِيَّةِ ، لَمْ أَخْذْ جَرِيدَةً رَطِبَةً فَشَقَقَهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَّزَ فِي كُلِّ قِبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخْفَفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَأْ قَالَ إِنَّ الْمُعْتَنِي وَحْدَتِنَا وَكَيْعَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِنْهُ .

২১৮ মুহাম্মদ ইবনুল মুসাল্লা (র).....ইবন ‘আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার দু’টি কবরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি বললেন : এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে, কোন কঠিন পাপের জন্য তাদের আযাব হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু’ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের ওপর একখানি পুঁতে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইয়া রাসূলল্লাহ! একপ কেন করলেন?’ তিনি বললেন : হয়তো তাদের থেকে (আযাব) কিছুটা লাঘব করা হবে, যতদিন পর্যন্ত এ’টি না শুকাবে। ইবনুল মুসাল্লা (র)-আ’মাশ (র) বলেন : আমি মুজাহিদ (র) থেকে অনুরূপ শুনেছি।

- ۱۵۵ . بَابُ تَرْكِ النَّبِيِّ مَكْتُوبَةً وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيِّ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ -

১৫৫. পরিচ্ছেদ : এক বেদুইনকে মসজিদে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত নবী ﷺ এবং অন্যান্য লোকের পক্ষ থেকে অবকাশ দেওয়া।

২১৯ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ أَعْرَابِيًّا يَبْوُلُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

২১৯ মুসা ইবন ইসমাইল (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক বেদুইনকে মসজিদে পেশাব করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন : ‘ওকে ছেড়ে দাও’। সে পেশাব শেষ করলে পানি আনিয়ে সেখানে ঢেলে দিলেন।

- ۱۵۶ . بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبُولِ فِي الْمَسْجِدِ -

১৫৬. পরিচ্ছেদ : মসজিদে পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেওয়া

২২০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبُ عَنِ الرَّهْمَيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَتَّبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيًّا فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاهَىَ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْبُوا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعْثِنَمْ مَيْسِرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مَعْسِرِينَ .

২২০ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার এক বেদুইন দাঁড়িয়ে মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিল। নবী ﷺ তাদের বললেন : ওকে ছেড়ে দাও এবং ওর পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদের সহজ ও বিন্দু আচরণ করার জন্য পাঠান হয়েছে, কঠোর আচরণ করার জন্য পাঠান হয়নি।

٢٢١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . حَوْدَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَيْالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِنْبَوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأَغْرِيَقَ عَلَيْهِ .

২২১ 'আবদান (র) ও খালিদ ইবন মাখলাদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার এক বেদুইন এসে মসজিদের এক কোণে পেশাব করে দিল। তা দেখে লোকজন তাকে ধমকাতে লাগল। নবী ﷺ তাদের নিষেধ করলেন। তার পেশাব শেষ হলে নবী ﷺ -এর আদেশে এর উপর এক বালতি পানি ঢেলে দেওয়া হল।

١٥٧ . بَابُ بَوْلِ الصَّبَيْبَانِ -

১৫৭. পরিচ্ছেদ : শিশুদের পেশাব

২২২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَاتَتْ أُتْيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبَرٍ فَبَيْالَ عَلَى ثُوبِهِ فَدَعَاهَا بِمَاءٍ فَأَتَبَعَهُ أَيْاًهُ .

২২২ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....উম্মু'ল মু'মিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একটি শিশুকে আনা হল। শিশুটি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনলেন এবং এর উপর ঢেলে দিলেন।

২২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِيهِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ تُبَّةَ عَنْ أُمِّ قِيسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بَابَ نِلَّهَا صَفَرِيرَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ فَبَيْالَ عَلَى ثُوبِهِ فَدَعَاهَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ .

২২৩ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....উম্মু'ল কায়স বিনত মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর এক ছেট ছেলেকে, যে তখনো খাবার খেতে শিখেনি, নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুটিকে তাঁর কোলে বসালেন। তখন সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে এর উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং তা (ভাল করে) ধুইলেন না।

١٥٨ . بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا -

১৫৮. পরিচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে এবং বসে পেশাব করা

২২৪ حَدَّثَنَا أَدْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيهِ وَأَتَلِ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ

১. শিশুটির পেশাব সামান্য থাকায় রাগড়িয়ে ধোনানি। (আইনী ৩৬, ১৩১)

فَبَالْ قَانِمَا لُمْ دَعَا بِمَاءٍ فَجَتَتْهُ بِمَاءٍ فَتَرَضَّا .

۲۲۸ آدم (ر).....হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একবার কওমের আবর্জনা ফেলার স্থানে এলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর পানি চাইলেন। আমি তাঁকে পানি নিয়ে দিলাম। তিনি উচ্চ করলেন।

۱۵۹. بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالشَّسْتُرِ بِالْحَانِبِ -

۱۵۹. পরিচ্ছেদ : সঙ্গীর কাছে বসে পেশাব করা এবং দেয়ালের আড়াল করা

۲۲۰ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ تَمَاثِلِي سَبَاطَةً قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ فَبَالْ قَانِتَبَدَتْ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيْيَ فَجِئْتُهُ فَقَمْتُ عِنْدَ عَيْنِهِ حَتَّى فَرَغَ .

۲۲۵ উসমান ইবন আবু শায়বা (র).....হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার অরণ আছে যে, একবার আমি ও নবী ﷺ এক সাথে চলছিলাম। তিনি দেয়ালের পেছনে মহল্লার একটি আবর্জনা ফেলার জায়গায় এলেন। তারপর তোমাদের কেউ যেভাবে দাঁড়ায় সে ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি পেশাব করলেন। এ সময় আমি তাঁর কাছে থেকে সরে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি আমাকে ইশারা করলেন। আমি এসে তাঁর পেশাব করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

۱۶۰. بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ سَبَاطَةِ قَوْمٍ -

۱۶۰. পরিচ্ছেদ : মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে পেশাব করা

۲۲۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَتْ نُوبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْسَتْهُ أَمْسَكَ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَاطَةً قَوْمٍ فَبَالْ قَانِمَا .

۲۲۶ মুহাম্মদ ইবন 'আর'আরা (র).....আবু ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু মূসা (রা) পেশাবের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করতেন এবং বলতেন : বনী ইসরাইলের কারো কাপড়ে (পেশাব) লাগলে তা কেটে ফেলত। হ্যায়ফা (রা) বললেন, আবু মূসা (রা) যদি এ থেকে বিরত থাকতেন (তবে ভাল হত)। রাসূলুল্লাহ ﷺ মহল্লার আবর্জনা ফেলার স্থানে শিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

১. সধারণত বসে পেশাব করাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অভ্যাস। এ জন্যই হয়রত 'আয়শা (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি তোমাদের বলবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন-- তার কথা বিশ্বাস করো না" (তিরমিয়ী, নাসাই)। এই একটি মাত্র স্থানেই তাঁর অভ্যাসের ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। এর কারণ সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন ব্যথার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।" (বায়হাকী, হাকেম)

- ১৬১. بَابُ غَسْلِ الدُّمْ -

১৬১. পরিচ্ছেদ : রক্ত খুয়ে ফেলা

২২৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَاتَلَتْ جَاءَتْ امْرَأَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتَلَتْ أَرَأَيْتُ إِحْدَانَا تَحِيلُّنِي فِي التَّوْبَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ، قَالَ تُحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتَصْلِي فِيهِ .

২২৮ মুহাম্মদ ইবনুল মুসাল্লা (র).....আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন : (ইয়া রাসূলল্লাহ !) বলুন, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েয়ের রক্ত লেগে গেলে সে কি করবে ? তিনি বললেন : সে তা ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে এবং ভাল করে খুয়ে ফেলবে। এরপর সেই কাপড়ে সালাত আদায় করবে।

২২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَاتَلَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حِيْثِيرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاجُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنْمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضَرٍ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَنِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنِ الدُّمْ ثُمَّ صَلِّيْ قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ .

২২৮ মুহাম্মদ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ‘ইয়া রাসূলল্লাহ ! আমার এত বেশী রক্তস্নাব হয় যে, আর পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব ?’ রাসূলল্লাহ ﷺ বললেন : না, এ তো ধর্মনি নির্গত রক্ত, হায়েয় নয়। তাই যখন তোমার হায়েয় আসবে তখন সালাত ছেড়ে দিও। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন রক্ত খুয়ে ফেলবে, তারপর সালাত আদায় করবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলেছেন : তারপর এভাবে আরেক হায়েয় না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের জন্য উয়ু করবে।

- ১৬২. بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ -

১৬২. পরিচ্ছেদ : বীর্য ঝোয়া এবং ঘষে ফেলা এবং ত্রীলোক থেকে যা লেগে যায় তা খুয়ে ফেলা

২২৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَاتَلَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ تَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ بَقَعَ الْمَاءُ فِي تَوْبِهِ .

২২৯. 'আবদান (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কাপড় থেকে জানাবাতের চিহ্ন ধূয়ে দিতাম এবং কাপড়ে ভিজা চিহ্ন নিয়ে তিনি সালাতে বের হতেন।

২৩০. حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا مُسْدَدًا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصَبِّبُ التَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ تُوبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَئْرُ الْفَسْلِ فِي تُوبِهِ يَقْعُدُ الْمَاءُ ।

২৩১. কৃতায়বা ও মুসাদাদ (র).....সুলায়মান ইবন ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত, 'আমি 'আয়িশা (রা)-কে কাপড়ে লাগা বীর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।' তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ধূয়ে ফেলতাম। তিনি কাপড় ধোয়ার ভিজা দাগ নিয়ে সালাতে বের হতেন।

- ১৬২. بَابٌ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَتْرَهُ -

১৬৩. পরিচ্ছেদ : জানাবাতের নাপাকী বা অন্য কিছু ধোয়ার পর যদি ভিজা দাগ থেকে যায়
২২১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ قَالَ سَأَلْتُ سَلَيْমَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي التَّوْبِ تُصَبِّبُ الْجَنَابَةَ قَالَ قَاتَ عَائِشَةَ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ تُوبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَئْرُ الْفَسْلِ فِيهِ بَقْعَ الْمَاءِ ।

২৩১. মুসা ইবন ইসমাইল (র).....আমর ইবন মায়মন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কাপড়ে জানাবাতের নাপাকী লাগা সম্পর্কে আমি সুলায়মান ইবন ইয়াসার (র)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : 'আয়িশা (রা) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ধূয়ে ফেলতাম। এরপর তিনি সালাতে বেরিয়ে যেতেন আর তাতে পানি দিয়ে ধোয়ার চিহ্ন থাকত।
২২২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهْرَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونَ بْنِ مَهْرَانَ عَنْ سَلَيْমَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيِّ مِنْ تُوبَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بَقْعَةً أَوْ بَقْعَيْنِ ।

২৩২. 'আমর ইবন খালিদ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে বীর্য ধূয়ে ফেলতেন। আয়িশা (রা) বলেন : তারপর আমি তাতে পানির একটি বা কয়েকটি দাগ দেখতে পেতাম।

১৬৪. بَابٌ أَبْوَابُ الْأَبْلِ وَالْدُّوَابِ وَالْفَنَمِ وَمَرَابِضُهَا وَصَلْيَ أَبْوَابُ مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسَّرْقَنِ وَالْبَرِيدِ إِلَى جَنَبِيِّهِ فَقَالَ مَا هُنَا وَكَمْ سَوَاءٌ

১৬৪. পরিচ্ছেদ : উট, চতুর্পদ জন্ম ও বকরীর পেশাব এবং বকরীর খায়াড় প্রসঙ্গে

আবু মূসা (রা) দার্ল বারীদে সালাত আদায় করেন। আর তার পাশেই গোবর এবং খালি ময়দান ছিল। তিনি বললেন : এ জায়গা এবং ঐ জায়গা একই পর্যায়ের।

২২৩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قِلَّابَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَدِمَ أَنَّاسٌ مِنْ عَكْلٍ أَوْ عَرْبَيْنَةَ فَاجْتَمَعُوا التَّدِينَةَ فَأَمْرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَبْنَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَأْتَاقُوا النُّعْمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أُولَئِنَّهَارِ فَبَعْثَ فِي أَثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جَيَّنَ بِهِمْ فَأَمْرَ بِهِمْ فَقَطَعُوا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجَلَهُمْ وَسُمِّرُتْ أَعْيُنُهُمْ وَأَلْقَوْا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقِفُونَ فَلَا يُسْقَفُونَ - قَالَ أَبُو قِلَّابَةَ فَهُؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

২৩০ سুলায়মান ইব্ন হারব (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উকল বা উরায়না গোক্রের কিছু লোক (ইসলাম গ্রহণের জন্য) মদীনায় এলে তারা পীড়িত হয়ে পড়ল। নবী ﷺ তাদের (সদকার) উটের কাছে যাবার এবং ওর পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা সেখানে চলে গেল। তারপর তারা সুস্থ হয়ে নবী ﷺ-এর রাখালকে হত্যা করে ফেলল এবং উটগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর দিনের প্রথম ভাগেই এসে পৌছল। তিনি তাদের পেছনে লোক পাঠালেন। বেলা বেড়ে উঠলে তাদেরকে (ঘেফতার করে) আনা হল। তারপর তাঁর আদেশে তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হল। উস্তু শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ঝুঁড়ে দেওয়া হল এবং গরম পাথুরে ভূমিতে তাদের নিঙ্কেপ করা হল। তারা পানি চাইছিল, কিন্তু দেওয়া হয়নি।

আবু কিলাবা (র) বলেন, এরা ছুরি করেছিল, হত্যা করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

২৩৪ حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو التِّيَّابِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ الْمَسْجِدَ فِي مَرَابِضِ الْغَنِمِ .

২৩৪ আদম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ মসজিদ নির্মিত হবার পূর্বে বকরীর খোয়াড়ে সালাত আদায় করতেন।

১৬৫ . بَابُ مَا يَقْعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السُّمْنِ وَالْمَاءِ -
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا بَأْسَ بِالسَّمَاءِ مَا لَمْ يَقْرِئْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيشٌ أَوْ لَوْنٌ، وَقَالَ حَمَادٌ لَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيَّتِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ أَذْرَكَتْ نَاسًا مِنْ سَلْفِ الْعَلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا وَيَدْهُنُونَ فِيهَا لَا يَرْقَنُ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ أَبْنُ سِرِّينَ وَأَبْرَاهِيمَ لَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ -

১৬৫. পরিচ্ছেদ : ঘি এবং পানিতে নাপাকী পড়া

যুহরী (র) বলেন : পানিতে নাপাকী পড়লে কোন ক্ষতি নেই, যতক্ষণ তার স্বাদ, গুঁজ বা রং পরিবর্তিত না হয়। হাস্মাদ (র) বলেন : মৃত (পাথীর) পালক (পানিতে পড়লে) কোন দোষ নেই। যুহরী (র) মৃত জস্তি, যথাঃ হাতী প্রভৃতির হাড় সম্পর্কে বলেছেন আমি পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মধ্যে কিছু আলিমকে পেয়েছি, তারা তা দিয়ে (চিরণী/বানিয়ে) চুল আঁচড়াতেন এবং তার পাত্রে তেল রেখে ব্যবহার করতেন, এতে তারা কোনো দোষ মনে করতেন না।

ইবন সীরীন (র) ও ইবরাহীম (র) বলেন : হাতীর দাতের ব্যবসায়ে কোন দোষ নেই।

২৩৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ

مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّلَ عَنْ فَتَرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ الْقَوْمَ أَنَّمَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُّوا سَعْنَكُمْ ۖ

২৩৫ ইসমাইল (র).....মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'ঘি'র মধ্যে ইন্দুর পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : ইন্দুরটি এবং তার আশ পাশ থেকে ফেলে দাও এবং তোমাদের ঘি ব্যবহার কর।

২৩৬ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبْتَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَّلَ عَنْ فَتَرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ خُنُوقًا وَمَا حَوْلَهَا فَأَطْرَحُوهُ ۖ . قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لَا أَحْصَيْتَ يَقُولُ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ۖ

২৩৬ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-কে 'ঘি'র মধ্যে ইন্দুর পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন : ইন্দুরটি এবং তার আশপাশ থেকে ফেলে দাও।

মান (র) বলেন, মালিক (র) আমার কাছে বহুবার এভাবে বর্ণনা করেছেন : ইবন 'আববাস (রা) থেকে এবং ইবন 'আববাস (রা) মায়মুনা (রা) থেকেও।

২৩৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ أَبْنِ مُنْبِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كَلْمَ يَكْتُمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَيِّلِ اللَّهِ يَكُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهِينَتُهَا إِذَا طَعِنْتَ تَفَجُّرُ دَمًا اللَّهُ لَذُنُ الدُّمْ وَالْعَرْفُ الْمِسْكِ ۖ

২৩৭ আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ-থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানদের যে যথম হয়, কিয়ামতের দিন তার প্রতিটি যথম আঘাতকালীন সময়ে যে অবস্থায় ছিল তদুপ হবে। রাঙ্গ ছুটে বের হতে থাকবে। তার রং হবে রক্তের রং কিন্তু গুঁজ হবে মিশকের ন্যায়।

১৬৬. بَابُ الْبَوْلِ الْمَاءِ الدَّائِمِ -

১৬৬. পরিচ্ছেদ : স্ত্রি পানিতে পেশাব করা

২৩৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّحْمَنِ بْنِ هُرَيْزٍ الْأَعْرَجِ حَدَّثَنَا بুখারী শরীফ (১) ।—১৮

أَتَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ وَبِإِشْتَادِهِ قَالَ لَا يَبُوَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِيْ ثُمَّ يَقْتَسِلُ فِيهِ .

২৩৮ আবুল ইয়ামান (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা শেষে আগমনকারী এবং (কিয়ামত দিবসে) অগ্রগামী। এ সনদেই তিনি বলেন : তোমাদের কেউ যেন স্থির—যা প্রবাহিত নয় এমন পানিতে কখনো পেশাব না করে। (সংবর্ত) পরে সে আবার তাতে গোসল করবে।

১৬৭. بَابٌ إِذَا أَلْقَى عَلَى ظَهِيرِ الْمُصْلِيْ قَدْرًا أَوْ جِبْنًا لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ -
وَكَانَ أَبْنَى عَمَّرًا إِذَا رَأَى فِي تُوبَّهِ دَمًا فَمُوَيْسِلٍ وَضَمَّنَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ أَبْنُ الْمُسْبِطِ
وَالشَّعْبِيُّ إِذَا صَلَى فِي تُوبَّهِ دَمًا أَوْ جَنَابَةً أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيْمَمَ صَلَى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ لَا يُعِيدُ -

১৬৭. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর পিঠের উপর ময়লা বা মৃত জন্ম ফেললে তার সালাত নষ্ট হবে না। ইবন উমর (রা) সালাত আদায়ের অবস্থায় তার কাপড়ে রক্ত দেখলে (সেভাবেই) তা রেখে দিতেন এবং সালাত আদায় করে নিতেন। ইবনুল মুসায়াব ও শাবি (র) বলেন, যখন কেউ সালাত আদায় করে আর তার কাপড়ে রক্ত অথবা জানাবাতের নাপাকী থাকে অথবা সে কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে অথবা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে এরপর ওয়াক্তের মধ্যেই যদি পানি পেয়ে যায় তবে (সালাত) দুহরাবে না।

২৩৯ حَدَثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شَعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدًا حَ قَالَ وَحَدَثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَثَنَا شُرِيعَ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَثَنِي عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْلِي عَنْ الدَّبَّبِتِ وَأَبْوَ جَهْلِ وَأَصْحَابَ لَهُ جَلْوَسًا إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضُ بِكُمْ يَجْرِيْ بِسْلَى جَزْفَدَ بْنِ فُلَانِ فِيَضْعَهُ عَلَى ظَهِيرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَأَنْبَعَتْ أَشْقَى الْقَوْمَ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى ظَهِيرِهِ بَيْنَ كَفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أَغْيِرُ شَيْئًا لَوْكَانَ لِي مَنْعَةً قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيَخْبِلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدًا لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَ تَهْ فَاطِمَةَ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهِيرِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرْيَشٍ ثَلَاثَ مَرَاتٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوا يَبْوَنُونَ أَنَّ الدُّعَوةَ فِي ذَلِكَ الْبَلدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمِعَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَابِيْ جَهْلِ وَعَلَيْكَ بَعْثَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عَتْبَةَ وَأَمِيَّةَ بْنِ خَلْفِ

وَعَقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعِيطٍ ، وَعَدَ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظْ ، قَالَ فَوَ الْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَرَّعُوا فِي الْقَبْبَرِ قَبِيبَ بَدْرٍ .

২৩৯ ‘আবদান (র).....‘আবদুল্লাহ ইবন মাস’উদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। অন্য সূত্রে আহমদ ইবন ‘উসমান (র).....‘আবদুল্লাহ ইবন মাস’উদ (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ একবার বাযতুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন এবং সেখানে আবু জাহল ও তার সঙ্গীরা বসা ছিল। এমন সময় তাদের একজন অন্যজনকে বলে উঠল, ‘তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উটনীর নাড়ীভূংড়ি এনে মুহাম্মদ যখন সিজদা করেন তখন তার পিঠের ওপর রাখতে পারে?’ তখন কওমের বড় পাষণ্ড (উকবা) তাড়াতাড়ি গিয়ে তা নিয়ে এল এবং তার পিঠের ওপর দুই কাঁধের মাঝখানে তা রেখে দিল। ইবন মাস’উদ (রা) বলেন, আমি (এ দৃশ্য) দেখছিলাম কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। হায়! আমার যদি কিছু প্রতিরোধ শক্তি থাকত! তিনি বলেন, তারা হাসতে লাগল এবং একে অন্যের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। আর রাসূলুল্লাহ সিজদায় থাকলেন, মাথা উঠালেন না। অবশেষে হ্যরত ফাতিমা (রা) এলেন এবং সেটি তাঁর পিঠের উপর থেকে ফেলে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সিজদায় মাথা উঠিয়ে বললেন : ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরায়শকে ধ্রংস করুন। এরপর তিনবার বললেন। তিনি যখন তাদের বদ দু’আ করেন তখন তা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা জানত যে, এ শহরে দু’আ করুল হয়। এরপর তিনি নাম ধরে বললেন : ইয়া আল্লাহ! আবু জাহলকে ধ্রংস করুন। এবং ‘উতবা ইবন রাবী’আ, শায়বা ইবন রবী’আ, ওয়ালীদ ইবন ‘উতবা, উমায়া ইবন খালাফ ও ‘উকবা ইবন আবী মু’আইতকে ধ্রংস করুন। রাবী বলেন, তিনি সগুম ব্যক্তির নামও বলেছিলেন কিন্তু তিনি স্মরণ রাখতে পারেন নি। ইবন মাস’উদ (রা) বলেন : সেই সত্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার জান, রাসূলুল্লাহ সিজদায় যাদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের আমি বদরের কৃপের মধ্যে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি।

১৬৮. بَابُ الْبُزاقِ وَالْمُخَاطِرِ وَنَحْوِهِ فِي التَّوْبِ -

قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمَسْوِدِ وَمَرْوَانَ حَرَجَ النَّبِيِّ زَمْنَ حُدَيْبِيَّةَ فَذَكَرَ الْمَدِيْثَ وَمَا تَنَفَّمُ النَّبِيُّ فِي نَفَامَةِ
إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفَّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجْلَدَهُ -

১৬৮. পরিচ্ছেদ : থুথু, শ্রেষ্ঠা ইত্যাদি কাপড়ে লেগে গেলে

উরওয়া (র) মিসওয়ার ও মারওয়ান (র) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সিজদায়বিয়ার সময় বের হলেন। তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, ‘আর নবী ﷺ (সেদিন) যখনই কোন শ্রেষ্ঠা ঘেড়ে ফেলছিলেন, তখন তা তাদের কারো না কারো হাতে পড়ছিল। তারপর (বরকতব্রহ্মপ) ঐ ব্যক্তি তা তার মুখমঙ্গল ও শরীরে মেঝে নিছিল।

٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَنْقَ النَّبِيِّ تَعَالَى فِي
تَوْبَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ طَوْلَهُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ
أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ تَعَالَى .

২৪০ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার তাঁর
কাপড়ে পুথু ফেললেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, ইবন আবু মারয়াম এই হাদীসটি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা
করেছেন।

۱۶۹ . بَابُ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيِّ وَلَا بِالْمُسْكِرِ -

وَكَوْفَةُ الْحَسَنِ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَقَالَ عَطَاءُ الظِّيمُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيِّ وَالْبَنِينَ -

১৬৯. পরিচ্ছেদ ৪ নাবীয (খেজুর, কিসমিস, মনাক্কা, ইত্যাদি ভিজানো পানি) এবং নেশাকারক
পানীয় দ্বারা উয় করা না-জায়েয
হাসান (র) ও আবুল 'আলিয়া (র) একে মাকরহ বলেছেন। 'আতা (র) বলেন ৪ নাবীয এবং
দুধ দিয়ে উয় করার চাহিতে তায়াম্মুম করাই আমার কাছে পসন্দনীয়।

২৪১ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّمْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ
تَعَالَى قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرٌ فَهُوَ حَرَامٌ .

২৪১ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....'আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : যে
সকল পানীয় নেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

۱۷۰ . بَابُ غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ -

১৭০. পরিচ্ছেদ ৪ পিতার মুখমণ্ডল থেকে কন্যা কর্তৃক রক্ত ধূয়ে ফেলা
আবুল আলিয়া (র) বলেন : আমার পায়ে ব্যথা, তোমরা আমার পা মসেহ করে দাও।

২৪২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ أَبْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَسَالَهُ
النَّاسُ وَمَا يَبْيَنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ بِأَيِّ شَيْءٍ يُؤْوِي جُرْحَ النَّبِيِّ تَعَالَى فَقَالَ مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، كَانَ عَلَيَّ
يَجْئِي بِتَرْسِيهِ فِيهِ مَا ، وَفَاطِمَةُ تَفْسِيلٌ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمُ فَأَخْذَ حَصِيرٌ فَاحْرَقَ فَحَشِيَ بِهِ جُرْحَهُ .

২৪২ মুহাম্মদ (র).....আবু হাযিম বলেন যে, যখন আমার এবং সাহল ইবন সাদ আস-সাইদী (রা)-র
মাঝখানে কেউ ছিল না, তখন লোকে তার কাছে প্রশ্ন করল : (উহুদ যুদ্ধে) কী দিয়ে নবী ﷺ-এর যথমের

চিকিৎসা করা হয়েছিল? তখন তিনি বললেন : এ ব্যাপারে আমার চেয়ে ভাল জানে এমন কেউ জীবিত নেই। 'আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি আনছিলেন আর ফাতিমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ধুইয়ে দিলেন। অবশেষে চাটাই পুড়িয়ে (তাঁর ছাই) তাঁর ক্ষতস্থানে দেওয়া হল।

– ১৭১. بَابُ السِّوَاكُ –

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ بْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْتَأْتُ –

১৭১. পরিচ্ছেদ : মিসওয়াক করা

ইবন আব্বাস (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কাছে রাত কাটিয়েছিলাম। তখনও তিনি মিসওয়াক করলেন।

২৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعَمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيلَانَ بْنِ حَرَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَأْتِي سِوَاكَ بِيَدِهِ يَقُولُ أَعْ أَعْ ، وَالسِّوَاكُ فِي فِتْهِ كَانَهُ يَتَهَوَّعُ .

২৪৩ [আবু'ন-নু'মান (র).....আবু বুরদা (র)-র পিতা [আবু মুসা (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার আমি নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন তাঁকে দেখলাম তিনি মিসওয়াক করছেন এবং মিসওয়াক মুখে দিয়ে তিনি উ', উ', শব্দ করছেন যেন তিনি বমি করছেন।

২৪৪ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوضُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

২৪৪ [উসমান ইবন আবু শায়বা (র).....হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন রাতে (সালাতের জন্য) উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

– ১৭২. بَابُ دَفْعُ السِّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ –

وَقَالَ عَقَّانُ حَدَّثَنَا صَنْفُ رَبْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِينِ عُمَرِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرَانِي أَتْسُوكُ بِسِوَاكِ فَجَاءَنِي رَجُلٌ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْأَخْرِ، فَنَاقَلَتُ السِّوَاكَ الْأَصْفَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي كَبِيرٌ قَدْ فَعَتْهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اغْتَسِرْهُ تَعَيْمُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرِ

১৭২. পরিচ্ছেদ : বয়সে বড় ব্যক্তিকে মিসওয়াক প্রদান করা

আফগান (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেন : আমি (স্বপ্নে) দেখলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি। আমার কাছে দুই ব্যক্তি এলেন। একজন অপরজন

১. তাহাঙ্গুদের জন্য ঘূম থেকে উঠে।

থেকে বয়সে বড়। তারপর আমি তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে মিস ওয়াক দিতে গেলাম। তখন আমাকে বলা হলো, ‘বড়কে দাও’। তখন আমি তাদের মধ্যে বয়সে বড় ব্যক্তিকে দিলাম। আবু ‘আবদুল্লাহ বলেন, নু’আয়ম, ইবনুল মুবারাক সূত্রে ইবন ‘উমর (রা) থেকে হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

١٧٣ . بَابُ فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ -

১৭৩. পরিচ্ছেদ : উয় সহ রাতে ঘুমাবার ফয়েলত

٤٤ حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي ﷺ إذا أتيت مسجىك فتوسل وضوءك للصلوة ثم اضطجع على شبك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجتن ظهرت إليك رغبة ورهاة إليك لاملاجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فأن مث من ليتك فائت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال فردتها على النبي ﷺ فلما بلغت اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت .

২৪৫ মুহাম্মদ ইব্রাহিম মুকাতিল (র).....বারা ইব্রাহিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী
বলেছেন যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের উয়ূর মতো উয়ূর করে নেবে। তারপর ডান পার্শ্বে শয়ে
বলবে :

اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، والجات ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لامجاً ولا منجاً
منك إلا إليك، اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت .

“হে আল্লাহ! আমার জীবন আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সকল কাজ আপনার কাছে সোপন্দ
করলাম এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম-আপনার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে। আপনি ছাড়া কোন
আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। হে আল্লাহ! আমি ইমান আনলাম আপনার নাযিলকৃত কিতাবের উপর
এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর।”

তারপর যদি সে রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ফিতরাতে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে। একথাণ্ডলি তোমার শেষ কথা বালিয়ে নাও। তিনি বলেন, ‘আমি নবী ﷺ-কে এ কথাণ্ডলি পুনরায় শুনালাম।’
যখন **وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ** পৌছে পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বললাম, তখন তিনি বললেন : না; বরং **أَنْتَ رَسُولُنَا** ।

كتاب الفصل
গোসল অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كتاب الفصل

গোসল অধ্যায়

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَالظَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
 مِنْكُمْ مِنَ الْغَافِطِ أَوْ لِمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَبِيبًا فَامْسَحُوا
 بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
 وَلِيَتَمَّ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ وَقُولِهِ جَلُ ذِكْرُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
 الصَّلَوةَ وَآتُوهُمْ سُكْرًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرًا سَبِيلٍ حَتَّى
 تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَافِطِ أَوْ لِمَسْتُمُ
 النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَبِيبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَفُوا غَفُورًا .

এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলার বাণী, “যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে অথবা তোমরা দ্বীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াস্তু করবে এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান, আর তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা শোকের আদায় কর।” (৫:৬) এবং আল্লাহর বাণী, “হে মু’মিনগণ! তোমরা নেশা-গ্রস্ত অবস্থায় সালাতের ধারেও যেয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, আর যদি তোমরা পথবাহী না হও তবে অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। আর তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচাগার বুখারী শরীফ (১) — ১৯

থেকে আসে অথবা স্তৰীসংগম করে, আর পানি না পায়, তা'হলে পরিত্র মাটি দিয়ে তায়ান্তুম কর, এবং তা মুখ ও হাতে বুলাবে। আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। (৮ : ৮৩)

١٧٤. بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْفُسْلِ -

১৭৪. পরিচ্ছেদ : গোসলের পূর্বে উয়ু করা

২৪৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغْسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيَخْلِلُ بِهَا أَصْوَلَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصْبُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدِيهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءُ عَلَى جِلْدِهِ كَلَّهُ .

২৪৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর হাত 'দু'টো ধূয়ে নিতেন। তারপর সালাতের উয়ুর মত উয়ু করতেন। তারপর তাঁর আঙ্গুলগুলো পানিতে ধূবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। তারপর তাঁর উভয় হাতের তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর তাঁর সারা দেহের উপর পানি পৌছিয়ে দিতেন।

২৪৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُقِيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُوَيْبِ عَنْ أَبِينِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ تَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءُهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلِهِ وَغَسْلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذْنِي ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثُمَّ نَحَى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِهِ غُشْلَةٌ مِنَ الْجَنَابَةِ .

২৪৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).....মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের উয়ুর ন্যায় উয়ু করলেন, অবশ্য পা দুটো ছাড়া এবং তাঁর লজ্জাস্থান ও যে যে স্থানে নাপাক লেগেছে তা ধূয়ে নিলেন। তারপর নিজের উপর পানি দেলে দেন। তারপর সেখান থেকে সরে গিয়ে পা দুটো ধূয়ে নেন। এই ছিল তাঁর জানাবাতের গোসল।

١٧٥. بَابُ غُشْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَةٍ

১৭৫. পরিচ্ছেদ : স্বামী—স্ত্রীর এক সাথে গোসল

২৪৮ حَدَّثَنَا أَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرْقُ .

২৪৮ আদম ইব্ন আবু ইয়াস (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও নবী ﷺ একই পাত্র (কাদাহ) থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম। সেই পাত্রকে ফারাক বলা হতো।

- ۱۷۶. بَابُ الْفُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ -

১৭৬. পরিচ্ছেদ : এক সা' বা অনুরূপ পাত্রের পানিতে গোসল

[۲۴۹]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمْدِ قَالَ حَدَّثَنِي شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخْرُوْ عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخْرُوهَا عَنْ غُشْلِ النِّسَاءِ فَدَعَتْ بِأَيْمَانِهِ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ فَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَبَيْنَهَا جِبَابٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَرِيدُ بْنَ هَارِئَةَ وَبِهِذَا وَالْجُدِّيِّ عَنْ شَعْبَةِ قَدْرِ صَاعٍ .

[۲۴۹]

‘আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও ‘আয়িশা (রা)-এর ভাই ‘আয়িশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তাঁর ভাই তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি প্রায় এক সা' (তিনি কেজির চেয়ে কিছু পরিমাণ বেশী)-এর সমপরিমাণ এক পাত্র আনালেন। তারপর তিনি গোসল করলেন এবং নিজের মাথার উপর পানি ঢাললেন। তখন আমাদের ও তাঁর মাঝে পর্দা ছিল। আবু ‘আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন যে, ইয়ায়ীদ ইব্ন হারজন (র), বাহয ও জুদ্দী (র) শু’বা (র) থেকে এর পরিবর্তে (এক সা' পরিমাণ)-এর কথা বর্ণনা করেন।

[۲۵۰]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبْوُهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْفُسْلِ فَقَالُوا يَكْفِيكَ صَاعًّا فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِينِي فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِي مِنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ أَمْنَى فِي ثُوبٍ .

[۲۵۰]

‘আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....আবু জা’ফর (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ও তাঁর পিতা জাবির ইবন ‘আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে ছিলেন। সেখানে আরো কিছু লোক ছিলেন। তাঁরা তাঁকে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এক সা' তোমার জন্য যথেষ্ট। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল : আমার জন্য তা যথেষ্ট নয়। জাবির (রা) বললেন : যাঁর মাথায় তোমার চাইতে বেশী চুল ছিল এবং তোমার চাইতে যিনি উত্তম ছিলেন (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাঁর জন্য তো এ পরিমাণই যথেষ্ট ছিল। তারপর তিনি এক কাপড়ে আমাদের ইমারতি করেন।

[۲۵۱]

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ عَيْنَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَيْمُونَةَ كَانَ يَغْتَسِلُنَّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

قال أبو عبد الله كأن ابن عينية يقول أخيراً عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما روی أبو نعيم .

[۲۵۱]

আবু নু’আয়ম (র).....ইব্ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ও মায়মূনা (রা) একই পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করতেন।

আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইব্ন উয়ায়না (র) তাঁর শেষ জীবনে ইব্ন আবাস (রা)-এর মাধ্যমে মায়মূনা (রা) থেকে ইহা বর্ণনা করতেন। তবে আবু নু'আয়ম (রা)-এর বর্ণনাই ঠিক।

۱۷۷. بَابُ مِنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا -

۱۷۷. পরিচ্ছেদ : মাথায় তিনবার পানি ঢালা

২৫২ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَمِيرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صَرْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَبِيرٌ بْنُ مُطْعَمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى أَمَا أَنَا فَقِيلُنِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدِيهِ كُلَّتِيهِمَا .

২৫২ আবু নু'আয়ম (র).....জুবায়র ইব্ন মুতাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি আমার মাথায় তিনবার পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি উভয় হাতের দ্বারা ইশারা করেন।

২৫২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّلٍ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا .

২৫৩ مুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).....জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ নিজের মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন।

২৫৪ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَامٍ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ لِي جَابِرٌ وَأَتَانِي ابْنُ عَمِكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَنْفِيَّ قَالَ كَيْفَ الْفَسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكْفَافٍ وَيَفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَانِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِي الْحَسَنُ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعْرِ ، فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى أَكْفَرُ مِنْكَ شَعْرًا .

২৫৪ আবু নু'আয়ম (র).....আবু জাফর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে জাবির (রা) বলেছেন, আমার কাছে তোমার চাচাত ভাই অর্থাৎ হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন হানাফিয়া এসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জানাবাতের গোসল কিভাবে করতে হয়? আমি বললাম, নবী ﷺ তিন আঁজলা পানি নিতেন এবং নিজের মাথার উপর ঢেলে দিতেন। তারপর নিজের সারা দেহে পানি পৌছিয়ে দিতেন। তখন হাসান আমাকে বললেন, আমার মাথার চুল খুব বেশী। আমি তাঁকে বললাম, নবী ﷺ-এর চুল তোমার চেয়ে অধিক ছিল।

۱۷۸. بَابُ الْفَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً -

۱۷۸. পরিচ্ছেদ : একবার পানি ঢেলে গোসল করা

২৫৫ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

قالَ قَالَتْ مَيْمُونَةَ وَضَعَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاهَ لِفَسْلِ فَقَسَلَ يَدِهِ مَرْتَبَنْ أَوْ تَلَانَأً ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَقَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَشْقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدِهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلُ مِنْ مَكَانَةِ فَقَسَلَ قَدْمَيْهِ .

২৫৫ মুসা ইবন ইসমাইল (র).....ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মায়মুনা (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি তাঁর হাত দু'বার বা তিনবার ধূয়ে নিলেন। পরে তাঁর বাম হাতে পানি নিয়ে তাঁর লজ্জাস্থান ধূয়ে ফেললেন। তারপর মাটিতে হাত ঘষলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন আর তাঁর চেহারা ও দু'হাত ধূয়ে নিলেন। এরপর তাঁর সারা দেহে পানি ঢাললেন। তারপর একটু সরে শিরে দু' পা ধূয়ে নিলেন।

١٧٩. بَابُ مَنْ بَدَا بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّبْيَرِ عِنْدَ الْفَسْلِ -

১৭৯. পরিচ্ছেদ : গোসলে হিলাব' বা খুশবু ব্যবহার করা
২০৬ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَنْتَرِ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنِ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَرِّ نَحْوِ الْحِلَابِ فَأَخْذَ بِكَفِيهِ فَبَدَا بِشَرِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسِرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسْطِ رَأْسِهِ .

২৫৬ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন জানা-বাতের গোসল করতেন, তখন হিলাবের' অনুরূপ পাত্র ঢেয়ে নিতেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশ ধূয়ে ফেলতেন। দু'হাতে মাথার মাঝখানে পানি ঢালতেন।

١٨٠. بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالْأِسْتِشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ -

১৮০. পরিচ্ছেদ : জানাবাতের গোসল কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া
২০৭ حَدَثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبِي حَدَثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ قَالَ حَدَثَنَا سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ حَدَثَنَا مَيْمُونَةَ قَالَتْ صَبَّتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَفَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالْتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَحَسَّ فَقَسَلَ قَدْمَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا .

২৫৭ উমর ইবন হাফস্ ইবন গিয়াস (র).....ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মায়মুনা (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি ঢেলে রাখলাম। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে পানি ১. উচ্চীর দুধ দোহনের পাত্র।

ঢাললেন এবং উভয় হাত ধুইলেন। এরপর তাঁর লজ্জাস্থান ধূয়ে নিলেন এবং মাটিতে তাঁর হাত ঘষে নিলেন। পরে তা ধূয়ে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, তারপর তাঁর চেহারা ধুইলেন এবং মাথার উপর পানি ঢাললেন। পরে ঐ স্থান থেকে সরে গিয়ে দুই পা ধুইলেন। অবশেষে তাঁকে একটি রুমাল দেওয়া হল, কিন্তু তিনি তা দিয়ে শরীর মুছলেন না।

١٨١. بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالثُّرَابِ لِكُوْنِ أَنْثَى -

১৮১. পরিচ্ছেদ : পরিচ্ছন্নতার জন্য মাটিতে হাত ঘষা

٢٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَّكَ بِهَا الْحَاطِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضْوَءُهُ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

২৫৮ 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর হুমায়নী (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ জানাবাতের গোসল করলেন। তিনি নিজের লজ্জাস্থান ধূয়ে ফেললেন। তারপর হাত দেওয়ালে ঘষলেন এবং তা ধুইলেন। তারপর সালাতের উয়ূর মত উয়ূ করলেন। গোসল শেষ করে তিনি তাঁর দু' পা ধুইলেন।

١٨٢. بَابُ هَلْ يُدْخِلُ الْجَنَبُ يَدَهُ فِي الْأَنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذْرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ -
وَأَدْخِلْ أَبْنَ عَمْرٍ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ قَبْلَ أَبْنَ عَمْرٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ بِأَسَا بِمَا يَنْتَصِبُ مِنْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ -

১৮২. পরিচ্ছেদ : যখন জানাবাত ছাড়া হাতে কোন নাপাকী না থাকে, ফরয গোসলের আগে হাত না ধূয়ে পানির পাত্রে তা প্রবেশ করানো যায় কি?

ইবন 'উমর (রা) ও বারা ইবন 'আযিব (রা) হাত না ধূয়ে পানিতে হাত চুকিয়েছেন, তারপর উয়ূ করেছেন। ইবন 'উমর (রা) ও ইবন 'আক্বাস (রা) যে পানিতে ফরয গোসলের পানির ছিটা পড়েছে তা ব্যবহারে কোন দোষ মনে করতেন না।

২৫৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَنَاءَ وَاحِدٍ تَخْتِيفًا أَيْدِينِي شِفَةً .

২৫৯ 'আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....'আযিশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও নবী ﷺ একই পাত্রের পানি দিয়ে এভাবে গোসল করতাম যে, তাতে আমাদের দু'জনের হাত একের পর এক পড়তে থাকত।

٢٦٠ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ .

٢٦١ مুসান্দাদ (র)......‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের গোসল করার সময় প্রথমে হাত ধূয়ে নিতেন।

٢٦١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ أَنَا وَالنِّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِنْهُ .

٢٦١ آবুল ওয়ালীদ (র)......‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও মৰী ﷺ একই পাত্রের পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম।

‘আবদুর রহমান ইবন কাসিম (র) তাঁর পিতার সূত্রে ‘আয়িশা (রা) থেকে অনুৰূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ رَأَدَ مُسْلِمٌ وَوَهْبٌ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

٢٦٢ آবুল ওয়ালীদ (র)......আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নৰী ﷺ ও তাঁর স্ত্রীদের কেউ কেউ একই পাত্রের পানি নিয়ে গোসল করতেন। মুসলিম (র) এবং ওয়াহব ইবন জারীর (র) ও'বা (রা) থেকে ‘তা ফরয গোসল ছিল’ বলে বর্ণনা করেছেন।

١٨٣. بَابُ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَائِلِهِ فِي الْفُسْلِ -

১৮৩. পরিচ্ছেদ : গোসলের সময় ডান হাত থেকে বাম হাতের উপর পানি ঢালা

٢٦٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُشْلًا وَسَرْتُهُ فَصَبَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرْتَيْنِ ، قَالَ سَلِيمَانُ لَا أَرْبِي أَذْكُرَ التَّالِئَةَ أَمْ لَا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَائِلِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَّكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَاطِطِ ثُمَّ تَمْضِمَصَ وَ اسْتَتْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلَتْهُ خِرْفَةٌ فَقَالَ بِيَدِهِ هُكْدًا وَلَمْ يُرْدِهَا .

২৬৩ মূসা ইবন ইসমাইল (র)......মায়মূনা বিনত হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রেখে পর্দা করে দিলাম। তিনি পানি দিয়ে দু'বার কিংবা তিনবার

হাত ধুইলেন। সুলায়মান (র) বলেন, তৃতীয়বারের কথা বলেছেন কিনা আমার মনে পড়ে না। তখন তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢাললেন এবং লজ্জাস্থান ধূয়ে নিলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিতে বা দেওয়ালে ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তাঁর চেহারা ও দু' হাত ধুইলেন এবং মাথা ধূয়ে ফেললেন। তারপর তাঁর শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। পরে সেখান থেকে সরে গিয়ে তাঁর দু' পা ধুইলেন। অবশেষে আমি তাঁকে একখণ্ড কাপড় দিলাম; কিন্তু তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন এবং তা নিলেন না।

١٨٤. بَابُ تَفْرِيقِ الْفَسْلِ وَالْوُضُوءِ،

وَيُذَكَّرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ -

১৮৪. পরিচ্ছেদ : গোসল ও উয়ুর অঙ্গ পৃথকভাবে ধোয়া

ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উয়ুর অঙ্গসমূহ শুকিয়ে যাওয়ার পর দু' পা ধূয়েছিলেন।

٢٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كَرِيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ ثَمَّ مِيمُونَةَ وَضَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِيهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَتَيْنِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَائِلِهِ فَغَسَلَ مَذَا كِبِرَهُ ثُمَّ دَلَّكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَشْقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدِيهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَتَيْنِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ .

২৬৪ মুহাম্মদ ইবন মাহবুব (র).....মায়মুনা (রা) বলেন : আমি নবী ﷺ এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম, তিনি উভয় হাতে পানি ঢেলে দু'বার করে বা তিনবার করে তা ধূয়ে নিলেন। এরপর তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢাললেন এবং তাঁর লজ্জাস্থান ধুইলেন। পরে তাঁর হাত মাটিতে ঘষলেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। আর তাঁর চেহারা ও হাত দু'টো ধুইলেন। তারপর তাঁর মাথা তিনবার ধুইলেন এবং তাঁর সারা শরীরে পানি ঢাললেন। অবশেষে সেখান থেকে একটু সরে গিয়ে তাঁর দু' পা ধূয়ে ফেললেন।

١٨٥. بَابُ إِذَا جَاءَعَمَّ ثُمَّ عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ -

১৮৫. পরিচ্ছেদ : একাধিকবার বা একাধিক স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়ার পর একবার গোসল করা

٢٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَىٰ وَيَحْيَىٰ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرَتْهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَ ثَمَّ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْتُ أَطْبِبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَيْطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً يَنْضَخُ طِيباً .

২৬৫ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....মুহাম্মদ ইবন মুনতাশির (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি 'আয়িশা (রা)-এর কাছে [‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা)]-এর উক্তিটি^১ উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন : আল্লাহ আবু 'আবদুর রহমানকে রহম করুন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুশবু লাগাতাম, তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তারপর ভোরবেলায় এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধতেন যে, তাঁর দেহ থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়তো।

২৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ اخْدَى عَشَرَةَ ، قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوْكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنْتُ نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةً ثَلَاثَيْنَ ، وَقَالَ سَعَيْدٌ عَنْ فَتَادَةَ إِنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةً .

২৬৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের কাছে দিনের বা রাতের কোন এক সময়ে পর্যায়ক্রমে মিলিত হতেন। তাঁরা ছিলেন এগারজন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি এত শক্তি রাখতেন? তিনি বললেন, আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম যে, তাঁকে ত্রিশজনের শক্তি^২ দেওয়া হয়েছে। সাঈদ (র) কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন, আনাস (রা) তাঁদের কাছে হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে (এগারজনের স্থলে) নয়জন স্ত্রীর কথা বলেছেন।

১৮৬. بَابُ غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْفُضُورِ مِنْهُ -

১৮৬. পরিচ্ছেদ : মর্যাদা বের হলে তা খুয়ে ফেলা ও উয়ু করা
২৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَيْسِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْنَدَةَ عَنْ أَبِي حَمْيِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيِّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنِتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَصَّا وَاغْسِلْ ذَكْرَكَ .

২৬৭ আবুল ওলীদ (র).....'আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার অধিক মর্যাদা বের হতো। নবী ﷺ-এর কন্যা আমার স্ত্রী হওয়ার কারণে আমি একজনকে নবী ﷺ-এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালাম। তিনি প্রশ্ন করলে নবী ﷺ বললেন : উয়ু কর এবং লজ্জাস্থান খুয়ে ফেল।

১৮৭. بَابُ مِنْ تَطْبِيبِ ثِمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَكْرُ الطَّبِيبِ -

১৮৭. পরিচ্ছেদ : খুশবু লাগিয়ে গোসল করার পর খুশবুর তাসির থেকে গেলে
২৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ১. আমি এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধতে পদ্ধন করি না, যাতে সকলে আমার দেহ থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়ে (দ্ব. হাদীস নং ২৬৮)।
 ২. কোন কোন রিওয়ায়তে, বেহেশতী চালিশজনের শক্তি দান করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তিরমিয়ার বর্ণনায় একজন বেহেশতীর শক্তি একশ লেকের শক্তির সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে (হাদীস ৪, সহীহ বুখারী ৪, আসাহল মাতাবি', দিল্লী)।

عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ إِبْنِ عُمَرَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخْ طِبِّيَا فَقَالَتْ عَائِشَةَ أَنَا طَيِّبَتْ رَسُولُ اللَّهِ
طِبِّيَا تُمْ طَافَ فِي نِسَاءٍ تُمْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا .

২৬৮ আবু নুমান (র).....মুহাম্মদ ইবন মুনতাশির (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং ‘আবদুল্লাহ’ ইবন ‘উমর (রা)-এর উকি উল্লেখ করলাম, --“আমি এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধা পসন্দ করি না, যাতে সকালে আমার দেহ থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়ে।” আয়িশা (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুগন্ধি লাগিয়েছি, তাঁরপর তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন এবং তাঁর ইহরাম অবস্থায় প্রভাত হয়েছে।

২৬৯ حَدَّثَنَا أَدْمَ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ أَبِرَاهِيمَ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كَائِنِي أَنْظَرْتُ إِلَى وَبِيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَقْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৭০ আদম ইবন ইয়াস (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি যেন এখনো দেখছি, নবী ﷺ-এর ইহরাম অবস্থায় তাঁর সিথিতে খুশবুর ওজ্জল্য রয়েছে।

১৮৮. بَابُ تَخْلِيلِ الشِّعْرِ، حَتَّى إِذَا طَنَ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ -

১৮৮. পরিচ্ছেদ : চুল খিলাল করা এবং চামড়া ভিজেছে বলে নিশ্চিত হওয়ার পর তাতে পানি ঢালা

২৭১ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوْضِيْهُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخْلُلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا
طَنَ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنَا وَاحِدٌ نَعْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا .

২৭০ ‘আবদান (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন তিনি দু'হাত ধুইতেন এবং সালাতের উয়ুর মত উয়ু করতেন। তাঁরপর গোসল করতেন। পরে তাঁর হাত দিয়ে চুল খিলাল করতেন। চামড়া ভিজেছে বলে যখন তিনি নিশ্চিত হতেন, তখন তাতে তিনবার পানি ঢালতেন। তাঁরপর সমস্ত শরীর ধূয়ে ফেলতেন। ‘আয়িশা (রা) আরো বলেছেন : আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমরা একই সাথে তা থেকে আঁজলা ভরে পানি নিতাম।

১৮৯. بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعْدِ غَشْلًا مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى -

১৮৯. পরিচ্ছেদ : জানাবাত অবস্থায় যে উয়ু করে সমস্ত শরীর ধোয় কিন্তু উয়ুর প্রত্যঙ্গলো দ্বিতীয়বার ধোয় না

٢٧١ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مِيمُونَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضَوْا لِجَنَابَةِ فَكَفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرْتَبَتِنَ أَوْ ثَلَاثَةِ ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ مَرْتَبَتِنَ أَوْ ثَلَاثَةِ ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَتْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءُ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ .

২৭১ ইউসুফ ইবন ঈসা (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের গোসলের জন্য পানি রাখলেন। তারপর দু'বার বা তিনবার ডান হাতে বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং তাঁর লজ্জাস্থান ধুইলেন। তারপর তাঁর হাত মাটিতে বা দেওয়ালে দু'বার বা তিনবার ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং চেহারা ও দু' হাত ধুইলেন। তারপর তাঁর মাথায় পানি ঢাললেন এবং তাঁর শরীর ধুইলেন। একটু সরে গিয়ে তাঁর দুই পা ধুইলেন। মায়মূনা (রা) বলেন : এরপর আমি একথণ কাপড় দিলে তিনি তা নিলেন না, বরং নিজ হাতে পানি ঝেড়ে ফেলতে থাকলেন।

- ۱۹۰ . بَابٌ إِذَا ذُكِرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنْبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ لَا يَقِيمُ -

১৯০. পরিচ্ছেদ : মসজিদের ভিতরে নিজের জানাবাতের কথা স্মরণ হলে তখনই বেরিয়ে পড়বে, তায়ামুম করতে হবে না

٢٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقِيمْتِ الصَّلَاةَ وَعَدَلْتِ الصُّفُوفَ قِيَامًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنْبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانُكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَدَأْسَهُ يَقْطُرُ فَكَبَرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ . تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِدَوَاهُ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ .

২৭২ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার সালাতের ইকামত দেওয়া হলে সবাই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে বেরিয়ে আসলেন। তিনি মুসাল্লায় দাঁড়ালে তাঁর মনে হলো যে, তিনি জানাবাত অবস্থায় আছেন। তখন তিনি আমাদের বললেন : স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থাক। তিনি ফিরে গিয়ে গোসল করে আবার আমাদের সামনে আসলেন এবং তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরছিল। তিনি তাকবীর (তাহরীমা) বাঁধলেন, আর আমরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করলাম।

আবদুল আলা (র) যুহরী (র) থেকে এবং আওয়াঙ্গ (র)-ও যুহরী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٩١. بَابُ نَفْعِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْفَسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ -

১৯১. পরিচ্ছেদ : জানাবাতের গোসলের পর দু' হাত ঝাড়া

২৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعَتُ لِلثَّيْرِ غُسْلًا فَسَرَّتْهُ بِتُوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَّلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَّلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَّلَهَا فَمَضْمِضَ وَاسْتِشْقَ وَغَسْلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحْمَى فَغَسَّلَ قَدْمَيْهِ فَتَوَلَّتْهُ تَوْيَا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفَضُ بِيَدِهِ .

২৭৩ 'আবদান (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম এবং কাপড় দিয়ে পর্দা করে দিলাম। তিনি দু'হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত ধুয়ে নিলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুইলেন। পরে হাতে মাটি লাগিয়ে ঘষে নিলেন এবং ধুয়ে ফেললেন। এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, চেহারা ও দু' হাত (কনুই পর্যন্ত) ধুইলেন। তারপর মাথায় পানি ঢাললেন ও সমস্ত শরীরে পানি পৌছালেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু' পা ধুয়ে নিলেন। এরপর আমি তাঁকে একটা কাপড় দিলাম কিন্তু তিনি তা নিলেন না। তিনি দু'হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন।

١٩٢. بَابُ مَنْ بَدَا بِشِقْرِ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فِي الْفَسْلِ -

১৯২. পরিচ্ছেদ : মাথার ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা

২৭৪ حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيفَةِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُمَا إِذَا أَصَابَتْ أَحَدَنَا جَنَابَةً أَخْذَتْ بِيَدِهِنَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسِرِ .

২৭৪ খাল্লাদ ইবন ইয়াহ্বেয়া (র)....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের কারও জানাবাতের গোসলের প্রয়োজন হলে সে দু' হাতে পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢালত। পরে হাতে পানি নিয়ে ডান পাশে তিনবার এবং আবার অপর হাতে পানি নিয়ে বাম পাশে তিনবার ঢালত।

١٩٣. بَابُ مَنْ اغْتَسَلَ عُرَيَّاً وَهَذَهُ فِي الْخَلْوَةِ وَمَنْ تَسْتَرَ فَالشَّتَّرُ أَفْضَلُ -

وَقَالَ بَهْزُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْلِي مِنْهُ مِنَ النَّاسِ -

১৯৩. পরিচ্ছেদ : নির্জনে বিবৰ্ত্ত হয়ে গোসল করা। পর্দা করে গোসল করাই উত্তম

বাহ্য (র) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, লজ্জা করার ব্যাপারে মানুষের চেয়ে আল্লাহ্ পাকই অধিকতর হকদার।

٢٧٥ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامَ بْنِ مَنْتَهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَفْتَسِلُونَ عَرَاهَ يَنْظَرُ بَعْضُهُمُ الَّتِي بَعْضُهُمْ وَكَانَ مُوسَى يَفْتَسِلُ وَجْهَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَفْتَسِلَ مَعْنَا إِلَّا أَنَّهُ أَدْرَى فَذَهَبَ مَرَّةً يَفْتَسِلُ فَوَضَعَ ثُوبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثُوبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي أَئِرِهِ يَقُولُ ثُوبِيِّ يَالْحَجَرُ ثُوبِيِّ يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلُ إِلَيْهِ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى مِنْ بَاسِ وَأَخْذَ ثُوبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرِبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَذْهَبُ بِالْحَجَرِ سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ ضَرِبًا بِالْحَجَرِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَيُوبُ يَفْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْتَسِيُ فِي ثُوبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعَزِيزُكَ وَلَكِنْ لَا غَنِيَ بِشَيْءٍ بَعْدَ بَرْكَتِكَ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ صَفَوَانَ عَنْ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَيُوبُ يَفْتَسِلُ عُرْيَانًا.

২৭৫ ইসহাক ইবন নাসুর (র).....আবৃ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাইলের লোকেরা নগ্ন হয়ে একে অপরকে দেখা অবস্থায় গোসল করত। কিন্তু মূসা (আ) একাকী গোসল করতেন। এতে বনী ইসরাইলের লোকেরা বলাবলি করছিল, আল্লাহর কসম, মূসা (আ) ‘কোষবৃক্ষ’ রোগের কারণেই আমাদের সাথে গোসল করেন না। একবার মূসা (আ) একটা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করছিলেন। পাথরটা তাঁর কাপড় নিয়ে পালাতে লাগল। তখন মূসা (আ) “পাথর! আমার কাপড় দাও,” “পাথর! আমার কাপড় দাও” বলে পেছনে পেছনে ছুটলেন। এদিকে বনি ইসরাইল মূসার দিকে তাকাল। তখন তারা বলল, আল্লাহর কসম মূসার কোন রোগ নেই। মূসা (আ) পাথর থেকে কাপড় নিয়ে পরলেন এবং পাথরটাকে পিটাতে লাগলেন। আবৃ হুরায়রা (রা) বলেন : আল্লাহর কসম, পাথরটিতে ছয় কিংবা সাতটা পিটুনীর দাগ পড়ে গেল। আবৃ হুরায়রা (রা) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক সময় আইয়ুব (আ) বিবৰ্জাবস্থায় গোসল করছিলেন। তখন তাঁর উপর সোনার পঙ্গপাল বর্ষিত হচ্ছিল। আইয়ুব (আ) তাঁর কাপড়ে সেগুলো কুড়িয়ে নিছিলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে বললেন : হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে শুভলো থেকে অমুখাপেক্ষী করিনি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যা, আপনার ইয়ত্তের কসম। অবশ্য করেছেন। তবে আমি আপনার বরকত থেকে বেনিয়া নই। এভাবে বর্ণনা করেছেন ইব্রাহীম (র) আবৃ হুরায়রা (রা) থেকে যে, নবী ﷺ বলেছেন : একবার আইয়ুব (আ) বিবৰ্জাবস্থায় গোসল করেছিলেন।

১৯৪. بَابُ التَّسْتُرِ فِي الْفَسْلِ عِنْدَ النَّاسِ -

১৯৪. পরিচ্ছেদ ৪ লোকের সামনে গোসলের সময় পর্দা করা

২৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الصَّحْرِ مَوْلَى عَمَّرَ بْنِ عَبْيَدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أَمْ

হানির বিন্ত আবি তালিব খবরে আনে সময় আম হানির বিন্ত আবি তালিব কাউল দ্বাৰা হৈত এলি রসুল লেবে মুহাম্মদ প্ররক্ষণ আম কাউল ফওজতে যোগসূল ও ফাতেমা স্তৰে ফেল মন মধ্যে ফেলত আম হানির ।

২৭৬ 'আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম (র).... উষ্মে হানী বিনত আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসুলুল্লাহ -এর কাছে গিয়ে তাকে গোসলরত অবস্থায় দেখলাম, ফাতিমা (রা) তাকে পর্দা করে রেখেছিলেন। রাসুলুল্লাহ -জিজ্ঞাসা করলেন : ইনি কে? আমি বললাম : আমি উষ্মে হানী ।

২৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفِّيَّاً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ سَرَّتْ النَّبِيُّ رَسُولُهُ وَهُوَ يَقْسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَسِلَ يَدُهُ ثُمَّ صَبَّ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فَقَسِلَ فَرْجُهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَاطِطِ أَوِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءُهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلِهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءُ ثُمَّ تَحْمَى فَقَسِلَ قَدْمَيْهِ - تَابِعَةُ أَبْوَ عَوَانَةَ وَابْنُ فُضِيلٍ فِي السُّترِ ।

২৭৮ 'আবদান (র).....মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী -এর জন্য পর্দা করেছিলাম আর তিনি জানাবাতের গোসল করছিলেন। তিনি দু' হাত ধুইলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান এবং যেখানে কিছু লেগেছিল তা ধুয়ে ফেললেন। তারপর মাটিতে বা দেওয়ালে হাত ঘষলেন এবং দু' পা ছাড়া সালাতের উয়ার মতই উয়ার করলেন। তারপর তাঁর সমস্ত শরীরে পানি পৌছালেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু' পা ধুইলেন। আবু আওয়ানা (র) ও ইবন ফুয়াইল (র) (পর্দা করা)-এর ব্যাপারটি এই হাদীসের অনুকরণ বর্ণনা করেছেন।

১৯৫. بَابٌ إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ -

১৯৫. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে **২৭৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بْنِتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سَلَيمَ امْرَأَةً أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيُ مِنِ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ ।

২৭৮ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....উম্মুল মু'মিনীন উষ্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু তালহা (রা)-র স্ত্রী উষ্মে সুলায়ম (রা) রাসুলুল্লাহ -এর খিদমতে এসে বললেন : ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা হকের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। স্ত্রীলোকের ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে কি গোসল ফরয হবে? রাসুলুল্লাহ - বললেন : হাঁ, যদি তারা বীর্য দেখে।

۱۹۶. بَابُ عَرَقِ الْجَنْبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

১৯৬. পরিচ্ছেদ : জুনুবী ব্যক্তির ঘাম, নিচয়ই মুসলিম অপবিত্র নয়

২৭৯ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنْبٌ فَأَنْتَجَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنْبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَىٰ غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ .

২৭৯ 'আলী ইবন' আবদুল্লাহ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাঁর সঙ্গে মদীনার কোন এক পথে নবী ﷺ-এর দেখা হলো। আবু হুরায়রা (রা) তখন জানাবাতের অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিজেকে নাপাক মনে করে সরে পড়লাম। পরে আবু হুরায়রা (রা) গোসল করে এলেন। পুনরায় সাক্ষাত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : হে আবু হুরায়রা! কোথায় ছিলে? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জানাবাতের অবস্থায় আপনার সঙ্গে বসা সমীচীন মনে করিনি। তিনি বললেন : সুবহানাল্লাহ! মুমিন নাপাক হয় না।

۱۹۷. بَابُ الْجَنْبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ - وَقَالَ عَطَاءً يَحْتَجِمُ الْجَنْبُ وَيُقْلِمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنَّ لَمْ يَتَوَهَّنْ .

১৯৭. পরিচ্ছেদ : জানাবাতের সময় বের হওয়া এবং বাজার ইত্যাদিতে চলাফেরা করা আতা (র) বলেছেন, জুনুবী ব্যক্তি উয়ু না করেও শিঙা লাগাতে, নখ কাটতে এবং মাথা কামাতে পারে।

২৮০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ أَبْنُ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطْوُفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَنْدِ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

২৮০ 'আবদুল আলা (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একই রাতে পর্যায়ক্রমে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তখন তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

২৮১ حَدَّثَنَا عِيَاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جُنْبٌ فَأَحْدَدْ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَأَشَلَّتُ الرُّحْلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرَيْرَةَ قَلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرِيْرَةَ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ .

২৮১ ‘আয়াশ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত হলো, তখন আমি জনুবী ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন, আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। এক স্থানে তিনি বসে পড়লেন। তখন আমি সরে পড়ে বাসস্থানে এসে গোসল করলাম। আবার তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বসা অবস্থায় পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আবু হুরায়রা! কোথায় ছিলে? আমি তাঁকে (ঘটনা) বললাম। তখন তিনি বললেন : ‘সুবহানাল্লাহ! মু’মিন অপবিত্র হয় না’।

- ১৯৮ . بَابُ كَيْنُونَةِ الْجَنْبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّعَ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِلَ -

১৯৮. পরিচ্ছেদ : জনুবী ব্যক্তির গোসলের আগে উয় করে ঘরে অবস্থান করা
২৮২ حَدَثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ حَدَثَنَا هِشَامٌ وَشَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ
 يَرْقَدُ وَهُوَ جُنْبٌ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّعُ .

২৮২ আবু নু’আয়ম (র).....আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ‘আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ-কি জানাবাতের অবস্থায় ঘুমাতেন? তিনি বললেন : হাঁ, তবে তিনি উয় করে নিতেন।

- ১৯৯ . بَابُ نَوْمِ الْجَنْبِ -

১৯৯. পরিচ্ছেদ : জনুবীর নিদ্রা
২৮৩ حَدَثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
 يَرْقَدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّعَ أَحَدُكُمْ فَلَيَرْقَدُ وَهُوَ جُنْبٌ .

২৮৩ কৃতাইবা ইবন সাঈদ (র).....‘উমর ইবনু’ল-খাতাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমাদের কেউ জানাবাতের অবস্থায় ঘুমাতে পারবে কি? তিনি বললেন : হাঁ, উয় করে নিলে জানাবাতের অবস্থায়ও ঘুমাতে পারে।

- ২০০ . بَابُ الْجَنْبِ يَتَوَضَّعُ مُ يَنَامُ -

২০০. পরিচ্ছেদ : জনুবী উয় করে ঘুমাবে
২৮৪ حَدَثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بَكِيرٍ قَالَ حَدَثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
 عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يَرْقَدُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّعَ لِلصَّلَاةِ .

২৮৪ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন জানাবাতের অবস্থায় ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি লজ্জাস্থান ধুয়ে সালাতের উয়ুর মত উয় করতেন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْتَقْتَى عُمَرُ النَّبِيُّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيْمَانًا حَدَّثَنَا وَهُوَ جُنْبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَأَ . ٢٨٥

২৮৫ মূসা ইবন ইসমা'ইল (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'উমর (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমাদের কেউ জুনুবী অবস্থায় ঘূমাতে পারবে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, যদি উয়ু করে নেয়।

২৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضُأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ .

২৮৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উমর ইবনুল খাসাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, রাত্রে কোন সময় তাঁর জানাবাতের গোসল ফরয হয় (তখন কি করতে হবে?) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, উয়ু করবে, লজ্জাস্থান ধুয়ে নিবে, তারপর ঘুমাবে।

٢٠١. بَابُ إِذَا التَّقَى الْغَتَّانَانِ -

২০১. পরিচ্ছেদ : দু' লজ্জাস্থান পরম্পর মিলিত হলে

২৮৭ حَدَّثَنَا مُعاَذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَعِيرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَاتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَنْ شَعِيبًا الْأَرْبَعَ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْفَسْلُ . تَابِعَهُ عَمَرُو بْنُ مَرْنَفِقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبْيَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا أَجْوَدُ وَأَوْكَدُ . وَإِنَّمَا بَيَّنَاهُ الْحَدِيثَ أَلَّا يَخْتَلِفُهُمْ وَالْفَسْلُ أَحْوَطُ .

২৮৭ মু'আয ইবন ফাযালা (র) ও আবু নু'য়ম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-বলেছেন : কেউ স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সংগত হলে, গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। 'আমর (র) শুবার সূত্রে এই হাদীসের অনুকরণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর মূসা (র) হাসান [বসরী (র)] সূত্রেও অনুকরণ বলেছেন।

আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন : এটা উচ্চম ও অধিকতর ম্যবুত। মতভেদের কারণে আমরা অন্য হাদীসটিও বর্ণনা করেছি, গোসল করাই অধিকতর সাবধানতা।

٢٠٢. بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ -

২০২. পরিচ্ছেদ : স্ত্রী অঙ্গ থেকে কিছু লাগলে ধুয়ে ফেলা

২৮৮ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحِيلِي وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ بُوখَارِيَ شَرِيفَ (۱) — ۲۱

يَسَارٌ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجَهْنَىً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا جَاءَعَ الرَّجُلُ امْرَأَهُ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزَّبِيرَ بْنَ العَوَامَ وَطَلْحَةَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمْرَوْهُ بِذَلِكَ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبِيرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৮৮ আবু মাস'মার (র).....যায়দ ইবন খালিদ আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইবন 'আফফান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : স্বামী-স্ত্রী সংগত হলে যদি মনি বের না হয় (তখন কি করবে) ? উসমান (রা) বললেন : সালাতের উত্তর মত উত্তৃ করবে এবং লজ্জাস্থান ধূয়ে ফেলবে। 'উসমান (রা) বলেন : আমি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শনেছি। এরপর 'আলী ইবন আবু তালিব, যুবায়র ইবনুল-আওয়াম, তালহা ইবন 'উবায়দুল্লাহ ও উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারা সবাই ঐ একই জবাব দিয়েছেন। আবু সালামা (র) আবু আয়ুব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি [আবু আয়ুব (রা)] এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শনেছেন।

২৮৯ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُوبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُী بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَاءَعَ الرَّجُلُ امْرَأَهُ فَلَمْ يَتْرِلْ قَالَ يَغْسِلُ مَامَسُ امْرَأَهُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغَسْلُ أَحْوَطُ وَذَلِكَ الْآخِرُ وَإِنَّمَا بَيْنَاهُ لِخَتْلِهِمْ وَالْمَاءُ أَنْقُ .

২৯০ মুসান্দাদ (র).....উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! স্ত্রীর সাথে সংগত হলে যদি বীর্য বের না হয় (তার হকুম কি) ? তিনি বললেন : স্ত্রীর থেকে যা লেগেছে তা ধূয়ে উত্তৃ করবে ও সালাত আদায় করবে। আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন : গোসল করাই শ্রেষ্ঠ। আর তা-ই সর্বশেষ হকুম। আমি এই শেষের হাদীসটি বর্ণনা করেছি মতভেদ থাকার কারণে। কিন্তু পানি (গোসল) অধিক পবিত্রকারী।^১

১

১. এ বিধান পরে রহিত হয়েছে। স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়ার কারণে গোসল ফরয হয়। এটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। টীকা নং ৪, বুখারী শরীফ, আসহত্ত মাতাবে, পৃ ৪৩।

كتابُ الحَيْضِ
হারায অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

كتابُ الحَيْضِ

হায়য অধ্যায়

**وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذْيٌ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطْهُرْنَ فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْتُّوَابَيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .**

আর আল্লাহর বাণী, “লোকেরা তোমাকে হায়য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তা অপবিত্রতা। সুতরাং হায়য অবস্থায স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক। আর তারা পাক-পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাদের সাথে মিলিত হয়ো না। তারা পাক-পবিত্র হলে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক তাদের কাছে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন; তিনি পবিত্রতা রক্ষাকারীদেরও ভালবাসেন।” (২ : ২২২)

২০৩. بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ -

**وَقُولُ النَّبِيِّ ﷺ مَا شَئْتَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَانَ أَوَّلَ مَا أَرْسَلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي
إِسْرَائِيلَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحْدَهُ حَدَّيْثُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُ .**

২০৪. পরিচ্ছেদ : হায়যের ইতিকথা

নবী ﷺ বলেন : এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদম—কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কারো কারো মতে সর্বপ্রথম হায়য শুরু হয় বনী ইসরাইলী মহিলাদের। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, নবী ﷺ—এর হাদীসই গ্রহণযোগ্য।

২০৫. حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ
يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا حَاجٌ فَلَمَّا كَانَ بِسِرْفَ حِبْسَتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا
آبِكَيْ قَالَ مَالِكٌ أَنْفَسْتَ قَلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا
تَطْوِيْنِ بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقْرِ .

২৯০ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যেই (মদীনা থেকে) বের হলাম। 'সারিফ' নামক স্থানে পৌছার পর আমার হায়য আসলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন ; এবং বললেন : কি হলো তোমার? তোমার হায়য এসেছে! আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন : এ তো আল্লাহ তা'আলাই আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকী সব কাজ করে যাও। 'আয়িশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দ্বারাগণের পক্ষ থেকে গাভী কুরবানী করলেন।

٢٠٤. بَابُ حُسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ نَفْجِهَا وَتَرْجِيْلِهِ

২০৪. পরিচ্ছেদ : হায়যের সময় স্বামীর মাথা খুঁয়ে দেওয়া ও চুল আঁচড়িয়ে দেওয়া

[২১]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَرْجُلُ
رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَا حَائِضٌ .

২৯১ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি হায়য অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম।

[২১২]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ جُرَيْعَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ
بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي الْحَائِضَ أَوْ تَدْنُوْ مِنِي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنْبٌ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى
مَنِّيْنَ وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمْنِيْ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِيْ ذَلِكَ بِإِشْبَاعٍ أَخْبَرَتِنِيْ عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَرْجِلُ تَعْنِيْ رَأْسَ رَسُولِ
اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى حِينَئِذٍ مُجاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يُدْنِيْ لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِيْ حُجْرَتِهَا
فَتَرْجِلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ .

২৯২ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র).....'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তাঁকে ('উরওয়াকে) প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ঝুঁতুবতী স্ত্রী কি স্বামীর খিদমত করতে পারে? অথবা গোসল ফরয হওয়ার অবস্থায় কি স্ত্রী স্বামীর নিকটবর্তী হতে পারে? 'উরওয়া (র) জওয়াব দিলেন, এ সবই আমার কাছে সহজ। এ ধরনের সকল মহিলাই স্বামীর খিদমত করতে পারে। এ ব্যাপারে কারো অসুবিধা থাকার কথা নয়। আমাকে 'আয়িশা (রা) বলেছেন যে, তিনি হায়যের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'তকিফ অবস্থায় মসজিদ থেকে তাঁর ('আয়িশার) ছজরার দিকে তাঁর কাছে মাথাটা বাড়িয়ে দিতেন। তখন তিনি মাথার চুল আঁচড়াতেন অথচ তিনি ছিলেন ঝুঁতুবতী।

২০৫. بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حِجْرِ اِمْرَاتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ،
وَكَانَ اَبُوَوَالِيلِ يُرْسِلُ خَادِمَةً فَهِيَ حَائِضٌ اِلَى اَبِيهِ زَيْنِيْنِ فَتَاتِيْهِ بِالْمُصْنَعِ فَتَسْبِيْكَةً بِعِلَاقَتِهِ -

২০৫. পরিচ্ছেদ : স্তুর হায়য অবস্থায তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা

আবু ওয়াইল (র) তাঁর ঝতুবতী দাসীকে আবু রায়ীন (র)– এর কাছে পাঠাতেন, আর দাসী জুয়দানে পেঁচিয়ে কুরআন শরীফ নিয়ে আসত ।

٢٩٣ حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ سَمِعَ رَهْبَرًا عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيَّةَ أَنْ أَمَّةً حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَتَكَبَّرُ فِي حِجْرَتِهِ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ يَقْرَأْ الْقُرْآنَ .

২৯৩ [আবু নু'আয়ম (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন । আর তখন আমি হায়যের অবস্থায় ছিলাম ।

- ২০৬. بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّفَاسَ حِيَضًا -

২০৬. পরিচ্ছেদ : নিফাসকে হায়য বলা

২৯৪ حَدَّثَنَا الْمُكَيْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شِبَّاً عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَيْلَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَمْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ أَمَّةً سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ كَانَتْ مُضطَجَعَةً فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حَضَتْ فَانسَلَّتْ فَأَخَذَتْ ثِيَابَ حِيَضَتِيْ قَالَ أَنْفِسَتِيْ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَ عَانِيْ فَاضْطَجَعَتْ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ .

২৯৪ [মঙ্গী ইবন ইব্রাহীম (র).....উচ্চে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শুয়ে ছিলাম । হঠাৎ আমার হায়য দেখা দিলে আমি চূপি চূপি বেরিয়ে গিয়ে হায়যের কাপড় পরে নিলাম । তিনি বললেন : তোমার কি নিফাস দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, 'হ্যাঁ' । তখন তিনি আমাকে ডাকলেন । আমি তাঁর সঙ্গে চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম ।

- ২০৭. بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ -

২০৭. পরিচ্ছেদ : হায়য অবস্থায স্তুর সাথে মেলামেশা করা

২৯৫ حَدَّثَنَا قَيْصِرَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ كَانَتِيْ مِنْ أَنَاءِ وَاحِدِ كِلَاتِيْ جَنْبُ ، وَكَانَ يَأْمُرُنِيْ قَاتِرِدُ فَيَبَاشِرُنِيْ وَأَنَا حَائِضُ ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيْ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضُ .

২৯৫ [কাবীসা (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ও নবী ﷺ জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি ইয়ার পরে নিতাম, আর আমার হায়য অবস্থায তিনি আমার সাথে মিশামিশি করে শুইতেন । তাছাড়া তিনি ইতিকাফ অবস্থায মাথা বের করে দিতেন, আর আমি হায়য অবস্থায মাথা ধূয়ে দিতাম ।

٢٩٦ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِشْحَاقُ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ أَحَدَنَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمْرَهَا أَنْ تَتَزَرَّفَ فِي فَوْرٍ حَيْضَتِهَا لَمْ يُبَاشِرْهَا قَاتَلَتْ وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَةً كَمَا كَانَ النَّبِيُّ تَعَالَى يَمْلِكُ إِرْبَةً . تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ .

২৯৬ ইসমাইল ইবন খলীল (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের কেউ হায় অবস্থায় থাকলে রাসূলুল্লাহ ত্বর সাথে মিশামিশি করতে চাইলে তাকে প্রবল হায়ার ইয়ার পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তার সাথে মিশামিশি করতেন। তিনি [‘আয়িশা রা)] বলেন : তোমাদের মধ্যে নবী এর মত কাম-প্রবৃত্তি দমন করার শক্তি রাখে কে? খালিদ ও জারীর (র) আশ-শায়বানী (র) থেকে এই হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৯৭ حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَمْرَهَا فَأَتَزَرَّتْ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَدَوَاهُ سُفِيَّانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ .

২৯৭ আবু নুমান (র).....মায়মুনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ত্বর কোন স্ত্রীর সাথে হায় অবস্থায় মিশামিশি করতে চাইলে তাকে ইয়ার পরাতে বলতেন। শায়বানী (র) থেকে সুফিয়ান (র) এ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٨ . بَابُ تَرِكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ -

২০৮. পরিচ্ছেদ : হায় অবস্থায় সওম ছেড়ে দেওয়া

২৯৮ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ أَبْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصْلَى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصْدِقُنَّ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقْلَنْ وَبِمَا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ تَكْثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ - مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عُقْلٍ وَدِينِ أَذْهَبَ لِلْبُرْ الرُّجُلُ الْحَازِمُ مِنْ إِحْدَى كُنْ ، قُلْنَ وَمَا نَقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَلِيسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرُّجُلِ ، قُلْنَ بَلَى ، قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا ، أَلِيسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصْلِلْ وَلَمْ تَصْمُ ، قُلْنَ بَلَى ، قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نَقْصَانِ دِينِنَا .

২৯৮ সাইদ ইবন আবু মারযাম (র).....আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার ঈদুল আযহা বা

ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন : হে মহিলা সমাজ! তোমরা সাদকা করতে থাক। কারণ আমি দেখেছি জাহান্মের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা আরয করলেন : কী কারণে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি বললেন : তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাক আর স্বামীর না-শোকরী করে থাক। বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে জুটি থাকা সব্দেও একজন সদাসতক ব্যক্তির বুদ্ধি হরশে তোমাদের চাইতে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন : আমাদের দীন ও বুদ্ধির জুটি কোথায়, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি বললেন : একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ’। তখন তিনি বললেন : এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির জুটি। আর হায়য অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন, ‘হ্যাঁ’। তিনি বললেন : এ হচ্ছে তাদের দীনের জুটি।

٢٠٩. بَابُ تَقْضِيَ الْحَائِنِينَ الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ،

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَا الآيَةَ، وَلَمْ يَرِدْ أَبْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بِأَبْسًا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيلَةَ كُنْتُ نُؤْمِنُ أَنْ يُخْرُجَ الْحَيْضُ فَيُكَبِّرُنَّ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَقِيَانَ أَنَّ مِرْقَلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَأْهُلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ أَلَا تَعْبُدُ أَلَا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ آلِيَةً - وَقَالَ عَطِيلَةُ عَنْ جَابِرٍ حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَا شُعْلَى ، وَقَالَ الْحَكْمُ أَنِّي لَأَذْبِعُ وَأَنَا جَنْبُ الْمَنَاسِكَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

২০৯. পরিচ্ছেদ : হায়য অবস্থায কা'বার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্যান্য কাজ করা যায় ইবরাহীম (র) বলেছেন : (হায়য অবস্থায) আয়াত পাঠে কোন দোষ নেই। হযরত ইবন 'আক্বাস (রা) জন্ম কুরআন পাঠে কোন দোষ মনে করতেন না। নবী ﷺ সর্বাবস্থায আল্লাহর যিকর করতেন। উম্মে আতিয়া (রা) বলেন : (ঈদের দিন) হায়য অবস্থায মহিলাদের বাইরে নিয়ে আসার জন্য আমাদের বলা হতো, যাতে তারা পুরুষদের সাথে তাকবীর বলে ও দু'আ করে। ইবন 'আক্বাস (রা) আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হিরাক্ল (রোম সম্রাট) নবী ﷺ-এর পত্র চেয়ে নিলেন এবং তা পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিল :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَأْهُلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْتَنَا وَبَيْتَكُمْ أَلَا تَعْبُدُ أَلَا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ مُسْلِمُونَ -

“দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আপনি বলুন! হে কিতাবীগণ! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই-যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি। কেন কিছুকেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাকেও আল্লাহ ব্যতীত রবরূপে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম (৩ : ৬৪)। ‘আতা (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘আয়শা (রা) হায়র অবস্থায় কাঁবা তাওয়াফ ছাড়া হজের অন্যান্য আহকাম পালন করেছেন কিন্তু সালাত আদায় করেন নি। হাকাম (র) বলেছেন : আমি জুনুবী অবস্থায়ও যবেহ করে থাকি। অর্থে আল্লাহর বাণী হলো :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ “তোমরা আহার করো না সে সব প্রাণী, যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি” (৬ : ১২১)

২৯৯ حَدَثَنَا أَبُو نَعِيمٌ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَذْكُرُ إِلَّا حَاجٌ فَلَمَّا سَرِفَ طَمِيتُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوْدِيَتُ وَاللَّهِ أَتَيْتُ لَمْ أَحْجُ الْعَامَ ، قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسِّرُ ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ فَإِنْ ذَلِكِ شَيْءٌ كِتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْفَعْلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطْوِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهِيرِي .

২৯৯ আবু নু‘আয়ম (র).....‘আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। আমরা সারিফ নামক হানে পৌছলে আমি ঝতুবতী হই। এ সময় নবী ﷺ এসে আমাকে কাঁদতে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম : আল্লাহর শপথ! এ বছর হজ না করাই আমার জন্য পসন্দনীয়। তিনি বললেন : সম্ভবত তুমি ঝতুবতী হয়েছ। আমি বললাম, ‘হাঁ’। তিনি বললেন : এ তো আদম-কন্যাদের জন্যে আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন। তুমি পাক হওয়া পর্যন্ত অন্যান্য হাজীদের মত সমস্ত কাজ করে যাও, কেবল কাঁবার তাওয়াফ করবে না।

২১০. بَابُ الْإِسْتِحَاضَةِ -

২১০. পরিচ্ছেদ : ইসতিহায়

৩০০ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَاطِمَةُ بْنَتُ أَبِي حُبِيشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَارَسُولَ اللَّهِ أَتَيْتُ لَا أَطْهِرُ ، أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحِيَضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيَضَةَ فَاتَّرُكِ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنِ الدَّمِ وَصَلِّيْ .

৩০০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....‘আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু

ছবায়শ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কখনও পবিত্র হই না । এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দেব ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ হলো এক ধরনের বিশেষ রক্ত, হায়দের রক্ত নয় । যখন তোমার হায় শরু হয় তখন তুমি সালাত ছেড়ে দাও । আর হায় শেষ হলে রক্ত ধুয়ে সালাত আদায় কর ।^১

٢١١. بَابُ غَسْلِ دَمِ الْمَحِيْضِ -

২১১. পরিচেদ : হায়দের রক্ত ধুয়ে ফেলা

٣٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيهِ بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْ ثُوبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا أَصَابَتْ ثُوبَ إِحْدًا كُنْ الدُّمُّ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلَا تَقْرُصْهُ لَمْ تَنْضَحْهُ بِمَا إِلَّمْ تُصْلِيْ فِيهِ .

৩০১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আসমা বিন্ত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের কারো কাপড়ে হায়দের রক্ত লাগলে কি করবে ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের কারো কাপড়ে হায়দের রক্ত লাগলে সে তা রগড়িয়ে, তারপর পানিতে ধুয়ে নেবে এবং সে কাপড়ে সালাত আদায় করবে ।

٣٠٢ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيْضُ لَمْ تَقْرُصْهُ لَمْ تَنْضَحْهُ بِمَا إِلَّا تُصْلِيْ فِيهِ سَائِرَهُ لَمْ تُصْلِيْ فِيهِ .

৩০২ আস্বাগ (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের কারো হায় হলে, পাক হওয়ার পর রক্ত রগড়িয়ে কাপড় পানি দিয়ে ধুয়ে সেই কাপড়ে তিনি সালাত আদায় করতেন ।

٢١٢. بَابُ الْإِعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ -

২১২. পরিচেদ : 'মুস্তাহায়া'র ইতিকাফ

٣٠٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ أَبُو بِشَرٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ تَعَالَى أَعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرِبَّمَا وَضَعَتِ الطُّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ

১. হায় ও নিফাসের মেয়াদের অতিরিক্ত সময়কালীন রজঃমাবকে ইসতিহায়া এবং সে মহিলাকে মুস্তাহায়া বলা হয় । (আইনী ওখ; ১৪২)

الدُّمْ وَرَعَمْ أَنْ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعَصْفُرِ فَقَالَتْ كَانَ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةً تَجِدُهُ .

৩০৩ ইসহাক ইবন শাহীন (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কোন এক স্ত্রী ইস্তিহায়ার অবস্থায় ইতিকাফ করেন। তিনি রক্ত দেখতেন এবং স্নাবের কারণে প্রায়ই তাঁর নীচে একটি পাত্র রাখতেন। রাবী বলেন : ‘আয়িশা (রা) হলুদ রঞ্জের পানি দেখে বলেছেন, এ যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমৃক স্ত্রীর ইস্তিহায়ার রক্ত।

৩০৪ حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُبَيرٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَاتَتْ إِعْكَافَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُصَدَّدَةً اِمْرَأَةً مِنْ اَنْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى الدُّمْ وَالصُّفَرَةَ وَالطُّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصْلِيُّ .

৩০৪ কুতায়বা (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর কোন একজন স্ত্রী ইতিকাফ করেছিলেন। তিনি রক্ত ও হলদে পানি বের হতে দেখতেন আর তাঁর নীচে একটা পাত্র বসিয়ে রাখতেন এবং সে অবস্থায় সালাত আদায় করতেন।

৩০৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ إِعْكَافَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .

৩০৫ মুসান্দাদ (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মু'ল-মু'মিনীনের একজন ইস্তিহায়া অবস্থায় ইতিকাফ করেছিলেন।

– ২১৩. بَابُ هَلْ تُصْلِيِ الْمَرْأَةُ فِي ظُبُرٍ حَاضِتُ فِيهِ –

২১৩. পরিচ্ছেদ : হায়য অবস্থায পরিহিত পোশাকে সালাত আদায় করা যায় কি?

৩০৬ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَاتَ عَائِشَةَ مَا كَانَ لِإِخْدَانَا إِلَّا ظُبُرٌ وَاحِدٌ تَحِيقُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَاتَ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا .

৩০৬ আবু নু'আয়ম (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাদের কারো একটির বেশী কাপড় ছিল না। তিনি হায়য অবস্থায়ও এই কাপড়খানিই ব্যবহার করতেন, তাতে রক্ত লাগলে থুথু দিয়ে ভিজিয়ে নখ দ্বারা রগড়িয়ে নিতেন।

– ২১৪. بَابُ الطَّيِّبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ –

২১৪. পরিচ্ছেদ : হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে সুগক্ষি ব্যবহার

৩০৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامَ بْنِ حَسَانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ قَاتَتْ كُلُّ نِسْمَى أَنْ تُحِدَّ عَلَى مِيَتٍ فَوَقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى نَفْعٍ أَرْبَعَةٍ

أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْحَلُ وَلَا نَتَطِيبُ وَلَا نَبْسَسُ نَوْيَا مَصْبُوْغًا إِلَّا تُوبَ عَصْبٌ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا
اغْتَسَلْتُ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتِ أَطْفَارِ وَكُنْتُ نَنْهَى عَنِ اِتَّبَاعِ الْجَنَانِ ، قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ
حَسَانٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩০৭ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুল ওয়াহহাব (র).....উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কোন মৃত ব্যক্তির জন্যে আমাদের তিন দিনের বেশী শোক পালন করা থেকে নিষেধ করা হতো। কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশদিন (শোক পালনের অনুমতি ছিল)। আমরা তখন সুরমা লাগাতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করতাম না, ইয়েমেনের তৈরী রঙিন কাপড় ছাড়া অন্য কোরা রঙিন কাপড় পরতাম না। তবে হায় থেকে পবিত্রতার গোসলে আজফারের খোশু মিশ্রিত বস্ত্রখণ্ড ব্যবহারের অনুমতি ছিল। আর আমাদের জানায়ার পেছনে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। এই বর্ণনা হিশাম ইবন হাস্সান (র) হাফসা (রা) থেকে, তিনি উম্মে 'আতিয়া (রা) থেকে এবং তিনি নবী ﷺ থেকে বিবৃত করেছেন।

২১৫ . بَابُ دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيْضِ وَكَيْفَ تَفْسِيلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمْسَكَةً فَتَتْبِعُ أَئْرَ الدُّمْ
২১৫. পরিচ্ছেদ : হায়যের পরে পবিত্রতা অর্জনের সময় দেহ ঘষামাজা করা, গোসলের পদ্ধতি
এবং মিশ্রক্যুক্ত বস্ত্রখণ্ড দিয়ে রক্তের চিহ্ন পরিষ্কার করা

৩০৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ عَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ اِمْرَأَةَ سَأَلَتِ النَّبِيِّ
عَنْ غُسلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَأَمْرَمَهَا كَيْفَ تَفْسِيلُ قَالَ حَذِّرِ فِرْصَةً مِنْ مِشْكٍ فَتَطَهَّرَتِ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ
أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِ فَاجْتَبَتْهَا إِلَى فَقْلُتْ تَتَبَعِيْ بِهَا أَئْرَ الدُّمْ .

৩০৮ ইয়াহুয়া (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হায়যের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে গোসলের নিয়ম বলে দিলেন যে, এক টুকরা কস্তুরী লাগানো নেকড়া নিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। মহিলা বললেন : কিভাবে পবিত্রতা হাসিল করব? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা দিয়ে পবিত্রতা হাসিল কর। মহিলা (তৃতীয়বার) বললেন : কিভাবে? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে তুমি পবিত্রতা হাসিল কর। 'আয়িশা (রা) বলেন : তখন আমি তাকে টেনে আমার কাছে নিয়ে আসলাম এবং বললাম : তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন বিশেষভাবে মুছে ফেল।

২১৬. بَابُ غُسْلِ الْمَحِيْضِ -

২১৬. পরিচ্ছেদ : হায়যের গোসলের বিবরণ

৩০৯ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ اِمْرَأَةَ مِنَ الْاِنْصَارِ قَالَتِ النَّبِيِّ

كَيْفَ أَغْسِلُ مِنَ الْمَحِيطِ قَالَ حَذِيرٌ فِرْمَةً مُمْسَكَةً فَتَوْضِينِي ثَلَاثًا ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوْجِيهِ وَقَالَ تَوْضِينِي بِهَا فَأَخْذَتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ ﷺ .

۳۰۹ মুসলিম (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমি কিভাবে হায়দের গোসল করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বললেন : এক টুকরা কস্তুরীমুক্ত নেকড়া লও এবং তিনবার ধূয়ে নাও। নবী ﷺ এরপর লজ্জাবশত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : তা দিয়ে তুমি পবিত্র হও। ‘আয়িশা (রা) বলেন : আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম। তারপর তাকে নবী ﷺ-এর কথার মর্ম বুঝিয়ে দিলাম।

۲۱۷. بَابُ اِمْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيطِ -

۲۱۷. পরিচ্ছেদ : হায়দের গোসলের সময় চুল আঁচড়ানো

۲۱۰. حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَثَنَا إِبْنُ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَاتَ أَهْلَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّ الْوَدَاعِ فَكَنْتُ مِنْ تَمَّتُعَ لَمْ يَسْقُ الْهَدَى فَزَعَمْتُ أَنَّهَا حَاضِتُ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةَ عَرْفَةَ فَقَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَذْهِلَيْلَةَ عَرْفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَّتُعَ بِعُمْرَةِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْقَضْتِ رَأْسَكِ وَأَمْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ فَفَعَلَتْ فَلَمَّا قَضَيْتِ الصَّعْدَةَ أَمْرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرْتِي مِنَ التَّشْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ .

۳۱۰ মুসা ইবন ইসমাইল (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বিদায় হজের ইহুরাম বেঁধেছিলাম। আমিও তাদেরই একজন ছিলাম যারা তামাতুরুর নিয়ত করেছিল এবং সঙ্গে কুরবানীর পশ নেয়ানি। তিনি বলেন : তাঁর হায়দ শুরু হয় আর আরাফা-এর রাত পর্যন্ত তিনি পাক হন নি। ‘আয়িশা (রা) বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আজ তো আরাফার রাত, আর আমি হজের সঙ্গে উমরারাও নিয়ত করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-তাঁকে বললেন : মাথার বেণী খুলে ফেল, চুল আঁচড়াও আর উমরা থেকে বিরত থাক। আমি তা-ই করলাম। হজ সমাধা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ‘আবদুর রহমান (রা)-কে ‘হাস্বায়’ অবস্থানের রাতে (আমাকে উমরা করানোর) নির্দেশ দিলেন। তিনি তানঙ্গিম থেকে আমাকে উমরা করালেন, যেখান থেকে আমি উমরার ইহুরাম বেঁধেছিলাম।

۲۱۸. بَابُ تَقْعِمِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيطِ

۲۱۸. পরিচ্ছেদ : হায়দের গোসলে চুল খোলা

۳۱۱. حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَاتَ خَرْجَنَا مُوَافِيْنَ

لِهِلَالِ نَى الْحِجَّةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحَبَ أَنْ يُهْلِكَ فِي عُمْرَةِ فَلِيَهُلِلْ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَا هَلَلتُ بِعُمْرَةٍ فَأَهْلَ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهْلَ بَعْضُهُمْ بِحَجَّ وَكُنْتُ أَنَّا مِنْ أَهْلِ بِعُمْرَةٍ فَأَذْرَكْنِي يَوْمَ عَرَفةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ مَنْ كُنْتُ فَقَالَ دَعْيَ عُمْرَتَكِ وَأَنْقَضْتِ رَأْسَكِ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِحَجَّ فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَمِّيَّةِ أَرْسَلَ مَعِيْ أَخِيْ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى التَّعْيِمِ فَأَهْلَلتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِيْ، قَالَ مِشَامُ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ هَذِهِ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ.

311 ‘ଉବାଯଦ ଇବନ ଇସମାଈଲ (ର).....’ଆୟିଶା (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ଆମରା ଯିଲହାଜ ମାସେର ଚାଦ ଦେଖାର ସମୟ ନିକଟରେ ହଲେ ବେରିଯେ ପଡ଼ିଲାମ । ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ﷺ ବଲେନ : ଯେ ଉମରାର ଇହରାମ ବାଂଧିତେ ଚାଯ ସେ ତା କରତେ ପାରେ । କାରଣ, ଆମି ସାଥେ କୁରବାନୀର ପଣ୍ଡ ନା ଆନଲେ ଉମରାର ଇହରାମଇ ବାଂଧିତାମ । ତାରପର କେଉ ଉମରାର ଇହରାମ ବାଂଧିଲେନ, ଆର କେଉ ହଙ୍ଗେର ଇହରାମ ବାଂଧିଲେନ । ଆମି ଛିଲାମ ଉମରାର ଇହରାମକାରୀଦେର ମଧ୍ୟେ । ଆରାଫାର ଦିନେ ଆମି ଝତୁବତୀ ଛିଲାମ । ଆମି ନବୀ ﷺ-ଏର କାହେ ଆମାର ଅସୁବିଧାର କଥା ବଲିଲାମ । ତିନି ବଲେନ : ତୋମାର ଉମରା ଛେଡେ ଦାଓ, ମାଥାର ବୈଣି ଖୁଲେ ଚଳ ଆଚଢାଓ, ଆର ହଙ୍ଗେର ଇହରାମ ବାଂଧ । ଆମି ତାଇ କରିଲାମ । ‘ହସବା’ ନାମକ ହାନେ ଅବହାନେର ରାତେ ନବୀ ﷺ ଆମାର ସାଥେ ଆମାର ଭାଇ ଆବଦୁର ରହମାନ ଇବନ ଆବୁ ବକର (ରା)-କେ ପାଠାଲେନ । ଆମି ତାନ୍ ଈମେର ଦିକେ ବେର ହଲାମ । ସେଥାନେ ପୂର୍ବେର ଉମରାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇହରାମ ବାଂଧିଲାମ । ହିଶାମ (ର) ବଲେନ : ଏସବ କାରଣେ କୋନ ଦମ (କୁରବାନୀ) ସଓମ ବା ସାଦକା ଦିତେ ହୁଯ ନି ।

۲۱۹. بَابُ قُولِ اللَّهِ عَنْ جَلْ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ -

219. ପରିଚେଦ : ଆଲ୍ଲାହର ବାଣୀ “ପୂର୍ଣ୍ଣାକୃତି ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣାକୃତି ଗୋଶତ ପିଣ୍ଡ” (୨୨ : ୫) ପ୍ରସଞ୍ଜେ
212 ହَدَثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَبْيَرِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ النَّبِيِّ مَنْ كُنْتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَكُلُّ بِالرَّحْمَمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٍ ، يَا رَبِّ عَلَقَةٍ يَا رَبِّ مُضْغَةٍ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِي خَلْقَهُ قَالَ أَذْكُرْ أَمْ أَشْتِي ، شَقِّيْ أَمْ سَعِيدٌ ، فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجْلُ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أَمِيْ .

312 ମୁସାଦାଦ (ର).....’ଆନାସ ଇବନ ମାଲିକ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ନବୀ ﷺ ବଲେନ : ଆଲ୍ଲାହ ତା’ଆଲା ମାତ୍ରଗର୍ଭେ ଜନ୍ୟେ ଏକଜନ ଫିରିଶତା ନିର୍ଧାରଣ କରେଛେ । ତିନି (ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ) ବଲତେ ଥାକେନ, ହେ ରବ! ଏଥନ ବୀର୍ଯ୍ୟ-ଆକୃତିତେ ଆଛେ । ହେ ରବ! ଏଥନ ଜମାଟ ରଙ୍ଗେ ପରିଗତ ହେଯେଛେ । ହେ ରବ! ଏଥନ ମାଂସପିଣ୍ଡେ ପରିଗତ ହେଯେଛେ । ଏରପର ଆଲ୍ଲାହ ତା’ଆଲା ସଥି ତାବ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରତେ ଚାନ, ତଥି ଜିଜାସା କରେନ : ପୁରୁଷ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ? ସୌଭାଗ୍ୟବାନ, ନା ଦୂର୍ଭଗ୍ୟା? ରିଯକ ଓ ବୟସ କତ? ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ﷺ ବଲେଛେ : ତାର ମାତ୍ରଗର୍ଭେ ଥାକତେଇ ତା ଲିଖେ ଦେଓୟା ହୁଯ ।

۲۲۰. بَابُ كَيْفَ تَهُلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ -

220. ପରିଚେଦ : ଝତୁବତୀ କିଭାବେ ହଜ୍ ଓ ଉମରାର ଇହରାମ ବାଂଧିବେ ?
213 ହَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَثَنَا الْيَثْرَى عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ عُوْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ ثَرَجَنا

مَعَ النَّبِيِّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَبَّا مِنْ أَهْلٍ بِعُمْرَةِ وَمِنْ أَهْلٍ بِحِجَّةِ فَقَدِمَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحْرَمْ بِعُمْرَةِ وَلَمْ يُهَدِ فَلِيُحَلِّ وَمِنْ أَحْرَمْ بِعُمْرَةِ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلُّ بِنَحْرِ هَذِهِ ، وَمِنْ أَهْلٍ بِحِجَّةِ فَلَيُتْمِمْ حَجَّهُ ، قَالَتْ فَحِضَّتْ فَلَمْ أَزَّ حَانِصًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أَمْلَلِ الْأَبْعُدَةَ فَأَمْرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِيْ وَأَمْتَشِطَ وَأَهْلٍ بِحِجَّةِ وَأَتُرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيَتْ حَجَّيْ فَبَعْتَ مَعِيْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ وَأَمْرَنِيْ أَنْ أَعْتَمَ مَكَانَ عُمْرَتِيْ مِنَ التَّعْيِمِ .

۳۱۳ ইয়াহ্যা ইবন বুকাইর (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জের সময় বের হয়েছিলাম। আমাদের কেউ ইহরাম বেঁধেছিল উমরার আর কেউ বেঁধেছিল হজ্জের। আমরা মকায় এসে পৌছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু কুরবানীর পশ্চ সাথে আনেনি, তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে ও কুরবানীর পশ্চ সাথে এনেছে, তারা যেন কুরবানী করা পর্যন্ত ইহরাম না খোলে। আর যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে তারা যেন হজ্জ পূর্ণ করে। ‘আয়িশা (রা) বলেন : এরপর আমার হায়য শুরু হয় এবং আরাফার দিনেও তা বহাল থাকে। আমি শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। নবী ﷺ আমাকে মাথার বেণী খোলার, চুল আঁচড়িয়ে নেওয়ার এবং উমরার ইহরাম ছেড়ে হজ্জের ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। পরে হজ্জ সমাধা করলাম। এরপর ‘আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা)-কে আমার সাথে পাঠালেন। তিনি আমাকে তান দ্বিম থেকে আমার আগের পরিত্যক্ত উমরার পরিবর্তে উমরা করতে নির্দেশ দিলেন।

- ۲۲۱. بَابُ أَقْبَالِ الْمَحْيَى وَإِذْبَارِهِ -

وَكُنْ نِسَاءٌ يَبْعَثُنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهَا الصُّفَرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرِئَنَ الْقُمَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّهُورَ مِنَ الْحَيْثَةِ، وَلَمَّا بَيْنَ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَعْسَابَيْشِ مِنْ جَوْفِ الْلَّيْلِ يَنْتَهُنَ إِلَى الطَّهُورِ فَقَالَتْ مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا فَعَابَتْ عَلَيْهِنَ.

۲۲۱. পরিচ্ছেদ : হায়য শুরু ও শেষ হওয়া

স্ত্রীলোকেরা ‘আয়িশা (রা)– এর কাছে কোটায করে তুলা পাঠাতো। তাতে হলুদ রং দেখলে ‘আয়িশা (রা) বলতেন : তাড়াহড়া করো না, সাদা পরিষ্কার দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এ দ্বারা তিনি হায়য থেকে পরিত্রাতা বোঝাতেন। যায়দ ইবন সাবিত (রা)– এর কন্যার কাছে সংবাদ এলো যে, স্ত্রীলোকেরা রাতের অক্ষকারে প্রদীপ চেয়ে নিয়ে হায়য থেকে পাক হলো কিনা তা দেখতেন। তিনি বললেন : স্ত্রীলোকেরা (পূর্বে) এমনটি করতেন না। তিনি তাদের দোষারোপ করেন।

٣١٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ فَاطِمَةَ بْنَتِ أَبِيهِ حُبِيبِ شِعْبَانَ كَانَتْ تُسْتَحْاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةِ فَدَعَى الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي وَصَلِّ .

٣١٨ 'ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ୍ ମୁହାମ୍ମଦ (ର).....'ଆସିଶା (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେନ : ଫାତିମା ବିନତେ ଆବୁ ହୁରାଇଶ (ରା)-ଏର ଇଞ୍ଚିତହାୟା ହତୋ । ତିନି ଏ ବିଷୟେ ନବୀ ﷺ-କେ ଜିଞ୍ଜାସା କରଲେନ । ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ﷺ ବଲେନ : ଏ ହଜ୍ରେ ରଗେର ରଙ୍ଗ, ହାୟୟେର ରଙ୍ଗ ନଯ । ସୂତରାଂ ହାୟୟ ଶୁରୁ ହଲେ ସାଲାତ ଛେଡ଼େ ଦେବେ । ଆର ହାୟୟ ଶେଷ ହଲେ ଗୋପନ କରେ ସାଲାତ ଆଦାୟ କରବେ ।

٢٧٢ . بَابُ لَا تَغْسِلِي الْحَائِضَ الصَّلَاةَ وَقَالَ جَاءِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَدْعُ الصَّلَاةَ

୨୨୨. ପରିଚେଦ : ହାୟୟକାଳୀନ ସାଲାତେର କାଥା ନେଇ

ଜାବିର ଇବନ୍ 'ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଓ ଆବୁ ସା'ଈଦ ଖୁଦରୀ (ରା) ନବୀ ﷺ-ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ ଯେ, (ଶ୍ରୀଲୋକ ହାୟୟକାଳୀନ ସମୟେ) ସାଲାତ ଛେଡ଼େ ଦେବେ

٣١٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ قَاتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ أَنْ أَمْرَأَةُ قَاتَ لِعَائِشَةَ أَنْجِزَى إِحْدَانَا صَلَاتُهَا إِذَا طَهَرَتْ فَقَاتَ أَحَرِيَرٌ أَنْتِ كُنَّا نَحْيِضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَاتَ فَلَا نَفْعَلُ .

٣١٥ ମୁସା ଇବନ୍ ଇସମା'ଈଲ (ର).....ମୁ'ଆୟା (ର) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଏକ ମହିଳା 'ଆସିଶା (ରା)-କେ ବଲେନ : ଆମାଦେର ଜଳ୍ଯ ହାୟୟକାଳୀନ କାଥା ସାଲାତ ପବିତ୍ର ହଜ୍ରାର ପର ଆଦାୟ କରଲେ ଚଲବେ କି ନା? 'ଆସିଶା (ରା) ବଲେନ : ତୁମ କି ହାଜାରିଯା ? ଆମରା ନବୀ ﷺ-ଏର ସମୟେ ଝାତୁବତୀ ହତାମ କିମ୍ବୁ ତିନି ଆମାଦେର ସାଲାତ କାଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିତେନ ନା । ଅଥବା ତିନି ['ଆସିଶା (ରା)] ବଲେନ : ଆମରା ତା କାଥା କରତାମ ନା ।

٢٧٣ . بَابُ النَّعِمَ مَعَ الْحَائِضِ وَهِيَ فِي شَيْأِهَا

୨୨୩. ପରିଚେଦ : ଝାତୁବତୀ ମହିଳାର ସଂଗେ ହାୟୟେର କାପଡ଼ ପରିହିତ ଅବସ୍ଥା ଏକକ୍ରେ ଶୟନ

٣١٦ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَقْصَنَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَتِ أَبِيهِ سَلَمَةَ حَدَّثَتْ أَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَاتَ حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ فَأَنْسَلَتْ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِضْتِي فَلَبِسْتُهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْفَسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَدْخَلْتُنِي مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ قَاتَ وَحَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُقْبِلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكُنْتُ أَغْسِلُ أَنَا وَالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .

୧. ଖାରିଜୀଦେର ଏକଟି ଦଲ ଯାରା ଝାତୁବତୀର ଜଳ୍ଯ ସାଲାତେର କାଥା ଓ ଯାଜିବ ମନେ କରନ୍ତ । (ଆଇନୀ, ୩୬, ୩୦୦ ପୃ.)

৩১৬ সাদ ইবন হাফস (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শায়িত অবস্থায় আমার হায়য দেখা দিল। তখন আমি চুপিসারে বেরিয়ে এসে হায়যের কাপড় পরে নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তোমার কি হায়য শুরু হয়েছে? আমি বললাম : হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর চাদরের নীচে স্থান দিলেন। বর্ণনাকারী যশোনাব (র) বলেন : আমাকে উম্মে সালামা (রা) এও বলেছেন যে, নবী ﷺ রোগ রাখা অবস্থায় তাঁকে চুম্ব খেতেন। [উম্মে সালামা (রা) আরও বলেন] আমি ও নবী ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম।

٢٤٤. بَابُ مِنْ أَخْدَى شِيَابِ الْحَيْضِرِ سِقَى شِيَابِ الطَّهْرِ

২২৪. পরিচ্ছেদ : হায়যের জন্যে স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান করা

২১৭ **حَدَّثَنَا مُعاَذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مِشَامٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ رَبِيعَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ مَسَّمَةَ قَالَتْ يَبْنَتَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضطَجَعَةً فِي خَمْرَلَةٍ حِضْتُ فَأَنْسَلْتُ فَأَحْدَثْتُ شِيَابَ حِبْرَ خَمْرَلَةٍ فَقَالَ أَنْفِسْتِ فَقْلَتْ نَعْمُ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمْرَلَةِ .**

৩১৭ মু'আয ইবন ফাযলা (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক সময় আমি ও নবী ﷺ একই চাদরের নীচে শুয়েছিলাম। আমার হায়য শুরু হলো। তখন আমি চুপিসারে বেরিয়ে গিয়ে হায়যের কাপড় পরে নিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি হায়য আরম্ভ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডেকে নিলেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে একই চাদরের নীচে শুয়ে পড়লাম।

٢٤٥. بَابُ شُهُودِ الْحَائِنِيِّ الْعَيْدَيْنِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُنَ الْمُصْلِلِيِّ

২২৫. পরিচ্ছেদ : ঝর্তুবতী মহিলাদের উভয় দু' আর সমাবেশে উপস্থিত

হওয়া এবং দুরে অবস্থান করা

২১৮ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَبِيبٍ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يُخْرُجَنَ فِي الْعَيْدَيْنِ فَقَدِمْتُ امْرَأَةً فَنَزَّلَتْ قَصْرَبَنِي خَلْفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أَخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أَخْتِهَا غَرَّاً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَنَى عَشَرَةَ غَرَّةً وَكَانَتْ أَخْتِي مَعَهُ فِي بَسِّ قَالَتْ فَكَثُرَ تَذَوَّبِي الْكَلْمَى وَنَقْوَمُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أَخْتِي النَّبِيِّ ﷺ أَعْلَى إِحْدَانَا بَأْسًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجْ قَالَ لِتُبَيِّسْهَا صَاحِبِتَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلَتَشْهِدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلَتْهَا أَسْمَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ بِأَبِيبِ نَعْمَ وَكَانَتْ لَا تَذَكَّرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِيبِ سَمِعْتَهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَنَوَافُ الْخُدُورُ أَوِ الْعَوَاتِقُ نَوَافُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ**

وَالْيَشْهَدُونَ الْخَيْرَ وَدُعَوةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ� الْمُصْلِى قَالَتْ حَفْصَةُ الْحَيْضُ فَقَالَتْ أَلِيسْ تَشَهِّدُ عَرَفَةً وَكَذَا وَكَذَا .

৩১৮ মুহাম্মদ ইবন সালামা (র).....হাফসা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা আমাদের যুবতীদের ইদের সালাতে বের হতে নিষেধ করতাম। এক মহিলা বনু খালাফের মহলে এসে পৌছলেন এবং তিনি তাঁর বোন থেকে বর্ণনা করলেন। তাঁর ভগীপতি নবী ﷺ-এর সঙ্গে বারটি গায়ওয়ায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন : আমার বোনও তাঁর সঙ্গে ছয়টি গায়ওয়ায় শরীক ছিলেন। সেই বোন বলেন : আমরা আহতদের পরিচর্যা ও অসুস্থদের সেবা করতাম। তিনি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : আমাদের কারো ওড়না না থাকার কারণে বের না হলে কোন অসুবিধা আছে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার সাথীর ওড়না তাকে পরিয়ে দেবে, যাতে সে ভাল মজলিস ও মু'মিনদের দু'আয় শরীক হতে পারে। যখন উষ্মে আতিয়া (রা) আসলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি নবী ﷺ থেকে এরূপ শুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেন : আমার পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক। হাঁ, তিনি এরূপ বলেছিলেন। নবীর কথা আলোচিত হলেই তিনি বলতেন, “আমার পিতা তাঁর জন্য কুরবান হোক।” আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যুবতী, পর্দানশীল ও ঝুঁতুবতী মহিলারা বের হবে এবং ভাল স্থানে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশ গ্রহণ করবে। অবশ্য ঝুঁতুবতী মহিলা ইদগাহ থেকে দূরে থাকবে। হাফসা (র) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ঝুঁতুবতীও কি বেরবে? তিনি বললেন : সে কি ‘আরাফাতে ও অমৃক অমৃক স্থানে উপস্থিত হবে না!

٢٢٦. بَابٌ إِذَا حَاضَتِ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حَيْضٍ وَمَا يُصَدِّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيهَا يُمْكِنُ مِنَ الْعَيْضِ
لِقْرِئِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يُكْتَمِنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَيَذْكُرُ عَنْ عَلَيْهِ وَشَرِيفِ إِنِّي
أَمْرَأٌ جَاءَتِ بِبَيْنَةٍ مِنْ بِطْنَةِ أَهْلِهَا مِنْ يُرْضِى دِينَهَا حَاضَتِ ثَلَاثَةِ فِي شَهْرٍ صَدِيقَتْ، وَقَالَ عَطَاءُ
أَقْرَأَهَا مَا كَانَتْ وَيَهْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَقَالَ عَطَاءُ الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشَرَةَ، وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَائِنُ
إِبْنِ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْنِهَا بِفَمْسَةِ أَيَّامٍ، قَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكِ -

২২৬. পরিচ্ছেদ : একই মাসে তিন হায়া হলে সঙ্গাব্য হায়া ও গর্ভধারণের ব্যাপারে শ্রীলোকের কথা গ্রহণযোগ্য। কারণ আল্লাহর ঘোষণা রয়েছে :

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يُكْتَمِنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

মহিলাদের গভে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়টি গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ নয়।

(২ : ২২৮)

হ্যরত 'আলী (রা) ও শুরায়হ (র) থেকে বর্ণিত, যদি মহিলার নিজ পরিবারের দীনদার কেউ

সাক্ষ্য দেয় যে, এ মহিলা মাসে তিনবার ঋতুবর্তী হয়েছে, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। 'আতা (র) বলেন : মহিলার হায়যের দিন গণনা করা হবে তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী। ইবনাহীম (র)-ও অনুরূপ বলেন। 'আতা (র) আরো বলেন : হায়য একদিন থেকে পনর দিন পর্যন্ত হতে পারে।' মুস্তামির তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি ইবন সীরীন (র)-কে এমন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী হায়যের পাঁচ দিন পূর্ণ হওয়ার পরও রক্ত দেখে? তিনি জবাবে বললেন : এ ব্যাপারে মহিলারা ভাল জানে

٣١٩

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبِيشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنِّي أَسْتَحِاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنْ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةُ قَدْرُ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحْسِبِينَ فِيهَا تُمْ اغْتَسِلُ وَصَلِّ .

৩১৯ আহমদ ইবন আবু রাজা' (র)..... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতিমা বিনত আবু হুবায়শ (রা) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ইতিহাযা হয়েছে এবং পবিত্র হচ্ছি না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? নবী ﷺ বললেন : না, এ হলো রগ-নির্গত রক্ত। তবে এক্ষেপ হওয়ার আগে যতদিন হায়য হতো সে কয়দিন সালাত অবশ্যই ছেড়ে দাও। তারপর গোসল করে নিবে ও সালাত আদায় করবে।

٢٢٧. بَابُ الْمُصْفَرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْعِيْنِ

২২৭. পরিচ্ছেদ : হায়যের দিনগুলো ছাড়া হলুদ এবং মেটে রং দেখা

٣٢٠

حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِشْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي يُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَ كُنَّا لَا نَعْدُ الْكُدْرَةَ وَالْمُصْفَرَةَ شَيْئًا .

৩২০ কৃতায়বা ইবন সাইদ (র).....উল্লেখ আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা মেটে ও হলুদ রং হায়যের মধ্যে গণ্য করতাম না।

٢٢٨. بَابُ عِرْقِ الْإِسْتِحَاضَةِ

২২৮. পরিচ্ছেদ : ইতিহাযার শিরা

٣٢١

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَفِيقِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أَسْتَحِضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ

১. বিভিন্ন হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানীফা (রা)-এর মত হলো হায়যের মুদ্দত কমপক্ষে তিন দিন এবং উর্ধ্ব দশ দিন। (আইনী, ৩৪, ৩০৯ পৃ.)

ذَلِكَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَقْتَسِلْ فَقَالَ هَذَا عِزْقٌ فَكَانَتْ تَقْتَسِلْ لِكُلِّ صَلَةٍ .

৩২১ ইব্রাহীম ইব্ন মুনয়ির আল-হিয়ামী (র).....নবী পঞ্জী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উম্মে হাবীবা (রা) সাত বছর পর্যন্ত ইস্তিহায়গ্রস্তা ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে গোসলের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন : এ শিরা-নির্গত রক্ত। এরপর উম্মে হাবীবা (রা) প্রতি সালাতের জন্য গোসল করতেন।

٢٢٩. بَابُ الْمَرْأَةِ تَحْبِيْضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

২২৯. পরিচ্ছেদ : তা ওয়াফে যিয়ারতের পর স্ত্রীলোকের হায়া শুরু হওয়া

৩২২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَافِيَةٌ بِشَتِّ حَيَّيْ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعْلَهَا تَحْبِيْسَنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعْكُنْ فَقَالَوْا بَلَى قَالَ فَأَخْرُجُنَّ .

৩২২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....নবী ﷺ-এর পঞ্জী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাফিয়া বিনত হয়াইয়ের হায়া শুরু হয়েছে। তিনি বললেন : সে তো আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে। সে কি তোমাদের সঙ্গে তা ওয়াফে-যিয়ারত করেনি? তাঁরা জবাব দিলেন, হাঁ করেছেন। তিনি বললেন : তা হলে বের হও।

৩২৩ حَدَّثَنَا مُعْلَى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهِبَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَحْصَنُ الْحَانِصِ أَنَّ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ وَكَانَ أَبْنُ عَمْرَ يَقُولُ فِي أَوْلِ أَمْرِهِ أَنَّهَا لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعَتْهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحْصَنَ لَهُنَّ .

৩২৩ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : (তা ওয়াফে যিয়ারতের পর) মহিলার হায়া হলে তার চলে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। এর আগে হযরত ইব্ন 'উমর (রা) বলতেন : সে যেতে পারবে না। তারপর তাঁকে বলতে শুনেছি যে, সে যেতে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য (যাওয়ার) অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٣٠. بَابُ إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةَ الظَّاهِرَ

فَالَّذِي أَبْنُ عَبَّاسٍ تَقْتَسِلْ وَتَصْلِيْ وَلَوْسَاعَةً مِنْ نُهَارٍ وَيَاتِيْهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتِ الصَّلَاةَ أَعْظَمُ

২৩০. পরিচ্ছেদ : ইস্তিহায়গ্রস্তা নারীর পবিত্রতা দেখা

১. ধৃক্তপক্ষে মুস্তাহায়ার জন্য প্রতি সালাতে গোসল ওয়াজিব নয়। তবে তিনি হযত নিজ ধারণায় গোসল করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন অথবা রোগের প্রকোপ কমার জন্য এরূপ করছিলেন। (উমদাতুল ফারী, ৩খ, পৃ. ৩১১)

ইবন 'আকাস (রা) বলেন : মুস্তাহায়া দিনের কিছু সময়ের জন্য হলেও পবিত্রতা দেখলে গোসল করবে ও সালাত আদায় করবে। আর সালাত আদায় করার পর তার স্বামী তার সাথে মিলতে পারে। কারণ, সালাতের জরুরি অত্যধিক

حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهْرَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيَضَةِ فَدَعِيَ الصَّلَاةُ وَإِذَا أَدْبَرَتِ فَأَعْسِلِيْ فَعَنْكِ الدُّمُّ وَصَلِّيْ .

২২৪

324] আহমদ ইবন ইউনুস (র)....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হায়ে দেখা দিলে সালাত ছেড়ে দাও আর হায়ের সময় শেষ হয়ে গেলে রক্ত ধূয়ে নাও এবং সালাত আদায় কর।

২২১. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسَنَّتِهَا

২৩১. পরিচ্ছেদ : নিফাস অবস্থায় মৃত স্ত্রীলোকের সালাতে জানায় ও তার পক্ষতি

২২৫

حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ أَبْنِ بُرَيْدَةِ عَنْ سَعْرَةَ بْنِ جَنْدُبٍ أَنَّ اِمْرَأَةَ مَاتَتْ فِي بَطْنِ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسَطَّهَا .

325] আহমদ ইবন সুরায়জ (র).....সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একজন প্রসূতী মহিলা মারা গেলে নবী ﷺ তার জানায় পড়লেন। সালাতে তিনি মহিলার দেহের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন।

২২২. بَابُ

২৩২. পরিচ্ছেদ

২২৬

حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ إِسْمَهُ الْوَضَاحُ مِنْ كِتَابِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَلِيمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِتِي مِيمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَانِصًا لَا تُصْلِيْ وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصْلِيْ عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِيْ بَعْضُ ثُوبِهِ .

326] হাসান ইবন মুদরিক (র).....'আবদুল্লাহ ইবন শাদাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার খালা নবী ﷺ-এর পত্নী মায়মূনা (রা) থেকে শুনেছি যে, তিনি হায়ে অবস্থায় সালাত আদায় করতেন না; তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সিজদার জায়গায় সোজাসুজি শুয়ে থাকতেন। নবী ﷺ তাঁর চাটাইয়ে সালাত আদায় করতেন। সিজদা করার সময় তাঁর কাপড়ের অংশ আমার (মায়মূনার) গায়ে লাগতো।

كتابُ التَّبَرِيزِيِّ

তারাম্বুম অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আদ্বাহৰ নামে ।

كتابُ التَّيْمُ

তায়ামুম অধ্যায়

٢٣٣. بَابُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ .

২৩৩. পরিচ্ছেদ : আদ্বাহ তা'আলার বাণী :

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ .

“এবং তোমরা পানি না পেলে পাক মাটি দিয়ে তায়ামুম করবে এবং তা তোমরা তোমাদের মুখ ও হাতে বুলাবে ” (৪ : ৪৩)

٢٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ نَعْجَنَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجِيشِ اِنْقَطَعَ عَقْدُ لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التِّمَاسِ وَأَقامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ فَأَتَى النَّاسُ إِلَيْهِ بِكُلِّ الصِّدِيقِ فَقَالُوا أَتَرَى مَا صَنَعْتَ عَائِشَةَ أَقَامَتِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضْطَرَّ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِيْنِيْ قَدْنَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً فَقَالَتْ عَائِشَةَ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقُولَ وَجَعَلَ بَطْعَنَتِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِيْنِيْ قَدْنَامَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَيَّهَا التَّيْمَ فَتَيَمَّمُوا ، فَقَالَ أَسِيدُ بْنُ الْحُضَيرِ مَا هِيَ بِأَوْلَى بِرَبِّكُمْ يَا أَلَّا أَبْيَ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعْثَتَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصْبَنَا الْعِقدَ تَحْتَهُ .

৩২৭ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কোন এক সফরে বেরিয়েছিলাম। যখন আমরা 'বায়য়া' অথবা 'যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌছলাম তখন আমার একখানা হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে হারের খৌজে থেমে গেলেন আর লোকেরাও তাঁর সঙ্গে থেমে গেলেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে ছিলেন না। তখন লোকেরা আবৃ বকর (রা)-এর কাছে এসে বললেন : 'আয়িশা কি করেছেন আপনি কি দেখেন নি? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও লোকদের আটকিয়ে ফেলেছেন, অথচ তাঁরা পানির নিকটে নেই এবং তাঁদের সাথেও পানি নেই। আবৃ বকর (রা) আমার নিকট আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। আবৃ বকর (রা) বললেন : তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লোকদের আটকিয়ে ফেলেছ! অথচ আশেপাশে কোথাও পানি নেই। এবং তাদের সাথেও পানি নেই। 'আয়িশা (রা) বলেন : আবৃ বকর আমাকে খুব তিরক্ষার করলেন আর, আল্লাহর ইচ্ছা, তিনি যা খুশি তাই বললেন। তিনি আমার কোমরে আঘাত দিতে লাগলেন। আমার উরুর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা থাকায় আমি নড়তে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তোরে উঠলেন, কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়ামুমের আয়াত নাযিল করলেন। তারপর সবাই তায়ামুম করে নিলেন। উসায়দ ইবন হযায়র (রা) বললেন : হে আবৃ বকরের পরিবারবর্গ ! এটাই আপনাদের প্রথম বরকত নয়। 'আয়িশা (রা) বলেন : তারপর আমি যে উটে ছিলাম তাকে দাঁড় করালে দেখি আমার হারখানা তার নীচে পড়ে আছে।

৩২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِينَانٍ هُوَ الْعَوْقَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْنَّضِيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدٌ هُوَ إِبْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطِنَنِ أَحَدٌ قَبْلِيْ ، نُصْرَتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ ، وَجُعِلْتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيْمًا رَجُلٌ مِنْ أَمْتَنِيْ أَدْرَكَهُ الصَّلَوةُ فَلَيْصِلَ ، وَأَحْلَتُ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ ، وَأُعْطِيْتُ الشُّفَاعَةُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبَعِّثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُبَعِّثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً .

৩২৮ মুহাম্মদ ইবন সিনান ও সা'ঈদ ইবন নায়র (র).....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন : আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকেও দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়; (২) সমস্ত যমীন আমার জন্য পবিত্র ও সালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। কাজেই আমার উদ্ধৃতের যে কোন লোক ওয়াক্ত হলেই সালাত আদায় করতে পারবে; (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা আমার আগে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি; (৪) আমাকে (ব্যাপক) শাফা'আতের অধিকার দেওয়া হয়েছে; (৫) সমস্ত নবী প্রেরিত হতেন কেবল তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমস্ত মানব জাতির জন্য।

٢٣٤. بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا مُرَأَيًا

২৩৪. পরিচ্ছেদ : পানি ও মাটি পাওয়া না গেলে

٢٢٩ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَكُثَتْ فَبَعْثَتْ رَسُولُ اللَّهِ رَبِيعَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَهُمُ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْ فَشَكَوْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ رَبِيعَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَعْلَمُ الْقَيْمَ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُسَيْنٍ لِعَائِشَةَ جَرَاكِ اللَّهِ خَيْرًا ، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تُكَرِّهِينَ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا .

৩২৯ যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র).....‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক সময়ে (তাঁর বোন) আসমা (রা)-এর হার ধার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। (পথিমধ্যে) হারখানা হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-সেটির খোজে লোক পাঠালেন। তিনি এমন সময় হারটি পেলেন, যখন তাঁদের সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল অথচ তাঁদের কাছে পানি ছিল না। তাঁরা সালাত আদায় করলেন। তাঁরপর বিষয়টি তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়ামুমের আয়াত নাফিল করেন। সেজন্য উসাইদ ইবন হ্যায়র (রা) ‘আয়িশা (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ আপনাকে উন্নত প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম! আপনি যে কোন অপসন্দনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তাতেই আল্লাহ তা'আলা আপনার ও সমস্ত মুসলমানের জন্যে কল্যাণ রেখেছেন।

٢٣٥. بَابُ التَّيْمٍ فِي الْحَضْرِ إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

وَبِهِ قَالَ عَطَاءً وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَتَوَلَّهُ يَتَيَمَّمُ وَأَقْبَلَ أَبْنَ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمَرِيدِ النَّعْمِ فَصَلَّى مُمْ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ .

২৩৫. পরিচ্ছেদ : মুকীম অবস্থায় পানি না পেলে এবং সালাত ছুটে যা ওয়ার ভয় থাকলে

তায়ামুম করা

‘আতা (র)-এর অভিমতও তাই। হাসান বসরী (র) বলেন : যে রোগীর কাছে পানি আছে কিন্তু তার কাছে তা পৌছানোর কোন লোক না থাকে, তবে সে তায়ামুম করবে। ইবন উমর (রা) তাঁর জুরুফ নামক স্থানের জমি থেকে ফেরার সময় ‘মারবাদুল্লাহ’আম’-এ পৌছলে আসরের সময় হয়ে যায়। তখন তিনি (তায়ামুম করে) সালাত আদায় করলেন। পরে তিনি মদীনা পৌছলেন। তখনো সূর্য উপরে ছিল। কিন্তু তিনি সালাত পুনরায় আদায় করলেন না

৩২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَثْعَابِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيرًا مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ نَوْجَ النَّبِيِّ رَبِيعَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبْنِ جَهْمٍ بْنِ

الْحَارِثُ بْنُ الصِّبَّةِ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ أَبُو الْجَهْيْمُ أَقْبَلَ النَّبِيُّ مَسْكُونٌ مِّنْ نَحْوِ بَيْرِ جَمْلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مَسْكُونٌ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوْجْهِهِ وَيَدِيهِ ثُمَّ رَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

৩৩০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়্যের (র).....আবু জুহাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ (মদীনার নিকটস্থ) ‘বিরে জামাল’ থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির দেখা হলো। লোকটি তাঁকে সালাম করলো। নবী ﷺ জওয়াব না দিয়ে দেয়ালের কাছে অথসর হয়ে তাঁতে (হাত মেরে) নিজ চেহারা ও হস্তয় মসেহ করে নিলেন, তারপর সালামের জওয়াব দিলেন।

۲۳۶. بَابُ الصَّعِيدَ لِلتَّيْمِ مَلِيْنَ يَنْفَخُ فِي يَدِيهِ بَعْدَ مَا يَضْرِبُ بِهِمَا

২৩৬. পরিচ্ছেদ : তায়াম্বুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর হস্তয়ে ঝুঁ দেওয়া

৩৩১ حَدَّثَنَا أَبُو قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْبَتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذَكَّرُ أَنَا كَذَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَاجْتَبَبْتَا ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصْلِ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ مَسْكُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ مَسْكُونٌ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ مَسْكُونٌ بِكَفِيهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفِيهِ .

৩৩১ আদম (র).....সাঈদ ইবন 'আবদুর রহমান ইবন আবয়া তাঁর পিতা ['আবদুর রহমান (রা)] থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 'উমর ইবনুল খাত্বাব (রা)-এর নিকট এসে জানতে চাইল : একবার আমার গোসলের প্রয়োজন হল অথচ আমি পানি পেলাম না। তখন 'আম্বার ইবন ইয়াসির (রা) 'উমর ইবনুল খাত্বাব (রা)-কে বললেন : আপনার কি সেই ঘটনা ঘরণ আছে যে, এক সময় আমরা দু'জন সফরে ছিলাম এবং দু'জনেরই গোসলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আপনি তো সালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়গড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম। তারপর আমি ঘটনাটি নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন নবী ﷺ বললেন : তোমার জন্য তো ঝটুকুই যথেষ্ট ছিল। এ বলে নবী ﷺ দু' হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ঝুঁ দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মসেহ করলেন।

۲۳۷. بَابُ التَّيْمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

২৩৭. পরিচ্ছেদ : মুখমণ্ডল ও হস্তয়ে তায়াম্বুম করা

৩৩২ حَدَّثَنَا حَجَاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَارٌ بِهِذَا فَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدِيهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفِيهِ ، وَقَالَ النَّبْرُ أَخْبَرَنَا

شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ نَرِمَ يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَارٌ

৩৩২ হাজাজ (র)..... ‘আবদুর রহমান ইবন আবয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আশ্বার (রা)-ও এ কথা (যা পূর্বের হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে তা) বর্ণনা করেছেন। শু’বা (র) নিজের হস্তদ্বয় মাটিতে মেরে মুখের কাছে নিলেন (ফুঁ দিলেন)। তারপর নিজের চেহারা ও হস্তদ্বয় মসেহ করলেন। নায়র (র) শু’বা (র) সুত্রে অনুক্রম বর্ণনা করেন।

৩৩৩ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَرِمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ شَهِدَ عُمَرَ ، وَقَالَ لَهُ عَمَارٌ كَذَّا فِي سَرِيرَةٍ فَأَجْبَنَنَا وَقَالَ تَفَلْ فِيهِمَا .

৩৩৩ সুলায়মান ইবন হারব (র)..... ইবন ‘আবদুর রহমান ইবন আবয়া (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (‘আবদুর রহমান) ‘উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন, আর ‘আশ্বার (রা) তাঁকে বলেছিলেন : আমরা এক অভিযানে গিয়েছিলাম, আমরা উভয়ই জুনুবী হয়ে পড়লাম। উক্ত রেওয়ায়েতে হাত দু’টোতে ফুঁ দেয়ার বর্ণনা থাকে। উভয়েই সমার্থক।

৩৩৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَلِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَرِمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ عَمَارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّنْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَكْفِكَ الْوَجْهَ وَالْكَفْيُ .

৩৩৫ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... ‘আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘আশ্বার (রা) ‘উমর (রা)-কে বলেছিলেন : (আমি তায়াহুমের উদ্দেশ্যে) মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বলেছিলেন : চেহারা ও হাত দু’টো মসেহ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

৩৩৫ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَرِمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ شَهِدَتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَارٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

৩৩৬ মুসলিম (ইবন ইব্রাহীম) (র)..... ‘আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘উমর (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, ‘আশ্বার (রা) তাঁকে বললেন,... এরপর রাবী পূর্বের হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৩৩৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَرِمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَارٌ فَضَرَبَ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ .

৩৩৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... ইবন ‘আবদুর রহমান ইবন আবয়া তাঁর পিতা (‘আবদুর রহমান) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘আশ্বার (রা) বলেছেন : নবী ﷺ মাটিতে হাত মারলেন এবং তাঁর চেহারা ও হস্তদ্বয় মসেহ করলেন।

۲۲۸. بَابُ الصَّعِيدِ الطَّيْبِ وَضُوءِ الْمُسْلِمِ يَكُفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

وَقَالَ الْعَسْنَ يُجْزِئُهُ التَّيْمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَأَمْ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَّبِعٌ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبْطَةِ وَالْتَّيْمِ بِهَا -

২৩৮. পরিচ্ছেদ : পাক মাটি মুসলিমদের উষ্ণ পানির স্থলবর্তী । পবিত্রতার জন্য পানির পরিবর্তে এটাই যথেষ্ট

হাসান (র) বলেন : হাদস না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য তায়াম্বুমই যথেষ্ট । ইবন 'আকাস (রা) তায়াম্বুম করে ইমামতি করেছেন । ইয়াহুইয়া ইবন সাইদ (র) বলেন : লোনা ভূমিতে সালাত আদায় করা বা তাতে তায়াম্বুম করায় কোন বাধা নেই

৩৩৭ [حَدَّثَنَا مُسَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عُمَرَ كَعْبَةَ كَعْبَةَ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كَثُرَ فِي أَخِرِ اللَّيْلِ وَقَعَنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةً أَخْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظْنَا إِلَّا حَرًّا الشَّمْسِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُنَّ هُوَ يَسْتَيْقِظُ قِطْ لِأَنَّهُ مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عَمْرُ وَدَائِي مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْكَثِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْكَثِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَرَ إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ لَأَضِيرَ أَوْ لَا يَضِيرُ إِرْتَحِلُوا فَارْتَحِلُ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَأَ وَنُودِي بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَلَّ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُغْتَزِلٍ لَمْ يُصِلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتِنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْكَنَ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا ثُمَّ كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَّةٌ عَوْفٌ وَدَعَا عَلَيْهَا فَأَذْهَبَتْهَا الْمَاءُ فَانْطَلَقَ فَتَقَبَّلَ اِمْرَأَةٌ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيْحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرِ لَهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةِ وَنَفَرْنَا خَلْفُهَا قَالَ لَهَا اِنْطَلَقِي إِذَا قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيُّ قَالَ هُوَ الَّذِي تَعْنِيَ فَانْطَلَقَ فَجَأَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَشْتَرَلَوْهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَانِهِ فَرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيْحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفَوَاهِهِمَا

وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَّ وَنَوْدَىٰ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ أَخْرُ ذَاكَ أَنْ
أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَاحَةُ إِنَّا مِنْ مَاءٍ قَالَ أَذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْتَظِرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَانِهَا وَإِيمَ
اللَّهِ لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُحِيلُّ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلَادَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِجْمَعُوا لَهَا
جَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجَوَةٍ وَدُقَيْقَةٍ وَسُوْيَقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوهَا فِي تُوبَ وَحَمْلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا
وَوَضَعُوا التُّوبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِينَ مَا رَزَّيْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَشْقَانَا فَأَكَثَّ أَهْلَهَا
وَقَدْ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فَلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِينِي رَجُلٌ فَنَهَبَاهُ إِلَى هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ
الصَّابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتِ يَا صَبَّاعِيهَا الْوَسْطَى وَالسَّبَابَةُ
فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَغْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ حَقًا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغَيِّرُونَ عَلَى
مَنْ حَوَّلُهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصَّرِمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ ، فَقَالَتِ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أَرَى أَنَّ هُؤُلَاءِ الْقَوْمَ
قَدْ يَدْعُونُكُمْ عَمَّا فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَطْلَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَبَّا خَرَجَ مِنْ بَيْنِ إِلَى غَيْرِهِ - وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَّ الصَّابِئِيُّ فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقْرَئُنَ
الْبَيْرُ - أَصْبَحَ أَمْلًّا .

৩৩৭ মুসান্দাদ (র).....‘ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে
ছিলাম। আমরা রাতে চলতে চলতে শেষরাতে এক স্থানে ঘুমিয়ে পড়লাম। মুসাফিরের জন্যে এর চাইতে
মধুর ঘূম আর হতে পারে না। (আমরা এমন ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম যে,) সূর্যের তাপ ছাড়া অন্য কিছু
আমাদের জাগাতে পারেনি। সর্বপ্রথম জাগলেন অমুক, তারপর অমুক, তারপর অমুক। (রাবী) আবু রাজা
(র) তাঁদের সবাইর নাম নিয়েছিলেন কিন্তু ‘আওফ (র) তাঁদের নাম মনে রাখতে পারেন নি। চতুর্থবারে জেগে
উঠ ব্যক্তি ছিলেন ‘উমর ইবনুল খাতুব (রা)। নবী ﷺ-য়ামালে আমরা কেউ তাঁকে জাগাতাম না, যতক্ষণ না
তিনি নিজেই জেগে উঠতেন। কারণ নিদ্রাবস্থায় তাঁর উপর কি অবরুদ্ধ হচ্ছে তা তো আমাদের জানা নেই।
‘উমর (রা) জেগে যখন মানুষের অবস্থা দেখলেন, আর তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি-- উচ্চেঃস্বরে তাকবীর
বলতে শুরু করলেন। তিনি ক্রমাগত উচ্চেঃস্বরে তাকবীর বলতে থাকলেন। এমন কি তাঁর শব্দে নবী ﷺ-
জেগে উঠলেন। তখন লোকেরা তাঁর কাছে ওয়র পেশ করলো। তিনি বললেন : কোন ক্ষতি নেই বা বললেনঃ
কোন ক্ষতি হবে না। এখন থেকে চল। তিনি চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে থামলেন। উয়ুর পানি
আনালেন এবং উয়ু করলেন। সালাতের আযান দেওয়া হলো। তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।
সালাত শেষ করে দেখলেন, এক ব্যক্তি পৃথক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি লোকদের সাথে সালাত আদায় করেন
নি। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে অমুক ! তোমাকে লোকদের সাথে সালাত আদায় করতে কিসে
বাধা দিল ? তিনি বললেন : আমার উপর গোসল ফরয হয়েছে। অথচ পানি নেই। তিনি বললেন : পরিত্র

মাটি নাও (তায়ামুম কর), এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। নবী ﷺ পুনরায় সফর শুরু করলেন। লোকেরা তাকে পিপাসার কষ্ট জানালো। তিনি অবতরণ করলেন, তারপর অমুক ব্যক্তিকে ডাকলেন। (রাবী) আবু রাজা' (র) তাঁর নাম উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু 'আওফ' (র) তা ভুলে গিয়েছেন। তিনি 'আলী' (রা)-কেও ডাকলেন। তারপর উভয়কেই পানি খুঁজে আনতে বললেন। তাঁরা পানির খৌজে বের হলেন। তাঁরা পথে এক মহিলাকে দুই মশক পানি উটের উপর করে নিতে দেখলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : পানি কোথায় ? সে বললো : গতকাল এ সময়ে আমি পানির নিকটে ছিলাম। আমার গোত্র পেছনে রয়ে গেছে। তাঁরা বললেন : এখন আমাদের সঙ্গে চলো। সে বললো : কোথায় ? তাঁরা বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট। সে বললো : সেই লোকটির কাছে যাকে সাবি' (ধর্ম পরিবর্তনকারী) বলা হয়? তাঁরা বললেন : হাঁ, তোমরা যাকে এই বলে থাক। আচ্ছা, এখন চল। তাঁরা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। 'ইমরান' (রা) বলেন : লোকেরা ঝীলোকটিকে তার উট থেকে নামালেন। তারপর নবী ﷺ একটি পাত্র আনতে বললেন এবং উভয় মশকের মুখ খুলে তাতে পানি ঢাললেন এবং সেগুলোর মুখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর সে মশকের নীচের মুখ খুলে দিয়ে লোকদের মধ্যে পানি পান করার ও জন্ম-জানোয়ারকে পানি পান করানোর ঘোষণা দিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে যার ইচ্ছা পানি পান করলেন ও জন্মকে পান করালেন। অবশেষে যে ব্যক্তির গোসলের দরকার ছিল, তাকেও এক পাত্র পানি দিয়ে নবী ﷺ বললেন : এ পানি নিয়ে যাও এবং গোসল সার। ঐ মহিলা দাঁড়িয়ে দেখছিলো যে, তার পানি নিয়ে কী করা হচ্ছে। আল্লাহর কসম! যখন তার থেকে পানি নেয়া শেষ হ'ল তখন আমাদের মনে হ'ল, মশকগুলো পূর্বাপেক্ষা অধিক ভর্তি। তারপর নবী ﷺ বললেন : মহিলার জন্যে কিছু একটা কর। লোকেরা মহিলার জন্যে আজওয়া (বিশেষ খেজুর), আটা ও ছাতু এনে একটা করলেন। যখন তাঁরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী জমা করলেন, তখন তা একটা কাপড়ে বেঁধে মহিলাকে উটের উপর সওয়ার করালেন এবং তার সামনে কাপড়ে বাঁধা গাঁঠরিটি রেখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি জান যে, আমরা তোমার পানি মোটেই কম করিনি ; বরং আল্লাহ তা'আলাই আমাদের পানি পান করিয়েছেন। এরপর সে তার পরিজনের কাছে ফিরে গেল। তার বেশ দেরী হয়েছিল। পরিবারের লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, হে অমুক! তোমার এত দেরী হল কেন? উত্তরে সে বলল : একটা আশ্র্যজনক ঘটনা! দু'জন লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তারা আমাকে সেই লোকটির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যাকে সাবি' বলা হয়। আর সেখানে সে এ সব করল। এ বলে সে মধ্যমা ও তজনী আঙুল দিয়ে আসমান ও যমীনের দিকে ইশারা করে বলল, আল্লাহর কসম! সে এ দু'টির মধ্যে সবচাইতে বড় জাদুকর, নয় তো সে বাস্তবিকই আল্লাহর রাসূল। এ ঘটনার পর মুসলিমরা ঐ মহিলার গোত্রের আশপাশের মুশরিকদের উপর হামলা করতেন কিন্তু মহিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত গোত্রের কোন ক্ষতি করতেন না। একদিন মহিলা নিজের গোত্রকে বলল : আমার মনে হয়, তারা ইচ্ছা করে তোমাদের নিঃক্ষতি দিচ্ছে। এ সব দেখে কি তোমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে না? তারা সবাই মহিলাটির কথা মেনে নিল এবং ইসলামে দাখিল হয়ে গেল।

আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ শব্দের অর্থ নিজের দীন ছেড়ে অন্যের দীন গ্রহণ করা। আবুল 'আলিয়া (র) বলেন : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হচ্ছে আহলে কিতাবের একটা দল, যারা যবূর কিতাব পড়ে থাকে। اصْبَرْ شব্দের অর্থ বুঁকে পড়া।

٢٣٩ . بَابٌ إِذَا حَافَ الْجَنْبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرْضُ أَوِ الْمَوْتُ أَوْ حَافَ الْعَطْشَ تَيْمَمُ .

وَيُذَكِّرُ أَنَّ عَمَرَ وَبْنَ الْعَاصِي أَجْنَبَ لِنَيْلَةِ بَارِدَةِ تَيْمَمْ وَتَلَأْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعْنِفْ

২৩৯. পরিচ্ছেদ : জুনুবী ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধির, মৃত্যুর বা ত্বক্ষার্ত থেকে যাওয়ার আশংকা বোধ হলে তায়াস্মুম করা

বর্ণিত আছে যে, এক শীতের রাতে 'আমর ইবনু'ল 'আস (রা) জুনুবী হয়ে পড়লে তায়াস্মুম করলেন। আর (এ প্রসঙ্গে) তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : তোমরা নিজেদের

হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু । (৪ : ২৯)

এরপর নবী ﷺ—এর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করা হলে তিনি তাকে দোষারোপ করেন নি

٣٢٨ حَدَّثَنَا يَشْرُبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غَنْدُرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو

مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لَا يُصَلِّيُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ نَعَمْ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أَصْلِ لَوْ رَخْصَتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرَدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي تَيْمَمْ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَوْلُ عَمَارٍ

لِعَمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ عَمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَارٍ .

৩০৮ বিশ্ব ইবন খালিদ (র).....আবু ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু মুসা (রা) 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : (জুনুবী) পানি না পেলে কি সালাত আদায় করবে না? 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন : হাঁ, আমি এক মাসও যদি পানি না পাই তবে সালাত আদায় করব না। এ ব্যাপারে যদি লোকদের অনুমতি দেই তা হলে তারা একটু শীত বোধ করলেই একপ করতে থাকবে। অর্থাৎ তায়াস্মুম করে সালাত আদায় করবে। আবু মুসা (রা) বললেন : তাহলে 'উমর (রা)-এর সামনে 'আম্বার (রা)-এর কথার তাৎপর্য কি হবে? তিনি উত্তরে বললেন : 'উমর (রা)'আম্বার (রা)-এর কথায় সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে আমি মনে করি না।

٣٢٩ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ

عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَلَمْ تَرَ عَمَرَ لَمْ يَقْنِعَ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعَنَا مِنْ قَوْلِ عَمَارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِذِهِ الْآيَةِ فَمَا دَرَى

عَبْدُ اللَّهِ مَا يَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْرَخْصَنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءَ أَنْ يُدَعِّهُ وَيَتَّبِعُهُ فَقُلْتُ
لِشَقِيقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا قَالَ نَعَمْ .

[৩০৯] ‘উমর ইবন হাফস্ (র).....শাকীক ইবন সালামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস’উদ ও আবু মুসা (রা)-এর কাছে ছিলাম। তাঁকে আবু মুসা (রা) বললেন : হে আবু ‘আবদুর রহমান ! কেউ জুনুবী হলে যদি পানি না পায় তবে কি করবে ? তখন ‘আবদুল্লাহ (রা) বললেন : পানি না পাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। আবু মুসা (রা) বললেন : তা হলে ‘আমার (রা)-এর কথার উত্তরে আপনি কি বলবেন ? তাঁকে যে নবী ﷺ বলেছিলেন (তায়ামুম করে নেয়া) তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। ‘আবদুল্লাহ (ইবন মাস’উদ) (রা) বললেন : তুমি দেখ না ‘উমর (রা) ‘আমারের এই কথায় সম্মত ছিলেন না ! আবু মুসা (রা) পুনরায় বললেন : ‘আমারের কথা বাদ দিলেও তায়ামুমের আয়াতের কী ব্যাখ্যা করবেন ? ‘আবদুল্লাহ (রা) এর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি তবুও বললেন : আমরা যদি লোকদের তার অনুমতি দিয়ে দেই তাহলে আশঙ্কা হয়, কারো কাছে পানি ঠাণ্ডা মনে হলেই তায়ামুম করবে। রাবী আশাম (র) বলেন : আমি শাকীক (র)-কে প্রশ্ন করলাম, “আবদুল্লাহ (রা) এ কারণে কি তায়ামুম অপসন্দ করেছিলেন ?” তিনি বললেন : হ্যাঁ ।

٢٤٠. بَابُ التَّيْمُ ضَرِبَةٌ

২৪০. পরিচ্ছেদ : তায়ামুমের জন্য মাটিতে একবার হাত মারা

[২৪০] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ
وَأَبْيَنِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنْ رَجُلًا أَجْبَ فَلَمْ يَحِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، أَمَا كَانَ يَتَّبِعُهُ وَيَصْلِيَ
فَقَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَتَّبِعُهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِدْ شَهْرًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْأَيْةِ فِي سُورَةِ
الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَتَّبِعُوهُ صَعِيدًا طَيْبًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْرَخْصَنَ لَهُمْ فِي هَذَا لَوْشَكَ
إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ أَنْ يَتَّبِعُوهُ الصَّعِيدَ قُلْتُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ
عَمَّارٍ لِعَزْرِ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْثَتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَاجْبَتْ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا
تَمَرَّغَ الدَّابَّةُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِهِ ضَرِبَةً عَلَى الْأَرْضِ
لَمْ تَنْفَضْهَا لَمْ مَسَحَ بِهِمَا ظَهَرَ كَفَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهَرَ شِمَالِهِ بِكَفِهِ لَمْ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ
عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ وَرَدَادٍ يَعْلَمُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبْيَنِ مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى

اَلَّمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْتَنِي اَنَا وَأَنْتَ فَأَجْبَتُ فَتَمَعَكْتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مُكَدًا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفِيهُ وَاحِدَةٌ .

৩৪০ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র).....শাকীক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি 'আবদুল্লাহ' (ইবন মাসউদ) ও আবু মূসা আশ'আরী (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। আবু মূসা (রা) 'আবদুল্লাহ' (রা)-কে বললেন : কোন ব্যক্তি জুনুবী হলে সে যদি এক মাস পর্যন্ত পানি না পায়, তা হলে কি সে তায়ামুম করে সালাত আদায় করবে না? শাকীক (র) বলেন, 'আবদুল্লাহ' (রা) বললেন : একমাস পানি না পেলেও সে তায়ামুম করবে না। তখন তাঁকে আবু মূসা (রা) বললেন : তাহলে সুরা মায়দার এ আয়াত সম্পর্কে কি করবেন যে, "পানি না পেলে পাক মাটি দিয়ে তায়ামুম করবে" (৫ : ৬)। 'আবদুল্লাহ' (রা) জওয়াব দিলেন : মানুষকে সেই অনুমতি দিলে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছার সম্ভবনা রয়েছে যে, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই লোকেরা মাটি দ্বারা তায়ামুম করবে। আমি বললাম : আপনারা এ জন্যেই কি তা অপসন্দ করেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আবু মূসা (রা) বললেন : আপনি কি 'উমর' ইবন খাতাব (রা)-এর সম্মুখে 'আম্বার' (রা)-এর এ কথা শোনেন নি যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-একটা প্রয়োজনে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। সফরে আমি জুনুবী হয়ে পড়লাম এবং পানি পেলাম না। এজন্য আমি জন্মুর মত মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঘটনাটি বিবৃত করলাম। তখন তিনি বললেন : তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল—এই বলে তিনি দু' হাত মাটিতে মারলেন, তারপর তা ঝেড়ে নিলেন এবং তা দিয়ে তিনি বাম হাতের পিঠ মসেহ করলেন কিংবা রাবী বলেছেন, বাম হাতের পিঠ ডান হাতে মসেহ করলেন। তারপর হাত দুটো দিয়ে তাঁর মুখ্যমণ্ডল মসেহ করলেন। 'আবদুল্লাহ' (রা) বললেন : আপনি দেখেন নি যে, 'উমর' (রা) 'আম্বার' (রা)-এর কথায় সন্তুষ্ট হন নি? ইয়া'লা (র) আ'মাশ (র) থেকে এবং তিনি শাকীক (র) থেকে আরো বলেছেন যে, তিনি বললেন : আমি 'আবদুল্লাহ' (রা) ও আবু মূসা (রা)-এর কাছে হায়ির ছিলাম; আবু মূসা (রা) বলেছিলেন : আপনি 'উমর' (রা) থেকে 'আম্বারের এ কথা শোনেন নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ও আপনাকে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। তখন আমি জুনুবী হয়ে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে এ বিষয় তাঁকে জানালাম। তখন তিনি বললেন : তোমার জন্যে এই যথেষ্ট ছিল—এ বলে তিনি তাঁর মুখ্যমণ্ডল ও দু' হাত একবার মসেহ করলেনঃ

১৪১. بَابٌ

১৪১. পরিচ্ছেদ

৩৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الدَّاْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفُ عَنْ أَبِي رَجَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمَرَ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصْلِلْ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصْلِلَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتِنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّمَا يَكْفِيكَ .

৩৪১ আবদান (র).....আবু রাজা' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'ইমরান ইবন হসায়ন আল-খুয়া'ঈ (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বাড়িকে জামা 'আতে সালাত আদায় না করে পৃথক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন : হে অমুক! তুমি জামা 'আতে সালাত আদায় করলে না কেন? লোকটি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু পানি নেই। তিনি বললেন : তুমি পবিত্র মাটির ব্যবহার (তায়াসুম) করবে। তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট।

كتاب الصلاة
সালাত অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে ।

كتابُ الصِّلْوةِ

সালাত অধ্যায়

٢٤٢. بَابُ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ فِي الْأَسْرَاءِ -

وَقَالَ أَبْشِنْ عَبَاسٌ حَدَّثَنَا أَبْنُو سُفِيَّانَ بْنَ حَرْبٍ فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا يَعْنِي النَّبِيُّ رَبُّنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ -

২৪২. পরিচ্ছেদ : মিরাজে কিভাবে সালাত ফরয হলো ?

ইবন 'আকাস (রা) বলেন : আমার কাছে আবু সুফিয়ান ইবন হারব (রা) হিরাকল - এর হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, নবী ﷺ আমাদেরকে সালাত, সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক পরিত্রাতার নির্দেশ দিয়েছেন

٢٤٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذِرٌ
يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَبَّنَا قَالَ فُرْجٌ عَنْ سَقْفٍ بَيْتِيْ وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَّلَ جِبْرِيلُ فَفَرَّجَ صَدْرِيْ ثُمَّ غَسَّلَهُ بِمَاءِ
زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَنَىٰ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَاقْرَأَهُ فِي صَدْرِيْ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخْذَ بِيَدِيْ فَعَرَجَ بِيْ
إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جَئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا
جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيْ مُحَمَّدٌ رَبُّنَا . فَقَالَ أَرْسِلْ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فُتِحَ عَلَوْنَا السَّمَاءُ
الدُّنْيَا فَإِنَّا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَشْوَدَةً وَعَلَى يَسَارِهِ أَشْوَدَةً إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحِكٌ وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ
يَسَارِهِ بَكْلٌ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالثَّبِيرِ الصَّالِحِ وَالْأَبْيَنِ الصَّالِحِ ، قَلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا أَنْمَ وَهَذِهِ الأَشْوَدَةُ
عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَائِلِهِ نَسْمَ بَيْنِهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَشْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَائِلِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ

يُبَيِّنُهُ ضَحْكٌ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ يُكَلِّ حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ ، قَالَ أَنَسُ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ أَدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ أَدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسُ فَلَمَّا مَرَ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرَحْبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخْ الصَّالِحِ ، فَقَلَّتْ مِنْ هَذَا ، قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ ، ثُمَّ مَرَدَتْ بِمُوسَى ، فَقَالَ مَرَحْبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخْ الصَّالِحِ ، قَلَّتْ مِنْ هَذَا ، قَالَ هَذَا عِيسَى ، ثُمَّ مَرَدَتْ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرَحْبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَبِنِ الصَّالِحِ ، قَلَّتْ مِنْ هَذَا ، قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرَتْ لِمُسْتَوَى أَسْمَعَ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَوةً فَرَجَعَتْ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَدَتْ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ ، قَلَّتْ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَوةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنْ أُمَّتِكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعَنِي فَوَضَعَ شَطَرَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى مُوسَى ، قَلَّتْ وَضَعَ شَطَرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ فَإِنْ أُمَّتِكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعَتْ فَوَضَعَ شَطَرَهَا فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنْ أُمَّتِكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعَتْهُ ، فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ ، لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى ، فَرَجَعَتْ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ ، فَقَلَّتْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى اتَّهَى بِي إِلَى السِّدِّرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشِّيَّهَا الْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْجَهَنَّمَ فَإِذَا فِيهَا حَبَابِلُ الْأَلْوَاءِ ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ .

৩৪২ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আবু যাজুল রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমার ঘরের ছাদ খুলে দেওয়া হ'ল। তখন আমি মকায় ছিলাম। তারপর জিব্রীল ('আ) এসে আমার বক্ষ বিদীর্ঘ করলেন। আর তা যমযমের পানি দিয়ে ধুইলেন। এরপর হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিয়ে বক্ষ করে দিলেন। তারপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আসমানের দিকে নিয়ে চললেন। যখন দুনিয়ার আসমানে পৌছালাম, তখন জিব্রীল ('আ) আসমানের রক্ষককে বললেন : দরয়া খোল। তিনি বললেন : কে ? উন্নত দিলেন : আমি জিব্রীল। আবার জিজাসা করলেন : আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ ﷺ। তিনি আবার বললেন : তাঁকে কি আহবান করা হয়েছে? তিনি

উত্তরে বললেন : হ্যাঁ । তারপর আসমান খোলা হলে আমরা প্রথম আসমানে উঠলাম । সেখানে দেখলাম, এক লোক বসে আছেন এবং অনেকগুলো মানুষের আকৃতি তাঁর ডান পাশে রয়েছে এবং অনেকগুলো মানুষের আকৃতি বাম পাশেও রয়েছে । যখন তিনি ডান দিকে তাকাচ্ছেন, হাসছেন আর যখন বাঁ দিকে তাকাচ্ছেন, কাঁদছেন । তিনি বললেন : খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে নেক সন্তান! আমি জিব্রীল ('আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে? তিনি বললেন : ইনি আদম ('আ) । আর তাঁর ডানে ও বাঁয়ে তাঁর সন্তানদের রহ । ডান দিকের লোকেরা জান্মাতী আর বাঁ দিকের লোকেরা জাহান্নামী । এজন্য তিনি ডান দিকে তাকালে হাসেন আর বাঁ দিকে তাকালে কাঁদেন । তারপরে জিব্রীল ('আ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে উঠলেন । সেখানে উঠে রক্ষককে বললেন : দরয়া খোল । তখন রক্ষক প্রথম আসমানের রক্ষকের অনুরূপ প্রশ়ি করলেন । তারপর দরয়া খুলে দিলেন । আনাস (রা) বলেন : এরপর আবু যার বলেন : তিনি (নবী ﷺ) আসমানসমূহে আদম ('আ), ইদরীস ('আ), মূসা ('আ), 'ঈসা ('আ) ও ইব্রাহীম ('আ)-কে পেলেন । আবু যার (রা) তাঁদের অবস্থান নির্দিষ্টভাবে বলেন নি । কেবল এতটুকু বলেছেন যে, নবী ﷺ আদম ('আ)-কে প্রথম আসমানে এবং ইব্রাহীম ('আ)-কে ষষ্ঠ আসমানে পেয়েছেন । আনাস (রা) বলেন : যখন জিব্রীল ('আ) নবী ﷺ-কে ইদরীস ('আ)-এর পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ইদরীস ('আ) বললেন : খোশ আমদেদ! পুণ্যবান নবী এবং নেক ভাই! আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে? জিব্রীল ('আ) বললেন : ইনি ইদরীস ('আ) । তারপর আমি মূসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম । তিনি বললেন : খোশ আমদেদ! পুণ্যবান নবী এবং নেক ভাই! আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে? জিব্রীল ('আ) বললেন : ইনি ঈসা ('আ) । তারপর ইব্রাহীম ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম । তিনি বললেন : খোশ আমদেদ! পুণ্যবান নবী ও নেক সন্তান! আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইনি কে? জিব্রীল ('আ) বললেন : ইনি ইব্রাহীম ('আ) । ইব্ন শিহাব (র) বলেন যে, ইব্ন হায়ম-আমাকে খবর দিয়েছেন ইব্ন 'আবাস ও আবু হারবা আনসারী (র) উভয়ে বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : তারপর আমাকে আরো উপরে উঠানো হ'ল, আমি এমন এক সমতল স্থানে উপনীত হলাম, যেখান থেকে কলমের লেখার শব্দ শুনতে পেলাম । ইব্ন হায়ম (র) ও আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন : নবী ﷺ বলেছেন : তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার উচ্চতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিলেন । আমি এ নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে যখন মূসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মূসা ('আ) বললেন : আপনার উচ্চতের উপর আল্লাহ কী ফরয করেছেন? আমি বললাম : পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন । তিনি বললেন : আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান, কারণ আপনার উচ্চত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না । আমি ফিরে গেলাম । আল্লাহ পাক কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন । আমি মূসা ('আ)-এর কাছে আবার গেলাম আর বললাম : কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন । তিনি বললেন : আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান । কারণ আপনার উচ্চত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না । আমি ফিরে গেলাম । তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া হলো । আবারও মূসা ('আ)-এর কাছে গেলাম, এবারও তিনি বললেন : আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান । কারণ আপনার উচ্চত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না । তখন আমি আবার গেলাম, তখন আল্লাহ বললেন : এই পাঁচটী (সওয়াবের দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (গণ্য হবে) । আমার কথার কোন

পরিবর্তন নেই। আমি আবার মূসা ('আ)-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে আবারও বললেন : আপনার রবের কাছে আবার যান। আমি বললাম : আবার আমার রবের কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। তারপর জিব্রীল ('আ) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আর তখন তা বিভিন্ন রঙে ঢাকা ছিল, যার তাৎপর্য আমার জানা ছিল না। তারপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমি দেখলাম তাতে মুক্তার হার রয়েছে আর তার মাটি কস্তুরী।

٤٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُوَرَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَاضِرِ وَالسَّفَرِ فَأَفْرَطَ صَلَاةَ السَّفَرِ وَزَيَّدَ فِي صَلَاةِ الْحَاضِرِ .

৩৪৩ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....উম্মু'ল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা মুক্তীম অবস্থায় ও সফরে দুই রাক'আত করে সালাত ফরয করেছিলেন। পরে সফরের সালাত পূর্বের মত রাখা হল আর মুক্তীম অবস্থার সালাত বৃদ্ধি করা হ'ল।

٤٤٤ . بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى حُذُّوا زِينَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ، وَيُذَكَّرُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الأَكْحَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَنْذِهُ وَلَا يُشْتَكِهُ - فِي إِسْنَادِهِ نَهَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثُّوبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَالِمٌ يَرَفِيْهُ أَذْئَى، وَأَمَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ لَا يَطْلُفَ بِالْبَيْتِ عَرْيَانٌ -

২৪৩. পরিচ্ছেদ : সালাত আদায়ের সময় কাপড় পরার প্রয়োজনীয়তা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছেদ পরিধান করবে (৭ : ৩১)। এক বন্ধু শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করা। সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা জামায় বোতাম লাগিয়ে নাও এমন কি কাটা দিয়ে হলেও। এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে কথা আছে। যে কাপড় পরে স্ত্রী সহবাস করা হয়েছে তাতে কোন নাপাকি দেখা না গেলে তা পরিধান করে সালাত আদায় করা যায়। আর নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, উলঙ্গ অবস্থায় যেন কেউ বায়তুল্লাহর তাঙ্গাফ না করে

٤٤٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيلَةَ قَالَ أَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحِيْضُورَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَنَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشَهَدُنَّ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعَتَّزُ الْحِيْضُورُ عَنْ

مُصْلَمْ فَأَلَّتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِبَابٌ قَالَ لِتُقْسِنَاهَا صَاحِبُهَا مِنْ جِبَابِهَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عُمَرَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَيْرِينَ حَدَّثَنَا أُمَّ عَطِيَّةٌ سَمِعَتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا .

৩৪৪ মুসা ইবন ইসমাইল (র).....উষ্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ইদের দিনে খতুবতী এবং পর্দানশীল মহিলাদের বের করে আনার নির্দেশ দিলেন, যাতে তারা মুসলমানদের জামা'আত ও দু'আয় শরীক হতে পারে। অবশ্য খতুবতী মহিলারা সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে। এক মহিলা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের কারো কারো ওড়না নেই। তিনি বললেন : তার সাথীর উচিত তাকে নিজের ওড়না থেকে পরিয়ে দেওয়া ।

আবদুল্লাহ ইবন রাজা' (র) সূত্রে উষ্মে 'আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে একপ বলতে শনেছি।

٢٤٤. بَابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَافِ فِي الْمُصْلَةِ

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ صَلَوَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِيْ أَزِيرَمْ عَلَى عَرَاتِيْهِمْ
২৪৫. পরিচ্ছেদ : সালাতে কাঁধে তহবদ্দ বাধা

আর আবু হাযিম (র) সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে ক্রিম নবী ﷺ - এর সঙ্গে তহবদ্দ কাঁধে বেঁধে সালাত আদায় করেছিলেন

২৪৫ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَأَقِدُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَرِ قَالَ صَلَّى جَابِرُ فِي إِزارِيْ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبْلِ قَفَاهُ وَثِيَابَهُ مَوْضِعَةً عَلَى الْمِشْحَبِ قَالَ لَهُ قَانِلْ تُمْلِيْ فِي إِزارِيْ وَاحِدِ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِيْ أَحْمَقُ مِنْكَ وَأَيْنَا كَانَ لَهُ تَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৪৫ আহমদ ইবন ইউনুস (র).....মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা জাবির (রা) কাঁধে তহবদ্দ বেঁধে সালাত আদায় করেন। আর তাঁর কাপড় (জামা) আলনায় রক্ষিত ছিল। তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বললো : আপনি যে এক তহবদ্দ পরে সালাত আদায় করলেন ? তিনি উত্তরে বললেন : তোমার মত আহাম্মকদের দেখানোর জন্যে আমি একপ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমাদের মধ্যে কারই বা দু'টো কাপড় ছিল?

২৪৬ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْبِغٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصْلِيْ فِي تَوْبِ وَاحِدِ ، وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُصْلِيْ فِي تَوْبِ .

৩৪৬ মুতারিফ আবু মুস'আব (র).....মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জাবির (রা)-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন : আমি নবী ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٤٤٥ . بَابُ الصُّلَوةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

قَالَ الزَّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ الْمُلْتَحِفِ الْمُتَوَشِّحِ وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِيهِ وَهُوَ الْأَشْتِمَالُ عَلَى
مُنْكِبِيْهِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِئَةِ التَّحْفَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْبِلُ لَهُ خَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِيهِ

২৪৫. পরিচ্ছেদ ৪: এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করা

যুহুরী (র) তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, - এর অর্থ - مُلْتَحِفُ - মুক্তিশুরু যে চাদরের
উভয় অংশ বিপরীত কাঁধে রাখে। এভাবে কাঁধের উপর চাদর রাখাকে ইশতিমাল বলে।
উপরে হানী (রা) বলেন যে, নবী ﷺ এক চাদর গায়ে দিলেন এবং তিনি চাদরের উভয় প্রান্ত
বিপরীত কাঁধে রাখলেন

٤٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

فِي تَوْبِ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

৩৪৭ [উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র).....] 'উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক
কাপড় পরে সালাত আদায় করলেন, আর তাঁর উভয় প্রান্ত বিপরীত দিকে রাখলেন।

৩৪৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي تَوْبِ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أَمِ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِيهِ .

৩৪৯ [মুহাম্মদ ইবনুল মুসামা (র)....] 'উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে
উপরে সালামা (রা)-এর ঘরে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি (নবী ﷺ) সে কাপড়ের
উভয় প্রান্ত নিজের উভয় কাঁধে রেখেছিলেন।

৩৫০ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ
قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي تَوْبِ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أَمِ سَلَمَةَ وَضِيعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِيهِ .

৩৫১ [উবায়দ ইবন ইসমাইল (র).....] 'উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি
রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক কাপড় জড়িয়ে উপরে সালামা (রা)-এর ঘরে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যাঁর
উভয় প্রান্ত তাঁর উভয় কাঁধের উপর রেখেছিলেন।

৩৫২ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَوِيسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ أَبِي النُّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أَمِّ هَانِئَةِ بَيْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمِّ هَانِئَةَ بَيْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتُهُ يَقْتَسِلُ وَقَاطِمَةً أَبْتَتْ شَسْرَهُ قَاتَلَتْ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَلَّتْ أَنَا أُمُّ هَانِئَةِ

بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَمْ هَانِيزَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُشْلِهِ قَامَ فَصَلَّى تَمَانِي رَكَعَاتٍ مُّتَحِفِّظًا فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَلَّتْ يَارَسُولُ اللَّهِ زَعْمَ ابْنِ أَمِيْرِهِ قَاتِلُ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتَهُ فُلَانْ بْنَ هُبَيرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مِنْ أَجْرِتِ يَا أُمْ هَانِيزَ قَالَتْ أُمْ هَانِيزَ وَذَاكَ صَحُّهُ .

৩৫০ ইসমা'ইল ইবন আবু উওয়ায়স (র).....উম্মে হানী বিনত আবু তালিব (রা) বলেন : আমি বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন আর তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করে রেখেছেন। তিনি বলেন : আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ কে ? আমি উত্তর দিলাম : আমি উম্মে হানী বিনত আবু তালিব। তিনি বললেন : মারহাবা, হে উম্মে হানী ! গোসল করার পরে তিনি এক কাপড় জড়িয়ে আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করলে তাঁকে আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার সহোদর ভাই [আলী ইবন আবু তালিব (রা)] এক লোককে হত্যা করতে চায়, অথচ আমি সে লোকটিকে আশ্রয় দিয়েছি। সে লোকটি হ্বায়রার ছেলে অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে উম্মে হানী ! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম। উম্মে হানী (রা) বলেন : তখন ছিল চাশতের সময়।

৩৫১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلَكُكُمْ ثُوَبَانَ .

৩৫১ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের হুকুম জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন : তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় আছে ?

২৪৬. بَابُ إِذَا صَلَّى فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ فَلَيْجَعَلْ عَلَى عَاتِقِيهِ

২৪৬. পরিচ্ছেদ : কেউ এক কাপড়ে সালাত আদায় করলে সে যেন উভয় কাঁধের উপরে (কিছু অংশ) রাখে

৩৫২ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصْلِي أَحَدُكُمْ فِي الثُّوبِ الْوَاحِدِ لِيُشَّ عَلَى عَاتِقِيهِ شَيْئًا .

৩৫২ আবু 'আসিম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ এক কাপড় পরে এমনভাবে যেন সালাত আদায় না করে যে, তার উভয় কাঁধে এর কোন অংশ নেই।

৩৫৩ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّكُنْتُ سَائِلًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ فَلَيُخَالِفِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

৩৫৩ আবু নু'আয়ম (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এক কাপড়ে সালাত আদায় করে, সে যেন কাপড়ের দু' প্রান্ত বিপরীত পার্শ্বে রাখে ।

২৪৭. بَابٌ إِذَا كَانَ الْتُّوبُ ضَيْقًا

২৪৭. পরিচ্ছেদ : কাপড় যদি সংকীর্ণ হয়

৩৫৪ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا فَلِيْحَ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حَارِثٍ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي التُّوبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَى تُوبَ وَاحِدٍ فَأَشْتَمَتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرُّ يَا جَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا هَذَا الْأِشْتِيمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ قُلْتُ كَانَ تُوبٌ يَعْنِي ضَاقَ قَالَ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَلَا تَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيْقًا فَاتْزِرْهِ .

৩৫৫ ইয়াহুইয়া ইব্ন সালিহ (র).....সাঁস্টেড ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম । তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে কোন সফরে বের হয়েছিলাম । এক রাতে আমি কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে গেলাম । দেখলাম, তিনি সালাতে রত আছেন । তখন আমার শরীরে মাত্র একখানা কাপড় ছিল । আমি কাপড় দিয়ে শরীর জড়িয়ে নিলাম আর তাঁর পার্শ্বে সালাতে দাঁড়ালাম । তিনি সালাত শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন : জাবির! রাতের বেলা আসার কারণ কি? তখন আমি তাঁকে আমার প্রয়োজনের কথা জানালাম । আমার কাজ শেষ হলে তিনি বললেন : এ কিন্তু জড়ানো অবস্থায় তোমাকে দেখলাম! আমি বললাম : কাপড় একটিই ছিল (তাই এভাবে করেছি) । তিনি বললেন : কাপড় যদি বড় হয়, তাহলে শরীরে জড়িয়ে পরবে । আর যদি ছোট হয় তাহলে তহবলরপে ব্যবহার করবে ।

৩৫৫ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفِيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلِّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَادِيَ أَزِيرِمُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهْيَةً الصَّبِيَّانَ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْ رُؤْسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .

৩৫৫ মুসাদাদ (র).....সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা বাচ্চাদের মত নিজেদের তহবল কাঁধে বেঁধে নবী (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করতেন । আর মহিলাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন পুরুষদের ঠিকমত বসে যাওয়ার পূর্বে সিজ্জা থেকে মাথা না উঠায় ।

٢٤٨. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ الشَّامِيَّةِ

**وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْتِبَابِ يَنْسِجُهَا الْمَجْرُسُ لَمْ يَرِبِّهَا بَأْسًا ، وَقَالَ مَعْمَرٌ رَأَيْتُ الْزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ شَابِ
الْيَمَنِ مَا صَبَّعَ بِالْبَلْوَلِ ، وَصَلَّى عَلَىْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي ظُبْرٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ**

২৪৮. পরিচ্ছেদ : শামী জুব্রা পরে সালাত আদায় করা

হাসান (র) বলেন : মাজুসী (অগ্নিপূজক)-দের তৈরী কাপড়ে সালাত আদায় করায় কোন ক্ষতি নেই। আর মামার (র) বলেন : আমি যুহুরী (র)-কে ইয়ামানের তৈরী কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যা পেশাবের দ্বারা রঞ্জিত ছিল।^১ আলী ইবন আবু তালিব (রা) অধোয়া নতুন কাপড়ে সালাত আদায় করেছেন

٢٥٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةَ خُذِ الْأَدَاءَةَ فَأَخْذَتْهَا فَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَنَّ تَوَارَى عَنِي فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جَبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمَّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَضْوَءُهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَىْ خَفْيِهِ ثُمَّ صَلَّى .

৩৫৬ ইয়াহইয়া (র).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন : হে মুগীরা! লোটাটি লও। আমি তা নিলাম। তিনি আমার দৃষ্টির বাইরে পিয়ে প্রয়োজন সমাধা করলেন। তখন তাঁর দেহে ছিল শামী জুব্রা। তিনি জুব্রার আস্তিন থেকে হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি নীচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। আমি পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি সালাতের উয়াল ন্যায় উয়াল করলেন। আর তাঁর উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন ও পরে সালাত আদায় করলেন।

٢٤٩. بَابُ كَرَاهِيَّةِ التَّعْرِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

২৪৯. পরিচ্ছেদ : সালাতে ও তার বাইরে বিবর্জ হওয়া অপসন্দনীয়

٢٥٧ حَدَّثَنَا مَطْرُبُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِشْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ اِزَارَةٌ فَقَالَ لَهُ الْعَبَاسُ عَمَّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَّتْ اِزَارَكَ فَجَعَلَتْ عَلَىْ مَنْكِبِكَ نُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَىْ مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُوِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَرْبَانًا .

৩৫৭ মাতার ইব্ন ফযল (র).....জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ (নবুওয়াতের পূর্বে) কুরাইশদের সাথে কাঁবার (মেরামতের) জন্যে পাথর তুলে দিছিলেন। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গী। তাঁর চাচা 'আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন : তাতিজা ! তুমি লুঙ্গী খুলে কাঁধে পাথরের নীচে রাখলে ভাল হ'ত। জাবির (রা) বলেন : তিনি লুঙ্গী খুলে কাঁধে রাখলেন এবং তৎক্ষণাত বেহশ হয়ে পড়লেন। এরপর তাঁকে আর কখনো বিবক্ষ অবস্থায় দেখা যায়নি।

٢٥٠. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَّاويلِ وَالْتَّبَانِ وَالْقَبَاءِ

২৫০. পরিচ্ছেদ : জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া ও কাবা ^১ পরে সালাত আদায় করা
২৫১ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ
 إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أَوْ كُلُّكُمْ يَجِدُ تَوْبَيْنِ ، ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ ، فَقَالَ
 إِذَا وَسَعَ اللَّهُ فَأَشْعُوْا ، جَمِيعَ رَجُلٍ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزارٍ وَرِداءٍ ، فِي إِزارٍ وَقَمِيصٍ ، فِي إِزارٍ
 وَقَبَاءٍ ، فِي سَرَّاويلٍ وَرِداءٍ ، فِي سَرَّاويلٍ وَقَمِيصٍ ، فِي سَرَّاويلٍ وَقَبَاءٍ ، فِي تَبَانٍ وَقَبَاءِ ، فِي تَبَانٍ وَقَمِيصِ ،
 قَالَ وَأَخْسِبَهُ قَالَ فِي تَبَانٍ وَرِداءِ .

৩৫৮ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দাঁড়িয়ে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের হৃকুম জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দু'খানা করে কাপড় আছে? এরপর এক ব্যক্তি 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : আল্লাহ যখন তোমাদের সামর্থ্য দিয়েছেন তখন তোমরাও নিজেদের সামর্থ্য প্রকাশ কর। লোকেরা যেন পুরো পোশাক একত্রে পরিধান করে অর্থাৎ মানুষ তহবিল ও চাদর, তহবিল ও জামা, তহবিল ও কাবা, পায়জামা ও চাদর, পায়জামা ও জামা, পায়জামা ও কাবা, জাঙ্গিয়া ও কাবা, জাঙ্গিয়া ও জামা পরে সালাত আদায় করে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, আমার মনে হয় 'উমর (রা) জাঙ্গিয়া ও চাদরের কথা ও বলেছিলেন।

২৫৯ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ عَلَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَلِيسُ الْمُحْرِمِ فَقَالَ لَا يَلِيسُ الْقَمِيصُ وَلَا السَّرَّاويلُ وَلَا الْبِرْتُسُ وَلَا تَوْبَا مَسَةُ
 الرُّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلَا يَلِيسُ الْخَفْفَيْنِ وَالْيَقْطَعَهُمَا حَتَّىٰ يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ - وَعَنْ
 تَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৫৯ 'আসিম ইব্ন 'আলী (র).....ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ

-কে জিজ্ঞাসা করলো, ইহরামকারী কি পরিধান করবে? তিনি বললেন : সে জামা পরবে না, পায়জামা পরবে না, টুপি পরবে না, যাফরান বা ওয়ারস^১ রঙে রঞ্জিত কাপড় পরবে না। আর জুতা না পেলে মোজা পরবে। তবে তা পায়ের গিরার নীচে পর্যন্ত কেটে নেবে। নাফি' (র), ইবন 'উমর (রা)-সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥١ . بَابُ مَا يَسْتَرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

২৫১. পরিছেদ : লজ্জাস্থান ঢাকা

৩৬. حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ إِبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ إِشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَأَنْ يُحْتَبِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِيُشَّدِّدَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

৩৬০ কুতায়বা (র).....আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ইশতিমালে সাম্মা ২ এবং এক কাপড়ে ইহতিবাদ করতে নিষেধ করেছেন যাতে তার লজ্জাস্থানে কাপড়ের কোন অংশ না থাকে।

৩৬১ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عَقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرَّبَّادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتِينِ عَنِ الْلِّمَاسِ وَالنِّبَادِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَاءُ وَأَنْ يُحْتَبِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

৩৬১ কাবীসা ইবন 'উক্বা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ দু'ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তা হল লিমাস ও নিবায^২ আর ইশতিমালে সাম্মা এবং এক কাপড়ে ইহতিবা করতে নিষেধ করেছেন।

৩৬২ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ أَخْرِيِّ إِبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَنْ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعْتَنِيْ أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤْذِنِيْنَ يَوْمَ النُّحرِ نُوذِنَ يُمْنَى أَلَا لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطْوُفُ بِالْبَيْتِ عُرْبَيْانٌ قَالَ حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤْذِنَ بِإِرَاعَةٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذِنَ مَعْنَى عَلَىٰ فِي أَهْلِ مِنْيَ يَوْمَ النُّحرِ لَا يَحْجُّ بَعْدَ الْعَامِ

১. ওয়ারস : এক প্রকার হলুদ রঙের তৎ জাতীয় সুগন্ধি।

২. সাম্মা : একই কাপড়ে সমস্ত শরীর এমনভাবে জড়ানো যাতে হাত-পা নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়।

৩. ইহতিবা : পা ও হাঁটু দোক করিয়ে বাহ বা কাপড় দিয়ে তা এমনভাবে বেষ্টন করে নিতৰ্বের উপর বসা যাতে লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার আশংকা থাকে।

৪. জাহিলী যুগের ক্রয়-বিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি। লিমাস বলতে ক্রেতা কর্তৃক কোন বস্তুকে স্পর্শ করামাত্র অনিচ্ছা সংস্কারে ক্রয় করতে বাধ্য হওয়া বুবায়। আর নিবায বলতে ক্রেতা বা বিক্রেতা কর্তৃক কোন বস্তুর উপর পাথর ছুঁড়ে মারামাত্র অনিচ্ছা সংস্কারে ক্রয় করতে বাধ্য হওয়া বুবায় (বুখারী, ১ম খণ্ড, হাশিয়া নং ৪, পৃ. ৫৬)। বিস্তারিত জানার জন্য ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায় দেখুন।

مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْبَيْانٌ .

৩৬২ ইসহাক (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে আবু বকর (রা) [যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাঁকে হজ্জের আমীর বানানো হয়েছিল] কুরবানীর দিন ঘোষকদের সাথে মিনায় এ ঘোষণা করার জন্যে পাঠালেন যে, এ বছরের পরে কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না। আর কোন উলঙ্গ লোকও বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে পারবে না। হমায়দ ইব্ন ‘আবদুর রহমান (র) বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘আলী (রা)-কে আবু বকর (রা)-এর পেছনে প্রেরণ করেন আর তাঁকে সূরা বারাআতের (প্রথম অংশের) ঘোষণা করার নির্দেশ দেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : তখন আমাদের সঙ্গে ‘আলী (রা) কুরবানীর দিন মিনায় ঘোষণা দেন যে, এ বছরের পর থেকে আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তিও আর তওয়াফ করতে পারবে না।

২৫২. بَابُ الصُّلَّةِ بِغَيْرِ رِدَامٍ

২৫২. পরিচ্ছেদ : চাদর গায়ে না দিয়ে সালাত আদায় করা

৩৬৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْنُ أَبِي الْمَوَالِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَوْبِعٍ وَاحِدٍ ، مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَلَّتْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّيَ وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحَبِبْتُ أَنْ يَرَأِنِي الْجَهَالُ مِثْكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَكْذَا .

৩৬৩ ‘আবদুল ‘আয়ীয় ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (র).....মুহায়দ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে গিয়ে দেখি তিনি একটি মাত্র কাপড় নিজের শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করছেন অথচ তাঁর একটা চাদর সেখানে রাখা ছিল। সালাতের পর আমরা বললাম : হে আবু ‘আবদুল্লাহ ! আপনি সালাত আদায় করছেন, অথচ আপনার চাদর তুলে রেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের মত নির্বোধদের দেখানোর জন্যে আমি একে করেছি। আমি নবী ﷺ-কে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

২৫৩. بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْفَخِذِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَيَرْقَى عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْمَدٍ وَمُحَمَّدٍ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدْدٌ ، وَقَالَ أَنَسٌ حَسَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذِهِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدَ وَحَدِيثُ جَرْمَدٍ أَحْقَطَ هَنْئَ يُفْرَجَ مِنْ اِخْتِلَافِهِمْ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانَ ، وَقَالَ زَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ اللَّهَ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذَهُ عَلَى فَخِذِي فَتَقَلَّتْ عَلَى هَنْئَ خِنْتُ أَنْ تَرْضَ فَخِذِي

২৫৩. পরিচ্ছেদ : উরু সম্পর্কে বর্ণনা

আবু 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, ইবন 'আরাস, জারহাদ ও মুহাম্মদ ইবন জাহশ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। আর আনাস (রা) বলেন : নবী ﷺ তাঁর উরু থেকে কাপড় সরিয়েছিলেন (আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী [র] বলেন) সনদের দিক থেকে আনাস (রা)-এর হাদীস অধিক সহৈহ আর জারহাদ (রা)-এর হাদীস অধিকতর সতর্কতামূলক। এভাবেই আমরা (উপরের মধ্যে) মতবিরোধ এড়াতে পারি। আর আবু মুসা (রা) বলেছেন : 'উসমান (রা)-এর আগমনে নবী ﷺ তাঁর ইঁটু ঢেকে নেন। যায়িদ ইবন সাবিত (রা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল করেছেন এমন অবস্থায় যখন তাঁর উরু ছিল আমার উরুর উপর। আমার কাছে তাঁর উরু এত ভারী বোধ হচ্ছিল যে, আমি আশংকা করছিলাম, হয়ত আমার উরুর হাড় ভেঙ্গে যাবে

٣٦٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهْبَيْبٍ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى غَرَّا خَيْرَ فَصَلَّيْنَا عَنْهَا صَلَّةَ الْفَدَاءِ بِغَلْسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ تَعَالَى وَدَكِبَ أَبْوَ طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَاجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي زُقَاقٍ خَيْرَ وَإِنْ رُكْبَتِي لَتَسْفُ فَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ حَسَرَ الْأَرْزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى أَنَّيْ أَنْظَرْتُ إِلَيْيَ بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا دَخَلَ الْقُرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرَبَتْ خَيْرَ إِنَّا إِذَا نَزَّلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجِيشَ قَالَ فَأَصْبَنَاهَا عَنْوَةً فَجَمَعَ السَّبْئِيَّ فَجَاءَ دِحْيَةَ فَقَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَّةً مِنَ السَّبْئِيِّ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَّةً فَأَخْذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ تَعَالَى فَقَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ أَعْطِيْتَ دِيْحَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيْرَ سَيِّدَةَ قُرِيَّةَ وَالنُّصِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا كَقَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ تَعَالَى قَالَ خُذْ جَارِيَّةً مِنَ السَّبْئِيِّ غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ تَعَالَى وَتَنَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَنَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَنَّمَهَا لَهُ أُمُّ سَلَيْمٍ فَأَعْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ تَعَالَى عَرْوَسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ فِطْعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجْرِي بِالْتَّمَرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجْرِي بِالسَّمْنِ قَالَ وَأَحْسِبْهُ قَدْ ذَكَرَ السُّوِّيْقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى .

৩৬৪ ইয়া'কুব ইবন ইবরাহীম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। সেখানে আমরা ফজরের সালাত খুব ভোরে আদায় করলাম। তারপর নবী ﷺ-এর সওয়ার হলেন। আবু তালুহা (রা)-ও সওয়ার হলেন, আর আমি আবু তালুহার পেছনে বসা ছিলাম। নবী ﷺ-র তাঁর সওয়ারীকে খায়বরের পথে চালিত করলেন। আমার হাঁটু নবী ﷺ-এর উরতে লাগছিল। এরপর নবী ﷺ-এর উরু থেকে ইয়ার সরে গেল। এমনকি নবী ﷺ-এর উরুর উজ্জ্বলতা যেন এখনো আমি দেখছি। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করলেন তখন বললেন : আল্লাহু আকবার। খায়বর ধ্বংস হউক। আমরা যখন কোন কওমের প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন সতর্ক কৃতদের ভোর হবে কতই না মন্দ! এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আনাস (রা) বলেন : খায়বরের অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বেরিয়েছিল। তারা বলে উঠল : মুহাম্মদ ﷺ! 'আবদুল 'আয়ীয় (র) বলেন : আমাদের কোন কোন সাথী “পূর্ণ বাহিনীসহ” (ওয়াল খামীস) শব্দও ঘোষ করেছেন। পরে যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা খায়বর জয় করলাম। তখন যুদ্ধবন্দীদের সমবেত করা হলো। দিহ্যা (রা) এসে বললেন : হে আল্লাহর নবী ! বন্দীদের থেকে আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বললেন : যাও, তুমি একটি দাসী নিয়ে যাও। তিনি সাফিয়া বিনত হৃয়াই (রা)-কে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল : ইয়া নবীয়াল্লাহ! বন্ন কুরাইয়া ও বন্ন নায়িরের অন্যতম নেতৃী সাফিয়া বিনত হৃয়াইকে আপনি দিহ্যাকে দিচ্ছেন? তিনি তো একমাত্র আপনারই ঘোগ্য। তিনি বললেন : দিহ্যাকে সাফিয়াসহ ডেকে আন। তিনি সাফিয়াসহ উপস্থিত হলেন। যখন নবী ﷺ সাফিয়া (রা)-কে দেখলেন তখন (দিহ্যাকে) বললেন : তুমি বন্দীদের থেকে অন্য একটি দাসী দেখে নাও। রাবী বলেন : নবী ﷺ সাফিয়া (রা)-কে আয়াদ করে দিলেন এবং তাঁকে বিয়ে করলেন। রাবী সাবিত (র) আবু হাময়া (আনাস) (রা)-কে জিজেসা করলেন : নবী ﷺ তাঁকে কি মাহর দিলেন? আনাস (রা) জওয়াব দিলেন : তাঁকে আয়াদ করাই তাঁর মাহর। এর বিনিময়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করেছেন। এরপর পথে উচ্চে সুলায়ম (রা) সাফিয়া (রা)-কে সাজিয়ে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পেশ করলেন। নবী ﷺ বাসর রাত ঘাপন করে ভোরে উঠলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন : যার কাছে খানার কিছু থাকে সে যেন তা নিয়ে আসে। এ বলে তিনি একটা চামড়ার দস্তরখান বিছালেন। কেউ খেজুর নিয়ে আসলো, কেউ ঘি আনলো। 'আবদুল 'আয়ীয় (র) বলেন : আমার মনে হয় আনাস (রা) ছাতুর কথাও উল্লেখ করেছেন। তারপর তাঁরা এসব ঘিশিয়ে খাবার তৈরী করলেন। এ-ই ছিল রাসূল ﷺ-এর ওয়ালীমা।

٢٥٤. بَابٌ فِي كُمْ ثُصَّلَي الْمَرْأَةِ فِي التِّبَابِ
وَقَالَ عَثْرَمَةُ لَوْهَارَثَ جَسَدَهَا فِي تَوْبَةِ لَا جَزَّةٍ

২৫৪. পরিচ্ছেদ : মহিলারা সালাত আদায় করতে কয়টি কাপড় পরবে
ইকরিমা (র) বলেন : যদি একটি কাপড়ে মহিলার সমস্ত শরীর ঢেকে যায় তবে তাতেই
সালাত জায়েয় হবে

٣٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَاتَلَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ

اللَّهُ يُصَلِّيُ الْفَجْرَ فَتَشَهَّدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلِّعَاتٍ فِي مُرْطِبِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعُنَ إِلَى بَيْوَتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

৩৬৫ আবুল ইয়ামান (র)..... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ফজরের সালাত আদায় করতেন আর তাঁর সঙ্গে অনেক মু’মিন মহিলা চাদর দিয়ে গা ঢেকে শরীক হতো। তারপর তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতো। আর তাদের কেউ চিনতে পারতো না।

২৫৫. بَابُ إِذَا صَلَّى فِي ظُبْرِ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَمَلِهَا

২৫৫. পরিচ্ছেদ : কারুকার্য খচিত কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং ঐ কারুকার্য দৃষ্টি পড়া
৩৬৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي حَمِيقَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظَرَةً فَلَمَّا انْتَرَفَ قَالَ أَذْهَبُوا بِخَمِيسَتِيْ هَذِهِ إِلَى أَبِيْ جَهْرٍ وَأَتْشُوْنِيْ بِأَتْبَاجَانِيْ أَبِيْ جَهْرٍ فَإِنَّهَا الْهَتَّىْ أَنْقَاعًا عَنْ صَلَاتِيْ * وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَقْتَنِيْ .

৩৬৬ আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করলেন। আর সালাতে সে চাদরের কারুকার্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। সালাত শেষে তিনি বললেন : এ চাদরখানা আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও, আর তার কাছ থেকে আমবিজানিয়া (কারুকার্য ছাড়া মোটা চাদর) নিয়ে আস। এটা তো আমাকে সালাত থেকে অমনোযোগী করে দিচ্ছিল। হিশাম ইবন ‘উরওয়া (র) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি সালাত আদায়ের সময় এর কারুকার্যের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। তখন আমি আশংকা করছিলাম যে, এটা আমাকে ফিতনায় ফেলে দিতে পারে।

২৫৬. بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ظُبْرٍ مُصَلِّبٍ أَوْ تَصَاوِيرٍ هَلْ تَفْسِدُ صَلَاتَةَ، وَمَا يَتَهَى عَنْ ذَلِكَ

২৫৬. পরিচ্ছেদ : ক্রুশ চিহ্ন অথবা ছবিযুক্ত কাপড়ে সালাত ফাসিদ হবে কিনা এবং এ সমক্ষে নিষেধাজ্ঞা

৩৬৭ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ صَهْبَيْبٍ عَنْ أَنَسِ كَانَ قِرَامُ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمْيَطِي عَنَّ قِرَامِكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرَةً تَعْرِضُ فِي صَلَاتِيْ .

৩৬৭ আবু মা'মার 'আবদুল্লাহ ইবন আমর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা (রা)-এর কাছে একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দার কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের এক দিকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। নবী ﷺ-কে বললেন : আমার সম্মুখ থেকে এই পর্দা সরিয়ে নাও। কারণ সালাত আদায় করার সময় এর ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে।

٢٥٧. بَابُ مِنْ صَلَّى فِي فَرْوَحٍ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

২৫৭. পরিচ্ছেদ : রেশমী জুকো পরে সালাত আদায় করা ও পরে তা খুলে ফেলা **৩৬৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرْوَحٌ حَرِيرٌ فَلِبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزَعًا شَدِيدًا كَأَكْارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَقِينَ .

৩৬৮ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... 'উকবা ইবন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-কে একটা রেশমী জুকো হাদিয়া হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে সালাত আদায় করলেন। কিন্তু সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত তা খুলে ফেললেন, যেন তিনি তা পরা অপসন্দ করছিলেন। তারপর তিনি বললেন : মুত্তাকীদের জন্যে এই পোশাক সমীচীন নয়।

٢٥٨. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثُّوْبِ الْأَحْمَرِ

২৫৮. পরিচ্ছেদ : লাল কাপড় পরে সালাত আদায় করা **৩৬৯** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي رَائِدَةَ عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قَبْرِ حَمْرَاءَ مِنْ أَدْمَ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضْوَءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتَتَرَوَّنَ ذَاكَ الْوَضْوَءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِيبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلٍ يَدِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً لَهُ فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمْرُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَةِ .

৩৬৯ মুহাম্মদ ইবন 'আর'আরা (র).....আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে দেখলাম এবং তাঁর জন্য উয়ূর পানি নিয়ে বিলাল (রা)-কে উপস্থিত দেখলাম। আর লোকেরা তাঁর উয়ূর পানির জন্যে প্রতিযোগিতা করছে। কেউ সামান্য পানি পাওয়া মাত্র তা দিয়ে শরীর মুছে নিচ্ছে। আর যে পায়নি সে তার সাথীর ভিজা হাত থেকে নিয়ে নিচ্ছে। তারপর বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি লৌহফলকযুক্ত ছাড়ি নিয়ে এসে তা মাটিতে পুঁতে দিলেন। নবী ﷺ একটা লাল

ডোরাযুক্ত পোশাক পরে বের হলেন, তাঁর তহবিদ কিঞ্চিত উচু করে পরা ছিল। সে ছড়িটি সামনে রেখে লোকদের নিয়ে দুরাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর মানুষ ও জন্ম-জানোয়ার ঐ ছড়িটির বাইরে চলাফেরা করছিলো।

২০৯. بَابُ الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنَارِ وَالْفَشَبِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَرِدْ الْحَسْنُ بِأَنَّ يُصَلِّى عَلَى الْجُمُدِ وَالْقَنَاطِيرِ وَإِنْ جَرِيَ تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ قُنْقَعًا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بِيَنْتَهِمَا سُتْرٌ فَمَنْ لَمْ يَصْلِمْ أَبُوهُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْأَيَامِ فَمَنْ لَمْ يَصْلِمْ أَبْنَ عَمْرَ عَلَى

الْأَنْجَعِ

২৫৯. ছাদ, মিস্বর ও কাঠের উপর সালাত আদায় করা

আবু 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন : হাসান বসরী (র) বরফ ও পুলের উপর সালাত আদায় করা দৃশ্যমান মনে করতেন না-যদিও তার নীচ দিয়ে, উপর দিয়ে অথবা সামনের দিক দিয়ে পেশাব প্রবাহিত হয় ; যদি উভয়ের মাঝে কোন ব্যবধান থাকে। আবু হুরায়রা (রা) মসজিদের ছাদে ইমামের সাথে সালাত আদায় করেছিলেন। ইবন 'উমর (রা) বরফের উপর সালাত আদায় করেছেন

২৭. حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنَارَ فَقَالَ مَا يَقِنَّ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِيلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةً إِرْسَوْلُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ عَمِيلٌ وَوَضَعِيفٌ فَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَرٌ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَدَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْفَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنَارِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْفَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَانَهُ * قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَائِنَىٰ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبِلٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْأَيَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ إِنْ سُفِيَّانَ بْنَ عَيْنَةَ كَانَ يُسَأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَشْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ لَا .

৩৭০ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা সাহল ইবন সাদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল : (নবী ﷺ-এর) মিস্বর কিসের তৈরী ছিল? তিনি বললেন : এ বিষয়ে আমার চাইতে বেশী জ্ঞাত আর কেউ নেই। তা ছিল গাবা নামক স্থানের ঝাউগাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। অযুক্ত মহিলার আয়াদকৃত দাস অযুক্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে তা তৈরী করেছিল। তা পুরোপুরি তৈরী ও স্থাপিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে মুখ করে তাকবীর বললেন। লোকেরা

তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর তিনি কিরাআত পড়লেন ও রূক্তে গেলেন। সকলেই তাঁর পেছনে রূক্তে গেলেন। তারপর তিনি মাথা তুলে পেছনে সরে গিয়ে মাটিতে সিজদা করলেন। আবার মিস্বরে ফিরে আসলেন এবং কিরাআত পড়ে রূক্তে গেলেন। তারপর তাঁর মাথা তুললেন এবং পেছনে সরে গিয়ে মাটিতে সিজদা করলেন। এ হলো মিস্বরের ইতিহাস। আবু 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন : 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র) বলেছেন যে, আমাকে আহমদ ইবন হাস্বল (র) এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন : আমার ধারণা, নবী ﷺ সবচাইতে উচু স্থানে ছিলেন। সুতরাং ইমামের মুকাদ্দীদের চাইতে উচু স্থানে দাঁড়ানোতে কোন দোষ নেই।

'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র) বলেন : আমি আহমদ ইবন হাস্বল (র)-কে বললাম : সুফিয়ান ইবন 'উয়ায়না (র)-কে এ বিষয়ে বহুবার প্রশ্ন করা হয়েছে, আপনি তাঁর কাছে এ বিষয়ে কিছু শোনেন নি ? তিনি জবাব দিলেন : না।

٣٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى سَقَطَ عَنْ فَرَسِيهِ فَجَهَنَّمُتْ سَاقَةً أَوْ كَفِهِ وَأَلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرْجَتُهَا مِنْ جُنُوْنِ النَّخْلِ فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعْوَدُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامَ لِيُقْتَمِ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكَبِرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَمُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجَدُوا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلَّوْا قِيَامًا ، وَنَزَّلَ لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَلْيَثَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وَعِشْرُونَ .

٣٧١ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুর রহীম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন, এতে তাঁর পায়ের 'গোছায়' অথবা (রাবী বলেছেন) 'কাঁধে' আঘাত পান। তিনি তাঁর স্তুদের থেকে এক মাসের জন্যে পৃথক হয়ে থাকেন। তখন তিনি ঘরের উপরের কক্ষে অবস্থান করেন যার সিঁড়ি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের তৈরী। সাহাবীগণ তাঁকে দেখতে এলেন, তিনি তাঁদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করলেন, আর তাঁরা ছিলেন দাঁড়ানো। সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন : ইমাম এজন্যে যে, মুকাদ্দীরা তার অনুসরণ করবে। সুতরাং ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে, তিনি রূক্ত করলে তোমরাও রূক্ত করবে। তিনি সিজদা করলে তোমরাও করবে। ইমাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। তারপর উন্নত্রিশ দিন পূর্ণ হলে তিনি নেমে আসলেন। তখন লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তো এক মাসের শপথ করেছিলেন। তিনি বললেন : এ মাস উন্নত্রিশ দিনের।

১১. بَابٌ إِذَا أَصَابَ ثُوبَ الْمُصْلِيِّ إِمْرَأَةٌ إِذَا سَجَدَ

২৬০. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর কাপড় সিজদা করার সময় স্তুর গায়ে লাগা

٣٧٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আখেরী আমলের দ্বারা ওয়াবুরবশতঃ ইমাম বসে সালাত আদায় করলে মুকাদ্দীগণেরও বসে সালাত আদায় করার হকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। (উমদাতুল কুরী ৪খ., পৃ. ১০৬)

اللهِ يُصَلِّي وَأَنَا حِنَاءُ وَأَنَا حَائِضٌ وَبِمَا أَصَابَنِي تُؤْهِي إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمُرَةِ ۝

৩৭২ [মুসান্দাদ (র).....মায়মূনা (রা)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন হায়ে অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর বরাবর বসে থাকতাম। কখনো কখনো তিনি সিজদা করার সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ে লাগতো। আর তিনি ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন।

২৬১. بَابُ الصُّلَوةِ عَلَى الْحَصِيرِ

وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعْيَدٍ فِي السُّفْيَانَةِ قَائِمًا، وَقَالَ الْحَسَنُ تَصَلِّي قَائِمًا مَا لَمْ تَشْقُ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدْوِرُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا

২৬১. পরিচ্ছেদ : ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা

জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ ও আবু সাঈদ (রা) নৌকায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। হাসান (র) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সাথীদের জন্যে কষ্টকর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর নৌকার দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ঘুরে যাবে। অন্যথায় বসে সালাত আদায় করবে

৩৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلِيقَةً دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامِ صَنْعَتَهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلَا صِلْ لَكُمْ قَالَ أَنْسٌ فَقَمَتْ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدٌ مِنْ طُولِ مَالِبِسٍ فَنَضَحَتْهُ بِمَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَقَتْ وَأَلْيَتْهُ وَرَأَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَدَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

৩৭৪ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর দাদী মুলায়কাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন, যা তাঁর জন্যই তৈরী করেছিলেন। তিনি তা থেকে খেলেন, এরপর বললেন : উঠ, তোমাদের নিয়ে আমি সালাত আদায় করি। আনাস (রা) বলেন : আমি আমাদের একটি চাটাই আনার জন্য উঠলাম, তা অধিক ব্যবহারে কাল হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি সেটি পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের জন্যে দাঁড়ালেন। আর আমি এবং একজন ইয়াতীম বালক (যুমায়রা) তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম আর বৃদ্ধা দাদী আমাদের পেছনে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে দু'রাক' আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন।

২৬২. بَابُ الصُّلَوةِ عَلَى الْخُمُرَةِ

২৬২. পরিচ্ছেদ : ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা

৩৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَمِونَةِ بُوখَارَيِّ شَرِيفٍ (১) — ২৮

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ مُصَلَّى عَلَى الْخُمْرَةِ .

৩৭৪ [আবুল ওলীদ (র)......মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন।]

٢٦٣. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى فِرَاسِهِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى تَوْبِيهِ

২৬৩. পরিচ্ছেদ : বিছানায় সালাত আদায় করা আনাস ইবন মালিক (রা) নিজের বিছানায় সালাত আদায় করতেন। আনাস (রা) বলেন : আমরা নবী ﷺ - এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ কেউ নিজ কাপড়ের উপর সিজদা করতো

৩৭৫ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عَمَّرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَّمَا بَيْنِ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَيَ فِي قِبْلَتِي فَإِذَا سَجَدَ غَمْزَنِي فَقَبَضَتُ رِجْلَيْ فَإِذَا قَامَ بِسَطْطُهُمَا قَالَتْ وَالْبَيْوتُ يُومَنِدُ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .

৩৭৫ [ইসমাইল (র)......নবী ﷺ - এর স্ত্রী 'আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর সামনে ঘুমাতাম, আমার পা দু'খানা তাঁর কিবলার দিকে ছিল। তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন, তখন আমি পা দু'খানা সংকুচিত করতাম। আর তিনি দেঁড়িয়ে গেলে আমি পা দু'খানা সম্প্রসারিত করতাম। তিনি বলেন : সে সময় ঘরগুলোতে বাতি ছিল না।]

৩৭৬ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَثَنَا الْيَثْرَى عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاسِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ .

৩৭৬ [ইয়াহুয়া ইবন বুকায়র (র)......'আয়শা (রা) 'উরওয়া (রা)-কে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করতেন আর তিনি ['আয়শা (রা)] রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর কিবলার মধ্যে পারিবারিক বিছানায় জানায়ার মত আড়াআড়িভাবে শয়ে থাকতেন।]

৩৭৭ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَثَنَا الْيَثْرَى عَنْ يَزِيدِ عَنْ عِرَالِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةَ مُعْتَرِضَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاسِ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ .

৩৭৭ [আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)......'উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন, আর 'আয়শা (রা) তাঁর ও তাঁর কিবলার মাঝখানে তাঁদের বিছানায় শয়ে থাকতেন।]

সালাত অধ্যায়

٢٦٤. بَابُ السُّجُودِ عَلَى التُّوْبِ فِي شِدْدَةِ الْحَرَقَانِ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُعْبَةِ

২৬৪. পরিচ্ছেদ : প্রচণ্ড গরমের সময় কাপড়ের উপর সিজদা করা হাসান বসরী (র) বলেন, লোকেরা পাগড়ি ও টুপির উপর সিজদা করতো আর তাদের হাত থাকতো আস্তিনের ভিতর

٢٧٨ حَدَثَنَا أَبُو الْوَلَيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَثَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمُفَضْلِ قَالَ حَدَثَنِي غَالِبُ الْقَطَانُ عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيُّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَضْعُفُ أَحَدُنَا طَرَفَ التُّوْبِ مِنْ شِدْدَةِ الْحَرَقَانِ فِي مَكَانِ السُّجُودِ .

৩৭৮ [আবুল ওলীদ হিশাম ইবন 'আবদুল মালিক (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ কেউ সিজদার সময় অধিক গরমের কারণে কাপড়ের প্রান্ত সিজদার স্থানে রাখতো।

٢٦٥. بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ

২৬৫. পরিচ্ছেদ : জুতা পরে সালাত আদায় করা

٢٧٩ حَدَثَنَا أَدْمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَّ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيُ فِي نَعَالٍ قَالَ نَعَمْ .

৩৭৯ [আদম ইবন আবু ইয়াস (র).....আবু মাসলামা সা'ঈদ ইবন ইয়ায়ীদ আল-আখ্দী (র) বলেন : আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবী ﷺ কি তাঁর নালাইন (চপ্পল) পরে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হাঁ।

٢٦٦. بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ

২৬৬. পরিচ্ছেদ : মোজা পরে সালাত আদায় করা

٢٨٠ حَدَثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَّتِي تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفْفَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا * قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ أَخْرِ مَنْ أَسْلَمَ .

৩৮০ [আদম (র).....হাস্মাম ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জারীর ইবন 'আবদুল্লাহ

(র)-কে দেখলাম যে, তিনি পেশাব করলেন। তারপর উয় করলেন আর উভয় মোজার উপরে মসেহ করলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ-কেও এক্ষণ্প করতে দেখেছি। ইবরাহিম (র) বলেন : এই হাদীস মুহাম্মদীনের কাছে অত্যন্ত পসন্দনীয়। কারণ জারীর (রা) ছিলেন নবী ﷺ-এর শেষ যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন।

٢٨١ حَدَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ وَضَاءُ النَّبِيِّ رَبِّكُمْ فَمَسَحَ عَلَى خَفْيَةِ وَصْلٍ .

৩৮১ [ইসহাক ইবন নাসর (র).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে উয় করিয়েছি। তিনি (উম্মুর সময়) মোজা দু'টির উপর মসেহ করলেন ও সালাত আদায় করলেন।

٢٦٧. بَابُ إِذَا لَمْ يُتْمِ السُّجُودُ

২৬৭. সিজদা পূর্ণভাবে না করলে

٢٨٢ أَخْبَرَنَا الصَّلَتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتْمِ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَةَ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبْتَهُ قَالَ لَوْ مَتْ مُتْ عَلَى غَيْرِ سُنْتِ مُحَمَّدٍ رَبِّكُمْ .

৩৮২ [সালত ইবন মুহাম্মদ (র).....হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার ঝুক-সিজদা পূরোপুরি আদায় করছিল না। সে যখন সালাত শেষ করলো তখন তাকে হ্যায়ফা (রা) বললেন : তোমার সালাত ঠিক হয়নি। রাবী বলেন : আমার মনে হয় তিনি (হ্যায়ফা) এ কথাও বলেছেন, (এ অবস্থায়) তোমার মৃত্যু হলে তা মুহাম্মদ ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী হবে না।

٢٦٨. بَابُ يُبَدِّيُّ ضَبَاعَةً وَيُجَافِيُّ جَنَبَيْهِ فِي السُّجُودِ

২৬৮. পরিচ্ছেদ : সিজদায় বাহুমূল খোলা রাখা এবং দু'পাশ আলগা রাখা

٢٨٣ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ حَدَثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضْرَبَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ هُرْمَزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيَّةَ أَنَّ النَّبِيِّ رَبِّكُمْ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَمْتَوْ بِيَاضِ إِبْطَئِيْهِ * وَقَالَ الْلَّهُيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ .

৩৮৩ [ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র).....আবদুল্লাহ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-সালাতের সময় উভয় বাহু পৃথক রাখতেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেতো। লাইস (র) বলেন : জাফর ইবন রবী'আহ (র) আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

۲۶۹. بَابُ فَخْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلِهِ الْقِبْلَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৬৯. পরিচ্ছেদ : কিবলামুখী হওয়ার ফীলত

পায়ের আঙুলকেও কিবলামুখী রাখবে। আবু হুমায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে একপ বর্ণনা করেছেন।

৩৮৪ [حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمَهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتُنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ نَبِيَّحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ .]

৩৮৪ [‘আমর ইবন ‘আব্বাস (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সে-ই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিশাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিশাদরীতে খিয়ানত করো না।]

৩৮৫ [حَدَّثَنَا ثَعِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَتُ أَنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَوُا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَأَكْلُوا نَبِيَّحَتَنَا فَقَدْ حَرَمْتُ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ * وَقَالَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا يُحِرِّمُ دَمُ الْعَبْدِ وَمَا لَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلَاتَنَا ، وَأَكَلَ نَبِيَّحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ * وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مَرِيمٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .]

৩৮৫ [নুআইম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” শীকার করবে। যখন তারা তা শীকার করে নেয়, আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় এবং আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, তখন তাদের জান-মালসমূহ আমাদের জন্যে হারায় হয়ে যায়। অবশ্য রঙ্গের বা সম্পদের দাবীর কথা ভিন্ন। আর তাদের হিসাব আল্লাহর কাছে। ‘আলী ইবন ‘আবদুল্লাহ (র) হুমায়দ (র) সুন্দে বর্ণিত, তিনি বলেন : মায়মূন ইবন সিয়াহ আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

হে আবু হাময়াহ, কিসে মানুষের জান-মাল হারাম হয়? তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সাক্ষ দেয়, আমাদের কেবলামুখী হয়, আমাদের মত সালাত আদায় করে, আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সে-ই মুসলিম। অন্য মুসলমানের মতই তার অধিকার রয়েছে। আর অন্য মুসলমানদের মতই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ইব্ন আবু মারয়াম, ইয়াহুইয়া ইব্ন আয়ুব (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেন।

٢٧. بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ

لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَشْتَقِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَعْدِ لِكْنٍ شَرِقُوا أَوْ غَربُوا

২৭০. পরিচ্ছেদ : মদীনা, সিরিয়া ও (মদীনার) পূর্ব দিকের অধিবাসীদের কিবলা কিবলা পূর্বে বা পশ্চিমে নয়। কারণ নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা পায়খানা বা পেশাব করতে কিবলামুখী হবে না, বরং তোমরা (উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীরা) পূর্বদিকে কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে

٢٨٦ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الْلَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيْوبَ الْأَنصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا آتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَشْتَقِلُوا إِلَيْهِ وَلَا تَشْتَدِيرُوهَا وَلَكِنْ شَرِقُوا أَوْ غَربُوا قَالَ أَبُو أَيْوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْصَ بُنْيَتْ قَبْلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيْوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৮৬ ‘আলী ইবন ‘আবদুল্লাহ (র).....আবু আয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। আবু আয়ুব আনসারী (রা) বলেন : আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো কিবলামুখী বানানো পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা’আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। যুহুরী (র) ‘আতা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি আবু আয়ুব (রা)-কে নবী ﷺ -এর নিকট থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

٢٧١. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

২৭১. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর (২ : ১২৫)

৩৮৭ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْتَا أَبْنَ عَمْرٍ رَجُلٍ طَافَ

بِالْبَيْتِ الْعَرَّةِ وَلَمْ يَطُوفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَّاً تَأْتِيَ اشْرَأْتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ مَكْتُوبٌ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشْوَةُ حَسَنَةٍ وَسَأْلَةٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقْرِبُنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

৩৮৭ হমায়দী (র).....‘আমর ইবন দীনার (র) বলেন : আমরা ইবন ‘উমর (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম—যে ব্যক্তি ‘উমরার জন্যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা-মারওয়ায় সাঁই করেনি, সে কি তার দ্঵ীর সাথে সঙ্গত হতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন, নবী ﷺ এসে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন, মাকামে ইবরাহীমের কাছে দু’রাক’আত সালাত আদায় করেছেন আর সাফা-মারওয়ায় সাঁই করেছেন। তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উন্নত আদর্শ। আমরা জাবির ইবন ‘আবদুল্লাহ (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন : সাফা-মারওয়ায় সাঁই করার আগ পর্যন্ত দ্বীর কাছে যাবে না।

২৮৮ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سَيِّفٍ يَعْنِي ابْنِ أَبِي سَلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ مَكْتُوبٌ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَاقْبَلَتْ وَالنَّبِيُّ مَكْتُوبٌ قَدْ خَرَجَ وَاجِدٌ بِلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَسَأَلَتْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَلَّتْ أَصْلَى النَّبِيِّ مَكْتُوبٌ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكَعْتَيْنِ بَيْنَ السَّارِبَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَهُ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكَعْتَيْنِ .

৩৮৮ মুসান্দাদ (র).....মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইবন ‘উমর (রা)-এর নিকট এলেন, এবং বললেন : ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, তিনি কাঁবা ঘরে প্রবেশ করেছেন। ইবন ‘উমর বলেন : আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম এবং দেখলাম যে, নবী ﷺ কাঁবা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। আমি বিলাল (রা)-কে উভয় কপাটের মাঝখানে দাঁড়ানো দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি কাঁবা ঘরের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, কাঁবায় প্রবেশ করার সময় তোমার বাঁ দিকের দুই স্তম্ভের মধ্যখানে দুই রাক’আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি বের হলেন এবং কাঁবার সামনে দু’রাক’আত সালাত আদায় করলেন।

২৮৯ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَدْخُلِ النَّبِيُّ مَكْتُوبٌ الْبَيْتَ دَعَا فِي تَوَاحِيهِ كُلَّهَا وَلَمْ يُصِلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعْتَيْنِ فِي قَبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ .

৩৯০ ইসহাক ইবন নসর (র).....ইবন ‘আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন নবী ﷺ কাঁবায় প্রবেশ করেন, তখন তার সকল দিকে দু’আ করেছেন, সালাত আদায় না করেই বেরিয়ে এসেছেন এবং বের হওয়ার পর কাঁবার সামনে দু’রাক’আত সালাত আদায় করেছেন, আর বলেছেন, এই কিবলা।

٢٧٢. بَابُ التَّوْجِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِشْتَقِبِ الْقِبْلَةَ وَكَبِيرٌ

২৭২. পরিচ্ছেদ : যেখানেই হোক (সালাতে) কিবলামুখী হওয়া

আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : কিবলামুখী হও এবং তাকবীর বল

٣٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِشْجُونَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتُّ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَوْجُهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى نَرْأِيَ تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَتَوَجَّهُ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الْتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ فَصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ يُصْلِلُونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّهُ تَوَجَّهُ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ .

৩৯০ 'আবদুল্লাহ ইবন রাজা' (র).....বারা' ইবন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল মুকাদ্দাসমুখী হয়ে ঘোল বা সতের মাস সালাত আদায় করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার দিকে কিবলা করা পদ্ধতি করতেন। মহান আল্লাহ নাফিল করেন : "আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি।" (২ : ১৪৪) তারপর তিনি কা'বার দিকে মুখ করেন। আর নির্বোধ লোকেরা— তারা ইয়াহুদী, বলতো, "তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিলো, তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল? বলুন?" (হে নবী) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" (২ : ১৪২) তখন নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক ব্যক্তি সালাত আদায় করলেন এবং বেরিয়ে গেলেন। তিনি আসরের সালাতের সময় আনসারগণের এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি বললেন : (তিনি নিজেই) সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে তিনি সালাত আদায় করেছেন, আর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) কা'বার দিকে মুখ করেছেন। তখন সে গোত্রের লোকজন ঘুরে কা'বার দিকে মুখ করলেন।

৩৯১ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَتِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيْضَةَ نَزَلَ فَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

৩৯১] মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র).....জাবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ নিজের সওয়ারীর উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন—সওয়ারী তাঁকে নিয়ে যে দিকেই মুখ করত না কেন। কিন্তু যখন ফরয সালাত আদায়ের ইচ্ছা করতেন, তখন নেমে পড়তেন এবং কিবলার দিকে মুখ করতেন।

৩৯২] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَبَّئِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَبِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءًا ، قَالَ وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَكَلَّى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوجْهِهِمْ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَبَأْتُكُمْ بِهِ - وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْكُمْ أَنْشَى كَمَا تَشَسَّوْنَ فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكَرْتُمْ ، وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِمْ فَلِتَحْرِي الصَّوَابَ فَلَيْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ لَيْسِلَمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

৩৯২] 'উসমান (র).....'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। রাবী ইব্রাহীম (র) বলেন : আমার জানা নেই, তিনি বেশী করেছেন বা কম করেছেন। সালাম ফিরানের পর তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাতের মধ্যে নতুন কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন : তা কী? তাঁরা বললেন : আপনি তো এরপ এরপ সালাত আদায় করলেন। তিনি তখন তাঁর দু'পা ঘুরিয়ে কিবলামুখী হলেন। আর দু'টি সিজদা আদায় করলেন। এরপর সালাম ফিরালেন। পরে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন : যদি সালাত সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তবে অবশ্যই তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাক, আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। আমি কোন সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে শ্রেণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কেউ সালাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী সালাত পূর্ণ করে। তারপর যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা আদায় করে।

২৭৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ قَمَنْ لَمْ يَرَأِ الْأَعْادَةَ عَلَى مَنْ سَهَى فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَكْعَتِ الظَّهِيرَةِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَتَمْ مَا بَقِيَ

২৭৩. পরিচ্ছেদ : কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা

ভুলবশত কিবলার পরিবর্তে অন্যদিকে মুখ করে সালাত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করা যাদের মতে আবশ্যকীয় নয়। নবী ﷺ যুহরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে মুসল্লীগণের দিকে মুখ করলেন। তাঁর পরে বাকী সালাত পূর্ণ করলেন।

৩৯৩] حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنَ قَالَ حَدَّثَنَا هَشَمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَيْهِمْ وَافْتَرَتْ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقْامِ إِبْرَاهِيمَ مُصْلَى فَزَلَّتْ وَاتَّخِذْنَا مِنْ مَقْامِ إِبْرَاهِيمَ بُوَيْهَارী شরীফ (১) — ২৯

مُصْلَىٰ، وَأَيْةُ الْحِجَابِ - قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْرَتْ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكْمِهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَّلْتُ أَيْةً الْحِجَابِ، وَأَجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقَلْتُ لَهُنَّ عَسْلِي رَبُّهُ إِنْ طَلَقْتُكُنَّ أَنْ بِئْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَنَزَّلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ .
قَالَ أَبْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّهَا بِهَذَا .

৩৯৩ 'আমর ইবন 'আওন (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমর (রা) বলেছেন : তিনটি বিষয়ে আমার অভিমত আল্লাহর ওহীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমরা যদি মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বানাতে পারতাম! তখন এ আয়াত নাযিল হয় : "তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান বানাও ! " (২ : ১২৫) (দ্বিতীয়) পর্দার আয়াত, আর্মি বললাম : ইয়া রাসূলল্লাহ! আপনি যদি আপনার সহধর্মীগণকে পর্দার আদেশ করতেন! কেননা, সৎ ও অসৎ সবাই তাঁদের সাথে কথা বলে। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হয়। আর একবার নবী ﷺ-এর সহধর্মীগণ অভিমান সহকারে একত্রে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তখন আমি তাঁদেরকে বললাম : রাসূলল্লাহ ﷺ যদি তোমাদের তালাক দেন, তাহলে তাঁর রব তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উত্তম অনুগত স্ত্রী দান করবেন। (৬৬ : ৫) তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

অপর সনদে ইবন আবু মারয়াম (র)..... আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৩৯৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيَنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَ النَّاسِ بِقَبْيَاءِ فِي صَلَاتِ الصُّبُّعِ إِذْ جَاءَهُمْ أَنْ فَقَالَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنًا، وَقَدْ أَمْرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

৩৯৪ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক সময় লোকেরা কুবা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন যে, এ রাতে রাসূলল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। আর তাঁকে কা'বামুঢ়ী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই তোমরা কা'বার দিকে মুখ কর। তখন তাঁদের চেহারা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে। এ কথা শুনে তাঁরা কা'বার দিকে মুখ করে নিলেন।

৩৯৫ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَى النَّبِيُّ ﷺ الظَّهَرَ خَمْسًا فَقَالُوا أَرِيدُونَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالُوا صَلَيْتَ خَمْسًا فَشَتِّي رِجْلِيَ وَسَجَدْتَ سَجَدَتَيْنِ .

৩৯৫ মুসান্দাদ (র)..... 'আবদুল্লাহ (ইবন মাস'উদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার নবী ﷺ-এর সুহরের সালাত পাঁচ রাক'আত আদায় করেন। তখন মুসল্লীগণ জিজ্ঞাসা করলেন : সালাতে কি কিছু বৃদ্ধি করা

হয়েছে? তিনি বললেন : তা কি? তারা বললেন : আপনি যে পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তিনি নিজের পা ঘূরিয়ে (কিবলামুখী হয়ে) দুই সিজদা (সিজদা সাহু) করে নিলেন।

٢٧٤. بَابُ حَكْمِ الْبَرَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

২৭৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদে থুথু হাতের সাহায্যে পরিষ্কার করা

২৯১ حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى تُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُوِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَانِّي يُنَاجِيَ رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ يَنْهَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَرْقُنُ أَحَدُكُمْ قِبْلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدْمَيْهِ ثُمَّ أَخْدَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا .

৩৯৬ কৃতায়বা (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিবলার দিকে (দেয়ালে) 'কফ' দেখলেন। এটা তাঁর কাছে কষ্টদায়ক মনে হলো। এমনকি তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তিনি উঠে গিয়ে তা হাত দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা বলেছেন, তার ও কিবলার মাঝখানে তার রব আছেন। কাজেই, তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে তা ফেলে। তারপর চাদরের আঁচল নিয়ে তাতে তিনি থুথু ফেললেন এবং তার এক অংশকে অন্য অংশের উপর ভাঁজ করলেন এবং বললেন : অথবা সে একপ করবে।

২৯৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَصُقُّ قِبْلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قِبْلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى .

৩৯৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (বা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকের দেওয়ালে থুথু দেখে তা পরিষ্কার করে দিলেন। তারপর লোকদের দিকে ফিরে বললেন : যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা, সে যখন সালাত আদায় করে তখন তার সামনের দিকে আল্লাহ তা'আলা থাকেন।

৩৯৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطَأً أَوْ بُصَاقًا أَوْ تُخَامَةً فَحَكَهُ .

৩৯৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকের দেওয়ালে নাকের শেঞ্চা, থুথু কিংবা কফ দেখলেন এবং তা পরিষ্কার করলেন।

٢٧٥. بَابُ حَكْمِ الْمُخَاطِبِ إِلَيْهِ مِنَ الْمَسْجِدِ

رَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ إِنْ وَطِئَتْ عَلَى قَذْرِ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ - وَإِنْ كَانَ يَا بِسًا فَلَا

২৭৫. পরিচ্ছেদ : কাকর দিয়ে মসজিদ থেকে নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করা

ইবন 'আরাস (রা) বলেছেন : যদি আর্দ্র আবর্জনায় তোমার পা ফেল, তখন তা ধূইয়ে
ফেলবে, আর শুকনো হলে ধোয়ার প্রয়োজন নেই

٣٩٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَوَّلَ حَصَانَةً فَحَكَهَا
فَقَالَ إِذَا تَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَيَصِقُّ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدْمِهِ الْيُسْرَى .

৩৯৯ **মুসা** ইবন ইসমাইল (র).....আবৃ হুরায়রা ও আবৃ সাঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখে কাকর নিয়ে তা মুছে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ যেন সামনের দিকে অথবা ডান দিকে কফ না ফেলে, বরং সে যেন তা তার বাম দিকে অথবা তার বাঁ
পায়ের নীচে ফেলে।

٢٧٦. بَابُ لَا يَصِقُّ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

২৭৬. পরিচ্ছেদ : সালাতে ডান দিকে থুথু ফেলবে না

٤٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ
وَأَبَا سَعِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِنِ الْمَسْجِدِ فَتَنَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى حَصَانَةً فَحَتَّهَا ثُمَّ
قَالَ إِذَا تَنَخَّمْ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قَبْلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَيَصِقُّ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدْمِهِ الْيُسْرَى .

৪০০ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র).....আবৃ হুরায়রা (রা) ও আবৃ সাঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে,
রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু কাকর নিলেন এবং তা মুছে
ফেললেন। তারপর তিনি বললেন : তোমাদের কেউ কফ ফেললে তা যেন সে সামনে অথবা ডানে না ফেলে।
বরং (প্রয়োজনে) সে বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলবে।

৪০১ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي قَنَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسًا قَالَ النَّبِيُّ تَعَالَى لَا
يَتَفَلَّنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ .

৪০১ হাফ্স ইবন 'উমর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের
কেউ যেন তার সামনে বা ডানে থুথু না ফেলে; বরং তার বাঁয়ে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে।

۲۷۷. بَابُ لِيَصْقُّ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ

২৭৭. পরিচ্ছেদ : খুব্থ যেন বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে

৪০২ حَدَثَنَا أَدْمَ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَثَنَا فَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْرُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلِكِنْ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ :

৪০২ আদম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিন যখন সালাতে থাকে, তখন সে তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে। কাজেই সে যেন তার সামনে, ডানে খুব্থ না ফেলে, বরং তার বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলে।

৪০৩ حَدَثَنَا عَلَىٰ قَالَ حَدَثَنَا سُقِيَانُ حَدَثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَّةٍ ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْرُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلِكِنْ عَنْ يُسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَىٰ .
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَهُ -

৪০৩ 'আলী (র).....আবু সাউদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার মসজিদের কিবলার দিকের দেওয়ালে কফ দেখলেন, তখন তিনি কাঁকর দিয়ে তা মুছে দিলেন। তারপর সামনের দিকে অথবা ডান দিকে খুব্থ ফেলতে নিষেধ করলেন। কিন্তু (প্রয়োজনে) বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলতে বললেন।

খুরী (র) হুমাইদ (র)-এর মাধ্যমে আবু সাউদ খুদরী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

۲۷۸. بَابُ كَفَارَةِ الْبَزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

২৭৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদে খুব্থ ফেলার কাফ্ফারা

৪০৪ حَدَثَنَا أَدْمَ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَثَنَا فَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الْبَزَاقَ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَارَتُهَا دُفْنُهَا .

৪০৪ আদম (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : মসজিদে খুব্থ ফেলা গুনাহ, আর তার কাফ্ফারা (প্রতিকার) হল তা পুঁতে ফেলা।

২৭৯. بَابُ دَفْنِ النَّخَامِ فِي الْمَسْجِدِ

২৭৯. পরিচ্ছেদ : মসজিদে কফ পুঁতে ফেলা

৪০৫ حَدَثَنَا إِشْحَقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَارٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقُ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِيَ اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يُمِينِهِ فَإِنْ عَنْ يُمِينِهِ مَلْكًا وَلَيَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدْمِهِ فَيَدْفُنُهَا .

৪০৫ ইসহাক ইব্ন নাসর (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে সে তার সামনের দিকে থুথু ফেলবে না । সে যতক্ষণ তার মুসল্লায় থাকে, ততক্ষণ মহান আল্লাহর সঙ্গে চুপে চুপে কথা বলে । আর ডান দিকেও ফেলবে না । কেননা, তার ডান দিকে থাকেন ফিরিশতা । সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে এবং পরে তা পুঁতে ফেলে ।

٢٨٠. بَابُ إِذَا بَدَرَهُ الْبَزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثُوبِهِ

২৮০. পরিচ্ছেদ : থুথু ফেলতে বাধ্য হলে তা কাপড়ের কিনারে ফেলবে

৪০৬ حَدَثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَثَنَا رُهْبَرٌ قَالَ حَدَثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نَخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَدَفَعَهَا مِنْهُ كَرَاهِيَّةً أَوْ رُؤْيَى كَرَاهِيَّةً لِذِلِّكَ وَشَدِّدَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَوةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِيَ رَبَّهُ ، أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلَا يَبْرُقُ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدْمِهِ ثُمَّ أَخْدَأَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَرَقَ فِيهِ وَرَدَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ قَالَ أَوْ يَفْعُلُ هَكَذَا .

৪০৭ মালিক ইব্ন ইসমাইল (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিবলার দিকে (দেওয়ালে) কফ দেখে তা নিজ হাতে মুছে ফেললেন আর তাঁর চেহারায় অসন্তোষ প্রকাশ পেল । বা সে কারণে তাঁর চেহারায় অসন্তোষ প্রকাশ পেলো এবং এর প্রতি তাঁর ক্ষেত্র প্রকাশ পেল । তিনি বললেন : যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সঙ্গে চুপে চুপে কথা বলে । অথবা (বলেছেন) তখন তার রব কিবলা ও তার মাঝখানে থাকেন । কাজেই সে যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে, বরং (প্রয়োজনে) তার বাঁ দিকে বা পায়ের নীচে ফেলবে । তারপর তিনি চাদরের কোণ ধরে তাতে থুথু ফেলে এক অংশের উপর অপর অংশ ভাঁজ করে দিলেন এবং বললেন : অথবা একুপ করবে ।

٢٨١. بَابُ عِظَةِ الْأَئِمَّاَمِ النَّاسَ فِي اِتَّمَ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

২৮১. পরিচ্ছেদ : সালাত পূর্ণ করার ও কিবলার ব্যাপারে লোকদেরকে ইমামের উপদেশ দান
৪০৭ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا فَوْاللَّهِ مَا يَخْفِي عَلَى خُشُوعِكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنَّمَا لَرَأَكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهَرِيْ.

৪০৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি মনে কর যে, আমার দৃষ্টি (কেবল) কিবলার দিকে? আল্লাহর কসম! আমার কাছে তোমাদের

খুশু' (বিনয়) ও রকূ' কিছুই গোপন থাকে না। অবশ্যই আমি আমার পেছন থেকেও তোমাদের দেখি।

٤٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَلِيْحُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ هَلَالٍ بْنِ عَلَىٰ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى

بِنَ النَّبِيِّ تَعَالَى صَلَوَةً ثُمَّ رَقَىَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لَأَرَأْكُمْ مِنْ وَدَائِي كَمَا أَرَأْكُمْ .

٤٠٨ **৮০৮** ইয়াহইয়া ইব্ন সালিহ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : নবী ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি মিশ্রের উঠলেন এবং ইরশাদ করলেন : তোমাদের সালাতে ও রকূতে আমি অবশ্যই তোমাদের আমার পেছন থেকে দেখি, যেমন এখন তোমাদের দেখছি।

২৮২. بَابُ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدٌ بَنِي فُلَانْ

২৮২. পরিচ্ছেদ : অমুক গোত্রের মসজিদ বলা যায় কি?

٤٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى سَابَقَ

بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أَصْمِرَتْ مِنَ الْحَفَيَاءِ وَاهْدَهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى

مَسْجِدِ بَنِي زُرْيقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا .

৪০৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের জন্যে তৈরী ঘোড়াকে 'হাফ্যা' (নামক স্থান) থেকে 'সানিয়াতুল ওয়াদা' পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়ে ছিলেন। আর যে ঘোড়া যুদ্ধের জন্যে তৈরী নয়, সে ঘোড়াকে 'সানিয়া' থেকে যুরাইক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর এই প্রতিযোগিতায় 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) অঞ্গামী ছিলেন।

২৮৩. بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوَفِيِّ الْمَسْجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقِنْوَفِيُّ الْعِدْقُ وَالْأِثْنَانِ قِنْوَانِ الْجَمَاعَةِ أَيْضًا قِنْوَانُ مِثْلُ صِنْوِيِّ صِنْوَانِ

২৮৩. পরিচ্ছেদ : মসজিদে কোন কিছু ভাগ করা ও (খেজুরের) ছড়া ঝুলানো আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, একই জিনিসের নাম । এর দ্বিচন চিনো ও চিনু যেমন চিনো এবং বহুবচনেও এবং চিনু

ও قال إبراهيم يعني ابن تهمان عن عبد العزير بن صحيب عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي ﷺ

بِمَالِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ اتَّرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرُ مَالِ أَتَيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى

إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْقَفْ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَسَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ أَذْجَاءَهُ

الْعَبَّاسُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادِيٌّ نَفْسِي وَفَادِيٌّ عَقِيلًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُذْفَةُ فِي ثُوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقْلِهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوْمِرْ بِعَصْبَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَى قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقْلِهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوْمِرْ بِعَصْبَهُمْ يَرْفَعُهُ عَلَى قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقْلِهُ فَأَتَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَبَعَّهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَابًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُمْ مِنْهَا دِرْهَمٌ .

ইব্রাহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : নবী ﷺ-এর কাছে বাহরাইন থেকে কিছু মাল এসে। তিনি বললেন : এগুলো মসজিদে রেখে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ যাবত যত মাল আনা হয়েছে তার মধ্যে এ মালই ছিল পরিমাণে সবচে বেশী। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে চলে গেলেন এবং এর দিকে ভুক্ষেপও করলেন না। সালাত শেষ করে তিনি এসে মালের কাছে গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু মাল দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে ‘আবাস (রা)’ এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও ‘আকীলের (এ দু’জন বদরের মুদ্দে মুসলমানদের কয়েদী ছিলেন) পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : নিয়ে যান। তিনি তা কাপড়ে ভরে নিলেন। তারপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বললেন : না। ‘আবাস (রা)’ বললেন : তাহলে আপনি নিজেই তা তুলে দিন। তিনি বললেন : না। তারপর ‘আবাস (রা)’ তা থেকে কিছু মাল রেখে দিলেন। তারপর আবার তা তুলতে চেষ্টা করলেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়। তিনি বললেন : না। ‘আবাস (রা)’ বললেন : তাহলে আপনিই আমাকে তুলে দিন। তিনি বললেন : না। তারপর ‘আবাস (রা)’ আরো কিছু মাল নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি উঠাতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই লোভ দেখে এতই অবাক হয়েছিলেন যে, তিনি চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত ‘আবাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে একটি দিরহাম বাকী থাকা পর্যন্ত উঠলেন না।

٢٨٤. بَابُ مَنْ دُعِيَ لِطَعَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

২৮৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদে যাকে খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, আর যিনি তা কবূল করেন
 ৪১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ وَجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ فَقَمْتُ فَقَالَ لِي أَرْسَلْكَ أَبُو طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي طَعَامٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي مَنْ حَوْلَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ .

৪১০ | ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ -কে

মসজিদে পেলাম আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সাহাবী। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন : তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছেন? আমি বললাম : জী হ্যাঁ। তিনি বললেন : খাবার জন্য? আমি বললাম : জী হ্যাঁ। তখন তাঁর আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, তিনি তাঁদেরকে বললেন : উঠ। তারপর তিনি চলতে শুরু করলেন। (রাবী বলেন) আর আমি তাঁদের সামনে সামনে চললাম।

٢٨٥. بَابُ الْقُضَاءِ وَالْعِنَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

২৮৫. পরিচ্ছেদ : মসজিদে বিচার করা ও নারী – পুরুষের মধ্যে ‘লিংআন’ করা

৪১১ حَدَثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْنُ جُرَيْجَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَنَهُ فَتَلَاعَنَاهُ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

৪১১ ইয়াহহিয়া (র).....সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে দেখতে পেলে কি তাকে সে হত্যা করবে? পরে মসজিদে সে ও তার স্ত্রী একে অন্যকে ‘লিংআন’ করল। তখন আমি উপস্থিত ছিলাম।

٢٨٦. بَابُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّيْ حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أَمِرَّ وَلَا يَتَجَسَّسُ

২৮৬. পরিচ্ছেদ : কারো ঘরে প্রবেশ করলে যেখানে ইচ্ছা বা যেখানে নির্দেশ করা হয় সেখানেই সালাত আদায় করবে। এ ব্যাপারে বেশী খোজাখুজি করবে না

৪১২ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ قَالَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِبْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَثَيْانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصْلِيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرَّتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَكَبَرَ النَّبِيُّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَصَفَقَنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

৪১২ ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....‘ইতবান ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ঘরে এলেন এবং বললেন : তোমার ঘরের কোন স্থানে সালাত আদায় করা পদ্ধতি কর? তিনি বলেন : তখন আমি তাঁকে একটি স্থানের দিকে ইশারা করলাম। নবী ﷺ তাকবীর বললেন। আমরা তাঁর পেছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। তিনি দুরাক আত সালাত আদায় করলেন।

٢٨٧. بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبَيْوْتِ وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِ دَارِهِ جَمَائِعَةٍ

২৮৭. পরিচ্ছেদ : ঘরে মসজিদ তৈরী করা

‘বারা’ ইবন ‘আফিব (রা) নিজের বাড়ীর মসজিদে জামা’আত করে সালাত আদায় করেছিলেন বুখারী শরীফ (১)–৩০

৪১৩

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْيَتُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُقِيلُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّئِبِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِبَانَ أَبْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ شَهَدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتَ بَصَرِي وَإِنَّا أَصْلَى لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَأَلَ الْوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أُسْتَطِعْ أَنْ أَتِقْنَعَ بِمَا شَجَدْهُمْ فَأَصْلَى بِهِمْ وَوَدَّتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَرْتَ تَائِبَنِي فَتَصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَحِذِّهُ مُصْلِي قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ عِبَانُ فَعَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمْ يَجِلِّسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصْلِي مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرَتْ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَكَبَرَ فَقَمَنَا فَصَفَقْنَا فَصَلَّى رَكْعَتِينِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَجَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَتَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ نَوْعَدَهُ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَاتِلُ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخِيشِينِ أَوْ أَبْنَ الدُّخِيشِنَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَقْرُبُ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَا نَرَى وَجْهَهُ وَتَصْبِحُتْهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ * قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلَتُ الْحُصَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ أَحَدُ بْنَيْ سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ الرَّئِبِ الْأَنْصَارِيِّ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ .

৪১৩ সাঁস্দ ইবন 'উফায়র (র).....মাহমুদ ইবন রাবী' আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইতবান ইবন মালিক (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশ প্রগতকারী আনসারগণের অন্যতম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হামিয়ির হয়ে আরয় করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার দৃষ্টিশক্তি ত্রাস পেয়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের বাসস্থানের মধ্যবর্তী নিম্নভূমিতে পানি জমে যাওয়াতে তা পার হয়ে তাদের মসজিদে পৌঁছতে এবং তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতে সমর্থ হই না। আর ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে তাশরিফ নিয়ে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং আমি সেই স্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিই। রাবী বলেন : তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-বললেন : ইনশা আল্লাহ অচিরেই আমি তা করব। 'ইতবান (রা) বলেন : পরদিন সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) আমার ঘরে তাশরীফ আনেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসেই জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার ঘরের কোন স্থানে সালাত আদায় করা পদ্ধতি কর? তিনি বলেন : আমি তাঁকে ঘরের এক প্রান্তের দিকে ইংগিত করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। তখন আমরা ও দাঁড়ালাম

এবং কাতারবন্দী হলাম। তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর সালাম 'ফিরালেন। তিনি (ইতবান) বলেন : আমরা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বসালাম এবং তাঁর জন্য তৈরী 'খায়িরাহ' নামক খাবার তাঁর সামনে পেশ করলাম। রাবী বলেন : এ সময় মহল্লার কিছু লোক ঘরে ভীড় জমালেন। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'মালিক ইব্ন দুখাইশিন' কোথায় ? অথবা বললেন : 'ইব্ন দুখশুন' কোথায় ? তখন তাঁদের একজন জওয়াব দিলেন, সে মুনাফিক। সে মহান আল্লাহর আলসূলকে ভালবাসে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একুপ বলো না। তুমি কি দেখছ না যে, সে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে "লা-ইলাহা ইল্লাহ" বলেছে ? তখন সে ব্যক্তি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আমরা তো তার সম্পর্ক ও হিত কামনা মুনাফিকদের সাথেই দেখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা তো এমন ব্যক্তির প্রতি জাহানাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলে। রাবী 'ইব্ন শিহাব (র) বলেন : তারপর আমি মাহমুদ ইব্ন রাবী' (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে হস্যান ইব্ন মুহাম্মদ আনসারী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি বানু সালিম গোত্রের একজন নেতৃত্বানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ হাদীস সমর্থন করলেন।

٢٨٨ . بَابُ التَّيْمَنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ إِبْنُ عُمَرَ يَبْدِأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى

২৮৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা ইব্ন 'উমর (রা) প্রবেশের সময় প্রথম ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং বের হওয়ার সময় প্রথম বাঁ পা দিয়ে শুরু করতেন
حَدَثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيْمَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَانِهِ كَلَّهُ فِي طَهْرِهِ وَتَرْجِلِهِ وَتَنَعِيلِهِ . ৪১৪

৪১৪ [সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ নিজের সমস্ত কাজে যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পদ্ধতি করতেন। পবিত্রতা হাসিলের সময়, মাথা আঁচড়ানোর সময় এবং জুতা পরিধানের সময়ও।

২৮৯ . بَابُ مَلِئْنَشُ قُبُورَ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيَتَفَدَّ مَكَانُهَا مَسَاجِدٌ لِقُولِ الْشَّبِيلِ لَعْنَ اللَّهِ الْيَمُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَتْبِيَانِهِمْ مَسَاجِدٍ وَمَا يُكَرِّهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ وَدَآيِ عَمْرُ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ الْقَبْرُ أَقْبَرٌ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعْادَةِ

২৮৯. পরিচ্ছেদ : জাহিলী যুগের মুশরিকদের কবর খুড়ে ফেলে মসজিদ নির্মাণ করা

নবী ﷺ বলেছেন : ইয়া হূদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, তারা নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে ।

আর কবরের উপর সালাত আদায় করা মাকরহ হওয়া প্রসঙ্গে উমর ইবন খাতাব (রা) আনাস ইবন মালিক (রা)-কে একটি কবরের কাছে সালাত আদায় করতে দেখে বললেন :

কবর ! কবর ! কিন্তু তিনি তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে বলেন নি

٤١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَيْسِيَّةَ رَأَيْتَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرَ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوْرَوْا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ فَأَوْلَئِكَ شَرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ।

৪১৫ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).....আয়িশা (র) থেকে বর্ণিত যে, উষ্মে হাবীবা ও উষ্মে সালামা (রা) হাবশায় তাঁদের দেখা একটা গির্জার কথা বলেছিলেন, যাতে বেশ কিছু মূর্তি ছিল। তাঁরা উভয়ে বিষয়টি নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন : তাদের অবস্থা ছিল এমন যে, কোন সৎ লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানাতো। আর তার ভিতরে ঐ লোকের মৃত্যি তৈরী করে রাখতো। কিয়ামতের দিন তারাই আল্লাহর কাছে সবচাইতে নিঃস্থিত সৃষ্টি বলে গণ্য হবে।

٤٦ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيْمَاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِيمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حِرَّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ فَاقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُنْقَلِي السَّيُوفِ كَأَنَّهُمْ أَنْظَرُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبْوَ بَكْرَ رِئْفَةً وَمَلَأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى أَبْيُوبَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصْلَى حَيْثُ أَدْرَكَهُ الصَّلَاةُ وَيُصْلَى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبَنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَأِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنَوْنِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَةَ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَنَسُ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قَبْوُدُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرْبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْوُدِ الْمُشْرِكِينَ فَنَبَشَتْ ثُمَّ بِالْغَرْبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِّعَ فَصَفَّوْا النَّخْلَ قِيلَةً الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتِهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِفُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ + فَاغْفِرْ لِلأنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ ।

৪১৬ মুসান্নাদ (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছে প্রথমে মদীনার উক এলাকায় অবস্থিত বানু 'আমর ইবন 'আওফ নামক গোত্রে উপনীত হন। তাদের সঙ্গে নবী ﷺ চৌদ দিন (অপর বর্ণনায় চরিশ দিন) অবস্থান করেন। তারপর তিনি বানু নাজারকে ডেকে

সালাত অধ্যায়

পাঠালেন। তারা কাঁধে তলোয়ার ঝুলিয়ে উপস্থিত হলো। আমি যেন এখনো সে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি যে, নবী ﷺ ছিলেন তাঁর বাহনের উপর, আবু বকর (রা) সে বাহনেই তাঁর পেছনে আর বানু নাজারের দল তাঁর আশেপাশে। অবশেষে তিনি আবু আয়ুব আনসারী (রা)-র ঘরের সামনে অবতরণ করলেন। নবী ﷺ যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হয় সেখানেই সালাত আদায় করতে পদ্ধতি করতেন এবং তিনি ছাগল-ভেড়ার খোয়াড়েও সালাত আদায় করতেন। এখন তিনি মসজিদ তৈরী করার নির্দেশ দেন। তিনি বানু নাজারকে ডেকে বললেন : হে বানু নাজার! তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের এই বাগিচার মূল্য নির্ধারণ কর। তারা বললো : না, আল্লাহর কসম, আমরা এর দাম নেব না। এর দাম আমরা একমাত্র আল্লাহর কাছেই আশা করি। আনস (রা) বলেন : আমি তোমাদের বলছি, এখানে মুশরিকদের কবর এবং ভগ্নাবশেষ ছিল। আর ছিল খেজুর গাছ। নবী ﷺ-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুড়ে ফেলা হলো, তারপর ভগ্নাবশেষ সমতল করে দেওয়া হলো, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো এবং তার দুই পাশে পাথর বসানো হলো। সাহাবীগণ পাথর তুলতে তুলতে ছন্দোবন্দ করিতা আবৃত্তি করছিলেন। আর নবী ﷺ-ও তাঁদের সাথে ছিলেন। তিনি তখন বলছিলেন :

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرٌ الْآخِرَةِ + فَاغْفِرْ لِلأنصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ .

“ইয়া আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া (প্রকৃতপক্ষে) আর কোন কল্যাণ নেই। আপনি আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন।”

۲۹. بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْقَنْمِ

২৯০. পরিচ্ছেদ : ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করা

[৪১] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

يُصْلِيُ فِي مَرَابِضِ الْقَنْمِ ثُمَّ سَمِعَتْهُ بَعْدَ يَقُولُ كَانَ يُصْلِيُ فِي مَرَابِضِ الْقَنْمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنِيَ الْمَسْجِدَ .

[৪১] ৮১৭ সুলায়মান ইব্ন হারব (র)....আনস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তারপর আমি হযরত আনস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, মসজিদ নির্মাণের আগে তিনি (নবী ﷺ) ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করেছেন।

۲۹۱. بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِيْلِ

২৯১. পরিচ্ছেদ : উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা

[৪১] حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ

ابْنَ عُمَرَ يُصْلِي إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

[৪১] ৮১৮ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র).....নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইব্ন উমর (রা)-কে

তাঁর উটের দিকে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর ইবন 'উমর (রা) বলেছেন : আমি নবী ﷺ-কে তা করতে দেখেছি।

٢٩٢. بَابُ مَنْ صَلَّى وَقَدَّامَهُ تَنَوُّرٌ أَوْ نَارًا أَوْ شَمْسًا مِعًا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَرِضْتُ عَلَى النَّارِ وَأَنَا أَصْلِيُّ

২৯২. পরিচ্ছেদ : চুলা, আগুন বা এমন কোন বস্তু যার উপাসনা করা হয়, তা সামনে রেখে কেবল আল্লাহর সত্ত্বটি হাসিল করারই উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা

যুহুরী (র) বলেন : আমাকে আনাস ইবন মালিক (রা) জানিয়েছেন, নবী ﷺ বলেছেন :

আমার সামনে আগুন (জাহানাম) পেশ করা হলো, তখন আমি সালাতে ছিলাম

٤١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ

قَالَ إِنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤْمِنًا قَالَ أَرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مُنْظَرًا كَائِنَ قَطُّ أَفْطَعَ .

৪১৯ [আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র). 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার সূর্য গ্রহণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন : আমাকে জাহানাম দেখানো হয়েছে। আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি।

٢٩٣. بَابُ كَرَاهِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

২৯৩. পরিচ্ছেদ : কবরস্থানে সালাত আদায় করা মাকরহ

৪২০ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ اجْعَلُوا فِي بَيْوِتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَخْذِلُوهَا قُبُورًا .

৪২০ মুসাদ্দাদ (র). ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের ঘরেও কিছু সালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা করবে পরিণত করবে না।

٢٩٤. بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِيعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ ،

وَيُذَكَّرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةِ بِخَسْفِ بَابِلَ

২৯৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর গ্যাবে বিধ্বন্ত ও আযাবের স্থানে সালাত আদায় করা উল্লেখ রয়েছে যে, 'আলী (রা) ব্যাবিলনের ধ্বন্তুপে সালাত আদায় করা মাকরহ মনে

করতেন

٤٢١ حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لا تدخلوا على هؤلاء المعدبين إلا أن تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيّبكم ما أصابهم .

৪২১ ইসমা'স্লে ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা এসব 'আয়াতপ্রাণ সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। কান্না না আসলে সেখানে প্রবেশ করো না, যেন তোমাদের প্রতিও এমন 'আয়াত না আসে যা তাদের উপর আপত্তি হয়েছিল।

২৯৫. بَابُ الصُّلَّةِ فِي الْبَيْعَةِ

وقال عمر رضي الله عنه أنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماشيل التي فيها الصود وكان ابن عباس يصلى في البيعة الأبيعه فيها تماثيل

২৯৫. পরিচ্ছেদ : গির্জায় সালাত আদায় করা

'উমর (রা) বলেছেন : আমরা তোমাদের গির্জাসমূহে প্রবেশ করি না, কারণ তাতে মৃত্তি রয়েছে।

ইবন 'আব্রাস (রা) গির্জায় সালাত আদায় করতেন। তবে যেগুলোতে মৃত্তি ছিল সেগুলোতে নয়

٤٢٢ حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عمروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماري فذكرت له مارأت فيها من الصور فقال رسول الله ﷺ أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبريه مسجداً وصوروها فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله .

৪২২ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র)....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, উষ্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার হাবশায় দেখা মারিয়া নামক একটা গির্জা কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে যে সব প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরা এমন সম্প্রদায় যে, এদের মধ্যে কোন সৎ বান্দা অথবা বলেছেন কোন সৎ লোক মারা গেল তার কবরের উপর তারা মসজিদ বানিয়ে নিত। আর তাতে ঐ সব ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি স্থাপন করতো। এরা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

২৯৬. بَابُ

২৯৬. পরিচ্ছেদ

٤٢٣ حدثنا أبو اليهاب قال أخبرنا شعيب عن الزمرى أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ مُصَاحِّه طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَتَخْنُوا قُبُودَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدٍ يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا .

৪২৩ আবুল ইয়ামান (র).....‘উবায়দুল্লাহ ইবন ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উত্বা (র) থেকে বর্ণিত, ‘আয়িশা ও ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আবাস (রা) বলেছেন : নবী ﷺ - এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর একটা চাদরে নিজ মুখমণ্ডল আবৃত করতে লাগলেন। যখন শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো, তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন : ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (এ বলে) তারা যে (বিদ‘আতী) কার্যকলাপ করত তা থেকে তিনি সতর্ক করলেন।

৪২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُصَاحِّه قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ أَتَخْنُوا قُبُودَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ .

৪২৪ ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূদীদের ধ্রংস করুন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।

২৯৭. بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ جُعْلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

২৯৭. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ - এর উক্তি : আমার জন্যে যমীনকে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা হাসিলের উপায় করা হয়েছে

৪২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَاحِّه أُعْطِيَتْ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيُّ ، نُصِرَتْ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ ، وَجَعَلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَأَيْمَانًا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَهُ الصَّلَاةُ فَلَيْصَلَّ ، وَأَحْلَثَ لِي الْفَنَانِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبَعِّثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبَعِثَتْ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأَعْطَيَتْ الشَّفَاعَةَ .

৪২৫ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র).....জাবির ইবন ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যা একমাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয়। (২) সমস্ত যমীন আমার জন্যে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে সালাতের ওয়াক্ত হয় (সেখানেই) যেন সালাত আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্যে গন্মিত হালাল করা হয়েছে। (৪) অন্যান্য নবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। (৫) আমাকে (ব্যাপক) শাফা‘আতের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

٢٩٨ . بَابُ نَعْمَ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

২৯৮ . পরিচ্ছেদ : মসজিদে মহিলাদের ঘুমানো

[٤٢٦] حَدَّثَنَا عَبْدُ الدِّينِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَمَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَاتِلُ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةً لِهِمْ عَلَيْهَا وِشَاحَ أَحْمَرَ مِنْ سِيرُورٍ قَاتِلُ فَوَضَعَتْهُ أَوْ قَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حَدِيَّةً وَهُوَ مُلْقَى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطَفَتْهُ قَاتِلُ فَالْتَّمَسَوْهُ فَلَمْ يَجِدُهُ قَاتِلُ فَاتَّهُمُونِي بِهِ قَاتِلُ فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّىٰ فَتَشَوُّا قُبْلَهَا قَاتِلُ وَاللَّهِ أَنِّي لِقَائِمَةٍ مَعْهُمْ أَذْمَرْتُ الْحَدِيَّةَ فَأَلْقَتْهُ قَاتِلُ فَوَقَعَ بِيَنْهُمْ قَاتِلُ فَقَلَّتْ هَذَا الَّذِي اتَّهَمُونِي بِهِ زَعْمَتُ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَاهُو قَاتِلُ فَجَاءَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمْتُ قَاتِلُ عَائِشَةَ فَكَانَ لَهَا خِيَاءُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ قَاتِلُ فَكَانَتْ تَائِبَنِي فَتَحَدَّثُ عِنِّي قَاتِلُ فَلَا تَجِلُّسْ عِنِّي مَجْلِسًا أَلَا قَاتِلُ :

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَحَاجِبِ رَبِّنَا * أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفَّرِ أَنْجَانِي -

قَاتِلُ عَائِشَةَ فَقَلَّتْ لَهَا مَا شَاءَنِكِ لَا تَقْعِدِينَ مَعِيْ مَقْعَدًا إِلَّا قَلَّتْ هَذَا قَاتِلُ فَحَدَّثَنِي بِهِذَا الْحَدِيثِ .

[٤٢٦] উবাইদ ইবন ইসমা'স্তল (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, কোন আরব গোত্রের একটা কালো দাসী ছিল। তারা তাকে আয়াদ করে দিল। সে তাদের সাথেই থেকে গেল। সে বলেছে যে, তাদের একটি মেয়ে গলায় লাল চামড়ার ওপর মূল্যবান পাথর খচিত হার পরে বাইরে গেল। দাসী বলেছে : সে হারটা হয়তো নিজে কোথাও রেখে দিয়েছিল, অথবা কোথাও পড়ে গিয়েছিল। তখন একটা চিল তা পড়ে থাকা অবস্থায় গোশত্রের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দাসী বলেছে : তারপর গোত্রের লোকেরা বেশ খোজাখুজি করতে লাগলো। কিন্তু তারা তা পেল না। তখন তারা আমার উপর এর দোষ চাপাল। সে বলেছে : তারা আমার উপর তল্লাশী শুরু করলো, এমন কি তারা আমার লজ্জাস্থানেও তল্লাশী চালাল। দাসীটি বলেছে : আল্লাহর কসম! আমি তাদের সাথে সেই অবস্থায় দাঁড়ানো ছিলাম, এমন সময় চিলটি উড়ে যেতে যেতে হারটি ফেলে দিল। সে বলেছে : তাদের সামনেই তা পড়লো। তখন আমি বললাম : তোমরা তো এর জন্যেই আমার উপর দোষ চাপিয়েছিলে! তোমরা আমার সম্পর্কে সন্দেহ করেছিলে অথচ আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই তো সেই হার! সে বলেছে : তারপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। 'আয়িশা (রা) বলেন : তার জন্যে মসজিদে (নববীতে) একটা তাঁবু অথবা ছাপড়া করে দেওয়া হয়েছিল। 'আয়িশা (রা) বলেন : সে (দাসীটি) আমার কাছে আসতো আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতো। সে আমার কাছে যখনই বসতো তখনই বলতো :

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَحَاجِبِ رَبِّنَا * أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفَّرِ أَنْجَانِي -

“সেই হারের দিনটি আমার রবের আশ্চর্য ঘটনা বিশেষ। জেনে রাখুন সে ঘটনাটি আমাকে কুফরের শহর থেকে মুক্তি দিয়েছে।”

‘আয়িশা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম : কি ব্যাপার, তুমি আমার কাছে বসলেই যে এ কথাটা বলে থাক ? ‘আয়িশা (রা) বলেন : সে তখন আমার কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল ।

٢٩٩ . بَابُ نَعْمَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ قَدِيمَ رَهْطَ مِنْ عَكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا فِي الصَّفَةِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ كَانَ أَصْحَابُ الصَّفَةِ الْفُقَرَاءَ

২৯৯. পরিচ্ছেদ : মসজিদে পুরুষদের ঘুমানো

আবু কিলাবা (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন : ‘উক্ল গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি নবী ﷺ – এর কাছে আসলেন এবং সুফ্ফায় অবস্থান করলেন । ‘আবদুর রহমান

ইবন আবু বকর (রা) বলেন : সুফ্ফায়াসিগণ ছিলেন দরিদ্র ।

৪২৭ [حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبٌ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .]

৪২৮ [مুসাদাদ (র).....‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদে নববীতে ঘুমাতেন । তিনি ছিলেন অবিবাহিত । তাঁর কোন পরিবার-পরিজন ছিল না ।

৪২৯ [حَدَّثَنَا قَتْبَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلَيْهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ أَبْنَى عَمَّكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانٍ أَنْظُرْ أَيْنَ هُوَ، فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَأَيْدٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَبِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَائِهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ .]

৪৩০ [কুতাবু ইবন সাঈদ (র).....সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা)-এর ঘরে এলেন, কিন্তু ‘আলী (রা)-কে ঘরে পেলেন না । তিনি ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার চাচাত ভাই কোথায় ? তিনি বললেন : আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু ঘটেছে । তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন । আমার কাছে দুপুরের বিশ্রাম ও করেন নি । তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন : দেখ তো সে কোথায় ? সে ব্যক্তি খুঁজে এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ, তিনি মসজিদে শয়ে আছেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন, তখন ‘আলী (রা) কাত হয়ে শয়ে ছিলেন । তাঁর শরীরের এক পাশের চাদর পড়ে গিয়েছে এবং তাঁর শরীরে মাটি লেগেছে । রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শরীরের মাটি বেড়ে দিতে দিতে বললেন : উঠ, হে আবু তুরাব ! উঠ, হে আবু তুরাব !

٤٢٩ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصِّفَةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِداءً إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءً قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَلْعَنُ نِصْفَ السَّائِقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَلْعَنُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَّةً أَنْ تُرَى عَوْنَتَهُ .

৪২৯ ইউসুফ ইবন ঈসা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সন্তুষ্ট আসছাবে সুফফকে দেখেছি, তাঁদের কারো গায়ে বড় চাদর ছিল না। হয়ত ছিল কেবল তহবিদ কিংবা ছেট চাদর, যা তাঁরা ঘাড়ে বেঁধে রাখতেন। (নীচের দিকে) কারো নিস্ফে সাক বা অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত আর কারো টাখনু পর্যন্ত ছিল। তাঁরা লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে কাপড় হাতে ধরে একত্র করে রাখতেন।

৩০০. بَابُ الصُّلَوةِ إِذَا قَدِيمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِيمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَهُ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ

৩০০. পরিচ্ছেদ : সফর থেকে ফিরে আসার পর সালাত কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন : নবী ﷺ সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতেন

৪৩০ حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ أَبْنُ دِئَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أَرَاهُ قَالَ ضَحْكًا فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دِينٌ فَقَضَيْتَنِي وَرَادَنِي .

৪৩০ খালাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র).....জবির ইবন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। রাবী মিস'আর (র) বলেন : আমার মনে পড়ে রাবী মুহারিব (র) চাশতের সময়ের কথা বলেছেন। তখন নবী ﷺ বললেন : তুমি 'দু' রাক'আত সালাত আদায় কর। জবির (রা) বলেন : নবী ﷺ-এর কাছে আমার কিছু পাঞ্চনা ছিল। তিনি তা দিয়ে দিলেন এবং কিছু বেশীও দিলেন।

৩০১. بَابُ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

৩০১. পরিচ্ছেদ : তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়

৪৩১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ

الرُّزِقِيَّ عَنْ أَبِيهِ قَتَادَةَ السَّلْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكِعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ .

৪৩১ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু কাতাদা সালামী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু’রাক’আত সালাত আদায় করে নেয় ।

٢٠٢. بَابُ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

৩০২. পরিচ্ছেদ : মসজিদে হাদাস হওয়া (উয়নষ্ট হওয়া)

৪২ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّيُ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمْ اغْفِرْلَهُ اللَّهُمْ أَرْحَمْهُ .

৪৩২ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে সালাতের পরে হাদাসের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে সে সালাত আদায় করেছে সেখানে যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতারা তার জন্যে দু’আ করতে থাকেন । তাঁরা বলেন : হে আল্লাহ ! তাকে ক্ষমা করুন । হে আল্লাহ ! তার প্রতি রহম করুন ।

٢٠٣. بَابُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ ،

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأَمْرَ عُمَرَ بِبَنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَكِنْ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحْمِرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَقْتَلِنَ النَّاسَ ، وَقَالَ أَنَسُ بْنَ مَالِكَ لَا يَعْمَرُونَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمَرُونَهَا إِلَّا قَبْلَهَا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخِّرْفِنَهَا كَمَا زَخَرْفَتِ الْيَهُودُ وَالنُّصَارَى

৩০৩. পরিচ্ছেদ : মসজিদ নির্মাণ করা

আবু সাউদ (রা) বলেন : মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী । উমর (রা) মসজিদ নির্মাণের ভুক্তম দিয়ে বলেন : আমি লোকদেরকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে চাই । মসজিদে লাল বা হলুদ রং লাগানো থেকে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিতনায় ফেলবে । আনাস (রা) বলেন : লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে অথচ তারা একে কমই (ইবাদতের মাধ্যমে) আবাদ রাখবে । ইবন ‘আব্বাস (রা) বলেন : তোমরা তো ইয়াতুনী ও নাসারাদের মত মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে ফেলবে

٤٣٢ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مُبْتَدِئًا بِاللَّبْنِ وَسَقْفَهُ الْجَرِيدُ وَعُمْدَهُ خَشْبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَذَادَ فِيهِ عُمْرٌ وَبَنَاهُ عَلَىٰ بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مُبْتَدِئًا بِاللَّبْنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعْدَادَ عُمْدَهُ خَشْبًا لَمْ غَيْرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْفَصَصَةِ وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ .

৪৩৩ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে, তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রা) এতে কিছু বাড়ান নি। অবশ্য 'উমর (রা) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন এবং তিনি খুঁটিশুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। তারপর 'উসমান (রা) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেওয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-সুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের, আর ছাদ বানান সেগুন কাঠ দিয়ে।

٤٣٤. بَابُ التَّعَاوُنِ فِي بَنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَوْلُ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُعْمَلُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ إِلَى الْأَيْمَانِ

৩০৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী : এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা আল্লাহর মসজিদের
রক্ষণাবেক্ষণ করবে.....(৯ : ১৭)

৪৩৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَمَاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِي أَبْنُ عَبَّاسٍ وَلَابْنِهِ عَلَيْهِ اِنْطَلَقَا إِلَيْ أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ فَانْطَلَقُنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَأَخَذَ رِدَاعَهُ فَاحْتَبَى لَمْ أَنْشَأْ يُحَدِّثَنَا حَتَّى إِلَى عَلَى ذِكْرِ بَنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لِبِنَةَ لِبِنَةَ وَعَمَارَ لِبِنَتِيْنِ لِبِنَتِيْنِ فَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ فِيَقْضَى التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ وَيَحْمِلُ وَيَعْمَلُ تَقْتُلُهُ الْفِتَنَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ .

৪৩৫ মুসাদ্দাদ (র).....'ইকরিমা (র) বর্ণিত, তিনি বলেন : ইবন 'আবাস (রা). আমাকে ও তাঁর ছেলে 'আলী (র)-কে বললেন : তোমরা উভয়ই আবু সাইদ (রা)-এর কাছে যাও এবং তাঁর থেকে হাদীস শুনে আস। আমরা গেলাম। তখন তিনি এক বাগানে কাজ করছেন। তিনি আমাদেরকে দেখে চাদরে হাঁটু মুড়ি

দিয়ে বসলেন এবং পরে হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। শেষ পর্যায়ে তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ আলোচনায় আসলেন। তিনি বললেন : আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর 'আশ্মার (রা) দুটো দুটো করে কাঁচা ইট বহন করছিলেন। নবী ﷺ তা দেখে তাঁর দেহ থেকে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন : 'আশ্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদেরকে আহবান করবে জাহানাতের দিকে আর তারা তাকে আহবান করবে জাহানামের দিকে। আবু সাঈদ (রা) বলেন : তখন 'আশ্মার (রা) বললেন : "আমি ফিতনা থেকে আল্লা হ্র কাছে পানাহ চাই।"

٢٠٥. بَابُ الْأِسْتِعْنَاءِ بِالنَّجَارِ وَالصَّنَاعِ فِي أَعْوَادِ الْمِثَبِرِ وَالْمَسْجِدِ

৩০৫. পরিচ্ছেদ : কাঠের মিস্বর তৈরী ও মসজিদ নির্মাণে কাঠমিঞ্চী ও রাজমিঞ্চীর সাহায্য গ্রহণ করা

٤٢٥

حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى اِمْرَأَةٍ مُرِيْ غُلَامَكِ النَّجَارَ يَعْمَلُ لَيْ أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ .

৪৩৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন : তুমি তোমার গোলাম কাঠমিঞ্চীকে বল, সে যেন আমার বসার জন্যে কাঠের মিস্বর তৈরী করে দেয়।

٤٣٦

حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ لِيْ غُلَامًا نَجَارًا قَالَ أَنْ شِئْتَ فَعَمِلْتِ الْمِنْبَرَ .

৪৩৬ খালাদ (র) ইব্ন ইয়াহইয়া.....জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনার বসার জন্যে কিছু তৈরী করে দিব? আমার এক কাঠমিঞ্চী গোলাম আছে। তিনি বললেন : যদি তোমার ইচ্ছা হয়। তারপর তিনি একটি মিস্বর তৈরী করিয়ে দিলেন।

٢٠٦. بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

৩০৬. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে

٤٣٧

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمَانَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكْرِيًّا حَدَّثَ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنَ قَتَادَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوَلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ أَنْكُمْ أَكْثَرُهُمْ وَآتَيْتُمْ سَمْعَتَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكْرِيًّا حَسِبْتَ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ .

৪৩৭ ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান (র).....'উবায়দুল্লাহ খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইব্ন

‘আফ্ফান (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি যখন মসজিদে নববী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন : তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাড়ি করছ অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, বুকায়র (র) বলেন : আমার মনে হয় রাবী ‘আসিম (র) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা’আলা তাঁর জন্যে জানাতে অনুরূপ ঘর তৈরী করবেন।

٣٠٧. بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبِيلِ إِذَا مَرُ فِي الْمَسْجِدِ

৩০৭. পরিচ্ছেদ : মসজিদ অতিক্রমকালে তীরের ফলক ধরে রাখবে ৪২৮
حَدَّثَنَا قَتَّيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَقِيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمِّي أَسْمَعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرْ رَجْلُ
فِي الْمَسْجِدِ وَمَعْهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . أَمْسِكْ بِفِصَالِهَا .

৪৩৮ কৃতায়বা ইব্ন সাইদ (র).....জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তীর সাথে করে মসজিদে নববী অতিক্রম করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : এর ফলকগুলো হাতে ধরে রাখ ।

٣٠٨. بَابُ الْمُرْفَدِ فِي الْمَسْجِدِ

৩০৮. পরিচ্ছেদ : মসজিদ অতিক্রম করা ৪২৯
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلَيَأْخُذْ عَلَى فِصَالِهَا
لَا يَعْقِرْ بِكَفِهِ مُسْلِمًا .

৪৩৯ মূসা ইবন ইসমাইল (র).....আবু বুরদা (র)-এর পিতা ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তীর নিয়ে আমাদের মসজিদ অথবা বাজার দিয়ে চলে সে যেন তাঁর ফলক হাতে ধরে রাখে, যাতে করে তাঁর হাতে কোন মুসলমান আঘাত না পায় ।

٣٠٩. بَابُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩০৯. পরিচ্ছেদ : মসজিদে কবিতা পাঠ ৪৪০
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْبَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ شَدَّ اللَّهُ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ
ﷺ يَقُولُ يَا حَسَانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبْلَغْ اللَّهُمَّ أَبْدِهِ بِرُوحِ الْقَدْسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৪৪০ আবুল ইয়ামান (র).....আবু সালামা ইবন 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (র) থেকে বর্ণিত, হাস্সান ইবন সাবিত আনসারী (রা) আবু হুরায়রা (রা)-কে আল্লাহর কসম দিয়ে এ কথার সাক্ষ্য চেয়ে বলেন : আপনি কি নবী ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছেন, হে হাস্সান ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে (কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের) জওয়াব দাও । হে আল্লাহ ! হাস্সানকে ঝলক কুদুস (জিবরাইল) ('আ) দ্বারা সাহায্য করুন । আবু হুরায়রা (রা) জওয়াবে বললেন : হাঁ ।

٣١٠. بَابُ أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১০. পরিচ্ছেদ : বর্ণা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ

৪৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ إِبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبْشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَرْفِنِي بِرِدَانِهِ أَنْظُرْ إِلَيْهِمْ * زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ إِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَبْشَةَ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ .

৪৪১ 'আবদুল 'আয়ীয ইবন 'আবদুল্লাহ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার ঘরের দরজায় দেখলাম । তখন হাবশার লোকেরা মসজিদে (বর্ণা দ্বারা) অনুশীলন করছিল । রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখছিলেন । আমি ওদের অনুশীলন দেখছিলাম ।

ইবরাহীম ইবন মুনফির (র)....'আয়িশা (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমি নবী ﷺ-কে দেখলাম এমতাবস্থায় হাবশীরা তাদের বর্ণা নিয়ে অনুশীলন করছিল ।

٣١١. بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمَنْبِرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১১. পরিচ্ছেদ : মসজিদের মিস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা

৪৪২ حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةٌ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابِهَا فَقَالَتْ أَنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي وَقَالَ أَهْلُهَا أَنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ ، وَقَالَ سُفِيَّانُ مَرْءَةٌ أَنْ شِئْتِ أَعْتَقْتُهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبْتَاعِيهَا فَأَعْتَقَيْهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَهُمْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبِرِ ، وَقَالَ سُفِيَّانُ مَرْءَةٌ فَصَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبِرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لِيَسِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شُرُوطًا لِيَسِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ

فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةً مَرَّةً ، رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعْدَ الْمَنْبَرِ . قَالَ عَلَىٰ^٩
قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ جَعْفُرُ بْنُ عَوْنَىٰ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَةَ قَالَ
سَمِعْتُ عَاشِةَ .

882 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা) তাঁর কাছে
এসে কিতাবতের দেনা শোধের জন্য সাহায্য চাইলেন। তখন তিনি বললেন : তুমি চাইলে আমি (তোমার
মূল্য) তোমার মালিককে দিয়ে দিব এ শর্তে যে, উত্তরাধিকারস্বত্ত্ব থাকবে আমার। তার মালিক 'আয়িশা (রা)-
কে বললো : আপনি চাইলে বাকী মূল্য বারীরাকে দিতে পারেন। রাবী সুফিয়ান (র) আর একবার বলেছেন :
আপনি চাইলে তাকে আযাদ করতে পারেন, তবে উত্তরাধিকারস্বত্ত্ব থাকবে আমাদের। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ
আসলেন তখন আমি তাঁর কাছে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন : তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে
দাও। কারণ উত্তরাধিকারস্বত্ত্ব থাকে তারই, যে আযাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিস্বরের উপর
দাঁড়ালেন। সুফিয়ান (র) আর একবার বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিস্বরে আরোহণ করে বললেন :
লোকদের কি হলোঃ তারা এমন সব শর্ত করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। কেউ যদি এমন শর্ত আরোপ করে
যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তার সে শর্তের কোন মূল্য নেই। এমনকি এরপ শর্ত একশবার আরোপ করলেও।
মালিক (র).....'আমরা (র) থেকে রাবী'য়া (রা)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তবে মিস্বরে আরোহণ করার
কথা উল্লেখ করেন নি।

'আলী (রা)....'আমরা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জাফর ইবন 'আওন (র) ইয়াহইয়া (র)-এর
মাধ্যমে 'আমরা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি 'আয়িশা (রা) থেকে শুনেছি।

٢١٢. بَابُ التَّقَاضِيِّ وَالْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

312. পরিচ্ছেদ : মসজিদে ঝণ পরিশোধের তাগাদা দেওয়া ও চাপ সৃষ্টি করা
৪٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
বুন কুবুর বুন মালি বুন কুবুর আন্দে ত্বাপ্তি বুন কুবুর দেন্দে কান লে উলিয়ে ফি মসজিদ ফাৰ্টফুট
আচ্ছাতাম্হা হৃষি সমুদ্ধা রসূল লে মুল্লে ওহু ফি বিত্তে ফখর ইলিম্হা হৃষি ক্ষফ স্জফ হুজরতে ফনাদি
যাকুব কাল লীবিন যা রসূল লে কাল প্রেম মি দেন্দে হৃষি ওহু আলিয়ে আই শস্তুর, কাল লে ফুলে যা রসূল লে,
কাল তে ফাকচি .

883 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).....কাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদের ভিতরে ইবন আবু
হাদরাদ (র)-এর কাছে তাঁর পাওনা ঝণের তাগাদা করলেন। দু'জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চৈঃস্থরে
কথাবার্তা হলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘর থেকেই তাদের কথার আওয়ায় শুনলেন এবং তিনি পর্দা
বুখারী শরীফ (১)—৩২

সরিয়ে তাদের কাছে বেরিয়ে গেলেন। আর ডাক দিয়ে বললেন : হে কা'ব! কা'ব (রা) উত্তর দিলেন, লাক্ষাইক ইয়া রাসূলল্লাহ! রাসূলল্লাহ জ্ঞান বললেন : তোমার পাওনা খণ্ড থেকে এতটুকু ছেড়ে দাও। আর হাতে ইশারা করে বোঝালেন, অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ। তখন কা'ব (রা) বললেন : আমি তাই করলাম ইয়া রাসূলল্লাহ! তখন তিনি ইব্ন আবু হাদরাদকে বললেন : উঠ আর বাকীটা দিয়ে দাও।

٢١٣. بَابُ كُنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرْقِ وَالْقَذَى وَالْعِيْدَانِ

৩১৩. পরিচ্ছেদ : মসজিদ বাড়ু দেওয়া এবং ন্যাকড়া, আবর্জনা ও কাঠ খড়ি কুড়ানো

٤٤٤ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَشْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقْعُدُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ أَذْتَمُونِي بِهِ دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرُهَا فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا .

888 সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একজন কাল বর্ণের পুরুষ অথবা বলেছেন কাল বর্ণের মহিলা মসজিদ বাড়ু দিত। সে ইন্তিকাল করল। নবী ﷺ তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে ইন্তিকাল করেছে। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি তার কবরের কাছে গেলেন এবং তার জানায়ার সালাত আদায় করলেন।

٢١٤. بَابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১৪. পরিচ্ছেদ : মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা

٤٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبِّيَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ .

845 'আবদান (র).....'আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মদ সম্পর্কীয় সূরা বাকারার আয়াতসমূহ নাফিল হলে নবী ﷺ মসজিদে গিয়ে সে সব আয়াত সাহাবীগণকে পাঠ করে শুনালেন। তারপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করলেন।

٢١٥. بَابُ الْخَدْمِ لِلْمَسْجِدِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِيْ مُحَرَّداً مُحَرَّداً لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهَا

৩১৫. পরিচ্ছেদ : মসজিদের জন্য খাদিম ইব্ন 'আক্বাস (রা) (এ আয়াত) 'আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত আপনার জন্য উৎসর্গ

করলাম' (৩ : ৩৫)- এর ব্যাখ্যায় বলেন : মসজিদের খিদমতের জন্য উৎসর্গ করলাম।

٤٤٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَافِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اِمْرَأَةً أَوْ رَجُلًا كَانَتْ تَقْرُبُ الْمَسْجِدَ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا اِمْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا .

৪৪৬ [আহমদ ইবন ওয়াফিদ] (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একজন পুরুষ অথবা বলেছেন একজন মহিলা মসজিদ বাড়ু দিতেন। [রাবী সাবিত] (র) বলেন : আমার মনে হয় তিনি বলেছেন একজন মহিলা। তারপর তিনি [আবু রাফিউ] -এর হাদীস বর্ণনা করে বলেন, নবী ﷺ তার কবরে জানায়ার সালাত আদায় করেছেন।

٣١٦. بَابُ الْأَسِيرِ أَوِ الْفَرِيمِ يُرْبَطُ فِي الْمَسْجِدِ

৩১৬. পরিচ্ছেদ : কয়েদী অথবা ঝণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা

٤٤٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي عِفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ نَقْلَتْ عَلَى الْبَارِحَةِ أَوْ كَلْمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمْكَنْتَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيِّ الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرَتْ قَوْلُ أَخِي سَلِيمَانَ رَبِّ هَبَّ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي قَالَ رَوْحٌ فَرَدَهُ خَاسِنًا .

৪৪৭ [ইসহাক ইবন ইবরাহীম] (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : গত রাতে একটা অবাধি জিন হঠাৎ আমার সামনে প্রকাশ পেল। রাবী বলেন, অথবা তিনি অনুরূপ কোন কথা বলেছেন, যেন সে আমার সালাতে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দিলেন। আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে ভোরবেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখন আমার ভাই সুলায়মান ('আ)-এর এই উক্তি আমার ম্বরণ হলো, “হে রব! আমাকে দান কর এমন রাজত্ব, যার অধিকারী আমার পরে আর কেউ না হয়।” (৩৮ : ৩৫) (বর্ণনাকারী) রাওহ (র) বলেন : নবী ﷺ সেই শয়তানটিকে অপমানিত অবস্থায় তাড়িয়ে দিলেন।

٣١٧. بَابُ الْغَتِيسَالِ إِذَا أَسْلَمَ وَرَبَطَ الْأَسِيرِ أَيْضًا فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ شُرِيفٌ يَأْمُرُ الْفَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

৩১৭. পরিচ্ছেদ : ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা এবং কয়েদীকে মসজিদে বাঁধা

কাঘী শুরাইহ (র) দেনাদার ব্যক্তিকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিতেন

٤٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْيَثْرَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

بَعْثَ النَّبِيِّ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنْيِ حَيْفَةَ يُقَالُ لَهُ تَمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَمْلَقُوكُمْ تَمَامَةً فَأَنْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

888 ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ কয়েকজন অশ্বারোহী মুজাহিদকে নজদের দিকে পাঠালেন। তারা বানু হানীফা গোত্রের সুমামা ইবন উসাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। নবী ﷺ তার কাছে গেলেন এবং বললেন : সুমামাকে ছেড়ে দাও। (ছাড়া পেয়ে) তিনি মসজিদে নববীর নিকটে এক খেজুর বাগানে গিয়ে সেখানে গোসল করলেন, এরপর মসজিদে প্রবেশ করে বললেন :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।’

٢١٨. بَابُ الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضِ وَغَيْرِهِ

318. পরিচ্ছেদ : রোগী ও অন্যদের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন
٤٤٩ حَدَثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَمِيرٍ قَالَ حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبُ سَعْدًا يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ فَصَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرْعَهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةً مِنْ بَنِي غِفارٍ إِلَّا الدُّمُّ يَسْبِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبِلْكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْدُ جُرْحَةً دَمًا فَمَاتَ فِيهَا .

889 যাকারিয়া ইবন ইয়াহিয়া (র).....‘আয়িশা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খন্দকের যুদ্ধে সাঁদ (রা)-এর হাতের শিরা যথম হয়েছিল। নবী ﷺ মসজিদে (তাঁর জন্য) একটা তাঁবু স্থাপন করলেন, যাতে কাছে থেকে তাঁর দেখাশুনা করতে পারেন। মসজিদে বানু গিফারেরও একটা তাঁবু ছিল। সাঁদ (বা)-এর প্রচুর রক্ত তাঁদের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় তারা ভীত-সন্ত্রন্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : হে তাঁবুর লোকেরা! তোমাদের তাঁবু থেকে আমাদের দিকে কি প্রবাহিত হচ্ছে তখন দেখা গেল যে, সাঁদের যথম থেকে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অবশ্যে এতেই তিনি ইন্তিকাল করলেন।

٢١٩. بَابُ اِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعُلَمَاءِ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ

319. পরিচ্ছেদ : প্রয়োজনে উট নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা
ইবন ‘আক্রাস (রা) বলেন : নবী ﷺ নিজের উটে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেছেন

٤٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفِلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزَّبِيرِ عَنْ زَيْنَبِ بْنِتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَدَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةَ فَطْفَتُ وَرَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى يُصْلِي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالْمُطْوَرِ وَكِتَابَ مُشْطُورِ.

٤٥٠ 'আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (বিদায় হজ্জে) আমার অসুস্থতার কথা জানালাম। তিনি বললেন : সাওয়ার হয়ে লোকদের হতে বাইরে থেকে তওয়াফ করে নাও। তখন আমি (সেভাবে) তওয়াফ করলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন তিনি “সূরা ওয়াত্ত-তূরি ওয়া কিতাবিম্-মাস্তূর” তিলাওয়াত করছিলেন।

২২০. بَابُ ٢٢٠

৩২০. পরিচ্ছেদ

٤٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ تَعَالَى خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ تَعَالَى أَحَدُهُمَا عَبَادُ بْنُ بِشَرٍ وَأَحَدُهُمَا أَسِيدُ بْنُ حُسَيْنٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيَّنُانِ بَيْنَ أَيْنِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ .

٤٥১ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর দু'জন সাহাবী নবী ﷺ-এর নিকট থেকে অঙ্ককার রাতে বের হলেন। তাঁদের একজন 'আবাদ ইবন বিশ্র' (রা) আর দ্বিতীয় জন সম্পর্কে আমার ধারণা যে, তিনি ছিলেন উসাইদ ইবন হ্যাইর (রা), আর উভয়ের সাথে চেরাগ সদৃশ কিছু ছিল, যা তাঁদের সামনের দিকটাকে আলোকিত করছিল। তাঁরা উভয়ে যখন পৃথক হয়ে গেলেন, তখন প্রত্যেকের সাথে একটা করে রয়ে গেল। অবশ্যে এভাবে তাঁরা নিজেদের বাড়ীতে পৌছলেন।

২২১. بَابُ الْغَوْخَةِ وَالْمَعْرِيقِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২১. পরিচ্ছেদ : মসজিদে ছোট দরজা ও পথ বানানো

٤٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَلِيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّضْرِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُشَّرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عَنْهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَلَّتْ فِي نَفْسِي مَا يُبَكِّيَ هَذَا الشَّيْءُ إِنْ يَكُنَ اللَّهُ خَيْرٌ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عَنْهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْعَبْدُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ

لَا تَبْكِ إِنْ أَمْنَ النَّاسُ عَلَىٰ فِي صَحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أَمْتَى لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ
أَخْوَةُ الْإِسْلَامِ وَمَوْدَتُهُ لَا يَقِينٌ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ أَلْأَسْدُ أَلْبَابُ أَبْيَ بَكْرٍ .

452 মুহাম্মদ ইবন সিনান (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক ভাষণে বললেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা আছে—এ দুয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের ইথিতিয়ার দিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে যা আছে—তা গ্রহণ করলেন। তখন আবু বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই বৃক্ষ কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা রয়েছে—এ দুয়ের একটা গ্রহণ করার ইথিতিয়ার দিলে তিনি আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা গ্রহণ করেছেন (এতে কাঁদার কি আছে?)। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই ছিলেন সেই বান্দা। আর আবু বকর (রা) ছিলেন আমাদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী। নবী ﷺ বললেন : হে আবু বকর, তুমি কাঁদবে না। নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমাকে যিনি সবচাইতে বেশী ইহসান করেছেন তিনি আবু বকর। আমার কোন উচ্চতকে যদি আমি খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করতাম, তবে তিনি হতেন আবু বকর। কিন্তু তাঁর সাথে রয়েছে ইসলামের ভাত্তু ও সৌহার্দ্য। আবু বকরের দরজা ব্যতীত মসজিদের কোন দরজাই রাখা হবে না, সবই বন্ধ করা হবে।

453 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخَرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِثْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَشْتَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمْنٌ عَلَىٰ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي قَحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ خَلْلَةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سُدُّواً عَنِّي كُلُّ حَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ حَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ .

454 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জু'ফী (র).....ইবন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগের সময় এক টুকরা কাপড় মাথায় পেঁচিয়ে বাইরে এসে মিষ্বরে বসলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সানা সিফাত বর্ণনার পর বললেন : জান-মাল দিয়ে আবু বকর ইবন আবু কুহাফার চাইতে অধিক কেউ আমার প্রতি ইহসান করেনি। আমি কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামের বন্ধুত্বই উত্তম। আবু বকরের দরজা ব্যতীত এই মসজিদের সকল ছোট দরজা বন্ধ করে দাও।

٣٢٢. بَابُ الْأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي أَبْنُ أَبِي مُلْكٍ يَا عَبْدَ الْمُلِكِ لَوْرَأَيْتَ مَسَاجِدَ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا

৩২২. পরিচ্ছেদ : বায়তুল্লাহ শরীফে ও অন্যান্য মসজিদে দরজা রাখা ও তালা লাগানো আবু 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন : আমাকে 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) বলেছেন যে, আমাকে সুফিয়ান (র) ইবন জুরাইজ (র) থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন : আমাকে ইবন আবী মুলায়কা (র) বলেছেন, "হে 'আবদুল মালিক! তুম ইবন 'আব্বাস (রা)-এর মসজিদ ও তার দরজাগুলো যদি দেখতে"

٤٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَقَتْبِيَّةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِيمًا مَكَّةَ فَدَعَ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَتَّأْتَهُ الْبَابُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مُمْأَلِقًا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا كَانَتْ سَاعَةً مُمْأَلِقًا خَرَجُوا قَالَ أَبْنُ عُمَرَ فَبَرَّتُ فَسَأَلَتْ بِلَالٌ صَلَّى فِيهِ فَقَلَّتْ فِي أَيِّ قَالَ بَيْنَ الْأَسْطُوَانَتِينِ قَالَ أَبْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَى أَنَّ أَسَأَلَهُ كَمْ صَلَّى .

৪৫৪ | আবু নু'মান ও কুতায়বা (র)....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন মক্কায় আসেন তখন 'উসমান ইবন তালহা (রা)-কে ডাকলেন। তিনি দরজা খুলে দিলে নবী ﷺ, বিলাল, উসামা ইবন যায়দ ও 'উসমান ইবন তালহা (রা) ভিতরে গেলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ থাকলেন। তারপর সবাই বের হলেন। ইবন 'উমর (রা) বলেন : আমি তাড়াতড়ি গিয়ে বিলাল (রা)-কে (সালাতের কথা) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : নবী ﷺ ভিতরে সালাত আদায় করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন্ স্থানে? তিনি বললেন : দুই স্তরের মাঝামাঝি। ইবন 'উমর (রা) বলেন : কয় রাক'আত আদায় করেছেন তা জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

٣٢٣. بَابُ دُخُولِ الْمُشْرِكِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২৩. পরিচ্ছেদ : মসজিদে মুশরিকের প্রবেশ

٤٥৫ حَدَّثَنَا قَتْبِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَيْثُونَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قِبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجْلٍ مِنْ بَنِي حَنْفَةَ يُقَالُ لَهُ نَمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيِ الْمَسْجِدِ .

৪৫৫ | কুতায়বা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য নজদ অভিমুখে পাঠালেন। তারা বানু হানীফা গোত্রের সুমামা ইবন উসাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এলেন। তারপর তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন।

٣٢٤. بَابُ رَفْعِ الصُّوَتِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২৪. পরিচ্ছেদ : মসজিদে আওয়ায় উচু করা

٤٥٦ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ مَجْعُوْمَ الْمَدْنِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَانُ قَالَ حَدَّثَنَا
الْجَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُسْنَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ
فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِذْهَبْ فَأَتَنِي بِهِذِينِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ مِنْ أَنْتُمَا أَوْ
مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْكُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْقَعَانِ أَصْوَاتُكُمَا فِي مَسْجِدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٤٥٦ 'আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র)....সায়িব ইবন ইয়ায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মসজিদে
নববীতে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমার দিকে একটা কাঁকর নিষ্কেপ করলো। আমি তাঁর
দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি 'উমর ইবনুল খাতাব (রা)। তিনি বললেন : যাও, এ দু'জনকে আমার
কাছে নিয়ে এস। আমি তাদের নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন : তোমরা কারাব? অথবা তিনি
বললেন : তোমরা কোনু স্থানের লোক? তারা বললো : আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন : তোমরা
যদি মদীনার লোক হতে, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা দু'জনে রাসূলুল্লাহ
ﷺ -এর মসজিদে উচ্চেঁহুরে কথা বলছো!

٤٥٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدَّادٍ دِيَنَاهُ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ
اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ
اللهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِبْعَ حُجَّرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ إِلَيْهِ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَشَارَ
بِيَدِيهِ أَنْ ضَمِّ الشَّطْرَ مِنْ دِيَنِكَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُمْ فَاقْضِيهِ .

٤٥٧ আহমদ ইবন সালিহ (র).....কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তিনি
ইবন আবু হাদরাদের কাছে তাঁর প্রাপ্য সম্পর্কে মসজিদে নববীতে তাগাদা করেন। এতে উভয়ের আওয়ায উঁচু
হয়ে গেল। এমন কি সে আওয়ায রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘর থেকে শুনতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর
ঘরের পর্দা সরিয়ে তাদের দিকে বের হয়ে এলেন এবং কা'ব ইবন মালিককে ডেকে বললেন : হে কা'ব!
উভয়ে কা'ব বললেন : লাকায়কা ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন নবী ﷺ হাতে ইশারা করলেন যে, তোমার প্রাপ্য
থেকে অর্ধেক ছেড়ে দাও। কা'ব (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাই করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ
ইবন আবু হাদরাদ (রা)-কে বললেন : উঠ এবার (বাকী) ঝণ পরিশোধ কর।

٢٢٥. بَابُ الْحِلْقِ وَالْجَلْقِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২৫. পরিচ্ছেদ : মসজিদে হালকা বাধা ও বসা

٤٥٨ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمُفْضَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنَارِ مَا تَرَى فِي صَلَةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبُحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا أُخْرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَبِرَأْ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَمْرٌ بِهِ .

৪৫৮ মুসান্দাদ (র).....ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন সাহাবী নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি মিস্ত্রে ছিলেন : আপনি রাতের সালাত কিভাবে আদায় করতে বলেন? তিনি বললেন : দু’-দু’রাক’আত করে আদায় করবে। যখন তোমাদের কারো ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় তখন সে আরো এক রাক’আত আদায় করে নিবে। আর এইটি তার পূর্ববর্তী সালাতকে বিত্র করে দেবে। [নাফি’ (র) বলেন] ইবন ‘উমর (রা) বলতেন : তোমরা বিত্রকে রাতের শেষ সালাত হিসেবে আদায় কর। কেননা নবী ﷺ এই নির্দেশ দিয়েছেন।

৪৫৯ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَتِ الصُّبُحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرَهُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ * قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ .

৪৫৯ আবু নুমান (র).....ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক সাহাবী নবী ﷺ-এর কাছে এমন সময় আসলেন যখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : রাতের সালাত কিভাবে আদায় করতে হয়? নবী ﷺ বললেন : দু’রাক’আত দু’রাক’আত করে আদায় করবে। আর যখন ভোর হওয়ার আশংকা করবে, তখন আরো এক রাক’আত আদায় করে নিবে। সে রাক’আত তোমার আগের সালাতকে বিত্র করে দিবে। ওয়ালীদ ইবন কাসীর (র) বলেন : উবায়দুল্লাহ ইবন ‘আবদুল্লাহ (র) আমার কাছে বলেছেন যে, ইবন ‘উমর (রা) তাঁদের বলেছেন : এক সাহাবী নবী ﷺ-কে সম্মোদ্ধন করে বললেন, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন।

৪৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِشْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدِ الْلَّيْثِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةُ فَأَقْبَلَ إِثْنَانٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ ذَهَبَ وَاحِدًا ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَاسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ التَّلَاثَةِ ، أَمَا بুখারী শরীফ (১)-৭৩

أَحَدُهُمْ فَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ ، وَآمَّا الْأُخْرُ فَاسْتَحْيَا اللَّهَ مِنْهُ ، وَآمَّا الْأُخْرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ .

৪৬০ ‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র).....আবু ওয়াকিদ লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এগিয়ে এলেন আর একজন চলে গেলেন। এমন সময় তিনজন লোক এলেন। তাঁদের দু’জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এগিয়ে এলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি মজলিসের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি পিঠটান দিয়ে সরে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাবার্তা থেকে অবসর হয়ে বললেন : আমি কি তোমাদের ঐ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দেব ? এক ব্যক্তি তো আল্লাহর দিকে অগ্রসর হলো। আল্লাহও তাকে আশ্রয় দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি লজ্জা করলো, আর আল্লাহ তা’আলা ও তাকে (বঞ্চিত করতে) লজ্জাবোধ করলেন। তৃতীয় ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, কাজেই আল্লাহও তার থেকে ফিরে থাকলেন।

٢٢٦. بَابُ الْإِسْتِقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২৬. পরিচ্ছেদ : মসজিদে চিত হয়ে শোয়া

৪৬১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِبْرِيزِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّبِيعِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى * وَعَنْ إِبْرِيزِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ كَانَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ .

৪৬১ ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র).....‘আবুদাদ ইবন তামীম (র) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (তাঁর চাচা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে চিত হয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে ওয়ে থাকতে দেখেছেন। ইবন শিহাব (র) সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘উমর ও ‘উসমান (রা) একুপ করতেন।

٢٢٧. بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَبٍ بِالنَّاسِ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيْوبُ بْنُ مَالِكٍ

৩২৭. পরিচ্ছেদ : লোকের অসুবিধা না হলে রাস্তায় মসজিদ বানানো বৈধ। হাসান বসরী, আয়ুব এবং মালিক (র) একুপ বলেছেন।

৪৬২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرِيزِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَسْوَةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبْوَى إِلَّا وَهُمَا يَدِينَ الدِّينَ وَلَمْ يَمْرُ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ، ثُمَّ بَدَا لَيْلًا بَكْرٌ فَابْتَتَنِي مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقْفَ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاءُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْتَرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءً لَا يَمْلِكُ

عَيْنِهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ।

৪৬২ ইয়াহুয়া ইবন বুকায়র (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মী ‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমার জ্ঞানমতে আমি আমার মাতা-পিতাকে সব সময় দীনের অনুসরণ করতে দেখেছি । আর আমাদের এমন কোন দিন যায়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে দিনের উভয় প্রান্তে সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের কাছে আসেন নি । তারপর আবু বকর (রা)-এর মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিল । তিনি তাঁর ঘরের আঙ্গনায় একটি মসজিদ তৈরী করলেন । তিনি এতে সালাত আদায় করতেন ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন । মুশরিকদের মহিলা ও ছেলেমেয়েরা সেখানে দাঁড়াতো এবং এতে তারা বিশ্বিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো । আবু বকর (রা) ছিলেন একজন অধিক রোদনকারী ব্যক্তি । তিনি কুরআন পড়া শুরু করলে অক্ষ সংবরণ করতে পারতেন না । তাঁর এ অবস্থা নেতৃস্থানীয় মুশরিক কুরাইশদের শংকিত করে তুলল ।

۳۲۸. بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ وَصَلَّى إِبْنُ عَمِّنْ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُفْلِقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ

৩২৮. পরিচ্ছেদ : বাজারের মসজিদে সালাত আদায়

ইবন ‘আওন (র) ঘরের মসজিদে সালাত আদায় করতেন যার দরজা বন্ধ করা হতো
৪৬৩ حَدَثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعَشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ الوضوءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يُخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَ عَنْهُ بِهَا خَطْبَيْنَ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ تَحْسِبُهُ وَتُصْلِي الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَادَمَ فِي مَجَلسِهِ الَّذِي يُصْلِي فِيهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُؤْذِي حَدِيثُ فِيهِ ।

৪৬৩ মুসাদ্দাদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : জামা আতের সাথে সালাত আদায় করলে ঘর বা বাজারে সালাত আদায় করার চাইতে পঁচিশ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি পায় । কেননা, তোমাদের কেউ যদি ভাল করে উয় করে কেবল সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, সে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত যতবার কদম রাখে তার প্রতিটির বিনিময়ে আল্লাহ তা’আলা তার মর্যাদা ক্রমান্বয়ে উন্নীত করবেন এবং তার এক-একটি করে গুনাহ মাফ করবেন । আর মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তাকে সালাতেই গণ্য করা হয় । আর সালাতের শেষে সে যতক্ষণ ঐ স্থানে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তার জন্যে এ বলে দু’আ করেন : ইয়া আল্লাহ ! তাকে ক্ষমা করুন, ইয়া আল্লাহ ! তাকে রহম করুন—যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয়, সেখানে উয় ভঙ্গের কাজ না করে ।

۳۲۹. بَابُ تَشْبِيْكِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

৩২৯. পরিচ্ছেদ : মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলে প্রবেশ করানো

٤٦٤ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَقَدْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِينِ عَمْرٍو قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ * وَقَالَ عَاصِمٌ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيهِ فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَقَوْمَهُ لَمْ يَأْقُدْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ وَهُوَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ يُكَيْفِي إِذَا بَقَيْتَ فِي حَثَّالَةِ مِنَ النَّاسِ بِهَذَا ۔

৪৬৪ হামিদ ইবন 'উমর (র).....ইবন 'উমর বা ইবন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলে প্রবেশ করান। 'আসিম ইবন 'আলী (র) থেকে বর্ণিত 'আসিম ইবন মুহম্মদ (র) বলেন : আমি এ হাদীস আমার পিতা থেকে শুনেছিলাম, কিন্তু আমি তা শ্রবণ রাখতে পারিনি। এরপর এ হাদীসটি আমাকে ঠিকভাবে বর্ণনা করেন ওয়াকিদ (র) তাঁর পিতা থেকে। তিনি বলেন : আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : হে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর! যখন তুমি নিকৃষ্ট লোকদের সাথে অবস্থান করবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে?

وَلَفَظُهُ فِي جَمِيعِ الْحَمْيَدِيِّ فِي مُسْنَدِ أَبْنِ عُمَرَ شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ وَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا بَقَيْتَ فِي حَثَّالَةِ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجْتُ عَهْدَهُمْ وَأَمَانَاتَهُمْ وَاحْتَفَفُوا فَصَارُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَكَيْفُ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَأْخُذُ مَا تُغَرِّفُ وَتَدْعَ مَا تُتَكْرِرُ تُقْبِلُ عَلَى خَاصِّكَ وَتَدْعُهُمْ وَعَوَاهُمْ ۔

- عینی ج ৪ ص ২৬০

হুমায়দী (র) তাঁর 'আল জাম'উ বাইনাস সাহীহায়ন' গ্রন্থে ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এক্সপ বর্ণনা করেন, "নবী ﷺ এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলে প্রবেশ করান এবং বলেন : হে 'আবদুল্লাহ! যখন তুমি নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে তখন তোমার অবস্থা কি হবে? তাদের অঙ্গীকার পূরণ করা হবে না ও আমানতে খেয়ানত করা হবে এবং তাদের মতানৈক্য দেখা দিবে। আর তারা এক্সপ হয়ে যাবে এবং তিনি এক হাতের আঙুল আর এক হাতে প্রবেশ করান। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন : "ইয়া রাসূলুল্লাহ, তখন আমি কি করব? তিনি বললেন, যা তুমি শরী'আতসম্ভত বলে জান। তা গ্রহণ কর, আর যা শরী'আতবিরোধী বলে মনে করবে তা বর্জন করবে। আর তুমি নিজেকে নিজে বাঁচাবে, আর সাধারণ লোককে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিবে।"—'উমদাতুল কুরী, ৪খ, পৃ. ২৬০

৪৬৫ حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنَ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةَ أَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيهِ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ كَالْبَنِيَّانِ يَشَدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ .

৪৬৫ খালদ ইবন ইয়াহ্যা (র).....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্যে ইমারততুল্য, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এ বলে তিনি

এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন।

৪৬ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَمِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنَى عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنًا رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى أَحَدَى صَلَاتَى الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ قَدْ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نَسِيَتْ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنًا رَكْعَتِينِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْكَأَ عَلَيْهَا كَانَهُ غَضِبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهِيرِ كَفِهِ الْيُسْرَى وَخَرَجَتِ السَّرَّاعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصْرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدِهِ طُولٌ يَقَالُ لَهُ نُوَيْدَيْنُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسَيْتَ أَمْ قَصْرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ نُوَيْدَيْنُ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ فَرِيمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِتَّ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنَ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ .

৪৬ ইসহাক (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদের বিকালের এক সালাতে ইমামতি করলেন। ইব্ন সীরীন (র) বলেন : আবু হুরায়রা (রা) সালাতের নাম বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : তিনি আমাদের নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদে রাখা এক টুকরা কাঠের উপর ডর দিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে রাগারিত মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর ডান হাত বাঁ হাতের উপর রেখে এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। আর তাঁর ডান গাল বাম হাতের পিঠের উপর রাখলেন। যাঁদের তাড়া ছিল তাঁরা মসজিদের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। সাহাবীগণ বললেন : সালাত কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবু বকর (রা) এবং 'উমর (রা)-ও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। আর লোকজনের মধ্যে লম্বা হাত বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁকে "যুল-ইয়াদাইন" বলা হতো, তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি সালাত সংক্ষেপ করা হয়েছে? তিনি বললেন : আমি ভুলিনি এবং সালাত সংক্ষেপও করা হয়নি। এরপর (অন্যদের) জিজ্ঞাসা করলেন : যুল-ইয়াদাইনের কথা কি ঠিক? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তারপর তিনি এগিয়ে এলেন এবং সালাতের বাদপড়া অংশটুকু আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন ও তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মতো বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। পরে আবার তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মত বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। লোকেরা প্রায়ই ইব্ন সীরীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করতো, "পরে কি তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন?" তখন ইব্ন সীরীন (র) বলতেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'ইমরান ইব্ন হসায়ন (রা) বলেছেন : তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন।

٣٢٠. بَابُ الْمَسْجِدِ الَّتِي عَلَى طَرْقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ

৩৩০. পরিচ্ছেদ : মদীনার রাস্তার মসজিদসমূহ এবং যে সকল স্থানে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছিলেন

٤٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقْدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضِيلُ بْنُ سَلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتَحَرَّى أَسَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصْلِي فِيهَا ، وَيَحْدِثُ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصْلِي فِيهَا ، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصْلِي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ * قَالَ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصْلِي فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ وَسَأَلَتْ سَالِمًا فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا وَاقِفًا نَافِعًا فِي الْأَمْكِنَةِ كُلِّهَا إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي مَسْجِدِ بِشَرَفِ الرُّوحَاءِ .

৪৬৭ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (র).....মুসা ইবন ‘উকবা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সালিম ইবন ‘আবদুল্লাহ (রা)-কে রাস্তার বিশেষ বিশেষ স্থান অনুসন্ধান করে সে সব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বর্ণনা করতেন যে, তাঁর পিতাও এসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। আর তিনিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এসব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। মুসা ইবন ‘উকবা (র) বলেন : নাফি‘ (র)-ও আমার কাছে ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। তারপর আমি সালিম (র)-কে জিজ্ঞাসা করি। আমার জানামতে তিনিও সেসব স্থানে সালাত আদায়ের ব্যাপারে নাফি‘ (র)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন; তবে ‘শারাফুর-রাওহা’ নামক স্থানের মসজিদের ব্যাপারে তাঁরা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

٤٦٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحَلِيفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمَرَةَ فِي مَوْضِيِّ الْمَسْجِدِ الَّذِي يَنْزِلُ بِذِي الْحَلِيفَةِ ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ وَكَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ أَوْ حَجَّ أَوْ عُمْرَةَ هَبَطَ بِطْنَ وَادِ ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفَيْرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي يَرْجَأَهُ وَلَا عَلَى الْأَكْمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ثُمَّ خَلَجَ يُصْلِي عَبْدَ اللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُتُبًّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يُصْلِي فَدَحًا السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دُفِنَ ذَلِكَ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصْلِي فِيهِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّفِيرِ الَّذِي تَوَنَّ الْمَسْجِدُ الَّذِي بِشَرَفِ الرُّوحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصْلِي ، وَذَلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَاجَةِ الطَّرِيقِ الْيَمِنِيِّ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمِيَّةً بِحَجْرٍ أَوْ تَحْوُذُكَ ، وَأَنَّ أَبْنَ عُمَرَ كَانَ يُصْلِي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ

مُنْصَرِفِ الرُّوحَاءِ ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ اِنْتَهَى طَرَفُهُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرِفِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ ابْتَثَيْتَ لَمْ مَسْجِدًا فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصْلِي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتَرَكُهُ عَنْ يُسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصْلِي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرْجُحُ مِنَ الرُّوحَاءِ فَلَا يُصْلِي الظَّهَرَ حَتَّى يَأْتِي ذَلِكَ الْمَكَانَ فَيُصْلِي فِيهِ الظَّهَرَ وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبُحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ أَخْرِ السَّحْرِ عَرْسَ حَتَّى يُصْلِي بِهَا الصُّبُحَ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزَلُ تَحْتَ سَرَحَةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُّوْبَيْتَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوَجَاءَ الطَّرِيقَ فِي مَكَانٍ بَطْعَ سَهْلٍ حَتَّى يَقْضِي مِنْ أَكْمَةِ دُوَيْنَ بِرِيدِ الرُّوْبَيْتَةِ بِعِيلَيْنِ ، وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَانْشَأَ فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُلُّ كُثُرَةٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَدَاءِ الْعَرْجِ وَأَنَّ ذَاهِبَ إِلَى هَضْبَةِ عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةَ عَلَى الْقُبُوْدِ رَضِمَ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرْجُحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمْلِي الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصْلِي الظَّهَرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يُسَارِ الطَّرِيقِ فِي مَسِيلِ دُونَ هَرْشَى ذَلِكَ الْمَسِيلُ لَا صِقَّ بِكَرَاعِ هَرْشَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غُلُوْبٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُصْلِي إِلَى سَرَحَةٍ هِيَ أَقْرَبُ السَّرَحَاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزَلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مِنَ الظَّهَرَانِ قَبْلَ الْمَدِيْنَةِ حِينَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفَرَاوَاتِ يَنْزَلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنْ يُسَارِ الطَّرِيقِ وَأَنَّ ذَاهِبَ إِلَى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمِيَّةٌ بِحَجَرٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزَلُ بِذِي طُوْى وَبِيَثْتَ حَتَّى يُصْبِحَ يُصْلِي الصُّبُحَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ وَمُصْلِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّهُ وَلَكِنَّ أَشْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِيْظَةٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِسْتَقْبَلَ فُرُضَتَى الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الْطَوْيَلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ لَمْ يُسَارَ الْمَسْجِدَ بِطَرْفِ الْأَكْمَةِ وَمُصْلِي النَّبِيَّ ﷺ أَشْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السُّودَاءِ تَدَعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشَرَةً أَنْزِرُ أَوْ نَحْوَهَا لَمْ تُصْلِي مُسْتَقْبِلَ الْفُرُضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ .

‘উমরা ও হজের জন্যে রওয়ানা হলে ‘যুল-হুলায়ফা’য় অবতরণ করতেন, বাবলা গাছের নীচে ‘যুল-হুলায়ফা’র মসজিদের স্থানে। আর যখন কোন যুদ্ধ থেকে অথবা হজ বা ‘উমরা করে সেই পথে ফিরতেন, তখন উপত্যকার মাঝখানে অবতরণ করতেন। যখন উপত্যকার মাঝখান থেকে উপরের দিকে আসতেন, তখন উপত্যকার তীরে অবস্থিত পূর্ব নিম্নভূমিতে উট বসাতেন। সেখানে তিনি শেষ রাত থেকে ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম করতেন। এ স্থানটি পাথরের উপর নির্মিত মসজিদের কাছে নয় এবং যে মসজিদ টিলার উপর, তার নিকটেও নয়। এখানে ছিল একটি বিল, যার পাশে ‘আবদুল্লাহ (রা) সালাত আদায় করতেন। এর ভিতরে কতগুলো বালির স্তুপ ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানেই সালাত আদায় করতেন। তারপর নিম্নভূমিতে পানির প্রবাহ হয়ে ‘আবদুল্লাহ (রা) যে স্থানে সলাত আদায় করতেন তা সমান করে দিয়েছে। ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) [নাফি’ (র)-কে] বলেছেন : নবী ﷺ ‘শারাফুর-রাওহা’র মসজিদের কাছে ছোট মসজিদের স্থানে সলাত আদায় করেছিলেন। নবী ﷺ যেখানে সলাত আদায় করেছিলেন, ‘আবদুল্লাহ (রা) সে স্থানের পরিচয় দিতেন এই বলে যে, যখন তুমি মসজিদে সলাতে দাঁড়াবে তখন তা তোমার ডানদিকে। আর সেই মসজিদটি হলো যখন তুমি (মদীনা থেকে) মক্কা যাবে তখন তা ডানদিকের রাস্তার এক পাশে থাকবে। সে স্থান ও বড় মসজিদের মাঝখানে ব্যবধান হলো একটি টিল নিক্ষেপ পরিমাণ অথবা তার কাছাকাছি। আর ইবন ‘উমর (রা) ‘রাওহা’র শেষ মাথায় ‘ইরক’ (ছোট পাহাড়)-এর কাছে সলাত আদায় করতেন। সেই ‘ইরক’-এর শেষ প্রান্ত হলো রাস্তার পাশে মসজিদের কাছাকাছি মক্কা যাওয়ার পথে রাওহা ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) এই মসজিদে সলাত আদায় করতেন না, বরং সেটাকে তিনি বামদিকে ও পেছনে ফেলে অসহসর হয়ে ‘ইরক’-এর নিকটে সলাত আদায় করতেন। আর ‘আবদুল্লাহ (রা) রাওহা থেকে বেরিয়ে এ স্থানে পৌছার আগে যোহরের সলাত আদায় করতেন না। সেখানে পৌছে যোহর আদায় করতেন। আর মক্কা থেকে আসার সময় এ পথে ভোরের এক ঘন্টা আগে বা শেষ রাতে আসলে তথায় অবস্থান করে ফজরের সলাত আদায় করতেন। ‘আবদুল্লাহ (রা) আরো বর্ণনা করেন : নবী ﷺ ‘রুওয়ায়ছা’র নিকটে রাস্তার ডানদিকে রাস্তা সংলগ্ন প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একটা বিলাটি গাছের নীচে অবস্থান করতেন। তারপর তিনি ‘রুওয়ায়ছা’র ডাকঘরের দু’মাইল দূরে টিলার পাশ দিয়ে রওয়ানা হতেন। বর্তমানে গাছটির উপরের অংশ ভেঙে গিয়ে মাঝখানে ঝুঁকে গেছে। গাছের কাণ্ড এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আর তার আশেপাশে অনেকগুলো বালির স্তুপ বিস্তৃত রয়েছে। ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) আরো বর্ণনা করেছেন : ‘আরজ’ গ্রামের পরে পাহাড়ের দিকে যেতে যে উচ্চভূমি রয়েছে, তার পাশে নবী ﷺ সলাত আদায় করেছেন। এই মসজিদের পাশে দু’তিনটি কবর আছে। এসব কবরে পাথরের বড় বড় খণ্ড পড়ে আছে। রাস্তার ডান পাশে গাছের নিকটেই তা অবস্থিত। দুপুরের পর সূর্য ঢলে পড়লে ‘আবদুল্লাহ (রা) ‘আরজ’-এর দিক থেকে এসে গাছের মধ্য দিয়ে যেতেন এবং এই মসজিদে যোহরের সলাত আদায় করতেন। ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) আরো বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে রাস্তার বাঁ দিকে বিলাটি গাছগুলির কাছে অবতরণ করেন যা ‘হারশা’ পাহাড়ের নিকটবর্তী নিম্নভূমির দিকে চলে গেছে। সেই নিম্নভূমিটি ‘হারশা’-এর এক প্রান্তের সাথে মিলিত। এখান থেকে সাধারণ সড়কের দূরত্ব প্রায় এক তীর নিক্ষেপের পরিমাণ। ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) সেই গাছগুলির মধ্যে একটির কাছে সলাত আদায় করতেন, যা ছিল রাস্তার নিকটবর্তী এবং সবচাইতে উচু। ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) আরো বর্ণনা করেছেন

যে, নবী ﷺ অবতরণ করতেন 'মাররু যাহরান' উপত্যকার শেষ প্রান্তে নিম্নভূমিতে, যা মদীনার দিকে যেতে ছোট পাহাড়গুলোর নীচে অবস্থিত। তিনি সে নিম্নভূমির মাঝখানে অবতরণ করতেন। এটা মক্কা যাওয়ার পথে বাম পাশে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মন্দিল ও রাস্তার মাঝে দূরত্ব এক পাথর নিক্ষেপ পরিমাণ। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) তাঁকে আরও বলেছেন যে, নবী ﷺ 'যু-তুওয়া'য় অবতরণ করতেন এবং এখানেই রাত যাপন করতেন আর মক্কায় আসার পথে এখানেই ফজরের সালাত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত আদায়ের সেই স্থানটা ছিল একটা বড় টিলার উপরে। যেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেখানে নয় বরং তার নীচে একটা বড় টিলার উপর। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) তাঁদের কাছে আরও বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ পাহাড়ের দু'টো প্রবেশপথ সামনে রাখতেন যা তার ও দীর্ঘ পাহাড়ের মাঝখানে কা'বার দিকে রয়েছে। বর্তমানে সেখানে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেটিকে তিনি ইব্ন 'উমর (রা)] টিলার প্রান্তের মসজিদটির বাম পাশে রাখতেন। আর নবী ﷺ-এর সালাতের স্থান ছিল এর নীচে কাল টিলার উপরে। টিলা থেকে প্রায় দশ হাত দূরে দু'টো পাহাড়ের প্রবেশপথ যা তোমার ও কা'বার মাঝখানে রয়েছে—সামনে রেখে তুমি সালাত আদায় করবে।

٣٣١. بَابُ سُتُّرَةِ الْأَمَامِ سُتُّرَةُ مَنْ خَلَفَهُ

৩৩১. পরিচ্ছেদ : ইমামের সূতরাই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট

৪৬৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسَ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلَ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِي وَأَنَا يَوْمَنِي فَدَنَاهَزْتُ الْأَحْتَلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنْيَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِّ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَّلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٍ .

৪৭০ [আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).]..... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একটা মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এলাম, তখন আমি ছিলাম সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে দেওয়াল ব্যতীত অন্য কিছুকে সূতরা বানিয়ে মিনায় লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। কাতারের কিছু অংশ অতিক্রম করে আমি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলাম। গাধীটিকে চরাতে দিয়ে আমি কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। আমাকে কেউই এ কাজে বাধা দেয়নি।

৪৭০ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَنَّ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمْرَ بِالْحَرَبَةِ فَتَوَضَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءُهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّفَرِ فَمِنْ ثُمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءُ .

৪৭০ ইসহাক (র). ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন যখন বের হতেন তখন

তাঁর সামনে ছোট নেয়া (বল্লম) পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিতেন। সেদিকে মুখ করে তিনি সালাত আদায় করতেন। আর লোকজন তাঁর পেছনে দাঁড়াতো। সফরেও তিনি তাই করতেন। এ থেকে শাসকগণও এটা অবলম্বন করেছেন।

٤٧١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقْوُلُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زَرْأَةَ الظَّهَرِ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمَرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ .

৪৭১ আবুল ওয়ালীদ (র)..... ‘আওন ইবন আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে ‘বাতহা’ নামক স্থানে যোহরের দুরাক ‘আত’ ও আসরের দুরাক ‘আত’ সালাত আদায় করেন। তখন তাঁর সামনে ছড়ি পুঁতে রাখা হয়েছিল। তাঁর সম্মুখ দিয়ে (সুতরার বাইরে) মহিলা ও গাধা চলাচল করতো।

٣٢٢. بَابُ قَدْرِكُمْ يَنْتَهِيُ أَنْ يُكُونَ بَيْنَ الْمُصْلَى وَالسُّتْرِ

৩৩২. পরিচ্ছেদ : মুসল্লী ও সুতরার মাঝখানে কি পরিমাণ দূরত্ব থাকা উচিত

٤٧২ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرَّ الشَّاءِ .

৪৭২ ‘আমর ইবন যুরারা (র)..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের স্থান ও দেওয়ালের মাঝখানে একটা বকরী চলার মত ব্যবধান ছিল।

٤٧٣ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَبْدِيْرِ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِثْبَرِ مَاكَادِ الشَّاءَةُ تَجْوِزُهَا .

৪৭৩ ৪৭৩ মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র)..... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মসজিদের দেওয়াল ছিল মিস্বরের এত কাছে যে, মাঝখান দিয়ে একটা বকরীর ও চলাচল কঠিন ছিল।

٣٢٣. بَابُ الصُّلَّةِ إِلَى الْحَرَبَةِ

৩৩৩. পরিচ্ছেদ : বর্ষা সামনে রেখে সালাত আদায়

٤٧৪ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرْكِزُ لَهُ الْحَرَبَةَ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا .

৪৭৪ মুসান্দাদ (র)..... ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর সামনে বর্ষা পুঁতে রাখা হতো, আর তিনি সেদিকে সালাত আদায় করতেন।

٣٤٤. بَابُ الصُّلَّةِ إِلَى الْعَزَّةِ

৩৩৪. পরিচ্ছেদ : লৌহযুক্ত ছড়ি সামনে রেখে সালাত আদায়

৪৭৫ حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنَ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَهْرَبِ بِالْمَهْرَبِ فَأَتَى بِوَضْعِهِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظَّهَرَ وَالعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَزَّةُ وَالْمَرَأَةُ وَالْحِمَارُ يَمْرُّنُ مِنْ وَرَانِهَا .

৪৭৫ আদম (র).....'আওন ইব্ন আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন : একদিন দুপুরে আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনলেন। তাঁকে উয়ূর পানি দেওয়া হলো। তিনি উয়ূর করলেন এবং আমাদের নিয়ে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাতের সময় তাঁর সামনে ছিল লৌহযুক্ত ছড়ি, যার বাইরের দিক দিয়ে মহিলা ও গাঢ়া চলাচল করতো।

৪৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَرِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَادَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعَتْهُ أَنَا وَغَلَامٌ وَمَعْنَا عُكَازَةً أَوْ عَصَمًا أَوْ عَزَّةً وَمَعْنَا إِداوَةً فَإِنَّا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَأْوَلْنَاهُ الْأِدَاؤَةَ .

৪৭৬ মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন বরী' (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন, তখন আমি ও একজন বালক তাঁর পিছনে যেতাম। আর আমাদের সাথে থাকতো একটা লাঠি বা একটা ছড়ি অথবা একটা ছোট নেয়া, আরো থাকতো একটা পানির পাত্র। তিনি তাঁর প্রয়োজন সেরে নিলে আমরা তাঁকে ঐ পাত্রটি দিতাম।

٣٤٥. بَابُ السُّرَّةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

৩৩৫. পরিচ্ছেদ : মক্কা ও অন্যান্য স্থানে সুতরা

৪৭৭ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحُكْمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَهْرَبِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظَّهَرَ وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنُصِيبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَزَّةُ وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسَ يَتَسَمَّحُونَ بِوَضْعِهِ .

৪৭৭ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন দুপুরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে তাশরীফ আনলেন। তিনি 'বাতহা' নামক স্থানে যোহর ও 'আসরের সালাত দু'-দু'রাক' আত করে আদায় করলেন। তখন তাঁর সামনে একটা লৌহযুক্ত ছড়ি পুঁতে রাখা হয়েছিল।

তিনি যখন উঝুক রহিলেন, তখন সাহাবীগণ তাঁর উঝুর পানি নিজেদের শরীরে (বরকতের জন্য) মসেহ করতে লাগলো।

٣٣٦. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأَسْطُوَانِ

وَقَالَ عُمَرُ الْمُصْلِحُونَ أَحَقُّ بِالسُّوَارِيِّ مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا وَدَأَى بِنْ عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أَسْطُوَانِتَيْنِ فَأَذْنَاهُ إِلَى سَارِيَةِ فَقَالَ صَلِّ إِلَيْهَا

৩৩৬. পরিচ্ছেদ : স্তন্ত (থাম) সামনে রেখে সালাত আদায়

‘উমর (রা) বলেন : বাক্যালাপে রত ব্যক্তিদের চাইতে মুসল্লীরাই স্তন্ত সামনে রাখার বেশী অধিকারী। এক সময় ইবন ‘উমর (রা) দেখলেন, এক ব্যক্তি দুটো স্তন্তের মাঝখানে সালাত আদায় করছে। তখন তিনি তাকে একটি স্তন্তের কাছে এনে বললেন : এটি সামনে রেখে সালাত আদায় কর

٤٧٨ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَتَيْ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأَسْطُوَانِ إِلَيْهِ الْمُصْحَفَ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَأَكَ تَشَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأَسْطُوَانِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا .

৪৭৮ মক্কী ইবন ইবরাহীম (র).....ইয়ায়ীদ ইবন আবু ‘উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি সালামা ইবনুল আকওয়া’ (রা)-এর কাছে আসতাম। তিনি সর্বদা মসজিদে নববীর সেই স্তন্তের কাছে সালাত আদায় করতেন যা ছিল মাসহাফের নিকটবর্তী। আমি তাঁকে বললাম : হে আবু মুসলিম! আমি আপনাকে সর্বদা এই স্তন্ত খুঁজে বের করে সামনে রেখে সালাত আদায় করতে দেখি (এর কারণ কি?) তিনি বললেন : আমি নবী ﷺ-কে এটি খুঁজে বের করে এর কাছে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٤٧٩ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَقِيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَدَرَّبُونَ السُّوَارِيَّ عِنْدَ الْمَغْرِبِ * وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَنَسِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ .

৪৭৯ কাবীসা (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের পেয়েছি। তাঁরা মাগরিবের সময় দ্রুত স্তন্তের কাছে যেতেন। শু’বা (র) ‘আমর (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে (এ হাদীসে) অতিরিক্ত বলেছেন : নবী ﷺ বেরিয়ে আসা পর্যন্ত।

٣٣٧. بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ السُّوَارِيِّ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

৩৩৭. পরিচ্ছেদ : জামা’আত ব্যক্তীত স্তন্তসমূহের মাঝখানে সালাত আদায় করা

٤٨٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالُ فَاطَّالُ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَئْرِهِ فَسَأَلْتُ بِلَالاً أَيْنَ صَلَى قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقْدَمَيْنِ .

৪৮০ **মূসা ইবন ইসমাইল (র).....ইবন উমর (রা)** থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-বায়তুল্লাহ-এ প্রবেশ করেছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইবন যায়দ (রা), 'উসমান ইবন তালহা (রা) এবং বিলাল (রা)। তিনি অনেকক্ষণ ভিতরে ছিলেন। তারপর বের হলেন। আর আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর পরে প্রবেশ করেছে। আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ-কোথায় সালাত আদায় করেছেন? তিনি জবাব দিলেন : সামনের দুই স্তম্ভের মাঝে ।

٤٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالَ وَعُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ الْحَجَّيِ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلَالاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمَدَةَ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمَدَةِ ثُمَّ صَلَى * وَقَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، فَقَالَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ .

৪৮১ **আবদুল্লাহ ইবন ইসমুফ (র).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)** থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-আর উসামা ইবন যায়দ, বিলাল এবং 'উসমান ইবন তালহা হাজাবী (রা) কাঁবা শরীফে প্রবেশ করলেন। নবী ﷺ-এর প্রবেশের সাথে 'উসমান (রা) কাঁবার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ ভিতরে ছিলেন। বিলাল (রা) বের হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম : নবী ﷺ-কি করলেন? তিনি জওয়াব দিলেন : একটা স্তম্ভ বাম দিকে, একটা স্তম্ভ ডান দিকে আর তিনটা স্তম্ভ পেছনে রাখলেন। আর তখন বায়তুল্লাহ ছিল ছয়টি স্তম্ভ বিশিষ্ট। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] ইসমাইল (র) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ইমাম মালিক (র) বলেছেন যে, তাঁর (নবীর) ডান পাশে দুটো স্তম্ভ ছিল।

৩২৮. بَابُ

৩৩৮. পরিচ্ছেদ

٤٨٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَ قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهِيرَهِ فَمَشَ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَى بِتَوْخَى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَى فِيهِ . قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ أَنْ صَلَى فِي أَيِّ نَوْاحِي الْبَيْتِ شَاءَ .

৪৮২ ইবরাহীম ইব্ন মুনয়ির (র).....নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ (রা) যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করতেন তখন সামনের দিকে চলতে থাকতেন এবং দরজা পেছনে রাখতেন। এভাবে এগিয়ে গিয়ে যেখানে তাঁর ও দেওয়ালের মাঝে প্রায় তিন হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকতো, সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন। তিনি সে স্থানেই সালাত আদায় করতে চাইতেন, যেখানে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছিলেন বলে বিলাল (রা) তাঁকে খবর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন : কা'বা ঘরের যে-কোন প্রান্তে ইচ্ছা, সালাত আদায় করায় আমাদের কারো কোন দোষ নেই।

بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الرُّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

৩৩৯. পরিচ্ছেদ : উটনী, উট, গাছ ও হাওদা সামনে রেখে সালাত আদায় করা

৪৮৩ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقْدَمِيُّ الْبَصَرِيُّ حَدَثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّيُ إِلَيْهَا فَلَمْ أَفْرَأَيْتُ إِذَا هَيَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّيُ إِلَى أُخْرَتِهِ أَوْ قَالَ مُؤْخِرِهِ وَكَانَ أَبْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ .

৪৮৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মুকাদ্দামী বসরী (র).....ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর উটনীকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। (রাবী নাফি' [র] বলেন :) আমি ('আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর [রা] কে) জিজ্ঞাসা করলাম : যখন সওয়ারী নড়াচড়া করতো তখন (তিনি কি করতেন)? তিনি বলেন : তিনি তখন হাওদা নিয়ে সোজা করে নিজের সামনে রাখতেন, আর তার শেষাংশের দিকে সালাত আদায় করতেন। (নাফি' [র] বলেন :) ইব্ন 'উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ

৩৪০. পরিচ্ছেদ : চৌকি সামনে রেখে সালাত আদায় করা

৪৪ حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْدَلْتُمُونَا بِالْكِتْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فِيَّ جِئِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَقُولُ وَسِطِّ السَّرِيرِ فَيُصَلِّي فَكُرِهَ أَنْ أَسْنَحَهُ فَأَنْسَلَ مِنْ قِبَلِ رِجْلِيِّ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَ مِنْ لِحَافِي .

৪৪ 'উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমরা আমাদেরকে কুকুর, গাধার সমান করে ফেলেছ ! আমি নিজে এ অবস্থায় ছিলাম যে, আমি চৌকির উপর শয়ে থাকতাম আর নবী ﷺ এসে চৌকির মাঝে বরাবর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। এভাবে আমি সামনে থাকা পদ্ধতি করতাম না। তাই আমি চৌকির পায়ের দিকে সরে গিয়ে চুপি চুপি নিজের লেপ থেকে বেরিয়ে পড়তাম।

٤٤١. بَابُ لِيَرْدُ الْمُصَلِّيِّ مِنْ مَرْبَيْنَ يَدِيهِ، وَدَدُ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشْهِدِ فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ إِنَّ أَبِي إِلَّا أَنْ
يُقَاتِلَهُ

৩৪১. পরিচ্ছেদ : সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে মুসল্লীর বাধা দেয়া উচিত
ইবন 'উমর (রা) তাশাহুদে বসা অবস্থায় এবং কা'বা শরীফেও (অতিক্রমকারীকে) বাধা
দিয়েছেন এবং তিনি বলেন, সে অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকতে অঙ্গীকার করে লড়তে
চাইলে মুসল্লী তার সাথে লড়বে

৪৪৫ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا
سَعِيدَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ .

حَوْلَ حَدَّثَنَا أَدْمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هَلَالٍ الْعَوَيْ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو صَالِحِ السَّمَانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدَ الْخَدْرِيَّ فِي يَوْمٍ جُمُعَةً يُصَلِّي إِلَى شَمْرٍ يَسْتَرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ
شَابٌ مِنْ بَنْيِ أَبِي مُعِيطٍ أَنْ يُجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا
بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيُجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَّاهُ إِلَيْهِ
مَالَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَالَكُ وَالْأَبْنُ أَخْيُكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَكُمْ إِلَى شَمْرٍ يَسْتَرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيَدْفَعَهُ فَإِنَّ
أَبِي فَلِيقَاتِلَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

৪৪৫ আবু মামার (র) ও আদম ইবন আবু ইয়াস (র).....আবু সালেহ সামান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন : আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে দেখেছি। তিনি জুমু'আর দিন লোকদের জন্য সুতরা হিসাবে কোন
কিছু সামনে রেখে সালাত আদায় করছিলেন। আবু মু'আইত গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে দিয়ে যেতে
চাইল। আবু সাঈদ খুদরী (রা) তার বুকে ধাক্কা মারলেন। যুবকটি লক্ষ্য করে দেখলো যে, তাঁর সামনে দিয়ে
যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এজন্যে সে পুনরায় তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইল। এবারে আবু সাঈদ
খুদরী (রা) প্রথমবারের চাইতে জোরে ধাক্কা দিলেন। ফলে আবু সাঈদ (রা)-কে তিরক্কার করে সে
মারওয়ানের কাছে গিয়ে আবু সাঈদ (রা)-এর ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল। এদিকে তার
পরপরই আবু সাঈদ (রা)-ও মারওয়ানের কাছে গেলেন। মারওয়ান তাঁকে বললেন : হে আবু সাঈদ !
তোমার এই ভাতিজার কি ঘটেছে? তিনি জবাব দিলেন : আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের
কেউ যদি লোকদের জন্য সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করে, আর কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যেতে
চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। সে যদি না মানে, তবে সে ব্যক্তি (মুসল্লী) যেন তার সাথে মুকাবিলা
করে, কারণ সে শয়তান।

٤٤٢. بَابُ أَئِمَّةِ الْمَارِبِينَ يَدِيَ الْمُصَلَّى

৩৪২. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীর শুনাহ

৪৮৬ حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضِيرِ مُوْلَى عَمَرِبْنِ عَبْيَدِ اللَّهِ عَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدًا أَرْسَلَ إِلَيْ أَبِي جَهْيَمَ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَارِبِينَ يَدِيَ الْمُصَلَّى فَقَالَ أَبُو جَهْيَمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى لَوْ يَعْلَمُ الْمَارِبِينَ يَدِيَ الْمُصَلَّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقْفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرُّ بِهِنَّ يَدِيهِ * قَالَ أَبُو النَّضِيرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً .

৪৮৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....বুসর ইব্ন সাওদ (র) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্ন খালিদ (রা) তাকে আবু জুহায়ম (রা)-এর কাছে পাঠালেন, যেন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি শুনেছেন। তখন আবু জুহায়ম (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চলিশ দিন/মাস/ বছর দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। আবুন-নায়র (র) বলেন : আমার জানা নেই তিনি কি চলিশ দিন বা চলিশ মাস বা চলিশ বছর বলেছেন।

٤٤٣. بَابُ اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّى، وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّى وَهَذَا إِذَا اشْتَفَلَ بِهِ فَإِمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَفِلْ بِهِ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَأَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَةَ الرَّجُلِ

৩৪৩. পরিচ্ছেদ : কারো দিকে মুখ করে সালাত আদায়

উসমান (রা) সালাতরত অবস্থায় কাউকে সামনে রাখা মাককহ মনে করতেন। এ হ্রকুম তখনই প্রযোজ্য যখন তা মুসল্লীকে অন্যমনক্ষ করে দেয়। কিন্তু যখন অন্যমনক্ষ করে না, তখন যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর মতানুসারে কোন ক্ষতি নেই। তিনি বলেন : একজন আরেকজনের সালাত নষ্ট করতে পারে না

৪৮৭ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلَيلٍ حَدَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي إِبْنَ صَبَّيْحٍ عَنْ مَسْرُوفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ نُكِرَ عِنْهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كَلَابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ تَعَالَى يُصَلِّى وَإِنِّي لَبَيْتُهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَآنَا مُضْطَجَعٌ عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْشَلُ إِشْلَالًا * وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ .

৪৮৭ [ইসমাইল ইবন খলীল (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী জিনিসের আলোচনা করা হল। সোকেরা বললো : কুকুর, গাধা ও মহিলা সালাত নষ্ট করে দেয়। 'আয়িশা (রা) বললেন : তোমরা আমাদের কুকুরের সমান করে দিয়েছ ! আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, সালাত আদায় করছেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝে চৌকির উপর কাত হয়ে শয়ে থাকতাম। কোন কোন সময় আমার বের হওয়ার দরকার হতো এবং তাঁর সামনের দিকে যাওয়া অপসন্দ করতাম। এজন্যে আমি চুপে চুপে সরে পড়তাম। আ'মাশ (র) 'আয়িশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٤٤. بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّانِي

৩৪৪. পরিচ্ছেদ : ঘুমস্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায় ৪৮৮
 حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
 يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاسِيِّهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤْتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتِرُ.

৪৮৮ [মুসাদ্দাদ (র)......'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি তখন তাঁর বিছনায় আড়াআড়িভাবে শয়ে থাকতাম। বিত্র পড়ার সময় তিনি আমাকেও জাগাতেন, তখন আমিও বিত্র পড়তাম।

٣٤٥. بَابُ التَّطْوِعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

৩৪৫. পরিচ্ছেদ : মহিলার পেছনে থেকে নফল সালাত আদায় ৪৮৯
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضِيرِ مُؤْلَى عَمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ آنَامَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَاهُ فِي شَبَّيلِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمْزَنِي فَقَبَضَتْ رِجْلَيْهِ، فَإِذَا قَامَ بَسْطَهُمَا، قَالَتْ وَاللَّبُوبُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

৪৮৯ [আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)...নবী ﷺ-এর সহধর্মী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শয়ে থাকতাম আর আমার পা দু'টো থাকত তাঁর কিবলার দিকে। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন আমাকে টোকা দিতেন, আর আমি আমার পা সরিয়ে নিতাম। তিনি দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় পা দু'টো প্রসারিত করে দিতাম। 'আয়িশা (রা) বলেন : তখন ঘরে কোন বাতি ছিল না।

٣٤٦. بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْئًا

৩৪৬. পরিচ্ছেদ : কোন কিছু সালাত নষ্ট করে না বলে যিনি মত পোষণ করেন ৪৯০
 حَدَّثَنَا عَمَرُ بْنُ حَفْصٍ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَمْشٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ
 بُوখারী শরাফ (১) — ৩৫

عَائِشَةَ حَ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ شَبَهَتُمُونَا بِالْحُمْرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِي وَإِنِّي عَلَى السُّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضطَجِعَةٌ فَقَبَّلَتِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهَ أَنْ أَجْلِسَ فَلَوْذَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلَ مِنْ عِنْدِ رِجْلِهِ .

৪৯০ [উমর ইবন হাফস্স (র)......‘আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী কুকুর, গাধা ও মহিলা সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। ‘আয়িশা (রা) বললেনঃ তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা করছো আল্লাহর ক্ষম ! আমি নবী ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন আমি চৌকির উপরে তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শায়িত ছিলাম। আমার প্রয়োজন হলে আমি উঠে বসা পদস্থ করতাম না। কেননা, তাঁতে নবী ﷺ-এর কষ্ট হতে পারে। আমি তাঁর পায়ের পাশ দিয়ে চুপে চুপে বের হয়ে পড়তাম।

৪৯১ [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَخِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ اللَّيلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ .

৪৯১ [ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)......নবী ﷺ-এর সহধর্মী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাস্তুল্লাহ ﷺ-রাতে উঠে সালাতে দাঁড়াতেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে তাঁর পারিবারিক বিছানায় শয়ে থাকতাম।

৩৪৭. بَابٌ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً مُنْفِرَةً عَلَى عَنْقِهِ فِي الصَّلَاةِ

৩৪৭. পরিচ্ছেদঃ সালাতে নিজের ঘাড়ে কোন ছোট মেয়েকে তুলে নেয়া

৪৯২ [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَيْمٍ الرَّذِيقِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْلِي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَّامَةً بِثُنَثَ زَيْنَبَ بْنَتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَأَبِي العاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَلَّهَا .

৪৯২ [‘আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)...আবু কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাস্তুল্লাহ ﷺ-তাঁর মেয়ে যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইবন রাবী‘আ ইবন ‘আবদ শামস (র)-এর ওরসজাত কল্যাণ উমামা (রা)-কে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন।

৩৪৮. بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشِ فِيهِ حَانِضٌ

৩৪৮. পরিচ্ছেদঃ এমন বিছানা সামনে রেখে সালাত আদায় করা যাতে খতুবতী মহিলা রয়েছে

সালাত অধ্যায়

٤٩٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُهَمَّةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي خَالِتِي مَيْمُونَةُ بْنَتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِيْ حِيَالَ مُصْلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرُبِّمَا وَقَعَ نُؤْبِهُ عَلَى وَآتَا عَلَى فِرَاشِيْ .

৪৯৩ [আমর ইবন যুবারা (র).....মায়মূনা বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমার বিছানা নবী ﷺ-এর মুসল্লার বরাবর ছিল। আর আমি আমার বিছানায় থাকা অবস্থায় কোন কোন সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ের উপর এসে পড়তো।]

٤٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَلِيمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْلِي وَآتَا عَلَى جَنْبِهِ نَائِمَةً فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِيْ نُؤْبِهُ وَآتَا حَافِصًّا .

৪৯৪ [আবু নুমান (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ-এর সালাত আদায় করতেন আর আমি তাঁর পাশে শয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর কাপড় আমার গায়ের উপর পড়তো। সে সময় আমি হায়ে অবস্থায় ছিলাম।]

৩৪৯. بَابُ هَلْ يَفْعِمُ الرَّجُلُ إِمْرَأَةٌ عِنْدَ السُّجُودِ لِكُنْ يَسْجُدُ

৩৪৯. পরিচ্ছেদ : সিজদার সুবিধার্থে নিজ স্ত্রীকে সিজদার সময় স্পর্শ করা

٤٩৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بِشَمَاءَ عَدْلَتْمُونَا بِالْكُبْرِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتِنِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْلِي وَآتَا مُضْطَجِعَةً بَيْنَ وَبَيْنِ الْقِبَلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدْ غَمْرَ رِجْلِي فَقَبَضَتْهُمَا .

৪৯৫ [আমর ইবন 'আলী (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার সমান করে বড়ই খারাপ করেছ। অথচ আমি নিজকে এ অবস্থায় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত আদায়ের সময় আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করার ইচ্ছা করতেন তখন আমার পা দু'টোতে টোকা দিতেন। আমি তখন আমার পা দু'টো গুটিয়ে নিতাম।]

৩৫০. بَابُ الْعِرَاءِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصْلِيِّ شَيْئًا مِنِ الْأَذْنِ

৩৫০. পরিচ্ছেদ : মুসল্লীর দেহ থেকে মহিলা কর্তৃক নাপাকী পরিষ্কার করা

٤٩٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْحَاقَ السُّرْمَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِشْرَائِيلُ عَنْ أَبِي

إِسْلَقَ عَنْ عُمَرِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَئِمَا رَسُولُ اللَّهِ قَائِمٌ يُصْلَى عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرْيَشِ فِي مَجَالِسِهِمْ ، اذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَتَنْتَرُونَ إِلَى هَذَا الْمَرَانِي أَيُّكُمْ يَقْعُمُ إِلَى جَنْدِ أَلِفْ لَدُنِ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْتِنَاهَا وَدَمَهَا وَسَلَامًا فَيَجِئُ بِهِ ثُمَّ يَمْهُلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَةً بَيْنَ كَثِيفَةٍ فَأَنْبَغَتْ أَشْقَافُهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ قَائِمٌ وَضَعَةً بَيْنَ كَثِيفَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ سَاجِدًا فَضَحَّكُوا حَتَّى مَا لَبَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحْكِ فَأَنْطَلَقَ مُنْطَلِقًا إِلَى فَاطِمَةَ ، وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَبَيْتَ النَّبِيِّ سَاجِدًا حَتَّى الْقَتَهُ عَنْهُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسْبِيْهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ الصَّلَاةَ قَالَ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرْيَشِ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرْيَشِ ، اللَّهُمَّ سَمِّيَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعُمَرِ بْنِ هِشَامٍ وَعَتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عَتْبَةَ وَأَمِيَّةَ بْنِ خَلْفٍ وَعَقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعْيَطٍ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَعِيْ يَوْمَ بَدرِ رِمَّ سُجِّبُوا إِلَى الْقَلْبِ قَلِيلٌ بَدْرِيْمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَتَيْعَ أَصْحَابَ الْقَلْبِ لَعْنَهُ .

৪৯৬ আহমদ ইবন ইসহাক সারমারী (র).....‘আবদুল্লাহ’ (ইবন মাস’উদ [রা]) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কা’বার নিকটে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর কুরাইশের একদল তাদের মজলিসে ছিল। এমন সময় তাদের একজন বলল : তোমরা কি এই রিয়াকারকে দেখিন? তোমাদের এমন কে আছে, যে অমুক গোত্রের উট যবেহ করার স্থান পর্যন্ত যেতে রায়ী? সেখান থেকে গোবর, রক্ত ও গর্ভাশয় নিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকবে। যখন এ ব্যক্তি সিজদায় যাবে, তখন এগুলো তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দেবে। এ কাজের জন্য তাদের চরম হতভাগা ব্যক্তি (উকবা ইবন আবু মু’আইত) উঠে দাঁড়াল (এবং তা নিয়ে আসলো)। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় গেলেন তখন সে তাঁর দু’কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। নবী ﷺ সিজদায় স্থির রয়ে গেলেন। এতে তারা হাসাহসি করতে লাগলো। এমনকি হাসতে একজন আরেকজনের গায়ের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। (এই অবস্থা দেখে) এক ব্যক্তি ফাতিমা (রা)-এর কাছে গেল। তিনি তখন ছোট বালিকা ছিলেন। তিনি দৌড়ে চলে আসলেন। তখনও নবী ﷺ সিজদারত ছিলেন। ফাতিমা (রা) সেগুলো তাঁর উপর থেকে ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের লক্ষ্য করে গালমন্দ করতে লাগলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলেন তখন তিনি বললেনঃ “আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর! ” “আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর! ” তারপর তিনি নাম ধরে বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি ‘আমর ইবন হিশাম, উত্বা ইবন রাবী’আ, শায়বা ইবন রাবী’আ, ওয়ালীদ ইবন উত্বা, উমায়্যা ইবন খালাফ, ‘উকবা ইবন আবু মু’আইত এবং উমারা ইবন ওয়ালীদকে ধ্বংস কর! ” ‘আবদুল্লাহ’ (ইবন মাস’উদ [রা]) বলেন : আল্লাহর কসম! আমি এদের সবাইকে বদর যুদ্ধের দিন নিহত লাশ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর তাদের হিচড়ে বদরের কুয়ায় নিক্ষেপ করা হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : এই কুয়াবাসীদের উপর চিরকালের জন্য অভিশাপ।

বুধাবী শরীফ

প্রথম বর্ত

ইয়াম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুধাবী (রঃ)